সুনান আবু দাঊদ

২য় খণ্ড

সুনান আবু দাউদ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

অনুবাদক

মাওলানা সাঈদ আহমদ

মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক

মাওলানা আফলাতুন কায়সার

সম্পাদনা

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : রমাদান ১৪৩৫
আষাঢ় ১৪২১
জুন ২০১৪

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য :

প্রকাশকের কথা

প্রধান ছয়টি সহীহ্ হাদীস সংকলনের মধ্যে সুনান আবু দাউদ-এর স্থান হচ্ছে তৃতীয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সহীহ্ মুসলিম ও জামে আত-তিরমিযীর প্রকাশনা সম্পন্ন করার সাথে সাথে সুনান আন-নাসাঈ এবং সুনান আবু দাউদ-এর তরজমা প্রকাশের কাজও অব্যাহত রেখেছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুনান আবু দাউদ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর এবার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো।

সুনান আবু দাউদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তদুপরি মূল আরবীর সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবিঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন ঃ

মাওলানা সাঈদ আহমদ ঃ হাদীস নং ৭২১ থেকে ৭৮১

মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক ঃ হাদীস নং ৭৮২ থেকে ১১৬০

মাওলানা আফলাতুন কায়সার ঃ হাদীস নং ১১৬১ থেকে ১৭২০

সূচীপত্র

জুমু'আর নামায সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ ॥ ১৭৭

অধ্যায়-৪ ঃ সালাতুল ইসতিস্কা (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) ২৩১

অধ্যায়-১০ ঃ যাকাত ॥ ৪৩৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ৩

اَبْوَابُ تَفْرِيْعِ اِسْتِفْتَاحِ الصَّلٰوةِ

নামায শুরু করার অনুচ্ছেদসমূহ

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ রফ'ই ইয়াদাইন (হাত উত্তোলন)

٧٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ وَاَكْثَرَ مَا كَانَ يَقُوْلُ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

৭২১। সালেম (র) কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তাঁর উভয় হাত তুলতেন তাঁর দুই কাঁধ বরাবর, অনুরূপ যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন এবং রুকূ থেকে যখন মাথা তুলতেন তখনো এরূপ করতেন। সুফিয়ান একবার বলেছেন, রুকূ থেকে যখন মাথা তুলতেন (তখনই শুধু রফ'ই ইয়াদাইন করতেন), তবে অধিকাংশ সময় বলতেন এভাবে, রুকূ থেকে মাথা তোলার পর (তিনি হাত তুলতেন), আর দুই সিজদার মাঝে হাত উঠাতেন না।

টীকা ঃ নামাযে তাকবীরে তাহ্‌রীমা ছাড়াও বেশ কয়েকবার রফ'ই ইয়াদাইন বা হাত উঠাবার বিষয়টি বেশ কিছু সহীহ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক, আবু সাওর ও ইমাম মালেকের একটি বর্ণনায় এমতই গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী, ইবনে সীরীন প্রমুখের একই মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সঙ্গীরা তাকবীরে তাহ্‌রীমা ছাড়া আর কোথাও রফ'ই ইয়াদাইন নেই বলে মত পোষণ করেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবরাহীম নাখঈ, ইবনে আবু লায়লা, 'আলকামা ইবনে কায়েস প্রমুখও এ মত পোষণ করেন। তারা প্রথমোক্ত আমলকে প্রাথমিক অবস্থায় ছিল বলে মত প্রকাশ করেন। তাদের মতে পরবর্তী পর্যায়ে তা মানসূখ হয়ে যায় (অনুবাদক)।

٧٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَالِكَ فَيَرْكَعُ ثُمَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى السُّجُوْدِ وَيَرْفَعُهُمَا فِىْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى تَنْقَضِىَ صَلاَتُهُ.

৭২২। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন (তাকবীর বলে) তাঁর উভয় হাত তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তারপর তাকবীর বলে অনুরূপ হাত উঠাতেন এবং রুকূ করতেন। মাথা তোলার (বা পিঠ সোজা করার) সময়ও উভয় হাত তুলতেন কাঁধ বরাবর এবং বলতেন ঃ 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' (প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শোনেন)। তিনি সিজদার সময় হাত তুলতেন না। রুকূর পূর্ববর্তী প্রত্যেক তাকবীরের জন্যই হাত তুলতেন (রফ'ই ইয়াদাইন করতেন)। এভাবেই তাঁর পুরো নামায সমাপ্ত হতো।

٧٢٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا لاَ اَعْقِلُ صَلٰوةَ اَبِىْ فَحَدَّثَنِىْ وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاَدْخَلَ يَدَيْهِ فِىْ ثَوْبِهِ قَالَ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ اَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ اَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ فَقَالَ هِىَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ.

৭২৩। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তখন বালক ছিলাম। আমার পিতার নামাযকে আমি বুঝতাম না। ওয়ায়েল ইবনে 'আলকামা আমার পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বলার সময় 'রফ'ই ইয়াদাইন' করলেন। তারপর উভয় হাত আস্তিনের ভেতর প্রবেশ করান ও বাম হাতকে ডান হাত দিয়ে ধরেন। তারপর উভয় হাতকে কাপড়ের ভেতর ঢুকান। যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন, হাত দু'টি বের করলেন ও ওপরে তুললেন। রুকূ থেকে মাথা তোলার সময়ও রফ'ই ইয়াদাইন করলেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং উভয় হাতের মাঝখানে মুখমণ্ডল রাখলেন। সিজদা থেকে যখন মাথা উঠালেন তখনো রফ'ই ইয়াদাইন করলেন। এভাবেই নামায শেষ করলেন। মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি এটা হাসান ইবনে আবুল হাসানের নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি বলেন, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায। যে করার সে এরূপই করেছে, আর যে তরক করার সে এটাকে তরক করেছে। আবু দাঊদ বলেন, হাম্মামও এ হাদীস ইবনে জুহাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে সিজদা থেকে উঠতে 'রফে ইয়াদাইন' করার বিষয় উল্লেখ নেই।

টীকা ঃ সিজদা থেকে উঠতে রফ'ই ইয়াদাইনের প্রসংগ সহীহ হাদীসসমূহে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ 'আলেমের মতে তা মানসূখ হয়ে গিয়েছে (অনু.)।

٧٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ حَدَّثَنِىْ اَهْلُ بَيْتِىْ عَنْ اَبِىْ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ.

৭২৪। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আমার পরিবার আমার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাকবীরের সময় রফ'ই ইয়াদাইন করতে দেখেছেন।

٧٢٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ النَّخْعِىُّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَبْصَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى بِاِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ.

৭২৫। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি দেখেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি যখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন, উভয় হাত উপরে উঠালেন। এমনকি হাত দু'টি তাঁর কাঁধ পর্যন্ত উঠল এবং দুই বৃদ্ধাংগুলি তাঁর দুই কান বরাবর করলেন, তারপর তাকবীর বললেন।

٧٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّىْ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَالِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَالِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الاَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

৭২৬। ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের প্রতি লক্ষ্য করবো যে, তিনি কিভাবে নামায পড়েন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীর বলে দুই হাত দুই কান বরাবর উঠালেন এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরলেন। তিনি যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন তখনো অনুরূপ রফ'ই ইয়াদাইন করলেন, তারপর দুই হাত দুই হাঁটুর ওপর রাখলেন। রুকূ থেকে যখন মাথা তুললেন, তখন আবার অনুরূপ রফ'ই ইয়াদাইন করলেন। সিজদা করতে গিয়ে সামনের স্থানে মাথা রাখলেন, তারপর বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসলেন, বাম হাত বাম রানের ওপর রাখলেন, আর ডান কনুইকে আলাদা রাখলেন ডান রান থেকে। দু'টি আংগুল বন্ধ করে নিয়ে তা দিয়ে একটি বৃত্ত (বৃদ্ধাংগুলি ও মধ্যমা আংগুল দ্বারা) বানালেন। আমি তাকে এরূপই বলতে দেখেছি। বিশর (র) তার বৃদ্ধাংগুলি ও মধ্যমা আংগুল দ্বারা বৃত্ত তৈরী করেন ও শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করেন।

٧٢٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا اَبُو الْوَلِيْدِ نَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَالِكَ فِىْ زَمَانٍ فِيْهِ بَرْدٌ شَدِيْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ اَيْدِيْهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ.

৭২৭। আসেম ইবনে কুলাইব (র) একই সনদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ 'তারপর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের পেছন, কজি ও হাতের নলার ওপর রাখলেন। তাতে এও রয়েছে ঃ তারপর আমি প্রচণ্ড শীতের সময় আসলাম। তখন লোকদের দেখলাম, তারা অনেক কাপড়চোপড় পরে আছে। ঐ কাপড়চোপড়ের ভেতর থেকেই তাদের হাত নড়াচড়া করছে।

٧٢٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ اُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُهُمْ فَرَاَيْتُهُمْ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ اِلٰى صُدُوْرِهِمْ فِىْ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَاَكْسِيَةٌ.

৭২৮। ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। তিনি যখন নামায শুরু করলেন তখন কান পর্যন্ত হাত তুললেন। ওয়ায়েল বলেন, পরবর্তীকালে আবার আমি তাদের নিকট এসে দেখলাম, নামায শুরু করাকালীন লোকেরা বুক পর্যন্ত হাত তুলছে। তারা তখন উঁচু টুপি ও কম্বল পরিহিত অবস্থায় ছিল।

بَابُ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ নামায শুরু করার বর্ণনা

٧٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الشِّتَاءِ فَرَاَيْتُ اَصْحَابَهُ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِىْ ثِيَابِهِمْ فِى الصَّلٰوةِ.

৭২৯। ওয়ায়েল ইবনে (রা) হুজ্‌র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শীতকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। আমি তাঁর সাহাবীদের দেখলাম, তারা নামাযের মধ্যে তাদের কাপড়চোপড়ের ভেতরেই 'রফ'ই ইয়াদাইন' করছেন।

٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى وَهٰذَا حَدِيْثُ اَحْمَدَ قَالَ اَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ

السَّاعِدِيُّ فِيْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا فَلِمَ فَوَاللّٰهِ مَا كُنْتَ بِاَكْثَرِنَا لَهُ تَبْعَةً (تَبَعًا) وَلاَ اَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلٰى قَالُوْا فَاَعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ حَتّٰى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِيْ مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُّ (يَنْصِبُ) رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِيْ اِلَى الْاَرْضِ فَيُجَافِيْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ اِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلٰى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْاُخْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَالِكَ فِيْ بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِيْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ. قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৭৩০। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুমায়েদ আস-সাইদী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর মধ্যে বসা ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু কাতাদা (রা)-ও ছিলেন। আবু হুমায়েদ (রা) বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা বললেন, তা কি করে? আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো আমাদের চাইতে বেশি কাল তাঁর অনুসরণ করেননি, আর আমাদের আগেও তাঁর সাহচর্য লাভ করেননি। আবু হুমায়েদ (রা) বললেন, হাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

তারা বললেন, আচ্ছা আপনি আপনার বর্ণনা পেশ করুন। আবু হুমায়েদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন ও তাকবীর বলতেন। শরীরের প্রত্যেকটি হাড় স্বস্ব স্থানে ঠিকভাবে স্থির হওয়ার পর তিনি কিরাআত পড়তেন। তারপর আবার তাকবীর বলে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। এরপর রুকূ করতেন, উভয় হাত দুই হাঁটুতে রাখতেন, পিঠ সোজা করতেন (অর্থাৎ মাথাকে পিঠ বরাবর করতেন), উঁচু-নিচু করতেন না। তারপর মাথা ওঠাতেন ও বলতেন ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্।' উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন সোজাসুজিভাবে ও বলতেন ঃ 'আল্লাহু অকবার।' জমিনের দিকে ঝুঁকতেন উভয় হাত পাঁজর থেকে আলাদা রেখে। তারপর (সিজদা থেকে) মাথা উঠাতেন ও বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসতেন। সিজদার সময় পায়ের আংগুলসমূহ খোলা রাখতেন। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করতেন ও আল্লাহু আকবার বলে অনুরূপ মাথা তুলতেন এবং বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসতেন। এমনকি প্রত্যেক হাড় আপন আপন জায়গায় ফিরে যেত। এরপর দ্বিতীয় রাক্আতেও অনুরূপই করতেন। দুই রাক্আত শেষ করার পর উঠে দাঁড়াতেন। আল্লাহ্ আকবার বলে উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন যেরূপ প্রথমে নামায শুরুর সময় উঠাতেন। তারপর অবশিষ্ট নামাযে এরূপই করতেন। এমনকি শেষ সিজদা করা হয়ে গেলে– যার পরে সালাম ফেরানোর পালা– বাম পা বের করে দিতেন ও বাম উরুর ওপর বসতেন। সাহাবীরা বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। এরূপেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন।

٧٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِيْ مَجْلِسٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرُوْا صَلاَتَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ فَاِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلاَ صَافِحٍ بِخَدِّهِ وَقَالَ اِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَاِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ اَفْضٰى بِوَرِكِهِ الْيُسْرٰى اِلَى الْاَرْضِ وَاَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

৭৩১। মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর আল-'আমেরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মজলিসে (বসা) ছিলাম। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আবু হুমায়েদ (রা) বলেন, তারপর উপরে হাদীসেরই (কিছু অংশ) বর্ণনা করেন এবং বলেন ঃ

যখন তিনি রুকূ করলেন দুই হাতে উভয় হাঁটু মযবুতভাবে ধারণ করলেন ও আংগুলগুলো পরস্পর থেকে ফাঁকা রাখলেন, তারপর পিঠ ঝুঁকালেন, মাথা নিচু করলেন না এবং মুখও কোনদিকে ঘুরালেন না (বরং সোজা কেবলামুখী রাখলেন)। দুই রাক্আতের পর যখন বসলেন, বাম পায়ের তলার ওপর বসলেন এবং ডান পা'কে খাড়া করে দিলেন। চতুর্থ রাক্আতের পর বাম নিতম্ব জমিনের উপর রাখলেন এবং উভয় পা একদিকে বের করে দিলেন।

٧٣٢- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمِصْرِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِىِّ وَيَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ نَحْوَ هٰذَا قَالَ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَّلاَ قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ.

৭৩২। মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর ইবনে 'আতা (র) উক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ যখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) সিজদা করলেন, জমিনে হাত একেবারে ছড়িয়েও দিলেন না, আর মিলিয়েও রাখলেন না এবং আংগুলের মাথা কেবলামুখী রাখলেন।

٧٣٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبُوْ بَدْرٍ حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ اَبُوْ خَيْثَمَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ حَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَحَدِ بَنِىْ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ اَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَجْلِسٍ فِيْهِ اَبُوْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى الْمَجْلِسِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ يَزِيْدُ اَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ يَعْنِىْ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلٰى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْاُخْرٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِذَا هُوَ اَرَادَ اَنْ يَّنْهَضَ

لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ فِي التَّشَهُّدِ.

৭৩৩। আব্বাস অথবা আইয়্যাশ ইবনে সাহ্ল আস-সাইদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তার পিতা যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন, আবু হুরায়রা, আবু হুমায়েদ সাইদী ও আবু উসায়েদ (রা) প্রমুখ উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এ হাদীসই কিছু কমবেশী করে বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে ঃ 'তিনি রুকূ থেকে মাথা তুললেন এবং বললেন ঃ সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ্। তারপর উভয় হাত তুললেন, আল্লাহু আকবর বলে সিজদা করলেন। সিজদাতে জমিনে তাঁর দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের আংগুলের মধ্যস্থল স্থাপন করলেন। তারপর তাকবীর বলে নিতম্বের ওপর বসলেন এবং এক পা খাড়া করে রাখলেন। পুনরায় তাকবীর বলে দ্বিতীয় সিজদা করলেন এবং তাকবীর বলে উঠে গেলেন, নিতম্বের ওপর বসলেন না। তারপর শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অবশেষে বললেন ঃ দুই রাক্আত পড়ে বসলেন। যখন দাঁড়াতে চাইলেন, তাকবীর সহকারে দাঁড়ালেন এবং শেষ দুই রাক্আত পড়লেন। তাতে তাশাহ্হুদে নিতম্বের ওপর বসার প্রসংগ উল্লেখ নেই।

٧٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو اَخْبَرَنِيْ فُلَيْحٌ حَدَّثَنِيْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَّاَبُوْ اُسَيْدٍ وَّسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَاَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافٰى عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ كَاَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحّٰى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِيْ مَوْضِعِهِ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ فُلَيْحٍ وَّذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَحْوَ جِلْسَةِ حَدِيْثِ فُلَيْحٍ وَّعُتْبَةَ.

৭৩৪। আব্বাস ইবনে সাহ্‌ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু হুমায়েদ, আবু উসায়েদ, সাহ্‌ল ইবনে সা'দ, মুহাম্মাদ ইবনে মাস্‌লামা (রা) প্রমুখ সমবেত হলেন। তাঁরা আলোচনা করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে। আবু হুমায়েদ (রা) বললেন, আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি। একথা বলে উপরোক্ত হাদীসের কিছু অংশ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলেন– তাঁর উভয় হাঁটুর ওপর এভাবে হাত রাখলেন যেন তিনি দুই হাঁটুকে আঁকড়ে ধরেছেন। তারপর উভয় হাত সোজা করলেন– ঠিক কামানের ফলার ন্যায়। হাতকে পাঁজর থেকে আলাদা রাখলেন। এরপর সিজদা করলেন– নাক ও কপাল ভূমিতে স্থাপন করলেন। হাত দু'টিকে পাঁজর থেকে পৃথক রাখলেন। উভয় হাত কাঁধ বরাবর রাখলেন। তারপর মাথা তুললেন, এমনকি প্রতিটি হাড় নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যায়। এরপর দ্বিতীয় সিজদা থেকে অবসর হয়ে বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসলেন, ডান পা খাড়া করে তার আংগুলগুলোর অগ্রভাগ কিবলার দিকে রাখলেন। ডান হাতকে ডান হাঁটুর ওপর ও বাম হাতকে বাম হাঁটুর ওপর রাখলেন এবং আংগুল দ্বারা ইশারা করলেন। আবু দাঊদ (র) বলেন, এ হাদীস ওতবা ইবনে আবু হাকীম আবদুল্লাহ ইবনে ঈসার মাধ্যমে আব্বাস ইবনে সাহ্‌ল থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে নিতম্বের ওপর বসার উল্লেখ নেই, বরং ফুলাইহ্‌এর মতই বর্ণনা করেছেন। হাসান ইবনুল হুরও ফুলাইহ্ ও উত্‌বার হাদীসের মতই বসার বর্ণনা করেছেন।

٧٣٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ عُتْبَةُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسٰى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِىِّ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَاِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ فَخِذَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ اَنَا فُلَيْحٌ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ اَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِيْهِ اُرَاهُ ذَكَرَ عِيْسَى بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ حَضَرْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِىَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৭৩৫। আবু হুমায়েদ (রা) একই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, যখন তিনি সিজদা করলেন, তখন উভয় রানকে পৃথক রাখলেন, পেট রানের সাথে লাগালেন না।

٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا هَمَّامٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ اِلَى الْاَرْضِ قَبْلَ اَنْ تَقَعَا كَفَّاهُ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافٰى

عَنْ اِبْطَيْهِ. قَالَ حُجَّاجٌ قَالَ هَمَّامٌ وُحَدَّثَنَا شَقِيْقٌ حَدَّثَنِيْ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هٰذَا. وَفِيْ حَدِيْثِ اَحَدِهِمَا وَاَكْبَرُ عِلْمِيْ اَنَّهُ حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ وَاِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى فَخِذَيْهِ.

৭৩৬। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (র) কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বলেন, যখন তিনি সিজদায় যেতেন হাতের আগে তাঁর হাঁটুদ্বয় জমিনে লাগতো। যখন সিজদায় যেতেন তখন কপাল রাখতেন দুই হাতের মাঝখানে এবং বগলদ্বয় ফাঁকা রাখতেন। হাজ্জাজ-হাম্মাম-শাকীক আসেম ইবনে কুলায়েব– তার পিতা কুলায়েব থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।... মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উঠতেন, হাঁটুর ওপর থেকে উঠতেন এবং রানের ওপর ভর করে উঠতেন।

٧٣٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ اِبْهَامَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ اِلٰى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ.

৭৩৭। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল (র) কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় (হাতের) বৃদ্ধাংগুলি কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন।

٧٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلٰوةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ وَاِذَا رَفَعَ لِلسُّجُوْدِ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ.

৭৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের তাকবীর (তাহরীমা) বাঁধতেন, তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতেন, রুকূ করার সময়ও এরূপ করতেন, সিজদা থেকে মাথা তোলার সময়ও এরূপ

করতেন এবং দুই রাকআত পড়ে যখন দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ (রফ'ই ইয়াদাইন) করতেন।

٧٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى هُبَيْرَةَ عَنْ مَيْمُوْنِ الْمَكِّىِّ اَنَّهُ رَاَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلّٰى بِهِمْ يُشِيْرُ بِكَفَّيْهِ حِيْنَ يَقُوْمُ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ وَحِيْنَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُوْمُ فَيُشِيْرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اِنِّىْ رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ اَرَ اَحَدًا يُصَلِّيْهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هٰذِهِ الْاِشَارَةَ فَقَالَ اِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تَنْظُرَ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلٰوةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

৭৩৯। মায়মূন আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-কে দেখেছেন, তিনি তাদের নামায পড়ালেন। তিনি ইশারা করলেন উভয় হাত দিয়ে (বা রফ'ই ইয়াদাইন করলেন) দাঁড়াবার সময়, রুকূ করার সময়, সিজদা করার সময়, পুনরায় দাঁড়াবার সময়। তিনি দাঁড়ালেন এবং ইশারা করলেন উভয় হাত দিয়ে। মায়মূন আল-মাক্কী বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট গেলাম। আমি তাকে বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়েরকে এভাবে নামায পড়তে দেখলাম যে, আর কাউকে তদ্রূপ নামায পড়তে দেখিনি। আমি তার নিকট হাত দ্বারা ইশারা করার বিষয়ও উল্লেখ করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায দেখতে (ও তা অনুসরণ করতে) চাও, তাহলে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়েরের নামাযের অনুসরণ করো।

٧٤٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ اَبَانٍ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيْرٍ يَّعْنِى السَّعْدِىَّ قَالَ صَلّٰى اِلٰى جَنْبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاوُسٍ فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْاُوْلٰى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاَنْكَرْتُ ذَالِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ اَرَ اَحَدًا يَّصْنَعُهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ رَاَيْتُ اَبِىْ يَصْنَعُهُ وَقَالَ اَبِىْ رَاَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّصْنَعُهُ وَلاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ.

৭৪০। নাদর ইবনে কাসীর আস-সা'দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে তাউস (র) মসজিদুল খায়ফে আমার পাশে নামায পড়লেন। তিনি যখন প্রথম সিজদা

দিলেন ও সিজদা থেকে মাথা তুললেন তখন উভয় হাত তুললেন মুখ পর্যন্ত বা মুখের সামনে। বিষয়টি আমার অমনোপূত হলো। আমি এ ব্যাপারে উহায়েব ইবনে খালিদকে বললাম। উহায়েব ইবনে খালিদ তাকে বললেন, তুমি এরূপ কাজ করছ, যা আমি আর কাউকে করতে দেখিনি? ইবনে তাউস বললেন, আমি আমার পিতাকে এরূপ করতে দেখেছি। আমার পিতা বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসকে এরূপ করতে দেখেছি। আমার জানামতে তিনি অবশ্যই বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করতেন।

٧٤١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ ذَالِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الصَّحِيْحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِمَرْفُوْعٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى بَقِيَّةُ اَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَاَسْنَدَهُ وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا اِلٰى ثَدْيَيْهِ وَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَاَيُّوْبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوْفًا وَاَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ وَحْدَهُ عَنْ اَيُّوْبَ لَمْ يَذْكُرْ اَيُّوْبُ وَمَالِكٌ رَفْعَ اِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ. وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيْهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ اَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْاُوْلٰى اَرْفَعَهُنَّ قَالَ لَا سَوَاءٌ قُلْتُ اَشِرْلِىْ فَاَشَارَ اِلَى الثَّدْيَيْنِ اَوْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

৭৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তাকবীর বলতেন ও দুই হাত তুলেতেন, আরো হাত তুলতেন, যখন রুকূ করতেন এবং সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। দুই রাকআত পড়ার পর দাঁড়িয়েও উভয় হাত উঠাতেন, আর বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করতেন। ...সাকাফীও 'উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে (মওকুফ' হিসেবে) ইবনে উমার থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ যখন তিনি দুই রাকআত শেষ করতেন, উভয় হাত বুক পর্যন্ত উঠাতেন। এটাই সহীহ। ...আইউব থেকে বর্ণিত। আইউব এবং মালেক দুই সিজদা থেকে উঠার সময় রফে ইয়াদাইনের কথা উল্লেখ করেননি। লাইছ এটিকে তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞেস করেছি, ইবনে উমার কি প্রথমবারই হাত উপরে উঠাতেন? তিনি বলেন, না। তিনি প্রত্যেক বারই এক বরাবরই উঠাতেন। আমি বললাম, আমাকে দেখিয়ে দিন। তিনি বুক পর্যন্ত অথবা তারও নিচ পর্যন্ত ইশারা করে দেখালেন।

٧٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا ابْتَدَأَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ رَفْعَهُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ اَحَدٌ غَيْرُ مَالِكٍ فِىْ مَا اَعْلَمُ.

৭৪২। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যখন নামায শুরু করতেন, উভয় হাত বাহুমূল পর্যন্ত উঠাতেন। আর তিনি যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন, তখন তার চাইতে কিছুটা কম পরিমাণ হাত তুলতেন। আবু দাউদ বলেন, আমি যতদূর জানি, মালেক ছাড়া আর কেউ এটা বর্ণনা করেননি যে, রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় তার থেকে কিছুটা কম তুলতেন।

بَابُ مَنْ ذَكَرَ اَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ দুই রাক্‌আত শেষে উঠার সময় রফ‘ই ইয়াদাইন করা

٧٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

৭৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাক্‌আত পর যখন দাঁড়াতেন, তখনও তাকবীর বলতেন এবং উভয় হাত উপরে তুলতেন।

٧٤٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَالِكَ اِذَا قَضٰى قِرَاءَتَهُ وَاَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

فِىْ شَىْءٍ مِّنْ صَلوتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ حِيْنَ وَصَفَ صَلوةَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ.

৭৪৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং উভয় হাত বাহুমূল পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি যখন কিরাআত থেকে অবসর হতেন এবং রুকূ করার ইচ্ছা করতেন, তখনো অনুরূপ (রফ'ই ইয়াদাইন) করতেন। তিনি রুকূ থেকে যখন মাথা তুলতেন, তখনো অনুরূপ করতেন এবং বসা অবস্থায় সেরূপ কিছু করতেন না। দুই রাক্আত পড়ে দাঁড়িয়েও তদ্রূপ উভয় হাত তুলতেন এবং তাকবীর বলতেন। আবু দাঊদ (র) আবু হুমায়েদ সাইদী (রা) বর্ণিত হাদীস প্রসংগে বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, তিনি যখন দুই রাক্আত পড়ে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং রফ'ই ইয়াদাইন করতেন বাহুমূল পর্যন্ত, যেরূপ নামায শুরু করার সময় করতেন।

٧٤٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ.

৭৪৫। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাত তুলতে দেখেছি তাকবীর (তাহরীমা) বাঁধার সময়, রুকূ করার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা তোলার সময়, এমনকি তাঁর হাত দু'টি কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

٧٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ نَا شُعَيْبُ يَعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ الْمَعْنٰى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ لاَحِقٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَأَيْتُ اِبْطَيْهِ. زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ يَقُوْلُ لاَحِقٌ اَلاَ تَرٰى اَنَّهُ فِى الصَّلٰوةِ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَكُوْنَ قُدَّامَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَزَادَ مُوْسٰى يَعْنِىْ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ.

৭৪৬। বাশীর ইবনে নাহীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থাকতাম তাহলে আমি তাঁর বগল দেখতে পেতাম, (অর্থাৎ তিনি শরীর থেকে হাত এতখানি আলাদা রাখতেন)। ইবনে মু'আয বলেছেন, নাহীক বলতেন, নামাযের মধ্যে থাকাবস্থায় আবু হুরায়রা কি করে তাঁর সামনে থাকতে পারেন? মূসা এটুকু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন।

٧٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَالِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ اَخِىْ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا اُمِرْنَا بِهٰذَا يَعْنِى الْاِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ.

৭৪৭। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায শিখিয়েছেন। তিনি প্রথমে তাকবীর বললেন এবং উভয় হাত তুললেন। তিনি যখন রুকূ করলেন, উভয় হাত পরস্পর মিলিয়ে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলেন (প্রাথমিক অবস্থায় এরূপই বিধান ছিল, পরবর্তীকালে তা রহিত হয়ে যায়)। সা'দ (রা) তা অবহিত হয়ে বললেন, আমার ভাই সত্য বলেছেন। প্রথম প্রথম আমরা এরূপই করতাম। পরবর্তী পর্যায়ে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে উভয় হাঁটুর ওপর হাত রাখতে।

بَابُ مَنْ لَّمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ রুকূর সময় হাত না উঠানো

٧٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ يَّعْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَلَا اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلاَّ مَرَّةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثٌ مُخْتَصَرٌ مِّنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ.

৭৪৮। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ে দেখাবো না? এরপর তিনি নামায পড়লেন, অথচ তিনি একবারের বেশী হাত

তুললেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্তসার। এই মূল পাঠে হাদীসটি সহীহ নয়।

٧٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو وَّأَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَّاحِدَةً.

৭৪৯। মুআবিয়া, খালিদ ইবনে আমর ও আবু হুযায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, সুফিয়ান (র) একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তিনি শুধু প্রথম বারই হাত তুলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ একবার মাত্র (হাত তুলেছেন)।

٧٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيْكٌ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ.

৭৫০। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাঁর দুই হাত উভয় কানের নিকট পর্যন্ত উঠাতেন। তারপর আর উঠাতেন না।

٧٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَّزِيْدَ نَحْوَ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ. قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوْفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ وَّخَالِدٌ وَّابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ يَّزِيْدَ لَمْ يَذْكُرُوْا ثُمَّ لَا يَعُوْدُ.

৭৫১। ইয়াযীদ (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। তাতে 'তারপর আর (হাত) উঠাতেন না' কথাটুকু নেই। সুফিয়ান বলেন, তিনি পরবর্তী সময়ে কুফাতে একথা বলেছিলেন, 'তারপর আর উঠাতেন না।' আবু দাউদ বলেন, হুশায়েম, খালিদ এবং ইবনে ইদরীস (র) ইয়াযীদ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে 'তিনি আর (হাত) উঠাতেন না' কথাটুকু নেই।

٧٥٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ أَخِيْهِ عِيْسٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ

يَدَيْهِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتّٰى انْصَرَفَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ.

৭৫২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি হাত তুললেন যখন তিনি নামায শুরু করলেন। এরপর আর হাত তুললেন না, এমনকি তিনি (নামায থেকে) অবসর হয়ে গেলেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীস সহীহ্ নয় (অবশ্য তিনি এর কোন কারণ দর্শাননি)।

٧٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.

৭৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে উপরে তুলতেন।

بَابُ وَضْعِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

٧٥٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ.

৭৫৪। যুর'আহ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনুয যুবায়ের (রা)-কে বলতে শুনেছি, উভয় পা সোজা রাখা এবং এক হাত অপর হাতের উপর রাখা সুন্নাতের অন্তর্গত।

٧٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَبِىْ زَيْنَبَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلَى الْيُمْنٰى فَرَاٰهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى.

৭৫৫। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ডান হাতের ওপর বাম হাত রেখে

নামায পড়ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখতে পেলেন। তিনি তার বাম হাতের ওপর ডান হাত রেখে দিলেন।

٧٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

৭৫৬। আবু জুহাইফা (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেছেন, নামাযে নাভীর নীচে হাতের ওপর হাত রাখা সুন্নাতের অন্তর্গত।

٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ عَنْ اَبِيْ بَدْرٍ عَنْ اَبِيْ طَالُوْتَ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ الضَّبِّىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ. وَقَالَ اَبُوْ مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِىَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

৭৫৭। ইবনে জুরাইজ আদ-দাব্বী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে নাভীর নীচে তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি মুঠ করে ধরতে দেখেছি।

٧٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اِسْحَاقَ الْكُوْفِىِّ عَنْ سَيَّارٍ اَبِى الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَخْذُ الْاَكُفِّ عَلَى الْاَكُفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ اِسْحَاقَ الْكُوْفِىَّ.

৭৫৮। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা বলেছেন, নামাযে নাভীর নীচে হাতের ওপর হাত রাখতে হবে।

٧٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِى ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلٰى صَدْرِهِ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ.

৭৫৯। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন, তারপর তা বুকের উপর বাঁধতেন।

بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلٰوةُ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ নামায শুরুর দু'আ

٧٦٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىٍّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلاَقِ لاَ يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَاَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ. وَاِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعِظَامِىْ وَعَصَبِىْ. وَاِذَا رَفَعَ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ. وَاِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوْرَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ. وَاِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

৭৬০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন, তারপর এ দু'আ পড়তেন : ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি...। অর্থাৎ : "আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখমণ্ডল ফিরালাম ঐ সত্তার দিকে যিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামায, আমার কুরবানী (যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী), আমার জীবন ও আমার মৃত্যু– সবই সারে জাহানের রব আল্লাহর জন্য নিবেদিত। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমাকে এটার-ই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। হে আল্লাহ! তুমিই শাহানশাহ। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি আমার প্রতিপালক। আমি তোমার গোলাম। আমি নিজ আত্মার ওপর যুলুম করেছি। আমি আমার গুনাহ্র স্বীকৃতি দিচ্ছি। হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর তো কেউ নেই। আমাকে উৎকৃষ্ট চরিত্রের প্রতি পথ প্রদর্শন করো। তুমি ছাড়া আর কেউ উৎকৃষ্ট চরিত্রের প্রতি পথ প্রদর্শন করার নেই। তুমি আমার থেকে মন্দ স্বভাব দূর করে দাও। তুমি ছাড়া আর তো কেউ মন্দ স্বভাব দূর করার নেই। আমি তোমার নিকট হাযির। তোমার হুকুম মানার জন্য প্রস্তুত! যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে নিহিত। আমি তোমারই (ওপর ভরসা রাখি) এবং তোমারই কাছ থেকে কামনা করি। তুমি বরকতময় তুমি অতি সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। তোমারই নিকট তওবা করি"। রুকূ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : "আমি তোমারই উদ্দেশ্যে রুকূ করলাম। তোমারই ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তোমারই জন্য বিনয়াবনত আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড়গোড় তথা আমার শিরা-উপশিরা"। রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় বলতেন : 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ...। অর্থাৎ : "আল্লাহ প্রশংসা শুনছেন ঐ ব্যক্তির যে তাঁর প্রশংসা করছে। হে আমাদের রব! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা– আসমান ও যমিন বরাবর এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে সে পরিমাণ। এছাড়া আর যে কোন কিছু পরিমাণ তুমি ইচ্ছা করো।" যখন তিনি সিজদা করতেন বলতেন : "হে আল্লাহ! তোমারই জন্য আমি সিজদা করলাম। তোমারই ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আমার মুখমণ্ডল সিজদায় লুটিয়ে পড়ল সেই সত্তার উদ্দেশ্যে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট করেছে, আর উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তার কান ও তার চোখ। মহাকল্যাণ ও বরকতময় আল্লাহ যিনি উৎকৃষ্টতম সৃজনকারী।" নামাযশেষে সালাম ফেরাবার সময় বলতেন : "হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও আমার আগের-পিছনের যাবতীয় গুনাহ, যা কিছু আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি, যে সীমালংঘন আমার দ্বারা হয়েছে, আর যা আমার চাইতেও তোমার বেশী জানা আছে। তুমিই প্রথম ও শেষ কার্যকারী। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

٧٦١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

الْفَضْلِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَالِكَ اِذَا قَضٰى قِرَائَتَهُ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ وَدَعَا نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِى الدُّعَاءِ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ الشَّيْءَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَ زَادَ فِيْهِ وَيَقُوْلُ عِنْدَ اِنْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

৭৬১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। কিরাআত শেষেও অনুরূপ করতেন। যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখনো এরূপ করতেন। যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখনো তদ্রূপ করতেন। নামাযের মধ্যে বসা অবস্থায় কোনরূপ হাত তুলতেন না। দুই রাক্‌আত পড়া শেষ হলেও অনুরূপ হাত তুলতেন ও তাকবীর বলতেন। এছাড়া দু'আ করতেন, যেরূপ পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। তাতে অবশ্য (কখনো) কিছু বেশ-কম করতেন। তাতে "সকল কল্যাণ তোমারই হাতে, কোনরূপ অকল্যাণ বা মন্দ তোমাতে নেই" একথাটুকু নেই। নামাযশেষে তিনি বলতেন ঃ "আমার আগের পেছনের এবং গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই আমার ইলাহ্‌। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

٧٦٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ قَالَ لِيْ اِبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَابْنُ اَبِيْ فَرْوَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَاِذَا قُلْتُ اَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَعْنِيْ وَقَوْلَهُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

৭৬২। শু'আইব ইবনে আবু হামযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, ইবনে ফারওয়া ও মদীনার অন্যান্য ফিক্‌হবিদরা আমাকে বলেছেন, তুমি যখন

উক্ত দু'আ পড়বে তখন "আর আমি হচ্ছি সর্বপ্রথম মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী" বলার পরিবর্তে বলবে, "আর আমি হচ্ছি মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

٧٦٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَّحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَاِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا. وَزَادَ حُمَيْدٌ فِيْهِ وَاِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِىْ فَلْيُصَلِّ مَا اَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ.

৭৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (দৌড়ে) এসে নামাযে শামিল হলো। ফলে সে হাঁপাচ্ছিল। সে বললো, 'আল্লাহু আকবার আলহামদু লিল্লাহি... অর্থাৎ "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যে প্রশংসা সুপ্রচুর পাক-পবিত্র কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে একথাগুলো উচ্চারণ করেছে? সে অবশ্য খারাপ বলেনি। লোকটি বললো, আমি বলেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আসলাম, তখন আমার লম্বা লম্বা শ্বাস বেরুচ্ছিল। তাই আমি ঐ কথাগুলো বলেছি। তিনি বলেন ঃ আমি দেখলাম, বারোজন ফেরেশতা পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে, কে কার আগে তা (আল্লাহর নিকট) উঠিয়ে নিয়ে যাবে। হুমায়েদ এটুকু বাড়িয়ে বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে আসে, সে যেন স্বাভাবিকভাবে হেঁটে আসে। তারপর (ইমামের সাথে) যতটুকু নামায পাওয়া যায় ততটুকু পড়বে, পরে বাকীটুকু পড়ে নিবে।

٧٦٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمِ الْعَنَزِىِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ صَلٰوةً قَالَ عَمْرُو لاَ اَدْرِىْ اَىُّ صَلٰوةٍ هِىَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ثَلاَثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ قَالَ نَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوْتَةُ.

৭৬৪। ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন এক নামায পড়তে দেখলেন। আমর বলেন, আমার জানা নেই, সেটি কোন নামায ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্লাহু আকবার কাবীরান। ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান তিনবার। সুবহানাল্লাহু... অর্থাৎ 'আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর সকাল ও সন্ধ্যায়'– তিনবার। 'আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর নিকট শয়তানের অহংকার ও আত্মম্ভরিতা থেকে তার ফুৎকার থেকে এবং তার কুমন্ত্রণা থেকে।

٧٦٥– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِى التَّطَوُّعِ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

৭৬৫। নাফে ইবনে জুবায়ের (র) কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নফল নামাযে আমি এরূপ বলতে শুনেছি। তারপর পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেন।

٧٦٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ اَخْبَرَنِىْ اَزْهَرُ بْنُ سَعِيْدٍ الْحَرَّازِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ مَّا سَأَلَنِىْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ اِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللّٰهَ عَشْرًا وَسَبَّحَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِىِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ.

৭৬৬। 'আসেম ইবনে হুমায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়েশা (রা)-কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ দু'আর দ্বারা রাতের (নফল) নামায শুরু করতেন? তিনি বললেন, তুমি আমাকে এমন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে, যে সম্পর্কে তোমার আগে আর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। তিনি যখন

নামাযে দাঁড়াতেন দশবার তাকবীর বলতেন, দশবার 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' বলতেন, দশবার 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন, দশবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন, দশবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আরো বলতেন ঃ আল্লাহুম্মাগফির লি...। অর্থাৎ ঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমাকে সরল-সঠিক পথ দেখাও, আমাকে রিযিক দান কর এবং আমাকে সুস্বাস্থ্য দান কর'। এছাড়া তিনি কিয়ামতের দিনের কঠিন ও সংকটময় অবস্থা থেকেও আশ্রয় কামনা করতেন। আবু দাউদ বলেন, খালিদ ইবনে মা'দান (র) রবী'আ আল-জুরাশীর মাধ্যমে 'আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ نَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ اَنْتَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

৭৬৭। আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রহমান ইবনে 'আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসের দ্বারা নামায শুরু করতেন– যখন রাতের বেলা তিনি নামায পড়তে উঠতেন? তিনি বললেন, রাতে যখন তিনি নামাযের জন্য উঠতেন তখন নিম্নোক্ত দু'আর মাধ্যমে নামায শুরু করতেন ঃ 'হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল ও ইস্‌রাফীলের রব! হে আসমান ও যমিনের স্রষ্টা! গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তুমি জান। তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করো যে বিষয়ে তাদের মাঝে মতপার্থক্য বিরাজমান। মহাসত্যের ব্যাপারে যা কিছু মতভেদ বিদ্যমান, তোমার হুকুমে সে ব্যাপারে আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো। তুমি যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করো'।

٧٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا اَبُوْ نُوْحٍ قُرَادُ نَا عِكْرِمَةُ بِاِسْنَادِهِ بِلاَ اِخْبَارٍ وَّمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ اِذَا قَامَ كَبَّرَ وَيَقُوْلُ.

৭৬৮। 'ইকরামা (র) অনুরূপই বর্ণনা করে বলেন, তিনি যখন (নামাযের জন্য) উঠতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর বলতেন...।

٧٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لاَّبَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ اَوَّلِهِ وَاَوْسَطِهِ وَفِىْ اٰخِرِهِ فِى الْفَرِيْضَةِ وَغَيْرِهَا.

৭৬৯। আল-কা'নাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালেক (র) বলেছেন, নামাযের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে দু'আ পড়াতে কোন দোষ নেই, তা ফরয নামায হোক বা নফল।

٧٧٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُّعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّىْ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَّرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا اٰنِفًا. فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَاَيْتُ بِضْعَةً وَّثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ.

৭৭০। রিফা'আ ইবনে রাফে' আয-যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পড়ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে মাথা তুলে, বললেন ঃ সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন থেকে একজন বললো, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু...। অর্থাৎ ঃ 'হে আল্লাহ, পরওয়ারদিগার আমাদের! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, যে প্রশংসা অতি বিপুল, পাক-পবিত্র ও বরকতপূর্ণ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে বললেন ঃ এইমাত্র একথাগুলো কে বলেছে? লোকটি বললো, আমি বলেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি দেখলাম, তিরিশজনেরও বেশী ফেরেশতা প্রতিযোগিতা করছিল, কে প্রথমে তা লিখবে।

٧٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ

الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ.

৭৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যরাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন, তখন বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু...। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই আসমান ও যমিনের আলো। তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই আসমান ও যমিনের পরিচালক। তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তুমিই আসমান, যমিন ও এর মধ্যস্থিত যাবতীয় সবকিছুর রব। তুমিই পরম সত্য। তোমার কথাই চরম সত্য। তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার সাক্ষাত সত্য, বেহেশ্‌ত সত্য, দোযখ সত্য এবং কিয়ামতও সত্য। হে আল্লাহ! তোমারই নিকট আমি আত্মসমর্পণ করলাম। তোমারই ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। তোমারই ওপর ভরসা করলাম। তোমারই নিকট বিনয়াবনত হলাম। তোমার জন্যই বিবাদ করেছি আমি, তোমার নিকট ফায়সালা চাই আমি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর, যা কিছু অন্যায়-পাপ আগে ও পরে করেছি, আর যা গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই আমার ইলাহ। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই'।

٧٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا خَالِدُ يَّعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ نَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُ قَالَ نَا طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى التَّهَجُّدِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৭৭২। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহু আকবার বলার পর বলতেন...। এরপর পূর্বানুরূপই বর্ণনা করেন।

٧٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ نَحْوَهُ قَالَ قُتَيْبَةُ نَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّ اَبِيْهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطِسَ رِفَاعَةُ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ رِفَاعَةُ فَقُلْتُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَّاَتَمَّ مِنْهُ.

৭৭৩। মু'আয ইবনে রিফা'আ ইবনে রাফে' (র) কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়লাম। রিফা'আ হাঁচি দিলেন। কুতায়বা অবশ্য রিফা'আর নাম উল্লেখ করেননি। তখন আমি বললাম, 'আল্‌হামদু লিল্লাহ হামদান...। অর্থাৎ ঃ 'প্রশংসা আল্লাহরই জন্য প্রচুর প্রশংসা, যা পাক-পবিত্র। ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকে মহাকল্যাণময়, যেরূপ প্রশংসা আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন এবং যাতে তিনি খুশি হন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপন করে বললেন ঃ নামাযে কে এরূপ বলেছে? তারপর ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসের মতই বর্ণনা করেন। আর এটি তার চাইতে পূর্ণাংগ।

٧٧٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَطِسَ شَابٌّ مِّنَ الْاَنْصَارِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ حَتّٰى يَرْضٰى رَبُّنَا وَبَعْدَ مَا يَرْضٰى مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ قَالَ فَسَكَتَ الشَّابُّ ثُمَّ قَالَ مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ فَاِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا قُلْتُهَا لَمْ اُرِدْ بِهَا اِلاَّ خَيْرًا قَالَ مَا تَنَاهَتْ دُوْنَ عَرْشِ الرَّحْمَانِ جَلَّ ذِكْرُهُ.

৭৭৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমের ইবনে রাবী'আ (র) কর্তৃক তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামাযে হাঁচি দিল, তারপর বললো, আল্‌হামদু লিল্লাহি কাসীরান...। অর্থাৎ ঃ 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য– প্রচুর প্রশংসা, পাক-পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা, এমন প্রশংসা যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হন এবং দুনিয়া-আখিরাতের এমন জিনিস (বা প্রশংসা), যার পরে তিনি খুশি হন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায সমাপন করলেন, বললেন ঃ কে একথাগুলো বলেছে? যুবকটি চুপ থাকলো। তিনি আবার বললেন ঃ কে একথাগুলোর বক্তা? সে তো খারাপ বলেনি। তখন যুবকটি বললো, আমি বলেছি, ইয়া

রাসূলাল্লাহ। তবে আমি এর দ্বারা ভাল ছাড়া মন্দ কিছুর ইচ্ছা করি নাই। তিনি বললেন ঃ মহান আরশ পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই তা শেষ হয়ে যায়নি (বরং তা আরশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে)।

بَابُ مَنْ رَأَى الاِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ

অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা দিয়ে নামায শুরু করা

٧٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثَلَاثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ ثُمَّ يَقْرَأُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ يَقُوْلُوْنَ هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا اَلْوَهْمُ مِنْ جَعْفَرٍ.

৭৭৫। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন, তখন তাকবীর বলতেন, তারপর বলতেন ঃ সুব্হানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা...। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে। অতীব কল্যাণময় তোমার নাম। সুমহান তোমার সম্মান। তুমি ছাড়া নেই কোন ইলাহ্।' তারপর বলতেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তিনবার, আল্লাহু আকবার তিনবার এবং 'আউযু বিল্লাহি...। অর্থাৎ 'আমি আশ্রয় চাই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে। তার কুমন্ত্রণা, তার অহংকার ও তার ফুৎকার থেকে', এরপর কিরাআত পড়তেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আলী ইবনে আলী সূত্রে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত।

٧٧٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُوْرِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ

بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرْوِهِ الاَّ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ وَّقَدْ رَوٰى قِصَّةَ الصَّلٰوةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةُ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ شَيْئًا مِّنْ هٰذَا.

৭৭৬। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন ঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক।... আবু দাউদ (র) বলেন, একদল বর্ণনাকারী বুদায়েল থেকে নামাযের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে তারা এরূপ কিছুর উল্লেখ করেননি।

بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الْاِفْتِتَاحِ

অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ নামায শুরু করার সময় নীরবতা

٧٧٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ عِنْدَ الرُّكُوْعِ. قَالَ فَانْكَرَ ذَاكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ فَكَتَبُوْا فِىْ ذَالِكَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ اِلٰى اُبَىٍّ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا قَالَ حُمَيْدُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ.

৭৭৭। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা (রা) বলেছেন, নামাযের মধ্যে আমি দু'টি 'সাক্তা' (নীরব থাকার স্থান) স্মরণ রেখেছি। একটি হলো, ইমামের তাকবীর বলার পর– কিরাআতের পূর্ব পর্যন্ত। আর অপর 'সাক্তাটি হলো, ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ করার পর ও রুকূর পূর্বে অন্য সূরা পড়ার আগে। 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) এটাকে অস্বীকার করলেন। তাই লোকেরা এ বিষয়ে মদীনায় উবাই (রা)-র নিকট চিঠি লিখলো। জবাবে তিনি বললেন, সামুরা সত্যই বলেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হুমায়েদও এ হাদীসে এরূপই বলেছেন। তাতে রয়েছে, অপর সাকতাটি হলো, ইমাম যখন কিরাআত থেকে অবসর হয় তখন।

٧٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ اِذَا اسْتَفْتَحَ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ كُلِّهَا فَذَكَرَ بِمَعْنٰى يُوْنُسَ.

৭৭৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দু'বার নীরবতা অবলম্বন করতেন। একবার যখন নামায শুরু করতেন, আরেকবার যখন সম্পূর্ণ কিরাআত থেকে অবসর হতেন। তারপর ইউনুস (র) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ نَا سَعِيْدٌ نَا قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ اَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَائَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَحَفِظَ ذَالِكَ سَمُرَةُ وَاَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِىْ ذَالِكَ اِلى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِىْ كِتَابِهِ اِلَيْهِمَا اَوْ فِىْ رَدِّهِ عَلَيْهِمَا اَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ.

৭৭৯। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা ইবনে জুনদুব ও 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) পরস্পর আলোচনা করছিলেন। তখন সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বর্ণনা করলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (নামাযে) দু'টি বিরতি স্থান স্মরণ রেখেছেন। একটি বিরতি হলো ঐ সময় যখন তিনি তাকবীর বলতেন। অপর বিরতি ঐ সময় যখন তিনি 'গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দোয়ালৃলীন' পড়া থেকে অবসর হতেন। সামুরা (রা) এটা স্মরণ রাখলেন। কিন্তু 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) তা অস্বীকার করলেন। এরপর তারা উভয়ে উবাই ইবনে কা'ব (রা)-র নিকট চিঠি লিখলেন। উবাই (রা) তার জবাবী চিঠিতে জানালেন, সামুরা ঠিকই স্মরণ রেখেছেন।

٧٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ بِهٰذَا قَالَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْهِ قَالَ سَعِيْدٌ قُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ اِذَا دَخَلَ فِىْ صَلاَتِهِ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ.

৭৮০। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি সাক্‌তা (নীরবতা) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্মরণ রেখেছি। তাতে রাবী আরো বলেন, সা'ঈদ বলেছেন, আমরা কাদাতা (রা)-কে বললাম, সেই সাক্‌তা কখন কখন? তিনি বললেন, প্রথমত যখন তিনি নামায শুরু করতেন। দ্বিতীয়ত যখন তিনি 'গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দাল্‌লিন' পড়া থেকে অবসর হতেন।

٧٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ ح وَثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ الْمَعْنٰى عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلٰوةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ لَهُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَائَةِ اَخْبِرْنِىْ مَا تَقُوْلُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَالثَّوْبِ الاَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اَغْسِلْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

৭৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের তাকীবর (তাহরীমা) বলতেন, তখন তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যখানে চুপ থাকতেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে চুপ থাকাকালীন আপনি যা বলেন তা আমাকে জানাবেন কি? তিনি বললেন, (আমি এ দু'আ পড়ে থাকি) ঃ 'আল্লাহুম্মা বাইদ বাইনী....।' অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপরাশির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছ তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে এরূপ পরিচ্ছন্ন করে দাও, যেরূপ সাদা কাপড়কে পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকে ময়লা ও অপবিত্রতা থেকে। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ধুয়েমুছে দাও বরফ, পানি ও বৃষ্টির ফোটা দ্বারা"।

بَابُ مَنْ لَّمْ يَرَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ-১২৫ ঃ যিনি নামাযে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম উচ্চস্বরে না পড়ার মত পোষণ করেন

٧٨٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

৭৮২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা), আবু বকর, 'উমার ও 'উস্‌মান (রা) আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন দ্বারা (নামাযের) কিরাআত শুরু করতেন।

٧٨٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَلتَّحِيَّاتُ وَكَانَ اِذَا جَلَسَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ بِالتَّسْلِيْمِ.

৭৮৩। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) দ্বারা নামায শুরু করতেন এবং আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন। আর তিনি যখন রুকূ করতেন তখন মাথা উঁচু করে রাখতেন না কিংবা নীচুও করতেন না, বরং এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থায় রাখতেন। আর যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন ঠিক সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সিজদায় যেতেন না এবং সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে ঠিক সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত পুনরায় (দ্বিতীয়) সিজদায় যেতেন না। তিনি প্রতি দুই রাকআত অন্তর "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি" পড়তেন। নামাযে যখন তিনি বসতেন তখন বাঁ পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাঁড়া করে রাখতেন। তিনি দুই সিজদার মাঝখানে পায়ের গোঁড়ালী খাঁড়া করে কুকুরের মত বসতে এবং সিজদার সময় দুই কনুই মাটির সাথে লাগিয়ে হিংস্র পশুর মত বসতে নিষেধ করতেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন।

٧٨٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ... حَتّٰى خَتَمَهَا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ نَهْرٌ وَّعَدَنِيْهِ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ.

৭৮৪। আল-মুখতার ইবনে ফুলফুল (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এইমাত্র আমার প্রতি একটি সূরা নাযিল হলো।

তিনি পড়লেন, "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম ইন্না আ'তাইনাকাল কাওসার... শেষ পর্যন্ত। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, কাওসার কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, কাওসার হলো একটি নহর যা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ আমাকে বেহেশতে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

٧٨٥- حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الْاَعْرَجُ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَالْاِفْكَ قَالَتْ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ الْاٰيَةَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُّنْكَرٌ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوْا هٰذَا الْكَلَامَ عَلٰى هٰذَا الشَّرْحِ وَاَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ اَمْرُ الْاِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلَامِ حُمَيْدٍ.

৭৮৫। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আয়েশা) অপবাদের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বসা ছিলেন। (ওহী নাযিলের পর) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে দেয়া হলে তিনি পাঠ করলেন, 'আউযু বিল্লাহিস সামী'ইল 'আলীমি মিনাশ শাইতানির রাজীম' অর্থাৎ– অভিশপ্ত শয়তান থেকে সবকিছু শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর তিনি "ইন্নাল্লাযীনা জাউ বিলইফ্কি উসবাতুম মিনকুম" (যারা অপবাদ ছড়িয়েছে তারা তোমাদের মধ্যকারই একদল লোক) আয়াতটি পড়ে শোনালেন। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীস। একদল রাবী যুহ্রীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা এই বক্তব্য এভাবে উল্লেখ করেননি। আমার আশংকা যে, আশ্রয় প্রার্থনা সংক্রান্ত বক্তব্যটি অধস্তন রাবী হুমাইদের, মহানবী (সা)-এর নয়।

بَابُ مَنْ جَهَرَ بِهَا

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ নামাযে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম উচ্চস্বরে পড়া সম্পর্কে

٧٨٦- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَوْفٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اَنْ عَمَدْتُّمْ اِلٰى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِئِيْنِ وَاِلَى الْاَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِيْ فَجَعَلْتُمُوْهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ تَكْتُبُوْا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قَالَ عُثْمَانُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِمَّا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْاٰيَاتُ فَيَدْعُوْ بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لَهُ وَيَقُوْلُ لَهُ ضَعْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فِى السُّوْرَةِ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الْاٰيَةُ وَالْاٰيَتَانِ فَيَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنْ اَوَّلِ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ اٰخِرِمَا نَزَلَ مِنَ الْقُراٰنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ اَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ هُنَاكَ وَضَعْتُهُمَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ اَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

৭৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে বললাম, কি কারণে আপনি সূরা বারাআত ও সূরা আনফালকে "সাব'এ তুওয়াল" বা দীর্ঘ সাতটি সূরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন? অথচ সূরা বারাআত দু'শ' এবং সূরা আনফাল দু'শ'র কম আয়াতবিশিষ্ট। আর কেনই বা এ দু'টি সূরার মাঝে "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" লিপিবদ্ধ করেননি? জবাবে উসমান (রা) বললেন, নবী (সা)-এর প্রতি একাধিক আয়াত নাযিল হলে তিনি ওহী লেখকদের কোন একজনকে ডেকে বলতেন, অমুক সূরার যেখানে এইসব বিষয় উল্লেখ আছে সেখানে এই আয়াতগুলো লিখে রাখো। এইভাবে একটি বা দু'টি আয়াত নাযিল হলেও তিনি অনুরূপ বলতেন। সূরা "আনফাল" ছিল মদীনার জীবনের প্রথমদিকে নাযিল হওয়া সূরাগুলোর একটি। আর সূরা "বারাআত" বা "তওবা" হলো মদীনার জীবনের শেষের দিকে নাযিল হওয়া কুরআনের সূরাগুলোর একটি। সূরা 'বারাআতে'র ঘটনাবলী বা বিষয়বস্তু সূরা আনফালের ঘটনাবলী বা বিষয়বস্তুর অনুরূপ। তাই আমি মনে করেছিলাম, সূরা বারাআত সূরা আনফালেরই অংশ। এ কারণে আমি এ দু'টি সূরাকে "সাব'এ তুওয়াল" বা দীর্ঘ সাতটি সূরার অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং মাঝখানে "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" কথাটি লিখি নাই।

٧٨٧- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ اَخْبَرَنَا عَوْفُ الْاَعْرَابِىُّ عَنْ يَزِيْدَ الْفَارِسِىِّ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيْهِ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَنَّهَا مِنْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الشَّعْبِىُّ وَاَبُوْ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَتَّى نَزَلَتْ سُوْرَةُ النَّمْلِ هٰذَا مَعْنَاهُ.

৭৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ওফাত পেয়েছেন কিন্তু তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করে যাননি যে, সূরা তাওবা সূরা

আনফালের অংশ কিনা? আবু দাউদ বলেন, শা'বী, আবু মালেক, কাতাদা ও সাবেত ইবনে উমারা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাবেত ইবনে উমারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা "নামল" নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন সূরারই পূর্বে নবী (সা) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখেননি।

٧٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَةِ حَتّٰى تُنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.

৭৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল না হওয়া পর্যন্ত নবী (সা) কুরআন মজীদের সূরাসমূহের মধ্যকার পৃথকীকরণ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلاَةِ لِلْاَمْرِ يُحْدِثُ

অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে নামায সংক্ষেপ করে পড়া যায়

٧٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ لَاَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ.

৭৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) তার পিতা আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি নামাযে দাঁড়িয়ে লম্বা কিরাআত পড়তে চাই। কিন্তু শিশুদের কান্না শুনে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করি। কেননা আমি (লম্বা কিরাআত পড়ে) শিশুর মায়ের মনোকষ্টের কারণ হওয়া পছন্দ করি না।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نُقْصَانِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ নামাযের অপূর্ণতা সম্পর্কে

٧٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ

عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَنَمَةَ الْمُزَنِىِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ اِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبْعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

৭৯০। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, মানুষ নামায পড়ে কিন্তু অসম্পূর্ণ নামায হওয়ার কারণে কখনো এক-দশমাংশ, এক-নবমাংশ, এক-অষ্টমাংশ, এক-সপ্তমাংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ এবং কখনো অর্ধেক সওয়াব লাভ করে।

بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ সংক্ষেপে নামায পড়া

٧٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا قَالَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّىْ بِقَوْمِهِ فَاَخَّرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الصَّلٰوةَ وَقَالَ مَرَّةً الْعِشَاءَ فَصَلَّى مُعَاذُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَقَرَاءَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى فَقِيْلَ نَافَقْتَ يَا فُلاَنُ فَقَالَ مَا نَافَقْتُ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّىْ مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا نَحْنُ اَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِاَيْدِيْنَا وَاِنَّهُ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَقَرَاَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ. فَقَالَ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اِقْرَاْ بِكَذَا اِقْرَاْ بِكَذَا قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَذَكَرْنَا لِعَمْرٍو فَقَالَ اَرَاهُ قَدْ ذَكَرَهُ.

৭৯১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়তেন, তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে আমাদের নামায পড়াতেন (ইমামতি করতেন)। কোন সময় তিনি বলতেন, পরে ফিরে এসে তিনি তার কওমের সাথে নামায পড়তেন। নবী (সা) একদিন রাতে নামায পড়তে বিলম্ব করলেন।

কোন সময় তিনি বলেছেন, ইশার নামায পড়তে বিলম্ব করলেন। মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়লেন এবং তারপর তার কওমের লোকদের নামাযে ইমামতি করতে গেলেন। নামাযে তিনি সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলে এক ব্যক্তি জামাআত থেকে আলাদা হয়ে একাকী নামায পড়ে নিলো। লোকেরা তাকে বললো, হে অমুক! তুমি তো মুনাফিকী করলে। সে বললো, না, আমি মুনাফিকী করি নাই। এরপর লোকটি নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! মুআয ইবনে জাবাল আপনার সাথে নামায পড়ার পর ফিরে গিয়ে আমাদের ইমামতি করেন। আর আমরা তো সারা দিনমান উট দ্বারা পানি সেচন করি এবং কায়িক পরিশ্রম করি। এমতাবস্থায় তিনি আমাদের ইমামতি করতে গিয়ে সূরা বাকারা পাঠ করতে শুরু করেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) মুআয (রা)-কে বললেন, হে মুআয! তুমি কি লোকদেরকে বিপদে নিক্ষেপ করবে? তুমি কি লোকদেরকে ফিতনায় নিক্ষেপ করবে? তুমি বরং নামাযে অমুক সূরা এবং অমুক সূরা পাঠ করো। আবুয যুবাইর বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" এবং "ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা" পাঠ করতে বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আমরের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আমার মনে হয় নবী (সা) উক্ত সূরা দু'টি পাঠ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

٧٩٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حَبِيْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَزْمِ بْنِ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّهُ اَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ بِقَوْمٍ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُعَاذُ لاَ تَكُنْ فَتَّانًا فَانَّهُ يُصَلِّىْ وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُوالْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ.

৭৯২। হাযম ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআয ইবনে জাবাল (রা)-র কাছে আসলেন। তখন তিনি মাগরিবের নামাযে একদল লোকের ইমামতি করছিলেন। তিনি বলেন, এই হাদীসে আছে- রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে মুআয! তুমি লোকদের বিপদে নিক্ষেপকারী হয়ো না। কেননা তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল, কাজে ব্যস্ত লোক এবং মুসাফিরও নামায পড়ে থাকে।

টীকা ঃ ইমামের কর্তব্য হলো, তিনি তার পিছনে নামায আদায়কারী সবার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে কিরাআত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত করবেন।

٧٩٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ كَيْفَ تَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَتَشَهَّدُ وَاَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ

النَّارِ اَمَا اِنِّىْ لاَ اُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ.

৭৯৩। আবু সালেহ (র) নবী (সা)-এর এক সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নামাযে কি পড়ো? সে বললো, আমি তাশাহ্‌হুদ পড়ি এবং তার সাথে এ দু'আটিও পড়ি ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আউযু বিকা মিনান নার" ("হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাই)। আমি তো আপনার কিংবা মুআয ইবনে জাবালের অনুচ্চ স্বরে দু'আ পড়া ভালভাবে শুনতে পাই না। নবী (সা) বললেন ঃ আমরাও অনুরূপ কিছু (বেহেশত প্রার্থনা করা এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাওয়া) পাঠ করে থাকি।

٧٩٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ قَالَ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَتَى كَيْفَ تَصْنَعُ يَاابْنَ اَخِىْ اِذَا صَلَّيْتَ قَالَ اَقْرَاُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاَسْئَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِهٖ مِنَ النَّارِ وَاِنِّىْ لاَ اَدْرِىْ مَا دَنْدَنَتُكَ وَلاَ دَنْدَنَةُ مُعَاذٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ وَمُعَاذٌ حَوْلَ هَاتَيْنِ اَوْ نَحْوَ هٰذَا.

৭৯৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআয ইবনে জাবাল (রা)-র ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন, নবী (সা) তাকে বললেন ঃ হে ভাতিজা! নামাযের মধ্যে তুমি কি করো? তিনি বললেন, আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং আল্লাহর নিকট জান্নাত চাই, দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তবে আমি আপনার (দু'আ পাঠের) শব্দ কিংবা মু'আয ইবনে জাবালের (দু'আ পাঠের) শব্দ বুঝতে পারি না। নবী (সা) বললেন ঃ আমি এবং মুআযও এ দু'টি (জান্নাতের প্রার্থনা ও দোযখ থেকে আশ্রয়) অথবা এর অনুরূপ কিছু প্রার্থনা করে থাকি।

٧٩٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلَّى لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

৭৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে ইমামতি করো তখন নামাযকে সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা তাদের (মুক্তাদীদের)

মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষও থাকে। তবে কেউ যখন একাকী নামায পড়বে তখন যতটা ইচ্ছা নামাযের কিরাআত দীর্ঘ করতে পারো।

٧٩٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

৭৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে ইমামতি করবে তখন (কিরাআত) সংক্ষিপ্ত করবে। কেননা তাদের (মুক্তাদীদের) মধ্যে রুগ্ন, অতিশয় বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোকও থাকে।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ যুহরের নামাযের কিরাআত

٧٩٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَحَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فِي كُلِّ صَلٰوةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفٰى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ.

৭৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক নামাযে কিরাআত পড়তে হবে। আবু হুরায়রা বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করে আমাদেরকে শুনিয়েছেন আমরাও তাতে তোমাদেরকে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করে শুনাই। আর তিনি যে নামাযে চুপে চুপে কিরাআত পড়েছেন আমরাও তাতে চুপে চুপে পড়ি।

٧٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَأَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولٰى

مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذٰلِكَ فِى الصُّبْحِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً.

৭৯৮। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায পড়াতেন তখন যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর আরও একটি করে সূরা পাঠ করতেন। কখনো তিনি দুই একটি আয়াত আমাদের শুনিয়ে পাঠ করতেন। তিনি যোহরের প্রথম রাকআতকে দীর্ঘায়িত করে পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকআতকে সংক্ষিপ্ত করে পড়তেন। তিনি ফজরের নামাযও এভাবেই পড়তেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, রাবী মুসাদ্দাদ 'ফাতিহাতুল কিতাব' অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করার কথা উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ যোহর ও আসরের নামাযের কিরাআতের যে দুই একটি আয়াত কোন কোন সময় শোনা যেত তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত। অন্যথায় যোহর ও আসর নামাযের কিরাআত তিনি আস্তে আস্তেই পড়তেন।

٧٩٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَاَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ بِبَعْضِ هٰذَا وَزَادَ فِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَازَادَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مَالاَ يُطَوِّلُ فِى الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ.

৭৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) তাঁর পিতা আবু কাতাদা (রা) থেকে এ হাদীসটির অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন এবং শেষ দুই রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথা বর্ণনা করেছেন। হাম্মামের বর্ণনায় আরো আছে, তিনি বলেন, নবী (সা) প্রথম রাকআত যতটা দীর্ঘ করে পড়তেন দ্বিতীয় রাকআত ততটা দীর্ঘ করতেন না। তিনি আসর নামাযেও এরূপ করতেন এবং ফজরের নামাযেও এরূপ করতেন।

٨٠٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فَظَنَنَّا اَنَّهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى.

৮০০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) তাঁর পিতা আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু কাতাদা) বলেছেন, (নামাযের প্রথম রাকআত দীর্ঘায়িত করে পড়ার কারণ হিসেবে) আমরা মনে করতাম, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) চাইতেন লোকজন যাতে প্রথম রাক্আতেই শরীক হতে পারে।

٨٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮০১। আবু মা'মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি যুহর ও আসরের নামাযে সূরা পড়তেন? তিনি বললেন, হাঁ। আমরা বললাম, আপনারা কিভাবে বুঝতে পারতেন (যে তিনি সূরা পড়তেন)? খাব্বাব (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাড়ির নড়াচড়া দেখে (আমরা বুঝতে পারতাম)।

٨٠٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ.

৮০২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যুহরের প্রথম রাকআতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, পদচারণার শব্দ আর শোনা যেতো না।

টীকা ঃ অর্থাৎ জামাআতে যোগদানেচ্ছু সবাই এসে যেত। কেউ আর অবশিষ্ট থাকতো না।

بَابُ تَخْفِيْفِ الْاُخْرَيَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ (চার রাক্‌আতবিশিষ্ট ফরয নামাযের) শেষ দুই রাক্‌আত সংক্ষেপ করা

٨٠٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَبِىْ عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَمَّا اَنَا فَاَمُدُّ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَلاَ اٰلُوْ مَا اقْتَدَيْتُ بِهٖ مِنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ.

৮০৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) সা'দ (রা)-কে বললেন, তোমার সম্পর্কে প্রতিটি বিষয়েই মানুষ অভিযোগ উত্থাপন করেছে, এমনকি (তোমার) নামায সম্পর্কেও। সা'দ (রা) বললেন, আমি তো নামাযের প্রথম দুই

রাকআত দীর্ঘ এবং শেষের দুই রাকআত সংক্ষিপ্ত করে পড়ি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে নামায পড়তেন তা অনুসরণ করতে মোটেই অবহেলা করি না। উমার (রা) বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণাও তাই।

٨٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى النُّفَيْلِىَّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرُ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةً قَدْرُ اَلٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ.

৮০৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যোহর ও আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাঁড়িয়ে থাকার সময়ের পরিমাণ আমরা অনুমান করেছিলাম। আমরা অনুমান করলাম, যোহরের প্রথম দুই রাকআতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিয়াম বা (সূরা পাঠের জন্য) দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ ছিল প্রতি রাকআতে ত্রিশ আয়াত পাঠের সমান যা "আলিফ-লাম-মীম তানযীলুস সাজদা" সূরাটির সমান। আর যোহরের শেষ দুই রাকআতে কিয়াম বা দাঁড়ানোর সময়ের পরিমাণ ছিল তার (প্রথম দুই রাকআতের) অর্ধেক। আসরের প্রথম দুই রাকআতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সূরা পড়ার জন্য কিয়াম বা দাঁড়ানোর সময়ের আন্দাজ করলাম যোহরের শেষ দুই রাকআতের অনুরূপ এবং (আসরের) শেষ দুই রাকআতে এর (প্রথম দুই রাকআতের) অর্ধেক পরিমাণ সময়।

بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআতের পরিমাণ

٨٠٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ.

৮০৫। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যুহর এবং আসরের নামাযে সূরা "ওয়াস-সামায়ি ওয়াত্-তারিক" ও "ওয়াস্-সামায়ি যাতিল বুরূজ" এবং অনুরূপ দৈর্ঘ্যের সূরাসমূহ পড়তেন।

٨٠٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَدْحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالْعَصْرِ كَذٰلِكَ وَالصَّلَوَاتِ كَذٰلِكَ اِلاَّ الصُّبْحَ فَاِنَّهُ كَانَ يُطِيْلُهَا.

৮০৬। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, সূর্য ঢলে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) যুহরের নামায পড়তেন এবং এতে তিনি 'ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা'র অনুরূপ সূরা পড়তেন। তিনি আসরের নামাযেও অনুরূপ কিরাআত পড়তেন। অন্যসব নামাযেও তিনি অনুরূপ সূরাগুলোই পড়তেন। কিন্তু ফজরের নামায তিনি দীর্ঘায়িত করে পড়তেন।

٨٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ وَهُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِىْ صَلاَةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا اَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةِ. قَالَ ابْنُ عِيْسٰى لَمْ يَذْكُرْ اُمَيَّةَ اَحَدٌ اِلاَّ مُعْتَمِرٌ.

৮০৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) কোন এক সময়ে যুহরের নামাযে সিজদা করলেন। এরপর উঠে দাঁড়ালেন এবং রুকূ করলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম, (এ নামাযে) তিনি "আলিফ-লাম-মীম তানযীলুস সাজদা" সূরাটি পাঠ করলেন।

٨٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَرِثِ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَالِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ شَبَابٍ مِّنْ بَنِىْ هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍ مِنَّا سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لاَ فَقِيْلَ لَهُ لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ نَفْسِهِ فَقَالَ خَمْشًا هٰذِهِ شَرٌّ مِّنَ الْاُوْلٰى كَانَ عَبْدًا مَأْمُوْرًا بَلَّغَ مَا اُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ اِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ اَمَرَنَا اَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَاَنْ لاَّ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَاَنْ لاَ نُنْزِئَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ.

৮০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি বনী হাশেম গোত্রের কিছু সংখ্যক যুবকের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে গেলাম। আমরা আমাদের মধ্যকার এক যুবককে বললাম, ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করো, রাসূলুল্লাহ (সা) কি যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত পড়তেন অর্থাৎ সূরা পড়তেন? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, না (তিনি কোন সূরা বা আয়াত পড়তেন না)। তাকে বলা হলো, হয়তো তিনি চুপে চুপে পড়তেন। তিনি বললেন, তোমার চেহারা কদাকার হোক, একথাটি প্রথম কথাটির চাইতেও খারাপ। তিনি ছিলেন আদিষ্ট বান্দা। যা তাঁর কাছে নাযিল হয়েছে তিনি তা পৌঁছে দিয়েছেন। অন্য লোকদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের বনী হাশেমকে বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া ছাড়া আর কিছুই তিনি বলেননি। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আমরা যেন পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করি, সদাকার (যাকাত ও মান্নত) অর্থ যেন না খাই এবং মাদি ঘোড়া ও গাধার যেন মিলন না ঘটাই।

٨٠٩- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ اَدْرِيْ اَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اَمْ لاَ.

৮০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানি না, নবী (সা) যুহর এবং আসরের নামাযে কিরাআত পড়তেন কিনা।

টীকা ঃ অপরাপর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী (সা) যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত পড়তেন (সম্পাদক)।

بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ মাগরিবের নামাযে কিরাআতের পরিমাণ

٨١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِيْ بِقِرَأَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ اِنَّهَا لَاٰخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِى الْمَغْرِبِ.

৮১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিস (রা) তাকে সূরা "ওয়াল-মুরসালাতি উরফান" পড়তে শুনে বললেন, হে বেটা! তুমি এই সূরাটি পড়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। আমি শেষবারের মত মাগরিবের নামাযে তাঁকে এ সূরাটি পড়তে শুনেছি।

٨١١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ فِى الْمَغْرِبِ.

৮১১। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতা জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা "ওয়াত্-তূর" পাঠ করতে শুনেছি।

٨١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِىْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا طُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ قَالَ الْاَعْرَافُ وَالْاُخْرُ الْاَنْعَامُ وَسَأَلْتُ اَنَا ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ فَقَالَ لِىْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ الْمَائِدَةُ وَالْاَعْرَافُ.

৮১২। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেছেন, কি ব্যাপার! আপনি মাগরিবের নামাযে "কিসারে মুফাস্সাল" সূরাগুলো পড়েন কেন? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাগরিবের নামাযে দু'টি দীর্ঘ সূরা পড়তে দেখেছি। মারওয়ান ইবনুল হাকাম জিজ্ঞেস করলেন, সেই দীর্ঘ সূরা দু'টি কি? যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বললেন, সূরা আ'রাফ ও আনআম। বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি ইবনে আবু মুলাইকাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজের পক্ষ থেকেই বললেন, সূরা দু'টি হলো, আল-মাইদা ও আল-আ'রাফ।

بَابُ مَنْ رَاَى التَّخْفِيْفَ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ মাগরিবের নামায সংক্ষেপে পড়া

٨١٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَءُوْنَ وَالْعَادِيَاتِ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يَدُلُّ اَنَّ ذَاكَ مَنْسُوْخٌ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اَصَحُّ.

৮১৩। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) মাগরিবের নামাযে "ওয়াল-আদিয়াত" এবং অনুরূপ সূরাগুলো পড়তেন, যেমন তোমরা পড়ে থাকো। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের হাদীসটি "মানসূখ" হয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির তুলনায় অধিকতর বিশুদ্ধ।

٨١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ السَّرَخْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَةٌ صَغِيْرَةٌ وَلاَ كَبِيْرَةٌ اِلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

৮১৪। আমর ইবনে শুআইব (র) তাঁর পিতা (শুআইব)-এর মাধ্যমে তার দাদা (আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ফরয নামাযের ইমামতির সময় মুফাস্সালের ছোট-বড় সব সূরাই পাঠ করতে শুনেছি।

টীকা ঃ সূরা হুজুরাত থেকে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে "মুফাস্সাল" সূরা বলে।

٨١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ اَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَاَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

৮১৫। আবু উসমান আন-নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পিছনে মাগরিবের নামায পড়েছেন। তিনি এই নামাযে কুল হুআল্লাহু আহাদ পাঠ করেছেন।

بَابُ الرَّجُلِ يُعِيْدُ سُوْرَةً وَّاحِدًا فِى الرَّكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ নামাযে পরপর দুই রাকআতে একই সূরা পাঠ করা

٨١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ جُهَيْنَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُ فِى الصُّبْحِ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلاَ اَدْرِيْ اَنَسِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْ قَرَاَ ذٰلِكَ عَمْدًا.

৮১৬। মুআয ইবনে আবদুল্লাহ আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের এক লোক তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি নবী (সা)-কে ফজরের নামাযের উভয় রাকআতে সূরা "ইযা যুলযিলাতিল আরদু" পড়তে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ (সা) ভুলক্রমে তা পড়েছেন, নাকি ইচ্ছাকৃতভাবেই তা পড়েছেন।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ ফজরের নামাযের কিরাআত

٨١٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَصْبَغَ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ كَاَنِّىْ اَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَلاَ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ.

৮১৭। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) ফজরের নামাযে "ফালা উকসিমু বিল খুন্নাসিল জাওয়ারিল কুন্নাস" সূরাটি পড়েছেন। আর আমি যেন তাঁর সেই কণ্ঠস্বর এখনো শুনতে পাচ্ছি।

بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِىْ صَلاَتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ যে ব্যক্তি নামাযে কিরাআত পাঠ ত্যাগ করার মত পোষণ করে

٨١٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اُمِرْنَا اَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

৮১৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে আমরা সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য সূরা থেকে সম্ভবমত কিছু অংশ পড়তে আদিষ্ট হয়েছি।

٨١٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُوْنِ الْبَصْرِىِّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجْ فَنَادِ فِى الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِقُرْاٰنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

৮১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তুমি বাইরে বের হয়ে মদীনাতে ঘোষণা করে দাও, কুরআন থেকে পাঠ ছাড়া নামাযই হয় না– যদিও তা শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা থেকে অল্প কিছুই হোক না কেন।

٨٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُنَادِىَ اَنَّهُ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

৮২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন ঃ সূরা আল-ফাতিহা এবং আরো কিছু তিলাওয়াত করা ব্যতীত নামায হয় না।

٨٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّىْ اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَّرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِىْ وَقَالَ اِقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِىُّ فِىْ نَفْسِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِىْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَءُوْا يَقُوْلُ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَهٰذِهِ الْاٰيَةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَهٰذِهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَأَلَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَهٰؤُلاَءِ لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ.

৮২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায পড়লো তার নামায অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ নয়। বর্ণনাকারী আবুস সায়েব বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে

বললাম, কখনো কখনো আমি ইমামের পিছনে নামায পড়ি। আবুস্ সায়েব বলেন, একথা শুনে আবু হুরায়রা আমার বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, হে পারস্যের অধিবাসী! তুমি চুপে চুপে তা পড়বে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, আমি নামাযকে আমার বান্দা ও আমার মধ্যে ভাগ করে নিয়েছি। এর অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে তাকে তাই দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা পড়ো। বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' (সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্ব জাহানের রব), তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো। বান্দা বলে, 'আররহ্মানির রাহীম' (পরম দয়ালু ও মেহেরবান)। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (প্রতিদান দিবসের মালিক), মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করলো। এ আয়াত আমার ও আমার বান্দার মাঝে নির্ধারিত। বান্দা পুনরায় বলে, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন' (একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই কাছে সাহায্য চাই)। (মহান আল্লাহ বলেন,) এ বিষয়টি আমার ও আমার বান্দার মাঝে সীমাবদ্ধ। আর আমার বান্দা যা চাইবে তাকে তাই দেয়া হবে। বান্দা বলে, ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুসতাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়ালীন' (আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ দেখাও, তাদের পথ যাদেরকে নেয়ামত দানে ধন্য করেছো, তাদের পথ নয় যাদের ওপর তোমার গযব পতিত হয়েছে এবং যারা পথহারা হয়েছে)। (আল্লাহ বলেন,) এসব কিছুই আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চাইবে তাই তাকে দেয়া হবে।

٨٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّيْ وَحْدَهُ.

৮২২। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা এবং অধিক আর (কোন সূরা বা আয়াত) কিছু পড়ে না তার নামায হয় না। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেছেন, হাদীসটি একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

٨٢٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوةِ

الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَأَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ تَفْعَلُوْا اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهُ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

৮২৩। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের ওয়াক্তে আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে নামায পড়তে দাঁড়িয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) কিরাআত পাঠ করলেন। কিন্তু কিরাআত পড়া তার জন্য বেশ কষ্টকর হলো। নামায শেষ করে তিনি বললেন, তোমরা সম্ভবত ইমামের পিছনে কিরাআত পড়ে থাকো? আমরা বললাম, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাই করে থাকি। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ করবে না। তবে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়বে। কারণ যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামায হয় না।

٨٢٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَزْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ نَافِعٌ اَبْطَأَ عُبَادَةُ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَاَقَامَ اَبُوْ نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ فَصَلَّى اَبُوْ نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ وَاَقْبَلَ عُبَادَةُ وَاَنَا مَعَهُ حَتّٰى صَفَفْنَا خَلْفَ اَبِى نُعَيْمٍ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَأَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ اَجَلْ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلٰوةِ الَّتِىْ يُجْهَرُ فِيْهَا الْقِرَاءَةُ. قَالَ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ هَلْ تَقْرَءُوْنَ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ بَعْضُنَا اِنَّا نَصْنَعُ ذٰلِكَ قَالَ فَلاَ وَاَنَا اَقُوْلُ مَا لِىْ يُنَازِعُنِى الْقُرْاٰنُ فَلاَ تَقْرَءُوْا بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا جَهَرْتُ اِلاَّ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

৮২৪। নাফে ইবনে মাহমূদ ইবনুর রাবী' আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনুস সামেত (রা) একদিন ফজরের নামাযে আসতে দেরী করলে মুয়াযযিন আবু নুআইম ইকামাত দিয়ে লোকদের নামায পড়ালেন। ইতিমধ্যে উবাদা ইবনুস সামেতও আসলেন। আমি তাঁর সাথে ছিলাম। আমরা আবু নুআইমের পিছনে কাতার বেঁধে দাঁড়ালাম। আবু নুআইম উচ্চস্বরে কিরাআত পড়তে থাকলেন। তখন উবাদা ইবনুস

সামেতও "উম্মুল কুরআন" অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়তে থাকলেন। নামায শেষ করে ফিরলে আমি উবাদা ইবনুস সামেতকে বললাম, আমি আপনাকে সূরা ফাতিহা পড়তে শুনলাম। অথচ তখন আবু নুআইম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করছিলেন। তিনি বললেন, হাঁ, তাই তো। কিরাআত উচ্চস্বরে পড়তে হয় এমন এক নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের ইমামতি করলেন। উবাদা ইবনুস সামেত বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিরাআত বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকলো। নামাযশেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ি তখনও কি তোমরা কিছু পড়ো? আমাদের মধ্যকার কেউ বললো, হাঁ, আমরা ঐরূপ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না, তা করবে না। এজন্যই আমি বলছিলাম ঃ আমার কি হলো যে, কেউ আমার কুরআন পাঠে বাধা সৃষ্টি করছে। আমি যখন উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করি তখন তোমরা "উম্মুল কুরআন" অর্থাৎ সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছুই পড়বে না।

٨٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ وَسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلاَءِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عُبَادَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ الرَّبِيْعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالُوْا فَكَانَ مَكْحُوْلٌ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا. قَالَ مَكْحُوْلٌ اِقْرَأْ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ الْاِمَامُ اِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا فَاِنْ لَّمْ يَسْكُتْ اِقْرَأْبِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لاَ تَتْرُكْهَا عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

৮২৫। উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত...। রাবী ইবনে সুলাইমানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তারা বলেছেন, মাকহূল (র) মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাযের প্রত্যেক রাকআতে চুপে চুপে "ফাতিহাতুল কিতাব" অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পড়তেন। মাকহূল (র) আরো বলেছেন, যেসব নামাযে ইমামকে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়তে হয় সেসব নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার পর ইমাম যখন (কিছুক্ষণের জন্য) চুপ করেন তখন তোমরা ফাতিহা পাঠ করে নাও। যদি ইমাম চুপ না করেন বা না থামেন তাহলে তার পূর্বে বা তার সাথে বা তার পরে তা পড়ো। কোন অবস্থায়ই তা পড়া ত্যাগ করো না।

بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اِذَا جَهَرَ الْاِمَامُ

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ যে নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করেন তাতে (মোক্তাদীদের) সূরা ফাতিহা পাঠ করা মাকরূহ*

٨٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ

اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاْةِ فَقَالَ هَلْ قَرَاَ مَعِىَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اٰنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَا لِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاْةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاْةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى حَدِيْثَ ابْنِ اُكَيْمَةَ هٰذَا مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَلٰى مَعْنٰى مَالِكٍ.

৮২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যেসব ওয়াক্তের নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়তে হয় এমন এক নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, এই মাত্র আমার সাথে তোমাদের কেউ কোন সূরা বা আয়াত পড়েছে কি? এক ব্যক্তি বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পড়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ কারণেই তো আমি বলছি আমার কি হলো যে, আমার কুরআন পাঠে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একথা শোনার পর যেসব নামাযে তিনি উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন সেসব নামাযে লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে নামায পড়তে কোন কিছু (সূরা বা আয়াত) পড়া থেকে বিরত থাকলো।

* ভারতীয় সংস্করণে অনুচ্ছেদ শিরোনাম নিম্নরূপ ঃ

بَابُ مَنْ رَاٰى الْقِرَاءَةَ اِذَا لَمْ يَجْهَرْ.

যিনি মনে করেন, ইমাম যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়ে না তাতে মোক্তাদীরা সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

٨٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً تَظُنُّ اَنَّهَا الصُّبْحَ بِمَعْنَاهُ اِلٰى قَوْلِهِ مَا لِىْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاْةِ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَانْتَهَى النَّاسُ. وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِىُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ مَعْمَرٌ إِنَّهُ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَانْتَهٰى حَدِيْثُهُ إِلٰى قَوْلِهِ مَا لِىَ أُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ. وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ فِيْهِ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُوْنَ بِذَالِكَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْرَؤُوْنَ مَعَهُ فِيْمَا يَجْهَرُ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَوْلُهُ فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِىِّ.

৮২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে এক ওয়াক্ত নামায পড়লেন। আমাদের মনে হয় সেটি ছিল ফজরের নামায। এরপর তিনি হাদীসটি 'মা লী উনাযিউল কুরআন' (আমার কি হলো যে, আমার মুখ থেকে কুরআন ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে) পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, মুসাদ্দাদ মা'মার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মা'মার বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন– একথা শোনার পর সেসব নামাযে লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে কিরাআত পাঠ করতেন না।

بَابُ مَنْ رَاَى الْقِرَاءَةَ اِذَا لَمْ يَجْهَرِ الْاِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ যেসব নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করেন না, সেসব নামাযে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে

٨٢٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِىُّ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَاَ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَاَ قَالُوْا رَجُلٌ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَلَيْسَ قَوْلُ

سَعِيْدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْاٰنِ؟ قَالَ ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ. قَالَ لَوْ كَرِهَهُ نَهٰى عَنْهُ.

৮২৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যোহরের নামায পড়লেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসলো এবং (নামাযে) নবী (সা)-এর পিছনে সূরা "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" পড়লো। নামায শেষ করে নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে কিরাআত পড়েছে। সবাই বললো, একটি লোক কিরাআত পড়েছে। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারলাম, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার কুরআন পাঠে বাধা সৃষ্টি করেছে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, আবুল ওয়ালীদ তার বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, সাঈদ কি বলেননি, যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন চুপ থাকো? তিনি বললেন, এটা তখনই হবে যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া হবে। ইবনে কাসীর তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, আমি কাতাদাকে বললাম, নবী (সা) হয়তো কিরাআত পড়া অপছন্দ করছিলেন। তিনি বললেন, নবী (সা) অপছন্দ করে থাকলে পড়তে নিষেধ করতেন।

٨٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَاَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا فَقَالَ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا.

৮২৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাদেরকে সাথে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে সূরা "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা" পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি পড়েছি। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ আমার কুরআন পাঠে বাধা সৃষ্টি করেছে।

بَابُ مَا يُجْزِئُ الْاُمِّىَّ وَالْاَعْجَمِىَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ নিরক্ষর ও গ্রাম্য লোকের কি পরিমাণ কিরাআত পড়তে হবে

٨٣٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْاَعْرَابِىُّ وَالْعَجَمِىُّ فَقَالَ اِقْرَءُوْا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُوْنَهُ وَلَايَتَاَجَّلُوْنَهُ.

৮৩০। জাবের ইবনে ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের সাথে বেদুঈন এবং অনারব উভয় প্রকারের লোকই ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ পড়ো, তোমাদের সকলের পড়াই উত্তম। তিনি আবার বললেন ঃ তবে অচিরেই এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে যারা কুরআনকে তীরের মত সোজা করবে (অর্থাৎ তাজবীদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে)। তারা কুরআন পাঠের সওয়াব, ফলাফল খুব শীঘ্র (দুনিয়াতে) পেতে চাইবে; বিলম্বে (আখেরাতে) পেতে চাইবে না।

٨٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوْ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاحِدٌ وَفِيْكُمُ الْاَحْمَرُ وَفِيْكُمُ الْاَبْيَضُ وَفِيْكُمُ الْاَسْوَدُ اِقْرَءُوْهُ قَبْلَ اَنْ يَّقْرَاَهُ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُ اَجْرَهُ وَلَا يَتَاَجَّلُهُ.

৮৩১। সাহ্ল ইবনে সা'দ সা'য়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা কুরআন মজীদ পড়ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ– সব প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহর কিতাব মাত্র একখানা। আর তার পাঠক দেখছি তোমরা লাল, সাদা ও কালো সব জাতের লোক। হাঁ, একদল লোক পাঠ করার পূর্বে তোমরা কুরআন পাঠ করো। তারা কুরআনকে এমনভাবে সোজা বা ঠিকঠাক করবে যেমন তীরকে সোজা বা ঠিকঠাক করা হয়। তারা এর পারিশ্রমিক অতিশীঘ্র (দুনিয়াতে) পেতে চাইবে, দেরী করে আখেরাতে পেতে চাইবে না।

٨٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ خَالِدِ الدَّالَانِىِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ السَّكْسَكِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ لَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِىْ مَا يُجْزِئُنِىْ مِنْهُ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لِلّٰهِ فَمَا لِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ فَلَمَّا قَامَ قَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ مَلَاَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ.

৮৩২। 'আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর কাছে এসে বললো, আমি কুরআনের কিছুই মনে রাখতে পারি না। সুতরাং আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমার জন্য কুরআন তিলাওয়াতের পরিপূরক হতে পারে। নবী (সা) তাকে বললেন, তুমি বলো, "সুবহানাল্লাহি ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম" অর্থাৎ "আল্লাহ পবিত্র। সব প্রশংসা তাঁর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর সুউচ্চ মহামহিম আল্লাহ ছাড়া কোন ভরসা বা শক্তি নাই"। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এসব কথাই তো আল্লাহর জন্য (অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ ও যিকির), আমার নিজের জন্য কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাহলে তুমি বলো, "আল্লাহুম্মার্‌হাম্‌নী, ওয়ারযুক্‌নী, ওয়া 'আফিনী, ওয়াহদিনী" অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আমার উপর রহম করো, আমাকে রিযিক দান করো, আমাকে সুস্থ-সবল রাখো, আমাকে হিদায়াত দান করো"। এরপর যখন সে (চলে যাওয়ার জন্য) উঠে দাঁড়ালো, তখন হাত দিয়ে ইশারা করে বললো, এরূপ অধিক লাভ করলাম (অর্থাৎ অনেক বেশী অর্জন করলাম)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, লোকটি কল্যাণ দ্বারা তার হাত ভর্তি করে নিলো।

٨٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ حَمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ التَّطَوُّعَ نَدْعُوْ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَنُسَبِّحُ رُكُوْعًا وَسُجُوْدًا.

৮৩৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নফল নামায পড়তে দাঁড়িয়ে এবং বসে দু'আ করতাম এবং রুকূ ও সিজদা করতে তাসবীহ পড়তাম।

٨٣٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّطَوُّعَ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِمَامًا اَوْ خَلْفَ اِمَامٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ قَدْرَ قَافَ وَالذَّارِيَاتِ.

৮৩৪। হুমায়েদ (র) উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি নফল নামাযের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, আল-হাসান (র) যোহর ও 'আসরের নামাযে ইমামের পিছনে কিংবা একাকী উভয় অবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং সূরা কাফ এবং সূরা আয্‌-যারিয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময় পর্যন্ত সুব্‌হানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তেন।

بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيْرِ

অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ নামাযে পূর্ণ তাকবীর পাঠ সম্পর্কে

٨٣٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا اَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِيْ وَقَالَ لَقَدْ صَلَّى هٰذَا قَبْلُ اَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا قَبْلُ صَلٰوةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮৩৫। মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) 'আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি সিজদা করার সময় তাকবীর বলতেন, রুকূ' করার সময় তাকবীর বলতেন এবং দুই রাক'আত শেষ করে ওঠার সময় তাকবীর বলতেন। আমরা নামায শেষ করে ফিরতে 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) আমার হাত ধরে বললেন, একটু আগে তিনি ('আলী) নামায পড়লেন অথবা তিনি আমাদের নামায পড়ালেন– ঠিক মুহাম্মাদ (সা)-এর অনুরূপ নামায।

٨٣٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَبَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ صَلٰوةٍ مِّنَ الْمَكْتُوْبَةِ وَغَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ اَنْ يَّسْجُدَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْجُلُوْسِ فِيْ اثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَتْ هٰذِهِ لَصَلٰوتُهُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْكَلاَمُ الْاَخِيْرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَافَقَ عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبَ بْنَ اَبِيْ هَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

৮৩৬। আবু বাক্‌র ইবনে 'আবদুর রহমান ও আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) ফরয নামায এবং অন্যান্য সব নামাযেই তাকবীর বলতেন। নামাযে দাঁড়াবার সময় ও রুকূ করবার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। তারপর "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন। তারপর সিজদায় যাওয়ার আগে বলতেন "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ।" এরপর যখন সিজদায় যেতেন তখন বলতেন "আল্লাহু আকবার।" অতঃপর সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়, পুনরায় সিজদায় যাওয়ার সময়, পুনরায় সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দুই রাক'আতের বৈঠকশেষে উঠার সময় তাকবীর বলতেন এবং নামায শেষ না করা পর্যন্ত প্রতি রাক'আতেই এরূপ করতেন। নামায শেষে বলতেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে আমারই নামায রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এরূপই ছিল তাঁর নামায।

٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ الشَّامِيُّ وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَسْقَلاَنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لاَ يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَعْنَاهُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَاِذَا قَامَ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يُكَبِّرْ.

৮৩৭। ইবনে 'আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা ইবনে আবযা (রা)-র নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায পড়েছেন। তিনি তাকবীর পুরো বলতেন না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, এ কথার অর্থ হলো, নবী (সা) রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন না। আবার যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখনও তাকবীর বলতেন না।

بَابُ كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ সিজদার সময় মাটিতে হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতে হবে

٨٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ ابْنُ عِيْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

৮৩৮। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে দেখেছি, তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু (মাটিতে) স্থাপন করতেন, আবার সিজদা থেকে উঠার সময় দুই হাঁটু উঠানোর আগে দুই হাত উঠাতেন।

٨٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الصَّلٰوةِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ اِلَى الْاَرْضِ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ كَفَّاهُ. قَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا شَقِيْقٌ حَدَّثَنِيْ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هٰذَا. وَفِيْ حَدِيْثِ اَحَدِهِمَا وَاَكْبَرُ عِلْمِيْ اَنَّهُ فِيْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ وَاِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى فَخِذِهِ.

৮৩৯। 'আবদুল জব্বার তার পিতা ওয়ায়েলের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে নামায সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী (সা) যখন সিজদায় যেতেন তখন তাঁর দুই হাতের তালু জমিনে রাখার আগে দুই হাঁটু রাখতেন। ইমাম শাকীকও 'আসেম ইবনে কুলাইবের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার পিতা বলেছেন, তাদের (মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদা ও শাকীক) বর্ণিত হাদীসের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আমার দৃঢ় ধারণা হলো যে, তিনি বলেছেন, নবী (সা) যখন দাঁড়াতেন তখন উরুতে ভর দিয়ে হাঁটুর ওপর সোজা হতেন।

٨٤٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

৮৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজদায় যাবে তখন উটের মত করে বসবে না, বরং (জমিনে) হাঁটু স্থাপনের আগে দুই হাত রাখবে।

টীকা ঃ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অনেকেই এ হাদীসটিকে "মানসূখ" বলে গণ্য করেছেন। ইবনে খুযাইমা (র) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রথমদিকে আমরা হাঁটু স্থাপনের পূর্বে (জমিনে) হাত রাখতাম। কিন্তু পরে আমাদেরকে হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতে আদেশ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

٨٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ.

৮৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ কি নামাযের মধ্যে এমনভাবে বসে যেমন উট বসে থাকে (হাতের আগে হাঁটুদ্বয় মাটিতে স্থাপন করে)?

بَابُ النُّهُوْضِ فِى الْفَرْدِ

অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ নামাযে বেজোড় রাক‘আতগুলো (প্রথম ও তৃতীয় রাক‘আত) পড়ার পর দাঁড়ানো?

٨٤٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اِلٰى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُصَلِّىْ بِكُمْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلٰوةَ وَلٰكِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ قِلَابَةَ كَيْفَ صَلّٰى قَالَ مِثْلَ صَلٰوةِ شَيْخِنَا هٰذَا يَعْنِىْ عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ اِمَامَهُمْ وَذَكَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ.

৮৪২। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুলাইমান মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) আমাদের মসজিদে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এখন তোমাদের সাথে নিয়ে নামায পড়বো। তবে নামায পড়ার জন্য আমি নামায পড়ছি না। বরং আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তোমাদেরকে তাই দেখাতে চাই। হাদীসের বর্ণনাকারী আইয়ূব (র) বলেছেন, আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (আবু সুলাইমান মালেক ইবনে হুয়াইরিস) কিভাবে নামায পড়লেন? জবাবে আবু কিলাবা বললেন, আমাদের শায়খের অনুরূপ অর্থাৎ তাদের ইমাম ‘আমর ইবনে আবু সালামার অনুরূপ। তিনি (আবু কিলাবা) এ কথাও উল্লেখ করলেন যে, নামায পড়াকালে আবু সুলাইমান মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা) প্রথম রাক‘আতের শেষ সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পর বসতেন এবং তারপর উঠে দাঁড়াতেন।

٨٤٣- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُصَلِّىْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلٰوةَ وَلٰكِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فَقَعَدَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ.

৮৪৩। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুলাইমান মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) আমাদের মসজিদে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি এখন নামায পড়বো। তবে আমি নামায পড়ার জন্য নামায পড়ছি না। বরং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমি যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তোমাদেরকে তা দেখাতে চাই। অতঃপর তিনি (নামায পড়ে দেখালেন এবং) প্রথম রাক'আতের শেষ সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসলেন।

٨٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِّنْ صَلٰوتِهٖ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا.

৮৪৪। মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দেখেছেন, নবী (সা) নামাযের বেজোড় রাক'আতগুলোতে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দাঁড়াতেন না।

بَابُ الْاِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৪৪ ঃ দুই সিজদার মাঝে "ইক'আ" করা

٨٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الْاِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِى السُّجُوْدِ فَقَالَ هِىَ السُّنَّةُ قَالَ قُلْنَا اِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرِّجْلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِىَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮৪৫। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা)-কে দুই সিজদার মধ্যে দুই পায়ের গোছার ওপর বসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরূপ করা সুন্নাত। তাউস (র) বলেন, আমি বললাম, এটা তো পায়ের জন্য বড়ই কষ্টদায়ক বলে আমি মনে করি। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন, এটি তোমার নবীর (সা) সুন্নাত।

টীকা ঃ ইক'আর অর্থ হলো একই রাক'আতের দু'টি সিজদার মাঝে আরামের সাথে না বসে নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে দুই পা খাড়া করে বসা। অধিকাংশ উলামা নামাযে "ইক'আ" করাকে মকরূহ বলেছেন। বৃদ্ধাবস্থায় বা কোন ওজরের কারণে কেউ "ইক'আ" করতে বাধ্য হলে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তিরমিযীর বর্ণিত একটি হাদীসের বিষয়বস্তু অনুসারে "ইক'আ" করা জায়েয নয়। হাদীসটিতে নবী (সা) হযরত আলীকে বলেছেন, হে 'আলী, আমি নিজের জন্য যা পছন্দ করি তোমার জন্যও তাই পছন্দ করি। আর যা আমার জন্য অপছন্দ করি তা তোমার জন্যও অপছন্দ করি। তুমি দুই সিজদার মধ্যখানে কখনো 'ইক'আ' করবে না। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই হাদীসটি দ্বারা সাধারণভাবে 'ইক'আ'র হাদীসটি মানসূখ হয়ে গিয়েছে। তবে বৃদ্ধ ও মা'যূর হলে তাদের জন্য স্বতন্ত্র কথা (অনুবাদক)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ-১৪৫ ঃ রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় কি বলবে

٨٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْاَ الْاَرْضِ وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدٍ اَبِى الْحَسَنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ فِيْهِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ. قَالَ سُفْيَانُ لَقِيْنَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا اَبَا الْحَسَنِ بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عِصْمَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ.

৮৪৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় বলতেন, "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ্ মিল্‌আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিলয়াল্ আরদি ওয়া মিল্‌য়া মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু।" ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ-উবায়েদ আবুল হাসান থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেখানে অবশ্য "বা'দার রুকূ'" কথাটি উল্লেখ নাই। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, পরবর্তীকালে আমি শায়খ উবায়েদ আবুল হাসানের সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনিও এই হাদীসে "বা'দার রুকূ" কথাটি উল্লেখ করেননি। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, শু'বা-আবু 'আসমা-আ'মাশ-উবায়েদের সনদে বর্ণিত এই হাদীসটিতে "বা'দার রুকূ'" কথা উল্লেখ করেছেন।

٨٤٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمَاءِ قَالَ مُؤَمِّلٌ مِلْاَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْاَ الْاَرْضِ وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَمَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ. زَادَ مَحْمُوْدٌ وَلاَمُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ثُمَّ اتَّفَقُوْا وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ بِشْرٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لَمْ يَقُلْ مَحْمُوْدٌ اَللّٰهُمَّ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. رَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَلَمْ يَقُلْ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ اَيْضًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَجِيْئُ بِهِ اِلاَّ اَبُوْ مُسْهِرٍ.

৮৪৭। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুকূ' থেকে উঠার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা" বলার পর বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ মিল্‌য়াস সামায়ে।" মুয়াম্মাল বলেছেন, মিলয়াস্ সামাওয়াতি ওয়া মিলয়াল আরদি ও মিলয়া মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু আহলাস্ সানায়ি ওয়াল-মাজদি আহাককু মা কালাল আবদু ওয়া কুল্লুনা লাকা 'আবদুন লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা। মাহমুদ-এর বর্ণনায় আরো আছে– 'ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা'। তারপর আবার একইরূপ বর্ণনা করে বলেছেন, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। বিশর বর্ণনা করেছেন, 'রব্বানা লাকাল হাম্দ" তবে মাহমুদ "আল্লাহুম্মা" কথাটি বর্ণনা করেননি, বরং বলেছেন, রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ।

٨٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৮৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ইমাম যখন বলবেন, সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলবে। কারণ যার এই কথা ফেরেশতাদের কথার সাথে এক সময়ে উচ্চারিত হবে তার পূর্বকৃত গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

٨٤٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ لاَ يَقُوْلُ الْقَوْمُ خَلْفَ الْاِمَامِ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلٰكِنْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

৮৪৯। আমের আশ-শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমামের পিছনে মোক্তাদীগণ (রুকূ' থেকে উঠার সময়) 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে না, বরং 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলবে।

بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৪৬ ঃ দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ

٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا كَامِلُ اَبُو الْعَلاَءِ حَدَّثَنِىْ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ.

৮৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) দুই সিজদার মাঝখানে পড়তেন, "আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী ওয়ার্‌হামনী ওয়া 'আফিনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুকনী। অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো, আমাকে নিরাপদ রাখো, আমাকে সঠিক পথের ওপর রাখো এবং আমাকে রিযিক দান করো।"

بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ اِذَا كُنَّ مَعَ الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ-১৪৭ ঃ মহিলারা ইমামের পিছনে জামায়াতে শরীক হলে সিজদা থেকে কখন মাথা তুলবে?

٨٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ اَخِى الزُّهْرِىِّ عَنْ مَوْلًى لِاَسْمَاءَ

ابْنَةِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتّٰى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُؤُسَهُمْ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ.

৮৫১। আবু বকর (রা)-র কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা (মহিলারা) যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছ, নামাযে তারা মাথা উঠাবে না যতক্ষণ না পুরুষরা মাথা উঠায়। কারণ পুরুষদের সতর দেখতে পাওয়া তাদের জন্য অপছন্দনীয় ব্যাপার।

بَابُ طُوْلِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৪৮ ঃ রুকূ‘ থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে দীর্ঘক্ষণ বসা

٨٥٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سُجُوْدُهُ وَرُكُوْعُهُ وَقُعُوْدُهُ وَمَابَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ.

৮৫২। আল-বারাআ ইবনে ‘আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সিজদা, রুকূ‘, বৈঠক ও দুই সিজদার মাঝের বিরতি (দৈর্ঘে) প্রায় একসমান হতো।

٨٥٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ اَوْجَزَ صَلٰوةً مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ تَمَامٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ.

৮৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন লোকের পিছনে পূর্ণাংগ নামায পড়ি নাই, যার নামায রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের চাইতে সংক্ষিপ্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতেন, আমরা মনে মনে বলতাম, তিনি ভুলেই গিয়েছেন। এরপর তিনি তাকবীর বলতেন ও সিজদায় যেতেন। তিনি দুই সিজদার মধ্যখানে এত দীর্ঘক্ষণ বসতেন যে, আমরা (মনে মনে) বলতাম, তিনি হয়তো ভুলেই গিয়েছেন।

٨٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ كَامِلٍ دَخَلَ حَدِيْثُ اَحَدِهِمَا فِى الْاٰخَرِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَبُوْ كَامِلٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ وَاعْتِدَالَهُ فِى الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ وَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَرَكْعَتُهُ وَاعْتِدَالُهُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَجْدَتُهُ فَجَلْسَتُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتُهُ فَجَلْسَتُهُ بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ.

৮৫৪। আল-বারাআ ইবনে 'আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ (সা)-কে আর আবু কামেলের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি। আমি তাঁর কিয়ামকে রুকূ' ও সিজদার অনুরূপ (দীর্ঘ) এবং রুকূ' থেকে উঠে দাঁড়ানোকে সিজদার অনুরূপ (দীর্ঘ), আর দুই সিজদার মধ্যকার বৈঠক, আর সিজদা করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত বসা এবং প্রস্থানকে প্রায় একই সমান দীর্ঘ পেয়েছি। ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, মুসাদ্দাদ বলেছেন, তাঁর রুকূ' করা এবং দুই রাকআতের মাঝে ই'তিদাল করা, সিজদা করা, দুই সিজদার মধ্যে বসা এবং সালাম ফিরিয়ে প্রস্থানের সময় প্রায় একই পরিমাণ ছিল।

টীকা : উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে তা'দীলে আরকানের প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। তাঁর রুকূ' থেকে উঠে দাঁড়ানো, দুই সিজদার মাঝখানে বসা, সিজদা থেকে উঠে এবং সালাম ফিরিয়ে প্রস্থান ইত্যাদির দৈর্ঘ্য প্রায় সমান ছিল। এই কারণে ইমাম শাফিয়ী এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে তা'দীলে আরকান ফরয। তাদের মতে ঠিকমত তা'দীলে আরকান ছাড়া নামায হবে না। অন্যান্য ইমামদের মতে তা'দীলে আরকান ওয়াজিব (অনুবাদক)।

بَابُ صَلاَةِ مَنْ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ-১৪৯ : যে ব্যক্তি রুকূ'তে তার পিঠ সোজা করে না

٨٥٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُجْزِئُ صَلٰوةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

৮৫৫। আবু মাস'উদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি রুকূ' ও সিজদাতে পিঠ সোজা না করলে নামাযের বিনিময় পাবে না।

٨٥٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا اَنَسٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِىْ. قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَاْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا. قَالَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهِ فَاِذَا فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَاِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلاَتِكَ وَقَالَ فِيْهِ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوْءَ.

৮৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলেন। সেই সময় অন্য এক লোকও মসজিদে প্রবেশ করলো এবং নামায পড়লো, তারপর এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, যাও, আবার নামায পড়ো। কারণ তুমি নামায পড়ো নাই। লোকটি ফিরে গেল এবং পূর্বের মত নামায পড়ে ফিরে এসে নবী (সা)-কে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন : ওয়া আলাইকাস্ সালাম (তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক), তারপর তিনি বললেন : তুমি যাও, পুনরায় নামায পড়ো। কারণ

তুমি নামায পড়ো নাই। এভাবে তিনবার করলেন। অবশেষে লোকটি বললো, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি এর চাইতে ভাল (করে নামায পড়তে) পারি না, আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বলবে, তারপর কুরআন থেকে তোমার জন্য যা সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকূ' করবে এবং প্রশান্তি সহকারে তা করবে। এরপর রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদা করবে এবং প্রশান্তি সহকারে তা করবে। তারপর বসবে এবং বসে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমার পুরো নামায এভাবে পড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা) সবশেষে বললেন, তুমি এভাবে নামায পড়লে তোমার নামায পূর্ণ হবে। আর যদি এ থেকে কিছু কম করো তাহলে তুমি তোমার নামাযের ক্ষতি করলে। এ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ তুমি নামায পড়তে চাইলে পূর্ণরূপে উযু করবে।

٨٥٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلٰوةٌ لِاَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوْءَ يَعْنِىْ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِىْ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَاْسَهُ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَاْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.

৮৫৭। আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে খাল্লাদ (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলো। এখান থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে বলেছেন, নবী (সা) বললেন, উত্তম ও যথোপযুক্তভাবে উযু করা ছাড়া কারো নামায পূর্ণাংগ হয় না। অতঃপর তাকবীর বলবে এবং মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করবে। তারপর ইচ্ছামত কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবার বলবে এবং রুকূ'তে যাবে এবং তার গ্রন্থিসমূহ প্রশান্তি লাভ করবে। এরপর 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলবে এবং সিজদায় যাবে। শরীরের

সন্ধিস্থলসমূহ প্রশান্তি লাভ না করা পর্যন্ত সিজদায় থাকবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলবে এবং মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে। তারপর আবার আল্লাহু আকবার বলবে এবং সিজদায় যাবে। শরীরের সন্ধিস্থলসমূহ প্রশান্তি লাভ না করা পর্যন্ত সিজদায় থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে এবং তাকবীর বলবে। এসব কিছু করলে তবেই তার নামায পূর্ণাংগ হবে।

٨٥٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَتِمُّ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَاْسِهِ وَرِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَاُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا اَذِنَ لَهُ فِيْهِ وَتَيَسَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْاَرْضِ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلٰى مَقْعَدِهِ وَيُقِيْمُ صُلْبَهُ فَوَصَفَ الصَّلٰوةَ هٰكَذَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتّٰى فَرَغَ لاَ تَتِمُّ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يَفْعَلَ ذٰلِكَ.

৮৫৮। আলী ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে খাল্লাদ তার পিতার মাধ্যমে তার চাচা রিফা'আ ইবনে রাফে' থেকে (উপরে) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মহান আল্লাহ যেভাবে পূর্ণাংগরূপে উযু করতে আদেশ করেছেন সেভাবে উযু না করা পর্যন্ত তোমাদের কারো নামায পূর্ণাংগ হয় না। তাই সে কনুইসহ দুই হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করবে, মাথা মাসেহ করবে এবং গোছাসহ দুই পা ধৌত করবে। তারপর মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা করবে। অতঃপর যেখান থেকে সহজ হয় সেখান থেকে আল্লাহর নির্দেশমত কুরআন পাঠ করবে... হাম্মাদের বর্ণনার অনুরূপ। তারপর তাকবীর বলে মুখমণ্ডল মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করবে। হাম্মাম বর্ণনা করেছেন, কখনো কখনো তিনি বলেছেন, তার কপাল মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করবে এবং শরীরের সন্ধিস্থলসমূহ প্রশান্তি লাভ না করা পর্যন্ত (সিজদায়) থাকবে। তারপর তাকবীর বলবে (এবং সিজদা থেকে উঠে) পাছার উপর ভর দিয়ে মেরুদণ্ড (পিঠ) সোজা করে বসবে। এভাবে তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) চার রাক'আত নামায শেষ করার বর্ণনা দিলেন। এভাবে না পড়লে তোমাদের কারও নামায পূর্ণাংগ হবে না।

٨٥٩- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ اِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَبِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَقْرَأَ وَاِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ وَقَالَ اِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ فَاِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلٰى فَخِذِكَ الْيُسْرٰى.

৮৫৯। আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে খাল্লাদ (র) তার পিতার মাধ্যমে রিফা'আ ইবনে রাফে' (রা) থেকে এই (উপরে বর্ণিত) ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এতে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বললেন, নামাযে তুমি কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলো এবং উম্মুল কুরআন অর্থাৎ সূরা ফাতিহা এবং কুরআন মজীদ থেকে আর যা কিছু আল্লাহর মর্জি হয় পড়ো। তারপর যখন রুকূ'তে যাবে তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখো এবং পিঠ সোজা করে রাখো। তিনি আরো বলেছেন : সিজদা করার সময় কিছুক্ষণ (সিজদারত অবস্থায়) অপেক্ষা করবে। আর সিজদা থেকে উঠার পর বাঁ উরুর উপর বসবে।

٨٦٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ اِذَا اَنْتَ قُمْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ فَكَبِّرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَقَالَ فِيْهِ فَاِذَا جَلَسْتَ فِىْ وَسَطِ الصَّلٰوةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرٰى ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ اِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِكَ.

৮৬০। আলী ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে খাল্লাদ ইবনে রাফে' তার পিতা খাল্লাদ ইবনে রাফে'র নিকট থেকে তার চাচা রিফা'আ ইবনে রাফে' (রা)-র মাধ্যমে নবী (সা)-এর নিকট থেকে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন, তুমি যখন নামায পড়তে দাঁড়াবে তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে। তারপর কুরআনের যে স্থান থেকে তোমার জন্য পড়া সহজ হয় সেখান থেকে কিছু অংশ পড়বে। তিনি আরো বলেছেন, নামাযের মধ্যে তুমি যখন বসবে তখন প্রশান্ত হয়ে বসবে। সেজন্য তোমার বাঁ উরু বিছিয়ে দিবে এবং তারপর তাশাহ্হুদ পড়বে। তারপর যখন আবার দাঁড়াবে তখনও এরূপ করবে এবং এভাবেই নামায শেষ করবে।

٨٦١- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ هٰذَا الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ فَتَوَضَّأْ كَمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَاَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ فَاِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَاِلاَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ وَقَالَ فِيهِ وَاِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلٰوتِكَ.

৮৬১। রিফাআ' ইবনে রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এই ঘটনা (পূর্বে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত ঘটনা) বর্ণনা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তোমাকে যেভাবে উযু করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেইভাবে উযু করো, অতঃপর তাশাহ্হুদ পড়ো। তারপর তাকবীর বলে উঠে দাঁড়াও। তোমার কুরআন মজীদ মুখস্থ থাকলে তাই পড়ো, অন্যথায় মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করো, তাকবীর পড়ো এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো। তিনি আরো বলেছেন, তুমি যদি এর থেকে কিছু কম করো তাহলে তোমার নামায ত্রুটিপূর্ণ করলে।

টীকা ঃ উপরের হাদীসটি থেকে জানা যায়, কারো সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা জানা না থাকলে সে শুধুমাত্র আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এরূপ অর্থ প্রকাশক কোন কলেমা দিয়ে নামায আদায় করতে পারবে (অনুবাদক)।

٨٦٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِى حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَاَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ هٰذَا لَفْظُ قُتَيْبَةَ.

৮৬২। 'আবদুর রহমান ইবনে শিব্ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের মধ্যে (সিজদায়) কাকের মত ঠোকর মারতে, চতুষ্পদ জন্তুর মত বসতে এবং উটের মত মসজিদের মধ্যে নিজের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ হাদীসটি কাকের মত ঠোকর মারার কথা বলে দ্রুত রুকূ' ও সিজদা করার কথা, চতুষ্পদ জন্তুর মত বসার কথা বলে সিজদার সময় হাতের কনুই মাটিতে স্থাপন করা এবং পেট উরুতে স্পর্শ করানোর কথা এবং মসজিদে জায়গা নির্দিষ্ট করে নেয়ার কথা বলে মসজিদে নিজের জন্য একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়া ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

٨٦٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ قَالَ اَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيَّ اَبَا مَسْعُوْدٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بَيْنَ اَيْدِيْنَا فِى الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ اَصَابِعَهُ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ وَجَافٰى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ جَافٰى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ اَيْضًا ثُمَّ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هٰذِهِ الرَّكْعَةِ فَصَلّٰى صَلٰوتَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ.

৮৬৩। সালেম আল্-বাররাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মাসউদ 'উকবা ইবনে 'আমর আল-আনসারী (রা)-র কাছে গিয়ে তাকে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায সম্পর্কে বলুন (তিনি কিভাবে নামায পড়তেন)। তখন তিনি আমাদের সামনে মসজিদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বলে নামায শুরু করলেন। রুকূ'তে তার দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখলেন এবং আঙুলগুলো তার নীচে রাখলেন, আর দুই কনুই (শরীর থেকে) ফাঁকা রাখলেন। এভাবে সব অংগ-প্রত্যংগ স্থির হয়ে গেল। এরপর তিনি 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং এভাবে শরীরের সব অংগ-প্রত্যংগ স্থির হয়ে গেল, তারপর তাকবীর বলে সিজদায় গেলেন এবং দুই হাতের তালু মাটিতে স্থাপন করলেন, তবে কনুই দু'টি শরীর থেকে আলাদা রাখলেন। এভাবে সব অংগ-প্রত্যংগ স্থির হয়ে গেল, অতঃপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসলেন, এমনকি সব অংগ-প্রত্যংগ স্থির হয়ে গেল। তিনি আবারও এরূপ এক রাক'আত নামায পড়লেন। তিনি এভাবে চার রাক'আত নামায পড়ে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এভাবেই নামায পড়তে দেখেছি।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاةٍ لاَ يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تُتَمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ

অনুচ্ছেদ-১৫০ ঃ নবী (সা)-এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণাংগ করে নামায পড়ে না, তার নফল (নামায) থেকে সেই ঘাটতি পূরণ করা হয়

٨٦٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ

الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ قَالَ خَافَ مِنْ زِيَادٍ أَوْ ابْنِ زِيَادٍ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قَالَ قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ يُونُسُ وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَوٰةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلٰئِكَةِ وَهُوَ أَعْلَمُ أُنْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ أُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذٰلِكَ.

৮৬৪। আনাস ইবনে হাকীম আদ-দাব্বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (আনাস ইবনে হাকীম) যিয়াদ অথবা উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের ভয়ে ভীত হয়ে মদীনায় আসলেন এবং আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমার নসবনামা জানতে চাইলেন। আমি তার নিকট তা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, হে যুবক! আমি কি তোমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করে শোনাবো না। আমি বললাম, হাঁ, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। রাবী ইউনুস বলেন, আমার মনে হয় তিনি (আবু হুরায়রা) নবী (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে শোনালেন। নবী (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের যে আমলটির হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে তা হলো নামায। নবী (সা) বলেন, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর যদিও সবকিছু পরিজ্ঞাত তবুও তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, আমার বান্দার নামায দেখো– তা পূর্ণাংগ না ত্রুটিপূর্ণ। অতঃপর যদি তা পূর্ণাংগ হয় তাহলে পূর্ণাংগই লেখা হবে। আর যদি তা অপূর্ণাংগ হয় তাহলে মহান আল্লাহ বলবেন, দেখো, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা? নফল নামায থাকলে বলবেন, আমার বান্দার ফরয নামাযের ঘাটতি তার নফল নামায থেকে পূর্ণ করো। অতঃপর সব আমলই এভাবে গ্রহণ করা হবে।

টীকা : যাকাত অপূর্ণ হলে নফল সাদাকা ও দান থেকে, রোযা অপূর্ণ হলে নফল রোযা থেকে এবং হজ্জ অপূর্ণ থাকলে নফল হজ্জ থেকে তা পূরণ করা হবে (অনুবাদক)।

٨٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

৮৬৫। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) থেকে (উপরে বর্ণিত হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٦٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْمَعْنٰى قَالَ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسَبِ ذٰلِكَ.

৮৬৬। তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর নবী (সা) বলেছেন, যাকাতের হিসাব-নিকাশ ঐভাবেই গ্রহণ করা হবে এবং অন্যান্য আমলগুলোর হিসাব-নিকাশও একইভাবে গ্রহণ করা হবে।

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৫১ ঃ রুকূ' ও সিজদা বিষয়ক হাদীস এবং হাঁটুর ওপর দুই হাত রাখা

٨٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاسْمُهُ وَقْدَانُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ فَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَنَهَانِىْ عَنْ ذٰلِكَ فَعُدْتُ فَقَالَ لاَ تَصْنَعْ هٰذَا فَاِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَاُمِرْنَا اَنْ نَضَعَ اَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ.

৮৬৭। মুস'আব ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়াকালে আমার হাত দুইখানা দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলে তিনি আমাকে এ রকম করতে নিষেধ করলেন। আমি আবারও তাই করলে তিনি বললেন, এরূপ করবে না। কেননা আগে আমরা এরূপ করতাম। পরে আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমরা হাঁটুর উপর হাত রাখতে আদিষ্ট হয়েছি।

٨٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَاِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اخْتِلاَفِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে তোমাদের কেউ যখন রুকূ' করবে তখন দুই বাহু উরুর সাথে লেপ্‌টে রাখবে এবং দুই হাত একসাথে মিলিত রাখবে। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) বলেন, আমি যেন (এখনো) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের আঙুলগুলো ছড়ানো দেখতে পাচ্ছি।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ওইভাবেই আমল করার বিধান ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে এ হুকুম মানসূখ হয়ে গিয়েছে এবং হাঁটুর ওপর হাত রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) প্রাথমিক যুগের বিধানটি সম্পর্কেই মাত্র অবহিত ছিলেন। পরবর্তী হুকুমটি তাঁর জানা ছিল না (অনুবাদক)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ

অনুচ্ছেদ-১৫২ ঃ রুকূ' ও সিজদায় গিয়ে যা পড়তে হবে

٨٦٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسٰى اِبْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَمِّهٖ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ اجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ.

৮৬৯। 'উকবা ইবনে 'আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াত "ফাসাব্বিহ্ বিস্‌মি রব্বিকাল আযীম" (তোমার মহান প্রভুর নামের তাসবীহ পাঠ করো) নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা এটি নামাযের রুকূ'তে পাঠ করো। অতঃপর আয়াত "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা" (তোমার সর্বোচ্চ প্রভুর নামের তাস্‌বীহ্ পড়ো) নাযিল হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা নামাযের সিজদায় এ কথাটি বলো।

٨٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى اَوْ مُوْسَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهٖ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ ثَلاَثًا وَاِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَبِحَمْدِهٖ ثَلاَثًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ اَنْ لاَ تَكُوْنَ مَحْفُوْظَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ انْفَرَدَ اَهْلُ مِصْرَ بِاِسْنَادِ هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ حَدِيْثِ الرَّبِيْعِ وَحَدِيْثِ اَحْمَدَ بْنِ يُوْنُسَ.

৮৭০। 'উকবা ইবনে 'আমের (রা) থেকে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রুকূ'তে যেতেন তখন তিনবার বলতেন ঃ সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম ওয়া বিহামদিহি। আবার তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তিনবার বলতেন ঃ সুবহ্না রব্বিয়াল আ'লা ওয়া বিহামদিহি।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের রুকূ'তে "সুব্হানা রব্বিয়াল আযীম" এবং সিজদায় "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" পড়তে হবে (অনু.)।

٨٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ أَدْعُوْ فِي الصَّلاَةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ تَخَوُّفٍ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُسْتَوْرِدٍ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَفِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَلاَ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ.

৮৭১। শো'বা (র) বলেন, আমি সুলায়মান (র)-কে বললাম, আমি নামাযে ভীতিকর আয়াত পাঠ করলে কি তখন দু'আ করতে পারি? তিনি আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন সা'দ ইবনে উবায়দা-মুসতাওরিদ-সিলা ইবনে যুফার-হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়েছেন। নামাযের রুকূ'তে নবী (সা) বলতেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম" এবং সিজদায় বলতেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা"। আর কিরাআতের মধ্যে যখনই কোন রহমতের আয়াত আসতো তখনই তিনি থামতেন এবং তা (রহমত) প্রার্থনা করতেন। আর যখনই কোন আযাবের আয়াত আসতো তখনই তিনি থেমে তা (আযাব) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

٨٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ وَرُكُوْعِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

৮৭২। 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযের রুকূ' ও সিজদা উভয়টাতেই বলতেন ঃ "সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার-রূহ্" (তিনি প্রশংসিত, পবিত্র এবং ফেরেশতা ও রূহের প্রভু)।

٨٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ

الْاَشْجَعِىُّ قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَامَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِىْ سُجُوْدِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِاٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُوْرَةً سُوْرَةً.

৮৭৩। 'আওফ ইবনে মালেক আল-আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা বাকারা পাঠ করলেন। যখনই তিনি কোন রহমতের আয়াত পাঠ করতেন তখনই সেখানে থেমে (আল্লাহ কাছে) তা প্রার্থনা করতেন। আবার যখনই কোন আযাবের আয়াত পাঠ করতেন তখনই সেখানে থামতেন এবং আল্লাহর কাছে তা থেকে আশ্রয় চাইতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় ধরে রুকূ' করলেন। রুকূ'তে তিনি পড়লেন ঃ "সুবহানা যিল্‌জাবারূতি ওয়াল-মালাকূতি ওয়াল-কিবরিয়ায়ি ওয়াল-'আযমাতি" (শক্তি, বিশাল সাম্রাজ্য, গর্ব ও মহত্ত্বের অধিকারীর জন্য সব পবিত্রতা)। তারপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় ধরে সিজদা করলেন। তিনি সিজদায়ও ঐ কথাগুলো বললেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে (দ্বিতীয় রাক্'আতে) সূরা আল ইমরান পড়লেন এবং (পরবর্তী প্রতি রাক্'আতে) একটি করে সূরা পড়লেন।

٨٧٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَعَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ مَوْلَى الْاَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلاَثًا ذُوالْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِّنْ رُكُوْعِهِ يَقُوْلُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَسْجُدُ فَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّنْ سُجُوْدِهِ وَكَانَ

يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ اَوِ الْاَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ.

৮৭৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রাতের নামায পড়তে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে তার সাথে বললেন ঃ "যুল-মালাকূতি ওয়াল জাবারূতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল আযমাতি" (আল্লাহ মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি, শক্তির অধিকারী, গর্ব ও মহত্বের অধিকারী)। এরপর তিনি কিরাআত পড়তে শুরু করলেন এবং সূরা বাকারা পাঠ করলেন। তারপর কিয়ামের সমপরিমাণ সময় ধরে রুকূ' করলেন। তিনি রুকূ'তে বললেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম, সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" (আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। এরপর তিনি রুকূ' থেকে মাথা উঠালেন এবং যতক্ষণ রুকূ'তে ছিলেন ততক্ষণ সময় কিয়াম করলেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ "লিরব্বিয়াল হাম্‌দ" (সব প্রশংসা আমার প্রভুর জন্য নির্দিষ্ট)। অতঃপর তিনি সিজদা করলেন, যতক্ষণ কিয়াম করেছিলেন ততক্ষণ সিজদায় থাকলেন। সিজদায় তিনি বলছিলেন, "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" (আমার সর্বোন্নত প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। তারপর সিজদা থেকে মাথা উঠালেন। আর তিনি সিজদায় যতক্ষণ দেরী করলেন দুই সিজদার মাঝেও ততক্ষণ দেরী করলেন। অতঃপর বললেন ঃ "রব্বিগ্‌ফির লী, রাব্বিগ্‌ফির লী।" এভাবে তিনি মোট চার রাক'আত নামায পড়লেন এবং তাতে সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা এবং মাইদা কিংবা (বর্ণনাকারী শু'বার সন্দেহ) আন'আম পড়লেন।

بَابٌ فِى الدُّعَاءِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৫৩ ঃ রুকূ' ও সিজদায় দু'আ করা

٨٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوْا اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرُو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

৮৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সিজদাবনত অবস্থায় বান্দা তার প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়। সুতরাং এ অবস্থায় (সিজদারত অবস্থায়) তোমরা বেশী করে দু'আ করো।

٨٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ وَاِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيْهِ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ.

৮৭৬। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রুগ্ন অবস্থায় হযরত 'আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করাকালে একদিন নামাযের সময় নবী (সা) পর্দা সরিয়ে দিলেন। তখন লোকজন নামায পড়ার জন্য আবু বাক্র (রা)-র পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নবী (সা) বললেন ঃ হে লোকসকল! নবুওয়াতের সুখবরের মধ্যে একমাত্র নেক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এই নেক স্বপ্ন মুসলমান দেখবে বা তার জন্য দেখানো হবে। আর আমাকে নামাযে রুকূ' কিংবা সিজদারত অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকূ'তে তোমরা প্রভুর মহত্ব বর্ণনা করবে এবং সিজদারত অবস্থায় বেশী করে দু'আ করতে চেষ্টিত হবে। আশা করা যায় তা কবুল হবে।

টীকা ঃ বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার যত রকমের ইবাদত করে তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সিজদাবনত হওয়া সর্বাপেক্ষা উত্তম। সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহ্কে সিজদা করে তখন সে তার বেশী নিকটবর্তী ও বেশী প্রিয়পাত্র হয়। তাই এ সময় দু'আ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তবে এ দু'আ অবশ্যই নফল নামাযে হতে হবে। কারণ ফরয নামাযের সিজদায় কি করতে হবে এবং বলতে হবে তা নবী (সা) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (অনু.)।

٨٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ.

৮৭৭। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের রুকূ' ও সিজদাতে বেশীর ভাগ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ্ফির লী' (হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, তুমি পবিত্র, সব প্রশংসা তোমার। হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দাও) বলতেন। তিনি এভাবেই কুরআনের নির্দেশের ব্যাখ্যা করতেন।

টীকা ঃ কুরআন মজীদের সূরা আন-নাসরের আয়াত "ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাগ্ফিরহু"-এর ব্যাখ্যা তিনি এই আমলের দ্বারা করতেন (অনু.)।

٨٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجُلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ زَادَ ابْنُ السَّرْحِ عَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

৮৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযের সিজদায় (গিয়ে) বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লী যাম্‌বী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়াজুল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু" (হে আল্লাহ, তুমি আমার ছোট-বড়, আগের ও পরের সব গুনাহ মা'ফ করে দাও)। ইবনুস সারহ অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন, 'আলানিয়াতাহু ওয়া সিররাহু (হে আল্লাহ, তুমি আমার প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহও মাফ করে দাও)।

٨٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

৮৭৯। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে (বিছানায়) নিরুদ্দেশ পেলাম। মসজিদে তালাশ করে দেখলাম, তিনি সিজদারত আছেন। তাঁর পা দু'টি খাড়া অবস্থায়। তিনি দু'আ করছেন : আ'উযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ও আ'উযু বিমু'আফাতিকা মিন 'উকূবাতিকা ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা লা উহ্‌সী ছানাআন 'আলাইকা আন্‌তা কামা আছনাইতা 'আলা নাফ্‌সিকা (আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার আযাব থেকে তোমার ক্ষমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তোমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে অক্ষম। তুমি নিজের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছো তুমি তদ্রূপই)।

بَابُ الدُّعَاءِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫৪ ঃ নামাযের মধ্যে দু'আ করা

٨٨٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ

الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِيْ صَلاَتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ.

৮৮০। ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে দু‘আ করতেন ঃ “আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিন আযাবিল কাব্‌রি ওয়া আ‘উযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ-দাজ্জালি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্‌য়া ওয়াল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিনাল মাছামি ওয়াল মাগরামি” (হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, আমি তোমার কাছে দাজ্জালের ফেতনা থেকে আশ্রয় চাই, আমি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে গুনাহর কাজ ও ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই)। এক ব্যক্তি বললো, আপনি ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে বেশী বেশী আশ্রয় প্রার্থনা করেন কেন? নবী (সা) বললেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে যায় তখন সে কথা বলতে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

٨٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوةِ تَطَوُّعٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِاَهْلِ النَّارِ.

৮৮১। ‘আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়েছি। আমি শুনেছি তিনি এই দু‘আ করছিলেন ঃ আ‘উযু বিল্লাহি মিনান্নারি ওয়া ওয়াইলুল্‌ লিআহলিন্নার” (আমি দোযখ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। দোযখবাসীদের জন্য ধ্বংস ও সর্বনাশ)।

٨٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقُمْنَا مَعَهُ

فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْاَعْرَابِيِّ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৮৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। নামাযের মধ্যে এক বেদুঈন বললো, 'আল্লাহুম্মারহামনী ওয়া মুহাম্মাদান ওয়ালা তারহাম মা'আনা আহাদান' (হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ও মুহাম্মাদকে রহম করো, আমাদের সাথে আর কাউকে রহম করো না)। সালাম ফিরানোর পর তিনি বেদুঈনকে বললেন ঃ তুমি বিশাল একটি জিনিসকে সংকীর্ণ করে দিয়েছো। একথা দ্বারা তিনি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতকে বুঝিয়েছেন।

٨٨٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَرَاَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى. قَالَ اَبُو دَاوُدَ خُوْلِفَ وَكِيْعٌ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رَوَاهُ اَبُوْ وَكِيْعٍ وَشُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا.

৮৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখনই 'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' পড়তেন তখন মুখে বলতেন : সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা। আবু দাউদ (র) বলেন, অপর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি মওকূফরূপে বর্ণিত হয়েছে।

٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّيْ فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ اِذَا قَرَاَ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى قَالَ سُبْحَانَكَ فَبَلٰى فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ يُعْجِبُنِيْ فِي الْفَرِيْضَةِ اَنْ يَّدْعُوَ بِمَا فِي الْقُرْاٰنِ.

৮৮৪। মূসা ইবনে আবু 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সাহাবী) তার বাড়ীর ছাদে নামায পড়তেন। তিনি যখন (সূরা কিয়ামা'র) আয়াত "আলাইছা যালিকা বিকাদিরিন 'আলা আইঁ ইউহইয়াল মাওতা" (তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে

সক্ষম নন?) পড়তেন তখন বলতেন, "সুবহানাকা বালা (তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে বলছি, হাঁ, সক্ষম)। লোকজন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি। ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, ফরয নামাযের মধ্যে কুরআনে উল্লেখিত দু'আ পড়া আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়।

بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৫৫ ঃ রুকূ' ও সিজদার পরিমাণ

٨٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنِ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوتِهِ فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ قَدْرَ مَا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا.

৮৫৫। আস-সা'দী (র) থেকে তার পিতা অথবা তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি রুকূ'তে ও সিজদায় গিয়ে তিনবার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলার মত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

٨٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْاَهْوَازِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلاَثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مُرْسَلٌ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللّٰهِ.

৮৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রুকূ'তে যাবে তখন সে যেন তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' বলে। এটাই সর্বনিম্ন সংখ্যা। আর সে যখন সিজদায় যাবে তখন যেন তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলে। এটাই সর্বনিম্ন সংখ্যা। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। আওন (র) আবদুল্লাহ (রা)-র সাক্ষাৎ পাননি।

٨٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَعْرَابِيًّا يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَانْتَهٰى اِلٰى اٰخِرِهَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ فَلْيَقُلْ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. وَمَنْ قَرَأَ لاَ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَانْتَهٰى اِلٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى فَلْيَقُلْ بَلٰى وَمَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلٰتِ فَبَلَغَ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ فَلْيَقُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ. قَالَ اِسْمَاعِيْلُ ذَهَبْتُ اُعِيْدُ عَلَى الرَّجُلِ الْاَعْرَبِيِّ وَاَنْظُرُ لَعَلَّهُ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ اَتَظُنُّ اَنِّيْ لَمْ اَحْفَظْهُ لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّيْنَ حَجَّةً مَا مِنْهَا حَجَّةٌ اِلاَّ وَاَنَا اَعْرِفُ الْبَعِيْرَ الَّذِيْ حَجَجْتُ عَلَيْهِ.

৮৮৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সূরা "ওয়াত্‌তীনি ওয়ায্‌-যাইতুন" পড়তে শুরু করে এবং শেষ আয়াত "আলাইসাল্লাহু বিআহকামিল হাকিমীন" (আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?) পড়ে তাহলে বলবে, "বালা ওয়া আনা 'আলা যালিকা মিনাশ্‌ শাহিদীন" (নিশ্চয়, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। আর এ ব্যাপারে আমি সাক্ষ্যদাতাদের একজন)। আর যে ব্যক্তি সূরা 'লা 'উক্‌সিমু বিইয়াওমিল কিয়ামাহ' পাঠ করবে এবং শেষ আয়াত "আলাইসা যালিকা বিকাদিরিন 'আলা আঁই ইউহ্‌ইয়াল মাওতা' পড়বে, সে বলবে, "বালা"। আর যে ব্যক্তি সূরা "ওয়াল মুরসালাতি" পাঠ করবে এবং শেষ আয়াত "ফাবিআইয়ে হাদীসিম্‌ বা'দাহু ইউমিনূন" (এরপর তোমরা কোন কথার ওপর ঈমান আনবে?) পড়বে, সে বলবে, "আমান্না বিল্লাহি" (আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি)।

বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া বলেন, (আমি হাদীসটি একজন বেদুঈনের নিকট শুনেছিলাম, সুতরাং হাদীসটি তার ঠিকমত স্মরণ আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য) আমি আবার তার কাছে গেলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কি মনে করেছে যে, আমি হাদীসটি ঠিকমত স্মরণ রাখতে পারি নাই। (জেনে রাখো) আমি ষাটবার হজ্জ করেছি এবং যেসব উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আমি এসব হজ্জ করেছি তার কোনটিতে আরোহণ (করে কোন হজ্জ করেছি) তাও আমার স্মরণ আছে।

٨٨٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ وَهْبِ بنِ مَانُوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى يَعْنِيْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ

قَالَ فَحَزَرْنَا فِيْ رُكُوْعِهِ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَفِيْ سُجُوْدِهِ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قُلْتُ لَهُ مَانُوْسٌ اَوْ مَابُوْسٌ؟ قَالَ اَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَيَقُوْلُ مَابُوْسٌ وَاَمَّا حِفْظِيْ فَمَانُوْسٌ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ. قَالَ اَحْمَدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

৮৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পরে এ যুবক অর্থাৎ 'উমার ইবনে 'আবদুল আযীয (র) ছাড়া আর এমন কারো পিছনে নামায পড়ি নাই যার নামায রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের সাথে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। আনাস (রা) বলেন, আমি তার রুকূ'তে দশবার এবং সিজদাতেও দশবার তাসবীহ পড়ার মত সময় অনুমান করেছি।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْاِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

অনুচ্ছেদ-১৫৬ ঃ ইমামের সিজদারত অবস্থায় কেউ নামাযে শরীক হলে সে কি করবে?

٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِي الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

৮৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা যদি এমন সময় নামাযের জামায়াতে এসে হাজির হও যে আমরা সিজদারত আছি, তাহলে তোমরাও সিজদা করবে। তবে ঐ সিজদাকে হিসাব করবে না। আর যে ব্যক্তি পুরো রাক'আত অর্থাৎ রুকূ'সহ পেলো সে পুরো নামায পেলো।

بَابُ اَعْضَاءِ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৫৭ ঃ যেসব অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সিজদা করবে

٨٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ قَالَ حَمَّادٌ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ وَلاَ يَكُفُّ شَعْرًا وَّلاَ ثَوْبًا.

৮৯০। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি অথবা তোমাদের নবী (সা)-কে সাতটি অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সিজদা করতে আদেশ করা হয়েছে। আর সিজদারত অবস্থায় চুল কিংবা কাপড় মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

٨٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ وَرُبَّمَا قَالَ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَرَابٍ.

৮৯১। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছে, অপর বর্ণনায় তোমাদের নবীকে সাতটি অংগ দ্বারা সিজদা করতে আদেশ করা হয়েছে।

٨٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اَرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.

৮৯২। আল-'আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে তার সাতটি অংগ-প্রত্যংগ সিজদা করে ঃ তার মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পা।

٨٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ وَاِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا.

৮৯৩। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ মুখমণ্ডল যেমন সিজদা করে দুই হাতও তেমন সিজদা করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন সিজদার সময় মুখমণ্ডল মাটিতে রাখবে তখন দুই হাতও রাখবে। আর সে যখন মুখমণ্ডল মাটি থেকে উঠাবে তখন হাত দুখানাও উঠাবে।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

অনুচ্ছেদ-১৫৮ ঃ নাক ও কপাল দ্বারা সিজদা করা

٨٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِىَ عَلٰى جَبْهَتِهِ وَعَلٰى اَرْنَبَتِهِ اَثَرُ طِيْنٍ مِّنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ.

৮৯৪। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নামায পড়ানোর পর তাঁর কপালে ও নাকের ডগায় মাটির চিহ্ন দেখা গিয়েছে।

٨٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ نَحْوَهُ.

৮৯৫। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি (উপরে বর্ণিত) মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) 'আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে মা'মার থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

بَابُ صِفَةِ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৫৯ ঃ সিজদা করার নিয়ম

٨٩٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ.

৮৯৬। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) আমাদেরকে সিজদা করে দেখালেন। তিনি তার দুই হাত মাটিতে রাখলেন, দুই হাঁটুর ওপর ভর দিলেন এবং নিতম্ব উঁচু করে সিজদা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এভাবেই সিজদা করতেন।

٨٩٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَفْتَرِشُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ.

৮৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা নামাযের সিজদায় ভারসাম্য রক্ষা করো। তোমাদের কেউ যেনো কুকুরের মত দুই হাত মাটিতে ছড়িয়ে না দেয়।

টীকা ঃ সিজদার সময় পেট সমান্তরালভাবে থাকবে, দুই হাতের পাতা মাটিতে রাখতে হবে, কনুই পেট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং পেটও উরু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। এটা সিজদার সর্বোত্তম নিয়ম (অনু.)।

٨٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى لَوْ اَنَّ بُهْمَةً اَرَادَتْ اَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ.

৮৯৮। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর দুই হাত (বগল থেকে) এতখানি বিচ্ছিন্ন রাখতেন যে, বকরীর বাচ্চা বগলের নীচ দিয়ে যেতে চাইলে যেতে পারতো।

٨٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيْمِيِّ الَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالتَّفْسِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

৮৯৯। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা)-এর নামাযরত অবস্থায় আমি তাঁর পিছন দিক থেকে তাঁর কাছে আসলাম। আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি। তিনি পেট উরু থেকে উঁচু করে হাত দু'খানা বগল থেকে ফাঁক করে রেখেছিলেন।

٩٠٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا اَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتّٰى نَاوِيَ لَهُ.

৯০০। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী আহমার ইবনে জায' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর শরীরের পার্শ্বদেশ থেকে দুই বাহু আলাদা করে রাখতেন। এ অবস্থা দেখে আমাদের অন্তরে তার জন্য অনুকম্পা সৃষ্টি হতো।

٩٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ.

৯০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে তখন সে যেন তার হাত দু'খানা কুকুরের মত (মেঝেতে) বিছিয়ে না দেয় এবং দুই উরু যেন মিলিতভাবে রাখে।

টীকা ঃ কুকুরের মত দু'হাত বিছিয়ে দেয়ার অর্থ হলো, কুকুর যেমন মাটিতে শোয়ার সময় সামনের দুই পা মাটিতে বিছিয়ে দেয় সেরূপ না করা (অনু.)।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ لِلضَّرُوْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬০ ঃ প্রয়োজন বশত দুই হাত (মেঝেতে) বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি আছে

٩٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اشْتَكٰى اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَقَّةَ السُّجُوْدِ عَلَيْهِمْ اِذَا انْفَرَجُوْا فَقَالَ اسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ.

৯০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা)-এর সাহাবীগণ নবী (সা)-এর কাছে এই মর্মে তাদের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করলেন যে, যখন তারা হাত বগল থেকে এবং পেট উরু থেকে বিচ্ছিন্ন করে সিজদা করেন তখন তাদের খুব কষ্ট হয়। নবী (সা) বললেন ঃ তোমরা হাঁটুর সাহায্য লও অর্থাৎ হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সিজদা করো।

بَابُ التَّخَصُّرِ وَالْاِقْعَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৬১ ঃ কোমরে হাত রাখা এবং পায়ের পাতা খাড়া রেখে, হস্তদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে বসা

٩٠٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلٰى خَاصِرَتَىَّ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ هٰذَا الصَّلْبُ فِى الصَّلٰوةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُ.

৯০৩। যিয়াদ ইবনে সুবাইহ্ আল-হানাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'উমার (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আমি আমার দুই পার্শ্বদেশের ওপর দুই হাতের ভর রাখলাম। নামাযশেষে তিনি বললেন, এটা হলো নামাযের মধ্যকার শূলী। রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করতে নিষেধ করতেন।

টীকা ঃ কাউকে শূলীবিদ্ধ করে মারা হলে তার হাত দু'খানা তখন এভাবে রাখা হতো (অনু.)।

بَابُ الْبُكَاءِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬২ ঃ নামাযরত অবস্থায় কান্নাকাটি করা

٩٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَفِىْ صَدْرِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الرَّحٰى مِنَ الْبُكَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৯০৪। মুতাররিফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় দেখেছি। কান্নার কারণে তাঁর বুকের মধ্য থেকে যাঁতা পেষার আওয়াজের মত আওয়াজ বের হতো।

টীকা : উপরে বর্ণিত হাদীস এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদলে নামায নষ্ট হয় না (অনু.)।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيْثِ النَّفْسِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৩ ঃ নামাযের মধ্যে ওয়াসওয়াসা ও মনে নানা রকম ধারণা সৃষ্টি হওয়া অবাঞ্ছনীয়

٩٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৯০৫। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে নির্ভুলভাবে দুই রাক'আত নামায পড়লে তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

٩٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

৯০৬। 'উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে একাগ্রচিত্তে দুই রাক'আত নামায পড়লে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত অবধারিত করে দেন।

بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الاِمَامِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৪ ঃ নামাযের মধ্যে ইমামকে সূরা বা আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া

٩٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى الْكَاهِلِىِّ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَسَدِىِّ الْمَالِكِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْيٰى وَرُبَمَا قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَرَكْتَ اٰيَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَّ ذَكَّرْتَنِيْهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ فِىْ حَدِيْثِهِ كُنْتُ اَرَاهَا نُسِخَتْ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ كَثِيْرٍ الْاَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَسَدِىُّ الْمَالِكِىُّ.

৯০৭। আল-মিসওয়ার ইবনে ইয়াযীদ আল-মালেকী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি কিরাআত পড়তে গিয়ে তাঁর কিছু আয়াত বাদ পড়ে গেলো। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক অমুক আয়াত পড়েননি– পরিত্যাগ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে না কেন? সুলায়মানের বর্ণনায় আছে, আমি মনে করেছিলাম আয়াতটি মানসূখ হয়ে গিয়েছে।

٩٠٧ (١)- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عبدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلٰوةً فَقَرَاَ فِيْهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِاُبَيٍّ اَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ.

৯০৭ (১)। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) কোন এক ওয়াক্তের নামায পড়লেন। তিনি তাতে কিরাআত পাঠকালে তা আটকে যায়। নামাযশেষে তিনি উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আমাদের সাথে নামায পড়েছো? তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমাকে আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে?

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনবোধে ইমামকে আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। বৈরূত সংস্করণে এ হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে একত্রে দেয়া হয়েছে (সম্পাদক)।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৬৫ ঃ ইমামকে স্মরণ করিয়ে দেয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

٩٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى الْاِمَامِ فِى الصَّلٰوةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ اِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ اِلاَّ اَرْبَعَةَ اَحَادِيْثَ لَيْسَ هٰذَا مِنْهَا.

৯০৮। 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হে আলী! তুমি নামাযে ইমামকে লোকমা (কোন কিছু বলে) দিও না। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু ইসহাক (র) আল-হারিসের নিকট মাত্র চারটি হাদীস শুনেছেন। এ হাদীসটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত দু'টি হাদীসের বিষয়বস্তুর মধ্যে বাহ্যত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেলেও প্রকৃতপক্ষে আদৌ কোন বৈপরীত্য নাই। প্রথম হাদীসটিতে লোকমা দেয়ার প্রতি যে তাকীদ আছে তা প্রয়োজন বোধেই দিতে হবে। আর দ্বিতীয় হাদীসটিতে যে নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ হয়েছে তা বিনা প্রয়োজনে লোকমা দেয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য (অনু.)।

بَابُ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৬ ঃ নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো

٩٠٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِيْ مَجْلِسِ سَعِيْدِ

ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ اَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِىْ صَلٰوتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ.

৯০৯। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় বান্দা যতক্ষণ এদিক-সেদিক না তাকায় ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা তার সামনে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু বান্দা যখনই এদিক-সেদিক তাকায় তখন মহান আল্লাহ্ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

৯১০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَشْعَثِ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ.

৯১০। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নামাযরত অবস্থায় মানুষের এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা শয়তানের ছোবল যা সে বান্দার নামায থেকে ছোবল মেরে নিয়ে যায়।

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ

অনুচ্ছেদ-১৬৭ ঃ নাক দ্বারা সিজদা করা

৯১১- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤِىَ عَلٰى جَبْهَتِهِ وَاَرْنَبَتِهِ اَثَرُ طِيْنٍ مِنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ . قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَقْرَاْهُ اَبُوْ دَاوُدَ فِى الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ.

৯১১। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের নামায পড়ানোর পর তার কপালে ও নাকের ডগায় মাটির চিহ্ন দেখা গিয়েছে। আবু আলী (র) বলেন, আবু দাউদ (র) তার (পাণ্ডুলিপি সংকলন) চতুর্থবার পড়ার সময় উক্ত হাদীস পড়েননি।

টীকা ঃ আবু আলীর নাম মুহাম্মাদ ইবনে আহ্মাদ ইবনে আমর আল-লু'লু' আল-বাসরী। তিনি সরাসরি আবু দাউদ (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন, আবু দাউদ (র) উপরোক্ত হাদীসটি তাঁর সংকলন থেকে বাদ দিয়েছেন (সম্পা.)।

بَابُ النَّظْرِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৬৮ ঃ নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা

٩١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ وَهُوَ اَتَمُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ عُثْمَانُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى فِيْهِ نَاسًا يُصَلُّوْنَ رَافِعِىْ اَيْدِيْهِمْ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يَشْخَصُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ قَالَ مَسَدَّدٌ فِى الصَّلاَةِ اَوْ لاَ تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ اَبْصَارُهُمْ.

৯১২। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, কিছু সংখ্যক লোক নামাযে আসমানের দিকে হাত উত্তোলনরত অবস্থায় দু'আ করছে। তিনি বললেন ঃ যেসব লোক নামাযরত অবস্থায় আসমানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তারা যেন এরূপ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি তাদের নিকট ফিরে আসবে না।

٩١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذٰلِكَ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ.

৯১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ এসব লোকের কি হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এ ব্যাপারে তাঁর ভাষা কঠোর হলো। তিনি বললেন ঃ এ থেকে তাদেরকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

٩١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعْلاَمٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِىْ اَعْلاَمُ هٰذِهِ اِذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّتِهِ.

৯১৪। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একখানা নকশিদার চাদর পরিধান করে নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি বললেন ঃ এর নকশা আমাকে নামায থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছে। চাদরখানা আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং আমার জন্য তার সাদামাটা চাদরটি নিয়ে আসো।

٩١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ اَبِى الزِّنَادِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَاَخَذَ كُرْدِيًّا كَانَ لِاَبِىْ جَهْمٍ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْخَمِيْصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِّنَ الْكُرْدِىِّ .

৯১৫। 'আয়েশা (রা) থেকে এই হাদীসটিতে আরো আছে, তিনি বলেন, তিনি আবু জাহমের নিকট থেকে তার কুর্দী চাদরটি নিলেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কারুকার্য খচিত চাদরখানি কুর্দী চাদরটির চেয়ে উত্তম ছিলো।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৬৯ ঃ নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে তাকানোর অনুমতি প্রসঙ্গে

٩١٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِى السَّلُوْلِىُّ هُوَ اَبُوْ كَبْشَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ يَعْنِىْ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَلْتَفِتُ اِلَى الشِّعْبِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَانَ اَرْسَلَ فَارِسًا اِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ.

৯১৬। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফজরের নামাযের ইকামাত দেয়া হলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তে আরম্ভ করলেন। নামাযরত অবস্থায় তিনি গিরিপথের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। (এর ব্যাখ্যা প্রসংগে) ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, গিরিপথ পাহারা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা একজন অশ্বারোহী সৈনিককে পাঠিয়েছিলেন। তাই তিনি সেদিকে তাকাচ্ছিলেন।

بَابُ الْعَمَلِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭০ ঃ নামাযের মধ্যে কি ধরনের কাজ করা জায়েয

٩١٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَاِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

৯১৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় কন্যা যয়নাবের মেয়ে উমামাকে কাঁধে উঠিয়ে নামায পড়তেন, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তাকে নামিয়ে রাখতেন। আবার তিনি যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন।

٩١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ جُلُوْسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ اُمَامَةَ بِنْتَ اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَاُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا اِذَا رَكَعَ وَيُعِيْدُهَا اِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلٰوتَهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ بِهَا.

৯১৮। আবু কাতাদা (রা) বলেন, একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যা যয়নাব বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মেয়ে উমামা বিনতে আবুল আস ইবনুর রাবী'কে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আসলেন। সে ছিল শিশু কন্যা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে কাঁধে নিয়েই নামায পড়লেন। তিনি যখন রুকূ করছিলেন তখন তাকে নামিয়ে রাখছিলেন, আবার যখন রুকূ থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন তখন পুনরায় তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিচ্ছিলেন। এভাবেই তিনি নামায শেষ করলেন।

٩١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ اَبِيْهِ اِلاَّ حَدِيْثًا وَاحِدًا.

৯১৯। আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি তিনি উমামা বিনতে আবুল আসকে কাঁধে নিয়ে নামাযে (লোকদের) ইমামতি করেছেন।

এমতাবস্থায় তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে নামিয়ে রাখতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, মাখরামা তার পিতার নিকট একটি মাত্র হাদীস শুনেছেন।

٩٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلٰوةِ فِى الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَّلٰوةِ اِذْ خَرَجَ اِلَيْنَا وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلٰى عُنُقِهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مُصَلَّاهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِىَ فِىْ مَكَانِهَا الَّذِىْ هِىَ فِيْهِ قَالَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا قَالَ حَتّٰى اِذَا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّرْكَعَ اَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُوْدِهِ ثُمَّ قَامَ اَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِىْ مَكَانِهَا فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

৯২০। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যোহর অথবা আসরের নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অপেক্ষায় ছিলাম। বিলাল (রা) তাঁকে নামাযের জন্য ডেকে এসেছেন। ইতিমধ্যে তিনি বেরিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তখন তাঁর নাতনী (কন্যার কন্যা) উমামা বিনতে আবুল 'আস তাঁর কাঁধের উপর ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) জায়নামাযে গিয়ে তাঁর স্থানে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর পিছনে (কাতার বেঁধে) দাঁড়ালাম। কিন্তু সে (উমামা) তখনও পূর্বের জায়গায় (কাঁধের ওপর) বসা ছিল। আবু কাতাদা বলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের জন্য তাকবীর (তাহরীমা) বললেন এবং আমরাও তাকবীর বলে নামায শুরু করলাম। আবু কাতাদা বর্ণনা করেছেন, অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ'তে যেতে ইচ্ছা করলে তাকে (কাঁধ থেকে) নামিয়ে রেখে রুকূ'তে গেলেন এবং সিজদা করলেন। তিনি সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ালে আবার তাকে টেনে নিলেন এবং পূর্বের জায়গায় (কাঁধের উপর) রাখলেন। প্রতি রাক'আতেই তিনি এরূপ করলেন এবং এভাবে নামায শেষ করলেন।

٩٢١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ .

৯২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায়ও তোমরা দু'টি কালো কুৎসিত জিনিসকে হত্যা করো– সাপ এবং বিছা।

টীকা ঃ কালো সাপ এবং বিছার কথা এজন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এগুলো সর্বাপেক্ষা বেশী বিষধর। এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, নামাযে থেকেও সাপ এবং বিছা মারা জায়েয। কারণ এ দু'টি সরীসৃপ মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে এর সাথে অন্য কাজ করলে নামায ভংগ হয়ে যাবে (অনু.)।

৯২২- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا بُرْدٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْمَدُ يُصَلِّيْ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ قَالَ اَحْمَدُ فَمَشٰى فَفَتَحَ لِىْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَ اَنَّ الْبَابَ كَانَ فِى الْقِبْلَةِ.

৯২২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়ছিলেন। (আহমদের বর্ণনা অনুসারে) দরজা বন্ধ ছিলো। আমি এসে দরজা খুলতে বললাম। (আহমদের বর্ণনা অনুসারে) রাসূলুল্লাহ (সা) (নামাযের স্থান থেকে) হেঁটে গিয়ে আমাকে দরজা খুলে দিলেন এবং ফিরে গিয়ে আবার জায়নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, দরজাটা কিবলার দিকে ছিলো।

টীকা ঃ এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনবোধে সামান্য একটু হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়া, লাঠি দিয়ে সাপ মারা, বাচ্চাকে কোলে তুলে নেয়া ইত্যাদি নামাযরত অবস্থায় জায়েয। এতে নামায নষ্ট হয় না (অনু.)।

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِى الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৭১ ঃ নামাযের মধ্যে সালামের জওয়াব দেয়া

৯২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِىْ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلٰوةِ لَشُغْلًا.

৯২৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায পড়তেন আমরা তখন তাঁকে সালাম দিতাম। তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। আমরা যখন বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট থেকে ফিরে আসলাম তখন তাঁকে আগের মত (নামাযরত অবস্থায়) সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিলেন না, বরং (নামাযশেষে) বললেন ঃ নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যস্ততা (কাজ) আছে।

٩٢٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ. فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ.

৯২৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং আমাদের প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও বলতাম। আমি (হাবশা থেকে) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে (ফিরে) আসলাম। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। তাতে আমার মধ্যে নতুন ও পুরানো অনেক চিন্তার উদ্ভব হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযশেষে বললেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন চান নতুন নির্দেশ দান করেন। মহান আল্লাহ নতুন নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলবে না। অতঃপর তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন।

٩٢٥- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ. وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ.

৯২৫। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তিনি নামায পড়ছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি

ইশারায় জওয়াব দিলেন। বর্ণনাকারী নাবিল (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার এ হাদীস বর্ণনাকালে আঙুল দ্বারা ইশারা করে দেখিয়েছেন।

٩٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرْسَلَنِي نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هٰكَذَا ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ. قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي.

৯২৬। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (সা) আমাকে বনী মুসতালিক গোত্রের কাছে পাঠালেন। আমি যখন ফিরে এলাম তখন তিনি উটের পিঠে বসে নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁকে সম্বোধন করে কথা বললাম। তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে আমাকে জওয়াব দিলেন। আমি আবার কথা বললাম, তিনি (আবারও) হাত দ্বারা ইশারা করে জওয়াব দিলেন। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, তিনি কুরআনের আয়াত পড়ছেন এবং মাথার ইশারায় রুকূ' ও সিজদা করছেন। নামাযশেষে তিনি আমাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলাম তার কি করলে? আর আমি নামায পড়ছিলাম, তাই তোমার সাথে কথা বলতে পারি নাই।

٩٢٧- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَسَانِيُّ الدَّامَغَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ. قَالَ فَجَاءَتْهُ الأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي. قَالَ فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي. قَالَ يَقُولُ هٰكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ.

৯২৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কুবা মসজিদে নামায পড়তে গেলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার বলেছেন, তখন আনসারগণ এসে তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি ('আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার) বললেন, আমি বিলালকে বললাম, তারা তাঁকে সালাম দিলে তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাদের সালামের

জওয়াব কিভাবে দিতে দেখেছো? কারণ তিনি তো তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি তার হাত প্রসারিত করে বললেন, এইভাবে (তিনি জবাব দিচ্ছিলেন)। বর্ণনাকারী জা'ফর ইবনে 'আওনও তা দেখাতে গিয়ে তাঁর হাতের তালু নীচের দিকে এবং পিঠ উপরের দিকে করলেন।

٩٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ غِرَارَ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ تَسْلِيْمٍ. قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِي فِيْمَا أُرٰى أَنْ لاَ تُسَلِّمَ وَلاَ يُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلاَتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيْهَا شَاكٌّ.

৯২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ নামায এবং সালামে লোকসান নাই। ইমাম আহমাদ (র) বলেছেন, আমার মতে এর অর্থ হলো, তুমি কাউকে সালাম দিলে না এবং কেউ তোমাকেও সালাম দিলো না। আর কোন ব্যক্তির নামাযের লোকসান হলো, সন্দিগ্ধ মন নিয়ে তার নামায শেষ করা (নামাযের কোন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা)।

٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُرَاهُ رَفَعَهُ. قَالَ لاَ غِرَارَ فِيْ تَسْلِيْمٍ وَلاَ صَلاَةٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلٰى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

৯২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী আবু মু'আবিয়া বলেন, সুফিয়ান এ হাদীসকে মরফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ সালামে ও নামাযে লোকসান নাই। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে মাহ্‌দীর ভাষ্যমতে ইবনে ফুদাইল এটিকে আবু হুরায়রা (রা)-র বক্তব্য হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন, মহানবী (সা)-এর বক্তব্য নয়।

بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭২ ঃ নামাযের মধ্যে হাঁচি দানকারীর জবাব দেয়া

٩٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ. قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصَمِّتُوْنِيْ. قَالَ عُثْمَانُ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُوْنِيْ لٰكِنِّيْ سَكَتُّ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِيْ أُمِّيْ مَا ضَرَبَنِيْ وَلاَ كَهَرَنِيْ وَلاَ سَبَّنِيْ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ لا يَحِلُّ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ هٰذَا إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا قَوْمٌ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللّٰهُ بِالْإِسْلاَمِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُوْنَ الْكُهَّانَ. قَالَ فَلاَ تَأْتِهِمْ. قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ. قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِيْ صُدُوْرِهِمْ فَلاَ يَصُدُّهُمْ. قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ. قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ. قَالَ قُلْتُ جَارِيَةٌ لِيْ كَانَتْ تَرْعٰى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ إِذِ اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا اطِّلاَعَةً فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا وَأَنَا مِنْ بَنِيْ آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لٰكِنِّيْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَّمَ ذَاكَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا فَجِئْتُ بِهَا فَقَالَ أَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

৯৩০। মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়েছি। নামাযরত অবস্থায় লোকদের একজন হাঁচি দিলে আমি বললাম, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন)। এতে সবাই আমার প্রতি রোষমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকালো। আমি মনে মনে বললাম, ওহে, তোমাদের মা তোমাদের হারিয়ে ব্যথিত হোক। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ! তিনি (মু'আবিয়া) বলেছেন, তারা সবাই উরুর উপর সজোরে হাত

মেরে আওয়াজ করতে থাকলে আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করিয়ে দিতে চাচ্ছে। রাবী উসমানের বর্ণনায় আছে, আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করিয়ে দিতে চায় (তখন আমি তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হতে চাইলাম), এতদসত্ত্বেও চুপ করে রইলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করলেন– আমার পিতা-মাতা তার জন্য কোরবান হোক। তিনি আমাকে মারলেন না, রাগ কিংবা গালিও দিলেন না, বরং বললেন ঃ নামাযে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ ছাড়া মানুষের (অন্য কোন) কথা বলা জায়েয নেই। অথবা রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছিলেন তাই। আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সদ্য জাহেলিয়াত বর্জনকারী একটি কওম। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করেছেন। আমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা গণকের কাছে যায়। নবী (সা) বললেন ঃ তোমরা তাদের কাছে যাবে না। তিনি বলেন ঃ আমি আবার বললাম, আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ নির্ণয় করে থাকে। তিনি বললেন ঃ এটা তাদের মনগড়া কুসংস্কার। এভাবে তাদের স্বীয় (করণীয়) কাজ থেকে যেন বিরত না থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা রেখা টেনে ভাল-মন্দ নির্ণয় করে থাকে। তিনি বললেন ঃ নবীদের মধ্যকার কোন একজন নবী রেখা বা দাগ টানতেন। সুতরাং কারো রেখা বা দাগ টানা যদি তাঁর (নবীর) মত হয় তাহলে তা ঠিক হতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি পুনরায় বললাম, আমার এক ক্রীতদাসী উহুদ ও জাওয়ানিয়ার আশেপাশে বকরী চরাচ্ছিল। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, বাঘে একটি বকরী নিয়ে গিয়েছে। আমিও তো অন্য মানুষের মতই একজন মানুষ। তাদের যেমন দুঃখ ও মনোবেদনা হয় আমারও তেমনি দুঃখ ও মনোবেদনা হয়। আমি তাকে সজোরে একটা চপেটাঘাত করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ব্যাপারটি খুব গুরুতর মনে হলো। তাই আমি বললাম, আমি কি তাকে আযাদ করে দেবো? তিনি বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিয়ে গেলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে জবাব দিলো, আসমানে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে বললো, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে ঈমানদার।

٩٣١- حدثنا محمد بن يونس النسائي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام فكان فيما علمت أن قيل لي إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ رَافِعًا بِهَا صَوْتِي فَرَمَانِي النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ حَتَّى احْتَمَلَنِي ذٰلِكَ فَقُلْتُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ بِأَعْيُنٍ شُزْرٍ قَالَ فَسَبَّحُوْا فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قِيلَ هٰذَا الأَعْرَابِيُّ فَدَعَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيْ إِنَّمَا الصَّلاَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَإِذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذٰلِكَ شَأْنُكَ فَمَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ أَرْفَقَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৯৩১। মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসলাম তখন আমাকে ইসলামের কিছু বিষয় শেখানো হলো। আমাকে যেসব বিষয় শেখানো হয়েছিলো তার একটি হলো, আমাকে বলা হলো, তোমার যদি হাঁচি হয় তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করবে (আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌ বলবে)। আর যদি অন্য কেউ হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে তাহলে তুমি বলবে, "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন)। তিনি বলেন, এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং আল্লাহর প্রশংসা করলো (আলহামদুলিল্লাহ বললো)। জবাবে আমি উচ্চস্বরে বললাম, "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন)। এতে সবাই রাগত দৃষ্টিতে তাকালো। তাতে আমিও রাগান্বিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, কি ব্যাপার! তোমরা আমাকে চোখ ঘুরিয়ে দেখছো কেন? তখন তারা সুবহানাল্লাহ পড়লো। নামাযশেষে নবী (সা) বললেন ঃ নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বলেছে কে? বলা হলো, এই গ্রাম্য লোকটি। তখন নবী (সা) আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ কুরআন পাঠ ও আল্লাহর স্মরণের জন্য নামায। সুতরাং নামাযরত অবস্থায় তুমি ওগুলোই করবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাইতে অধিক নম্র ও স্নেহবৎসল শিক্ষক আমি আর কখনো দেখিনি।

بَابُ التَّأْمِيْنِ وَرَاءَ الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ-১৭৩ ঃ ইমামের পিছনে আমীন বলা

٩٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ "آمِيْنَ" وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

৯৩২। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন (নামাযে সূরা ফাতিহার শেষে) "ওয়ালাদদোয়াল্লীন" পড়তেন তখন তিনি সশব্দে আমীন বলতেন।

٩٣٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَهَرَ بِآمِيْنَ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ.

৯৩৩। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে নামায পড়েছেন। তাতে তিনি সশব্দে "আমীন" বলেছেন। আর তিনি (প্রথমে) ডানে ও (পরে) বামে এমনভাবে সালাম ফিরিয়েছেন যে, আমি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।

টীকা ঃ 'আলী ইবনে সালেহ'-এর পরিবর্তে 'আল-আলা ইবনে সালেহ' হবে (তাহ্যীবুল কালাম, ৪৫৭ নং জীবনী দ্র.; তাহ্যীবুত তাহ্যীব, ৮খ, পৃ. ১৬৪)। ইমাম তিরমিযীর রিওয়ায়াতেও 'আল-আলা' বর্ণিত হয়েছে, নং ২৪৯ (সম্পাদক)।

٩٣٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ بِشْرِ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمٍّ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) قَالَ آمِيْنَ حَتّٰى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

৯৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে যখন সূরা ফাতিহার শেষাংশ "গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়াদদোয়ালাল্লীন" পড়তেন তখন "আমীন" বলতেন। প্রথম কাতারে তাঁর কাছের লোকেরা তাঁর এই "আমীন" বলা শুনতে পেতো।

টীকা ঃ 'আমীন' শব্দের অর্থ "আমাদের দু'আ কবুল করো", অথবা "এরূপই যেন হয়"। আমীন সশব্দে বা নীরবে উভয়ভাবে বলা যায়। উভয় আমলের অনুকূলে মহানবী (সা)-এর হাদীস বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ মহানবী (সা) কখনো সশব্দে এবং কখনো অস্পষ্ট আওয়াজে আমীন বলেছেন। তাঁর এই কার্যক্রমে উভয়ভাবে 'আমীন' বলা জায়েয প্রমাণিত হয়। হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ নীরবে আমীন বলেন। মালিকী মাযহাবেরও এই মত। পক্ষান্তরে শাফিঈ ও হাম্বালী মাযহাবমতে আমীন সশব্দে বলতে হবে (সম্পাদক)।

٩٣٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৯৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ নামাযে ইমাম যখন পড়বে "গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদদোয়ালীন" তখন তোমরা "আমীন"

বলবে। কেননা যার কথা (আমীন বলা) ফেরেশতার কথার সাথে সাথে উচ্চারিত হবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

٩٣٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ.

৯৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ (নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার পর) ইমাম যখন "আমীন" বলবে তোমরাও তখন "আমীন" বলো। কারণ যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতার আমীন বলার সাথে সাথে হবে তার পূর্বেকার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর "আমীন" বলতেন।

٩٣٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ رَاهُوْيَهْ أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ بِلاَلٍ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَسْبِقْنِىْ بِاٰمِيْنَ.

৯৩৭। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার আগে "আমীন" বলবেন না।

٩٣٨- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِىُّ وَمَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ صُبَيْحِ بْنِ مُحْرِزٍ الْحِمْصِىِّ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ مُصَبِّحٍ الْمَقْرَائِىُّ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ إِلٰى أَبِىْ زُهَيْرٍ النُّمَيْرِىِّ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَاءٍ قَالَ اخْتِمْهُ بِاٰمِيْنَ فَإِنَّ اٰمِيْنَ مِثْلُ الطَّابِعِ عَلَى الصَّحِيْفَةِ. قَالَ أَبُوْ زُهَيْرٍ أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَالِكَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِى الْمَسْأَلَةِ فَوَقَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ بِأَىِّ شَىْءٍ يَخْتِمُ فَقَالَ بِاٰمِيْنَ فَإِنَّهُ إِنْ

خَتَمَ بِاٰمِيْنَ فَقَدْ أَوْجَبَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِىْ سَأَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَى الرَّجُلَ فَقَالَ اخْتِمْ يَا فُلاَنُ بِاٰمِيْنَ وَأَبْشِرْ وهٰذَا لَفْظُ مَحْمُوْدٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْمَقْرَائِىُّ قَبِيْلٌ مِّنْ حِمْيَرَ.

৯৩৮। আবু মুসাব্বিহ আল-মাকরাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা)-এর সাহাবী আবু যুহাইর আন-নুমাইরী (রা)-র কাছে গিয়ে বসতাম। তিনি সুন্দর সুন্দর হাদীস বর্ণনা করে শুনাতেন। একবার আমাদের মধ্যকার এক লোক দু'আ করতে থাকলে তিনি তাকে বললেন, তুমি 'আমীন' বলে দু'আটি শেষ করো। কেননা (দু'আশেষে) "আমীন" বলা চিঠিতে সীলমোহর করার ন্যায়। এরপর আবু যুহাইর (রা) বললেন, এ বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো। এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বের হলাম। আমরা এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। সে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করছিল। নবী (সা) তার নিকট থেমে তার দু'আ শুনলেন এবং বললেন ঃ যদি সে শেষ করে তবে জান্নাত তার জন্য অবধারিত করে নিলো। দলের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, কি বলে শেষ করলে জান্নাত অবধারিত হবে। নবী (সা) বললেন ঃ 'আমীন' বলে শেষ করলে। কারণ যদি সে "আমীন" বলে শেষ করে তাহলে নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নেয়। নবী (সা)-কে প্রশ্নকারী লোকটি দু'আরত লোকটির কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে অমুক! তুমি আমীন বলে দু'আ শেষ করো এবং সেজন্য সুসংবাদ গ্রহণ করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-মাকরাঈ হলো হিময়ারের একটি গোত্র।

بَابُ التَّصْفِيْقِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৪ ঃ নামাযরত অবস্থায় হাততালি দেয়া

٩٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

৯৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (নামাযের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে) পুরুষরা তাসবীহ পড়বে। (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলবে) আর মেয়েরা হাততালি দেবে (অর্থাৎ হাত দিয়ে শব্দ করবে)।

٩٤٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِىْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلٰى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ

عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلٰى أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَأُقِيْمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلّٰى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِى الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتّٰى وَقَفَ فِى الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِى الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَرَأٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اِسْتَوٰى فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِىْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِىْ رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيْحِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ اُلْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا فِى الْفَرِيْضَةِ.

৯৪০। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বনী 'আমর ইবনে 'আওফ গোত্রের বিবাদ মীমাংসার জন্য সেখানে গেলেন। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে মুয়াযযিন আবু বাক্র (রা)-র কাছে এসে বললেন, আপনি কি লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়বেন? আমি ইকামত দিবো? আবু বাক্র (রা) বললেন, হাঁ। তিনি নামায শুরু করলেন। লোকজনের নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) এসে পৌঁছলেন এবং কাতার ভেদ করে প্রথম কাতারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই সময় লোকজন হাততালি দিতে লাগলো। নামাযরত অবস্থায় আবু বাক্র (রা) কোনদিকেই খেয়াল করতেন না (তাই তিনি এদিকে খেয়াল করলেন না)। কিন্তু লোকজন ব্যাপকভাবে হাততালি দিতে থাকলে আবু বাক্র (রা) লক্ষ্য করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ইশারা করে তার স্থানেই থাকতে (নামাযে ইমামতি করতে) বললেন। তখন আবু বাক্র (রা) দুই হাত উঠালেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি পিছিয়ে এসে কাতারে শামিল হলেন

এবং রাসূলুল্লাহ (সা) অগ্রসর হয়ে নামায পড়ালেন। নামাযশেষে তিনি আবু বাক্‌রকে বললেন ঃ হে আবু বাক্‌র! আমি নির্দেশ দেয়ার পরও তুমি সস্থানে থেকে নামায পড়ালে না কেন? আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আল্লাহর রাসূল (সা)-এর উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্রের নামায পড়ানো শোভা পায় না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনকে বললেন ঃ কি ব্যাপার! আমি দেখলাম, তোমরা সবাই হাততালি দিয়েছো। নামাযে কোন ঘটনা ঘটলে "তাসবীহ" বলা উচিত। কেননা কেউ তাসবীহ পাঠ করলে সেদিকে লক্ষ্য করা হয়। আর মহিলাদের জন্যই হাততালি।

٩٤١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ لِبِلَالٍ إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ اٰتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ اَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ. قَالَ فِىْ اٰخِرِهِ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِى الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ.

৯৪১। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী 'আমর ইবনে 'আওফ গোত্রের লোকদের সংঘর্ষের খবর নবীর (সা) কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করার জন্য যুহর নামাযের পর সেখানে গেলেন। তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ আমার ফিরে আসার পূর্বেই যদি আসরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায় তাহলে আবু বাক্‌রকে লোকদের নামায পড়াতে বলবে। সুতরাং আসরের নামাযের ওয়াক্ত হলে বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং তারপর "ইকামাত" দিয়ে (নামায পড়ানোর জন্য) আবু বাক্‌রকে আদেশ করলেন। আবু বাক্‌র (রা) সামনে অগ্রসর হলেন। বর্ণনাকারী হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ নামাযের মধ্যে কিছু ঘটলে পুরুষরা "তাসবীহ" বলবে এবং মহিলারা হাততালি দিবে।

٩٤٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ عِيْسَى بْنِ أَيُّوْبَ قَالَ قَوْلُهُ التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ تَضْرِبُ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِيْنِهَا عَلٰى كَفِّهَا الْيُسْرٰى.

৯৪২। 'ঈসা ইবনে আইয়ুব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মহিলাদের জন্য হাততালি কথার অর্থ হলো, ডান হাতের দুই আঙুল বাম হাতের তালুর উপর সজোরে মারবে।

بَابُ الْإِشَارَةِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৫ ঃ নামাযের মধ্যে ইশারা করা

٩٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيْرُ فِى الصَّلاَةِ.

৯৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযরত অবস্থায় ইশারা করতেন।

٩٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسَ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِىْ غَطَفَانَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ يَعْنِىْ فِى الصَّلاَةِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ أَشَارَ فِىْ صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا يَعْنِى الصَّلاَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَهَمٌ.

৯৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ (নামাযের মধ্যে ভুল-ত্রুটি কিছু ঘটলে সেক্ষেত্রে) পুরুষরা "তাসবীহ্" পড়বে এবং মহিলারা হাততালি দিবে। নামাযরত অবস্থায় কেউ যদি এমনভাবে ইশারা করে যা দ্বারা নির্দিষ্ট কোন অর্থ বুঝায় তাহলে সে উক্ত নামায পুনরায় পড়বে। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হাদীসে কিছু ভুল আছে।

টীকা-১ ঃ নামাযরত অবস্থায় ইমামকে সতর্ক করার প্রয়োজন হলে পুরুষগণ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং মহিলারা হাততালি দিবে।

টীকা-২ ঃ প্রয়োজনে নামাযরত অবস্থায় ইশারা করে কিছু বলা হলে তাতে নামায নষ্ট হয় না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযরত অবস্থায় ইশারায় কিছু বলেছেন বা বুঝিয়েছেন। হাদীসটি সহীহ হলে তার অর্থ হবে, অনর্থক বারবার ইশারা করা জায়েয নয় (সম্পাদক)।

بَابُ مَسْحِ الْحَصَا فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৬ ঃ নামাযের মধ্যে পাথর কণা সরানো

٩٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ شَيْخٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَرْوِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَا.

৯৪৫। আবু যার (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর রহমত তার সামনের দিকে থাকে। সুতরাং সে যেন এই সময় পাথরকুচি ইত্যাদি সরাতে ব্যস্ত হয়ে না পড়ে।

٩٤٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّىْ فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةَ الْحَصَا.

৯৪৬। মু'আইকীব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় তুমি সিজদা বা বসার জায়গা থেকে পাথর টুকরা সরাবে না। যদি সরাতেই হয় তাহলে শুধু একবার স্থান সমান করে নেয়ার জন্য।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ مُخْتَصِرًا

অনুচ্ছেদ-১৭৭ ঃ যে ব্যক্তি কোমরে হাত রেখে নামায পড়ে

٩٤٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِخْتِصَارِ فِى الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى خَاصِرَتِهِ.

৯৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেছেন, এর অর্থ হলো, নিজ কোমরে হাত রাখা।

بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِى الصَّلاَةِ عَلٰى عَصًا

অনুচ্ছেদ-১৭৮ ঃ যে ব্যক্তি লাঠিতে ভর দিয়ে নামায পড়ে

٩٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْوَابِصِىُّ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقَالَ لِىْ بَعْضُ أَصْحَابِىْ هَلْ لَكَ فِىْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ غَنِيْمَةٌ فَدَفَعْنَا إِلٰى وَابِصَةَ قُلْتُ لِصَاحِبِىْ نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلٰى دَلِّهِ فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لاَطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى عَصًا فِىْ صَلاَتِهِ فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ

سَلَّمْنَا فَقَالَ حَدَّثَتْنِيْ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُوْدًا فِيْ مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

৯৪৮। হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাক্‌কায় আসলে আমার বন্ধুদের একজন আমাকে বললেন, আপনি কি নবী (সা)-এর কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেতে আগ্রহী? আমি বললাম, এটা তো হবে আমার জন্য গনীমাতস্বরূপ। এরপর আমাদেরকে নবী (সা)-এর সাহাবী ওয়াবিসা (রা)-র কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমি আমার সংগীকে বললাম, প্রথমে আমরা তাঁর বাহ্যিক অবয়ব দেখবো। আমরা দেখতে পেলাম, তিনি মাথার সাথে লেপটে থাকা দুই কানবিশিষ্ট একটি টুপি এবং রেশম ও পশমে বোনা ধূসর রংয়ের কাপড় পরিধান করেছেন। তখন তিনি একটি লাঠি বা দণ্ডের ওপর ভর দিয়ে নামাযরত ছিলেন। আমরা সালাম দেওয়ার পরে এ বিষয়ে (লাঠি বা দণ্ডে ভর দিয়ে নামায পড়া সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, উম্মু কাইস বিনতে মিহ্‌সান (রা) আমার কাছে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স বেশী হলে এবং শরীর মাংসল হয়ে গেলে তিনি তাঁর নামাযের স্থানে একটি দণ্ড স্থাপন করে তার ওপর ভর করে নামায পড়তেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৭৯ ঃ নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা বলা নিষেধ

٩٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ (وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ.

৯৪৯। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ নামাযরত অবস্থায় তার পাশের লোকের সাথে কথা বলতো। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "তোমরা আল্লাহর প্রতি একান্ত অনুগত হয়ে (নামাযে) দাঁড়াও" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৮)। এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে নামাযে চুপচাপ থাকতে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

بَابٌ فِي الصَّلَاةِ الْقَاعِدِ

অনুচ্ছেদ-১৮০ ঃ বসে নামায পড়া

٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ

هِلاَلٍ يَعْنِى ابْنَ يَسَافٍ عَنْ أَبِىْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى رَأْسِىْ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ وَأَنْتَ تُصَلِّىْ قَاعِدًا. قَالَ أَجَلْ وَلٰكِنِّىْ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ.

৯৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের বসে (নফল) নামায পড়া অর্ধেক নামায পড়ার শামিল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম তিনি বসে নামায পড়ছেন। তাতে আমি আমার মাথায় হাত রাখলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর! তোমার কি হলো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি বলেছেন ঃ কারো বসে বসে নামায পড়া অর্ধেক নামাযের সমান। অথচ আপনি বসে নামায পড়ছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হাঁ, তাই। কিন্তু আমি তোমাদের কারো মত নই।

٩٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ صَلاَتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا.

৯৫১। 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-কে কোন ব্যক্তির বসে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ তার দাঁড়িয়ে নামায পড়া তার বসে পড়ার চাইতে উত্তম। আর তার বসে নামায পড়া দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক। আর তার শুয়ে নামায পড়া তার বসে নামায পড়ার অর্ধেক।

٩٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِىَ النَّاصُوْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ.

৯৫২। 'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভগন্দর রোগ ছিল। আমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, তাতে সক্ষম না হলে বসে পড়বে এবং তাতেও সক্ষম না হলে শুয়ে নামায পড়বে।

٩٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتّٰى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يَجْلِسُ فِيْهَا فَيَقْرَأُ حَتّٰى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعِيْنَ أَوْ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ.

৯৫৩। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রাতের নামাযের কিরাআত কখনও বসে পড়তে দেখি নাই। অবশেষে বয়স বেশী হয়ে গেলে তিনি রাতের নামাযে বসে বসে কিরাআত পড়তেন এবং চল্লিশ কিংবা ত্রিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকতে উঠে দাঁড়াতেন এবং তা পাঠ করে সিজদায় যেতেন।

٩٥٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَأَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَائَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

৯৫৪। নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বসে নামায পড়লে কিরাআতও বসে বসেই পড়তেন। যখন কিরাআতের ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকতো তখন উঠে দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে তা পড়তেন, তারপর রুকূ' ও সিজদা করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতেও এরূপ করতেন।

٩٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بُدَيْلَ ابْنَ مَيْسَرَةَ وَأَيُّوْبَ يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً

طَوِيْلاً قَاعِدًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.

৯৫৫। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা কখনো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে এবং কখনো দীর্ঘক্ষণ বসে নামায পড়তেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন তখন দাঁড়িয়েই রুকূ' করতেন এবং যখন বসে নামায পড়তেন তখন বসেই রুকূ' করতেন।

٩٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّوَرَ فِيْ رَكْعَةٍ قَالَتْ الْمُفَصَّلُ قَالَ قُلْتُ فَكَانَ يُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَتْ حِيْنَ حَطَمَهُ النَّاسُ.

৯৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি এক রাক'আতেই কয়েকটি সূরা পড়তেন? তিনি বললেন, একটি 'মুফাস্সাল' সূরা পড়তেন। তিনি বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি বসে নামায পড়তেন? 'আয়েশা (রা) বললেন, লোকেরা যখন তাঁকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিয়েছিলো (তখন তিনি বসে বসে নামায পড়তেন)।

بَابُ كَيْفَ الْجُلُوْسُ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮১ ঃ তাশাহ্হুদ পড়তে কিভাবে বসবে?

٩٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلٰى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّيْ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ. قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

৯৫৭। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে নামায পড়েন তা আমি অবশ্যই দেখবো। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করলেন এবং তাকবীর (তাহরীমা)

বলে দুই হাত উত্তোলন করলেন, এমনকি তা তাঁর দুই কান বরাবর হলো। তারপর তিনি ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত (কুব্জি) ধরলেন। অতঃপর যখন তিনি রুকূ'তে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন আবার হাত দু'টি অনুরূপভাবে উত্তোলন করলেন। রাবী ইবনে হুজর (রা) বলেন, তারপর তিনি বসলেন, বাঁ পা বিছিয়ে দিলেন, বাঁ হাত বাঁ উরুর ওপর রাখলেন এবং ডান কনুই ডান উরু থেকে পৃথক রাখলেন। এরপর দু'টি আঙুল গুটিয়ে বৃত্তাকার করলেন এবং তাঁকে আমি এভাবেই বলতে দেখলাম। বর্ণনাকারী বিশর (র) মধ্যমা ও বৃদ্ধাংগুলি দিয়ে বৃত্ত করলেন আর শাহাদত অংগুলি দিয়ে ইশারা করে দেখালেন।

٩٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى.

৯৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের সুন্নাত নিয়ম হলো, (বসার সময়) তুমি তোমার ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে রাখবে।

٩٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى وَتَنْصِبَ الْيُمْنٰى.

৯৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, তুমি তোমার বাম পা বিছিয়ে রাখবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে, এটা নামাযের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

٩٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيٰى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى أَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ جَرِيْرٌ.

৯৬০। ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

٩٦١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ اَرَاهُمُ الْجُلُوْسَ فِي التَّشَهُّدِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

৯৬১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত আল-কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ তাদেরকে তাশাহ্হুদের বৈঠক কিরূপ তা দেখান... অতঃপর হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٩٦٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ فِي الصَّلٰوةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ.

৯৬২। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সা) যখন নামাযের (তাশাহ্হুদের) বৈঠক করতেন তখন তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন। ফলে তাঁর পায়ের পাতার উপরিভাগ কালো দাগ পড়ে গিয়েছে।

بَابُ مَنْ ذِكْرِ التَّوَرُّكِ فِى الرَّابِعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৮২ ঃ চতুর্থ রাক্'আতে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা

٩٦٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ سَمِعْتُهُ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِىَّ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُوْ قَتَادَةَ. قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا فَاعْرِضْ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِى الْأُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ. زَادَ أَحْمَدُ قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّىْ وَلَمْ يَذْكُرَا فِىْ حَدِيْثِهِمَا الْجُلُوْسَ فِى الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ.

৯৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর ইবনে 'আতা (র) বলেন, আমি আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, যাদের মধ্যে আবু কাতাদা (রা)-ও ছিলেন। আবু হুমাইদ (রা) বললেন, তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) নামায সম্পর্কে আমিই সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা বললেন, বর্ণনা করুন। তখন তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে সিজদা করার সময় তাঁর দুই পায়ের আঙুলগুলো খোলা রাখতেন। এরপর তিনি "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উঠাতেন এবং বাঁ পা বিছিয়ে তার উপর ভর দিয়ে বসতেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় রাক'আতেও তাই করতেন। এভাবে তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, সবশেষে সালাম ফিরাবার পূর্বের সিজদা শেষ করে তিনি বাঁ পা বাইরের দিকে ছড়িয়ে

দিতেন এবং বাঁ পাশের নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসতেন। আহমাদ ইবনে হাম্বলের বর্ণনায় আরো আছে, এভাবে বর্ণনার পর উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, আপনি সত্যই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এভাবেই নামায পড়তেন। কিন্তু আহ্মাদ ইবনে হাম্বল ও মুসাদ্দাদ ইবনে মুসারহাদ তাদের বর্ণিত হাদীসে একথা বর্ণনা করেননি যে, দুই রাক'আতের পরের বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে বসতেন।

٩٦٤- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَجَلَسَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ.

৯৬৪। মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর ইবনে 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একদল সাহাবীর সাথে বসা ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। কিন্তু তার বর্ণনায় সাহাবী আবু কাতাদার নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বর্ণনা করলেন, দুই রাক'আত পড়ে যখন তিনি বসলেন তখন তিনি তাঁর বাঁ পায়ের উপর বসলেন। আর যখন তিনি শেষ রাক'আত পড়ে বসলেন তখন বাঁ পা বাইরের দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসলেন।

٩٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضٰى بِوَرِكِهِ الْيُسْرٰى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ.

৯৬৫। মুহাম্মাদ ইবনে 'আমর আল-আমেরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মজলিসে এ হাদীসটি আলোচিত হচ্ছিল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি এই হাদীসে বলেছেন, দুই রাক'আত শেষে নবী (সা) যখন বসতেন তখন তাঁর বাঁ পায়ের তালুর ওপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। আর যখন চতুর্থ রাক'আত শেষে বসতেন তখন নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে বসতেন এবং উভয় পা একদিকে বের করে দিতেন।

٩٦٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ اَبُوْ خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشِ ابْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ اَبُوْهُ فَذَكَرَ فِيْهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلٰى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرٰى فَكَبَّرَ كَذٰلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيْرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ حَدِيْثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ.

৯৬৬। 'আব্বাস অথবা 'আইয়াশ ইবনে সাহল আস-সায়েদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন একটি মজলিসে ছিলেন যেখানে তাঁর পিতাও উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, (নামাযে) নবী (সা) সিজদারত অবস্থায় তাঁর দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিলেন। বৈঠকে তিনি নিতম্বের উপর বসলেন এবং অপর পা খাড়া করে রাখলেন, এরপর তাকবীর বলে সিজদা করলেন, এরপর আবার তাকবীর বলে (নিতম্বের উপর) না বসেই দাঁড়ালেন। তারপর পূর্বের নিয়মে তাকবীর বলে পরবর্তী রাক'আতের রুকূ' করলেন। এরপরে দুই রাক'আত শেষ করে বসলেন। অবশ্য যখন কিয়ামের জন্য উঠতে মনস্থ করলেন তখন তাকবীর বলে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর শেষ দুই রাক'আত পড়ে প্রথমে ডাইনে এবং পরে বামে সালাম ফিরালেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল হামীদ কর্তৃক বর্ণিত নিতম্বের উপর বসা এবং দুই রাক'আতের পর দাঁড়ানোর সময় হাত উত্তোলনের বিষয়টি তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেননি।

٩٦٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنِيْ فُلَيْحٌ أَخْبَرَنِيْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُوْ حُمَيْدٍ وَأَبُوْ أُسَيْدٍ وَسَهْلُ ابْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلاَ الْجُلُوْسَ قَالَ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهِ.

৯৬৭। 'আব্বাস ইবনে সাহ্ল (র) বলেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহ্ল ইবনে সা'দ ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) এক বৈঠকে একত্র হলেন। সেখানে তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন। কিন্তু তাতে দ্বিতীয় রাক'আতের পর দাঁড়ানোর সময় হাত উত্তোলনের বা (কিছুক্ষণের জন্য) বসার কথা উল্লেখ করেন নাই। বরং তিনি বললেন, এভাবে নবী (সা) নামায শেষ করে বসার সময় বাঁ পা বিছিয়ে দিলেন এবং ডান পায়ের সম্মুখ ভাগ অর্থাৎ আঙুলসমূহ কিবলামুখী করে বসলেন।

بَابُ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৩ ঃ তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু পড়া)

٩٦٨- حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْلُوْا اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَلٰكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوْا بِهِ.

৯৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বৈঠক করতাম (তাশাহ্হুদ পড়তে বসতাম) তখন বলতাম, বান্দাদের আগেই আল্লাহর প্রতি সালাম, (তারপর) অমুক ও অমুকের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা বলো না, আল্লাহর প্রতি সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক। কেননা আল্লাহ্ই সালাম বা শান্তিদাতা, বরং তোমরা নামাযের বৈঠকে বলবে, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সলাওয়াতু ওয়াত্-তায়্যিবাতু। আস্‌সালামু 'আলাইকা আইউহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা 'ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন"– (আমাদের সব সালাম ও অভিবাদন, নামায ও দু'আ এবং পবিত্রতা মহান আল্লাহর জন্য। হে নবী! তোমার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর সব নেক বান্দাদের উপর সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক)। কেননা যখন তোমরা এই কথাগুলি বলবে তখন তা আসমান ও যমীনে অথবা

আসমান ও যমীনের মাঝে আল্লাহর যত নেক বান্দা আছে সবার কাছেই পৌঁছে যাবে। "আশ্‌হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"– (আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল)। এরপর যে দু'আ তোমাদের পছন্দ হয় তা পাঠ করবে।

٩٦٩- حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُوْلُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلاَةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عُلِّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ شَرِيْكٌ وَأَخْبَرَنَا جَامِعٌ يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَاهُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ اَللّٰهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.

৯৬৯। 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে আমরা কি পড়বো প্রথম প্রথম তা জানতাম না। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তা শিখিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এরপর তিনি পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। শরীক (র) জামে' ইবনে শাদ্দাদের মাধ্যমে এবং আবু ওয়ায়েল ও 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, নবী (সা) আমাদেরকে কিছু কথা শিখিয়ে দিলেন, তবে তাশাহহুদ যেভাবে শিখিয়েছিলেন সেভাবে শিখালেন না। উক্ত কথাগুলি ছিলো ঃ "আল্লাহুম্মা বাইনা কুলূবিনা ওয়া আস্‌লিহ্ যাতা বাইনিনা ওয়াহ্‌দিনা সুবুলাস্-সালামি ওয়া নাজ্জিনা মিনায্ যুলুমাতি ইলান্নূর। ওয়া জান্নিবনাল্ ফাওয়াহিশা মা যাহারা মিন্‌হা মা বাতানা ওয়া বারিক লানা ফী আসমাইনা ওয়া আবসারিনা ও কুলূবিনা ওয়া আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ওয়া তুব 'আলাইনা ইন্নাকা আন্‌তাত্ তাওওয়াবুর রহীম। ওয়াজ্‌'আলনা শাকিরীনা লিনি'মাতিকা মুছনীনা বিহা কাবিলীহা ওয়া আতিম্মাহা 'আলাইনা"– (হে আল্লাহ তুমি আমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি দান করো, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধ্‌রে দাও। আমাদেরকে শান্তির পথনির্দেশ করো এবং অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আলোর দিকে নিয়ে যাও। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব রকমের অশ্লীলতা

থেকে আমাদেরকে দূরে রাখো। আমাদের কান, চোখ, হৃদয়, স্ত্রী ও পুত্র-পরিজনে বরকত দান করো। আমাদের তওবা গ্রহণ করো। তুমিই তো তওবা গ্রহণকারী ও অত্যন্ত দয়ালু। আমাদেরকে তোমার নেয়ামতের প্রতি শোকর গোজার ও প্রশংসাকারী বানাও এবং তা আমাদের জন্য পূর্ণ করে দাও)।

টীকা ঃ মূল পাঠে জামে' ইবনে শাদ্দাদ-এর স্থলে 'জামে' ইবনে আবী রাশেদ' হবে, এটাই সহীহ (তুহ্ফাতুল আশরাফ, ৭ খ., নং-৯২৩৯; আল-মুসনাদ আল-জামে', ১১ খ., পৃ. ৫৩৫, সম্পাদক)।

٩٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِىْ فَحَدَّثَنِىْ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللّٰهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِى الصَّلاَةِ فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ.

৯৭০। আল-কাসেম ইবনে মুখাইমিরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা (র) আমার হাত ধরে বর্ণনা করলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) তার হাত ধরলেন, আর রাসূলুল্লাহ (সা) 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের হাত ধরে নামাযে তাশাহ্হুদ পড়া শিখালেন। আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত দু'আর মত দু'আ শিখালেন এবং পরে বললেন, যখন তুমি এগুলি বলবে অথবা বলে শেষ করবে তখন তোমার নামায শেষ করলে। এরপর তুমি উঠে যেতে চাইলে উঠে যাও এবং বসে থাকতে চাইলে বসে থাকো।

٩٧١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِىْ بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى التَّشَهُّدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيْهَا وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

৯৭১। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাশাহ্হুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্-সালাওয়াতু ওয়াত্ তায়্যিবাতু। আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতাহু"- অর্থাৎ

আমাদের সব শুভেচ্ছা, অভিবাদন, দু'আ-প্রার্থনা এবং পবিত্রতা সব আল্লাহর জন্য। হে নবী, আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। রাবী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার বলেছেন, "বারাকাতুহু" শব্দটি আমি নিজে সংযোজিত করেছি।

আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার বর্ণনা করেছেন, এখানে "ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু" "তিনি একক ও লা-শারীক" কথাটি আমি যোগ করেছি। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।

৯৭২- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُوْ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَلَمَّا جَلَسَ فِيْ آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا انْفَتَلَ أَبُوْ مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. قَالَ فَلَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ أَنْتَ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِيْ بِهَا. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ. فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى أَمَا تَعْلَمُوْنَ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ فِيْ صَلَاتِكُمْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا آمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللّٰهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ

وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ وَبَرَكَاتُهُ وَلاَ قَالَ وَأَشْهَدُ قَالَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا.

৯৭২। হিত্তান ইবনে 'আবদুল্লাহ্ আর-রাকাশী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) আমাদের নামায পড়ালেন। নামাযের শেষের দিকে যখন তিনি বসলেন তখন দলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, নামায নেকী ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। নামাযশেষে আবু মূসা (রা) লোকজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে থেকে কে এই এই কথা বলেছে! বর্ণনাকারী হিত্তান বলেন, উপস্থিত লোকেরা চুপ করে থাকলো। তিনি আবার বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এই এই কথা বলেছে! বর্ণনাকারী বলেন, (এবারো) লোকজন চুপ করে রইলো। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে হিত্তান! সম্ভবত তুমিই একথাগুলো বলেছো। হিত্তান বললেন, না, আমি বলি নাই। অবশ্য আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, এজন্য আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন। হিত্তান বলেন, লোকদের মধ্যে থেকে একজন বললো, কথাটা আমি বলেছি। তবে আমি তা ভাল উদ্দেশ্যেই বলেছি। আবু মূসা (রা) বললেন, তোমরা কি জানো না যে নামাযের মধ্যে কিরূপ বলবে? রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি আমাদেরকে নামাযের পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন এবং আমাদের নামায শিখালেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা নামায পড়তে মনস্থ করলে প্রথমে কাতারসমূহ ঠিক করবে। অতঃপর তোমাদের কেউ ইমামতি করবে। সে (ইমাম) তাকবীর বললে, তোমরাও তাকবীর বলবে, আর সে যখন "গাইরিল্ মাগ্দূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পড়বে তখন তোমরা "আমীন" বলবে। তাহলে আল্লাহ্ তা কবুল করবেন। আর ইমাম যখন তাকবীর বলে রুকূ' করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকূ' করো। কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বেই রুকূ'তে যাবে এবং তোমাদের পূর্বেই আবার রুকূ' থেকে মাথা উঠাবে। এই কথা বলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এটা সেটার বিকল্প (অর্থাৎ ইমাম তোমাদের আগে রুকূ'তে যায় এবং আগেই রুকূ' থেকে উঠে, আর তোমরা তার পরে রুকূ'তে যাও এবং পরে রুকূ' থেকে উঠো। এভাবে সময়ের দিক থেকে পরিমাণ সমানই হলো)। ইমাম যখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলবে তখন তোমরা "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল্ হাম্দ্" বলবে। আল্লাহ্ তোমাদের একথা শুনবেন। কেননা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর নবীর যবানীতে বলেছেন : "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" (আল্লাহ শুনেন যে তাঁর প্রশংসা করে)। আর ইমাম যখন

তাকবীর বলে সিজদায় যায় তখন তোমরাও তাকবীর বলে সিজদা করো। ইমাম তোমাদের আগে তাকবীর বলবে এবং আগে সিজদা করবে। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এটা ওটার বিকল্প। বৈঠকে তোমাদের প্রথমেই পড়তে হবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতু তায়্যিবাতুস্ সালাওয়াতু লিল্লাহি; আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া 'আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন। আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অর্থাৎ "আমাদের সব শুভেচ্ছা, অভিবাদন, দু'আ, প্রার্থনা এবং সব পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী, আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর সব নেক বান্দাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল"। ইমাম আহমাদ (র) তাঁর বর্ণনায় "বারাকাতুহু" এবং "আশহাদু" শব্দ দু'টি উল্লেখ করেননি এবং "আন্না মুহাম্মাদান" কথাটি উল্লেখ করেছেন।

٩٧٣- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِيْ غَلاَّبٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. زَادَ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا وَقَالَ فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ زَادَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَوْلُهُ وَأَنْصِتُوْا لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ لَمْ يَجِيءْ بِهِ إِلاَّ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

৯৭৩। হিত্তান ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাকাশী এই (উপরে বর্ণিত) হাদীসটি (হুবহু) বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় আরো আছে, ইমাম যখন কিরাআত পড়ে তখন তোমরা চুপ করে থাকো। আর তিনি তাশাহ্হুদে "আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"র পরে ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু"-ও উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, "আনসিতু" (চুপ করে থাকো) কথাটা সংরক্ষিত নয়। এই হাদীসটিতে সুলাইমান আত্-তাইমী ছাড়া তা অন্য কেউ উল্লেখ করেননি।

٩٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُهَا الْقُرْاٰنَ وَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ الصَّالِحِيْنَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ.

৯৭৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শিক্ষা দিতেন ঠিক সেভাবে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস্ সালাওয়াতুত্ তায়্যিবাতু লিল্লাহি। আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। ওয়া আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অর্থাৎ- শুভেচ্ছা অভিবাদন, বরকতপূর্ণ সবকিছু, দু'আ ও প্রার্থনা এবং পবিত্রতা সবই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। হে নবী, আপনার এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

٩٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِيْ وَسَطِ الصَّلَاةِ أَوْ حِيْنَ انْقِضَائِهَا فَابْدَؤُا قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَقُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ ثُمَّ سَلِّمُوْا عَنِ الْيَمِيْنِ ثُمَّ سَلِّمُوْا عَلٰى قَارِئِكُمْ وَعَلٰى أَنْفُسِكُمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسٰى كُوْفِيُّ الْأَصْلِ كَانَ بِدِمَشْقَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ دَلَّتْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَلٰى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ.

৯৭৫। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, নামাযের মধ্যে বা শেষের দিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে তোমরা পড়বে ঃ "আত্তাহিয়্যাতুত্ তায়্যিবাতু ওয়াস্-সালাওয়াতু ওয়াল-মুল্কু লিল্লাহি" (পবিত্রতা, শুভেচ্ছা ও অভিবাদন এবং বাদশাহী সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য)। এরপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে এবং পরে ইমাম ও নিজেদেরকে সালাম বলবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, সুলাইমান ইবনে মূসা কূফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি দামেশকে বাস করতেন। ইমাম আবু দাউদ আরো বলেছেন, সুলাইমান ইবনে মূসার বর্ণিত এ (সহীফা) থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল-হাসান সামুরা (র) ইবনে জুনদুব (রা)-র নিকট হাদীস শুনেছেন।

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৪ ঃ তাশাহ্হুদ পাঠশেষে নবী (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ করা

٩٧٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ

لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا أَوْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ فَأَمَّا السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

৯৭৬। কা'ব ইবনে 'উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম অথবা লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ ও সালাম পড়তে আদেশ করেছেন। সালাম পড়ার পদ্ধতি আমরা জানতে পেরেছি। এখন দরূদ কিভাবে পড়বো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা বলো– "আল্লাহুম্মা সল্লে 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ" অর্থাৎ হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করো যেমন ইবরাহীমের উপর তুমি রহমত বর্ষণ করেছো। আর ইবরাহীমকে যেমন বরকত ও কল্যাণ দান করেছো তেমনি মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের বরকত ও কল্যাণ দান করো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহান।

٩٧٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ.

৯৭৭। শোবা (র)-এর বর্ণনায় আছে (হে আল্লাহ,) ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদের প্রতি যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছো তেমনি মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।

٩٨٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ أَبِىْ لَيْلٰى كَمَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَاقَ مِثْلَهُ.

৯৭৮। ইমাম আবু দাউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা তার সনদে ইবনে বিশ্‌র ও মিস্‌'আরের মাধ্যমে হাকাম থেকে এ হাদীসটি (পূর্বোল্লিখিত) বর্ণনা করার পর নামাযে নবী (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।" "হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করো যেমন ইবরাহীমের উপর রহমত বর্ষণ করেছো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহান। হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করো যেমন ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহান।"

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, হাদীসটি যুবায়ের ইবনে 'আদী (র) ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে মিস্‌'আরের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে শুধু "কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা"র স্থলে "কামা সল্লাইতা 'আলা আলি ইবরাহীমা" কথাটা উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

٩٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৯৭৯। আবু হুমাইদ সা'য়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা বলবে, "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আয্‌ওয়াজিহি ওয়া যুর্‌রিয়াতিহি কামা সল্লাইতা 'আলা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুর্‌রিয়াতিহি কামা বারাকতা 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততির উপর রহমত বর্ষণ করো যেমন ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছো। আর মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিদেরকে বরকত দান করো, যেমন ইবরাহীমের অনুসারী ও বংশধরদেরকে বরকত দান করেছো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহান।"

٩٨٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِىْ أُرِىَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ فِىْ اٰخِرِهِ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৯৮০। আবু মাস'ঊদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দ ইবনে 'উবাদা (রা)-র বৈঠকখানায় আমাদের কাছে আসলে বাশীর ইবনে সা'দ (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা তো আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পাঠ করতে আদেশ করেছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো? একথায় রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা আক্ষেপ করতে থাকলাম যে, সে যদি তাঁকে প্রশ্নটি না করতো! পরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা বলবে... এরপর রাবী কা'ব ইবনে 'উজরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করলেন। শেষে শুধু "ফিল্ আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ"-এর "ফিল্-আলামীনা" কথাটুকু বাড়ালেন।

٩٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ.

৯৮১। ইমাম আবু দাউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আহমদ ইবনে ইউনুস, যুহাইর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল হারিস এবং মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের মাধ্যমে 'উকবা ইবনে 'আমর (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (শেষে) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, (আমার প্রতি দরূদ পড়তে হলে) তোমরা বলবে, আল্লাহুম্মা সল্লি ''আলা মুহাম্মাদিন্ নাবিইল উম্মীয়ি ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ" অর্থাৎ "হে আল্লাহ, নাবীয়ে উম্মী মুহাম্মাদ এবং তাঁর অনুসারী ও বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।"

٩٨٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مُطَرِّفٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عن الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৯৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ কেউ যদি আমাদের আহ্‌লে বায়তের উপর দরূদ পাঠ করার পুরো সওয়াব পেতে চায় তাহলে সে যেন এইভাবে বলে, "আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যি ওয়া আয্‌ওয়াজিহি উম্মাহাতিল মু'মিনীনা ওয়া যুর্‌রিয়াতিহি ওয়া আহ্‌লে বাইতিহি কামা সল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ, নবী মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রী উম্মাহাতিল মু'মিনীনগণ, তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং আহলে বায়তের উপর রহমত বর্ষণ করো যেমন ইবরাহীমের উপর রহমত বর্ষণ করেছো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবমণ্ডিত।"

بَابُ مَا يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৫ ঃ তাশাহ্‌হুদের পরে কি পড়বে?

٩٨٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِّنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

৯৮৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পাঠ শেষ করবে তখন সে যেন আল্লাহর কাছে চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে ঃ জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে।

٩٨٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

৯৮৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযে তাশাহ্হুদের পর বলতেন, "হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

٩٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٌّ أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْاَدْرَعِ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضٰى صَلٰوتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَ لِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ قَالَ فَقَالَ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلاَثًا.

৯৮৫। মিহ্জান ইবনুল আদরা' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, এক লোক নামায শেষ করে তাশাহ্হুদ পড়ছে। সে বলছে, "হে আল্লাহ, হে একক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহ– যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, আর যাঁর সমকক্ষও আর কেউ নাই, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই তো ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" মিহ্জান (রা) বলেছেন, লোকটির এই দু'আ শুনে নবী (সা) বললেন ঃ তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে, তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। তিনি তিনবার একথা বললেন।

بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৬ ঃ তাশাহ্হুদ অনুচ্চ স্বরে পড়া

٩٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ.

৯৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আস্তে (নীরবে) তাশাহ্হুদ পড়া সুন্নাত।

بَابُ الْإِشَارَةِ فِى التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৭ ঃ তাশাহ্হুদ পড়াকালে ইশারা করা

٩٨٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِىِّ قَالَ رَاٰنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَعْبَثُ بِالْحَصَا فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِىْ وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِىْ تَلِىَ الْاِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

৯৮৭। 'আলী ইবনে 'আবদুর রহমান আল-মু'য়াবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) আমাকে দেখলেন যে, আমি নামাযের মধ্যে নুড়ি পাথর নিয়ে নিরর্থক কাজ (নাড়াচাড়া) করছি। তার নামায শেষ হলে তিনি আমাকে তা করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, নামাযরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) যা করেছেন তুমিও তাই করো। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের মধ্যে কি করতেন? তিনি বললেন, তিনি নামাযে যখন (তাশাহ্হুদে) বসতেন তখন তাঁর ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর রাখতেন এবং সব আঙুল ভাঁজ করে বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের (শাহাদত) আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন, আর বাঁ হাতের তালু বাঁ উরুর উপর রাখতেন।

٩٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَعَدَ فِى الصَّلٰوةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ وَاَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

৯৮৮। 'আমের ইবনে 'আবদুল্লাহ (র) তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ('আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামাযে (তাশাহ্হুদের

জন্য) বসতেন তখন তাঁর বাঁ পা'খানা ডান উরু ও নলার নীচে রাখতেন, ডান পা'খানা বিছিয়ে দিতেন, বাঁ হাত বাঁ হাঁটুর উপর রাখতেন, ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন। বর্ণনাকারী আফ্ফান বলেছেন, 'আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ শাহাদত আঙুল দিয়ে ইশারা করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

৯৮৯- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِاِصْبَعِهِ اِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَامِرٌ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ كَذٰلِكَ وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

৯৮৯। 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) নামাযের মধ্যে দু'আ (তাশাহ্হুদ) পড়ার সময় আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন, তবে আঙুল নাড়তেন না। ইবনে জুরাইজ বলেছেন, 'আমর ইবনে দীনারের বর্ণনায় আরো আছে ঃ আমের ইবনে আবদুল্লাহ তাকে জানিয়েছেন, তার পিতা 'আবদুল্লাহ (রা) নবী (সা)-কে এভাবে দু'আ করতে দেখেছেন এবং তখন তিনি তাঁর বাঁ হাত বা উরুর উপর রাখতেন।

৯৯. - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيهِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ اِشَارَتَهُ وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ اَتَمُّ.

৯৯০। 'আমের ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (র) তার পিতার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, নবী (সা)-এর দৃষ্টি ইশারাকে অতিক্রম করতো না। হাজ্জাজের হাদীসটি অধিক পূর্ণাঙ্গ।

৯৯১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اَبِيهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى رَافِعًا اِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا.

৯৯১। মালেক ইবনে নুমায়ের আল-খুযাঈ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে দেখেছি, তিনি নামাযে তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে তর্জনী উঁচু করেছেন, তবে তা অর্ধনমিত রেখেছেন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-১৮৮ ঃ নামাযে হাতের উপর ঠেস দেয়া মাকরূহ

٩٩٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَنْ يَّجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهِ وَقَالَ ابْنُ شَبُّوَيَةَ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدِهِ فِى الصَّلٰوةِ وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهِ وَذَكَرَهُ فِىْ بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدَيْهِ اِذَا نَهَضَ فِى الصَّلٰوةِ.

৯৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্‌মাদ (র)-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে হাতের উপর ঠেস দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। ইবনে শাব্বুয়ার বর্ণনায় আছে, তিনি নামাযে কাউকে হাতের উপর ঠেস দিতে নিষেধ করেছেন। ইবনে রাফে' বর্ণনা করেছেন, তিনি হাতের উপর ঠেস দিয়ে কাউকে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং "আর-রাফ্'উ মিনাস্-সুজূদ" অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে 'আবদুল মালেক বর্ণনা করেছেন, নামাযের মধ্যে উঠে দাঁড়ানোর সময় তাকে হাতের উপর ভর দিতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের বৈঠক থেকে (তাঁর দুই হাত) ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন (নাসাঈ, তাতবীক, বাব ৯২, নং ১১৫৪)। অতএব নিষ্প্রয়োজনে হাতে ভর দিয়ে উঠা সংগত নয়; তবে প্রয়োজনবোধে দাঁড়াতে হাতের সাহায্য নেয়া যেতে পারে (সম্পাদক)।

٩٩٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ.

৯৯৩। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফে' (র)-কে এক হাতের আঙুল অপর হাতে প্রবেশ করিয়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) বলেছেন, এটা হলো অভিশপ্ত লোকদের নামায।

٩٩٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَأٰى رَجُلاً يَتَّكِئُ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلٰوةِ وَقَالَ هَارُوْنُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطٌ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ لَهُ لاَ تَجْلِسْ هٰكَذَا فَاِنَّ هٰكَذَا يَجْلِسُ الَّذِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ.

৯৯৪। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নামাযরত একজন লোককে দেখলেন যে, সে বসা অবস্থায় তার বাঁ হাতের উপর ভর দিয়ে আছে। হারূন ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন, সে বাঁ পাশে পড়ে আছে। এর পরের অংশটুকু তারা উভয়েই একইরূপ বর্ণনা করেছেন। (তা হলো,) 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) লোকটিকে বললেন, এভাবে বসবে না। কেননা এভাবে তারাই বসবে যাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

بَابٌ فِيْ تَخْفِيْفِ الْقُعُوْدِ

অনুচ্ছেদ-১৮৯ ঃ নামাযের প্রথম বৈঠক সংক্ষেপ করা

٩٩٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ قُلْنَا حَتّٰى يَقُوْمَ قَالَ حَتّٰى يَقُوْمَ.

৯৯৫। আবু 'উবায়দা (র) তার পিতা (ইবনে মাস'ঊদ) থেকে নবী (সা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নামাযের প্রথম দুই রাক্‌আতে (প্রথম বৈঠকে) এমনভাবে বসতেন যেন গরম পাথরের উপর বসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, তিনি দাঁড়ানো পর্যন্ত? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, দাঁড়ানো পর্যন্ত।

টীকা ঃ অর্থাৎ মহানবী (সা) প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করতেন (সম্পাদক)।

بَابٌ فِي السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৯০ ঃ সালাম ফিরানো

٩٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا

٩٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَوَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ اَحَدُنَا اَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمَنْ عَنْ يَّسَارِهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يُوْمِئُ بِيَدِهِ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اِنَّمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَوْ اَلاَ يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مَنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ.

৯৯৮। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন আমাদের কেউ সালাম ফিরাতো এবং হাত দ্বারা তার ডানে ও বামে ইশারা করতো। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কোন এক ব্যক্তির কি হলো যে, সে সালাম ফিরাতে এইরূপে হাতের ইশারা করে, যেন তা দুষ্ট ঘোড়ার লেজ। এটাই তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট অথবা এটাই কি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট নয় যে, সে তার ডান দিকের এবং বাঁ দিকের ভাইকে এভাবে সালাম বলবে। তিনি আঙুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।

টীকা ঃ নামাযের সালাম ফিরানোর সময় হাত দ্বারা ইশারা করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সা) হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন যে, দুই হাত দুই উরুর উপর স্থির থাকবে (সম্পাদক)।

٩٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِىُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ اَمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَوْ اَحَدَهُمْ اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مَنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ.

৯৯৯। একই সনদে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস মিস'আর (র) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের কারো জন্য কি যথেষ্ট নয় অথবা তাদের কারো জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, সে উরুর উপর হাত রেখে (আঙ্গুল বা হাতের ইশারা ব্যতীত) তার ডান দিকের ও বাঁ দিকের ভাইদেরকে সালাম বলবে?

١٠٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمٍ الطَّائِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ رَافِعُوْا اَيْدِيْهِمْ قَالَ زُهَيْرٌ اُرَاهُ قَالَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ مَا لِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ.

১০০০। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছে আসলেন। তখন লোকজন তাদের হাত উত্তোলিত অবস্থায় ছিল। আমাশের বর্ণনায় আছে ঃ "নামাযরত অবস্থায়"। নবী (সা) বললেন ঃ কি ব্যাপার! আমি তোমাদেরকে অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত করে হাত উঠানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। তোমরা নামাযে ধীরস্থির এবং শান্ত থাকো।

بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ-১৯১ ঃ ইমামের সালামের জবাব দেয়া

١٠٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَرُدَّ عَلَى الْاِمَامِ وَاَنْ نَتَحَابَّ وَاَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

১০০১। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ইমামের সালামের জবাব দিতে, আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসতে এবং পরস্পরকে সালাম দিতে।

بَابُ التَّكْبِيْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ-১৯২ ঃ নামাযের পর তাকবীর বলা

١٠٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُعْلَمُ انْقِضَاءُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ.

১০০২। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামাযের সমাপ্তি বুঝা যেতো তাকবীর দ্বারা।

١٠٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ ذٰلِكَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَعْلَمُ اِذَا انْصَرَفُوْا بِذٰلِكَ وَاَسْمَعُهُ.

১০০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে ফরয নামাযশেষে লোকজন উচ্চস্বরে তাকবীর বলতো। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেছেন, এভাবে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা হত ও তা শুনে আমি বুঝতে পারতাম যে, লোকজনের নামায শেষ হয়েছে।

টীকা ঃ ইবনে আব্বাস (রা) শিশু ছিলেন। কখনো নামাযে যেতেন না, আবার কখনো নামাযে গেলে সর্বশেষ কাতারে দাঁড়াতেন। তাই তিনি নামাযশেষে তাকবীর শুনেই বুঝতে পারতেন যে, নামায শেষ হয়েছে (সম্পাদক)।

بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৯৩ ঃ সালাম সংক্ষিপ্ত করা।

١٠٠٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْفُ السلام سنة. قال عيسى نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَبَا عُمَيْرٍ عِيسَى بْنَ يُوْنُسَ الْفَاخُوْرِيَّ الرَّمْلِيَّ قَالَ لَمَّا رَجَعَ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ مَكَّةَ تَرَكَ رَفْعَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ نَهَاهُ أحمد بن حنبل عن رفعه.

১০০৪। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সালাম সংক্ষিপ্ত করা সুন্নাত। ঈসা (র) বলেন, ইবনুল মুবারক (র) এই হাদীস মহানবী (সা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করতে আমাকে নিষেধ করেছেন।

আবূ দাউদ (র) বলেন, আমি আবু উমাইর ঈসা ইবনে ইউনুস আল-ফাখূরী আর-রামলী (র)-কে বলতে শুনেছি, আল-ফিরয়াবী মক্কা থেকে ফিরে আসার পর এটিকে মহানবী (সা)-এর বক্তব্যরূপে বর্ণনা করা ত্যাগ করেছেন এবং বলেছেন যে, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) তাকে এই হাদীস মহানবী (সা)-এর বাণীরূপে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ يَسْتَقْبِلُ

অনুচ্ছেদ-১৯৪ ঃ কেউ নামাযরত অবস্থায় বাতকর্ম করলে পুনরায় (উযু করে) নামায পড়বে

١٠٠٥ – حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ عَلِيِّ

فَصَلَّى نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَّسَارِهِ حَتّٰى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ اَبِىْ رِمْثَةَ يَعْنِىْ نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِىْ اَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ اَلَيْهِ عُمَرُ فَاَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَانَّهُ لَمْ يَهْلِكْ اَهْلُ الْكِتَابِ الاَّ اَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ اَصَابَ اللّٰهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ قِيْلَ اَبُوْ اُمَيَّةَ مَكَانَ اَبِىْ رِمْثَةَ.

১০০৭। আল-আযরাক ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ইমাম আবু রিমছা (রা) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি বললেন, এই নামায অথবা এর মত নামায আমরা নবী (সা)-এর সাথে পড়েছি। তিনি (আবু রিমসা) আরো বললেন, আবু বাক্র ও 'উমার (রা) সামনের কাতারে নবী (সা)-এর ডান পাশে দাঁড়াতেন। নামাযে প্রথম তাকবীর পেয়েছিলো এমন এক ব্যক্তিও শরীক ছিলো। নবী (সা) নামায পড়লেন এবং তারপর তাঁর ডানে ও বাঁয়ে সালাম ফিরালেন। আমরা তার গণ্ডদ্বয়ের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন যেমন আবু রিমছা উঠে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ তিনি নিজের কথাই বললেন। এই সময়ে প্রথম তাকবীরসহ নামায পাওয়া ব্যক্তি দুই রাকআত নফল পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে 'উমার তার দিকে ছুটে গেলেন এবং তার দুই কাঁধ ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, বসো। কেননা আহলে কিতাবগণ এছাড়া আর কোন কারণে ধ্বংস হয়নি যে, তাদের ফরয আর নফল নামাযের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিলো না। নবী (সা) সেদিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সঠিক কাজ করার তওফীক দিন। আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনান্তরে আবু রিমছা (রা)-র স্থলে আবু উমাইয়া (রা) উক্ত হয়েছেন।

بَابُ السَّهْوِ فِى السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯৬ ঃ দু'টি সাহু সিজদা সম্পর্কিত হাদীস

١٠٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى صَلَاتَىِ الْعَشِىِّ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سَرْعَانُ

النَّاسِ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَصُرَتِ الصَّلٰوةُ قَصُرَتِ الصَّلٰوةُ وَفِى النَّاسِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّيْهِ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قَصُرَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلٰوةُ قَالَ بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَاَوْمَئُوْا اَىْ نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ. قَالَ فَقِيْلَ لِمُحَمَّدٍ سَلَّمَ فِى السَّهْوِ فَقَالَ لَمْ اَحْفَظْهُ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلٰكِنْ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ.

১০০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে বৈকালিক নামায– যোহর ও 'আসরের কোন এক নামায পড়লেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, তিনি আমাদের সাথে দুই রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন, তারপর উঠে মসজিদের সম্মুখের দিকে রাখা কাষ্ঠখণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার উপর হাত রেখে এক হাত অপর হাতের উপর রাখলেন। তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ছিল। লোকজন মসজিদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে বলছিল, 'নামায হ্রাসপ্রাপ্ত হলো, নামায হ্রাসপ্রাপ্ত হলো'। তাদের মধ্যে আবু বাক্‌র এবং 'উমার (রা)-ও ছিলেন। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে এ নিয়ে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যাকে যুল-ইয়াদাইন (দুই হাতবিশিষ্ট) বলে ডাকতেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুল করেছেন, না নামায সংক্ষপ্ত করে দেয়া হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি ভুলও করি নাই এবং নামাযও হ্রাস করা হয় নাই। যুল-ইয়াদাইন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আপনি ভুল করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনের কাছে এগিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলছে? সবাই হাঁসূচক ইংগিত করলো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জায়গায় এগিয়ে গেলেন এবং অবশিষ্ট দুই রাক্'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন, তারপর তাকবীর বলে স্বাভাবিক সিজদার মত সিজদায় গেলেন অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর তাকবীর বলে উঠলেন তারপর আবার তাকবীর বলে স্বাভাবিক সিজদার মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন, এরপর তাকবীর বলে উঠলেন।

বর্ণনাকারী আইউব বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনকে সাহু সিজদা এবং সালাম ফিরানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সা. এভাবে সাহু সিজদা করার পর পুনরায় সালাম ফিরিয়েছিলেন কিনা)। তিনি বললেন, আমি আবু হুরায়রার নিকট একথা শুনেছি কিনা স্মরণ নাই। তবে আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবার সালাম ফিরিয়েছিলেন।

টীকা ঃ নামাযের মধ্যে ভুল হলে যে দু'টি সিজদা করতে হয় তাকে সাহু (ভুলের) সিজদা বলে। হাদীসে সাহু সিজদার আটটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হলো ঃ শেষ রাকআতের বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠের পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে যথারীতি দু'টি সিজদা করার পর পুনরায় তাশাহহুদ ও দরূদ পাঠের পর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। হানাফী মাযহাব এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।(সম্পাদক)।

١٠٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَتَمُّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ بِنَا وَلَمْ يَقُلْ فَأَوْمَئُوا. قَالَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ رَفَعَ وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَوْمَئُوا إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ وَلاَ ذَكَرَ رَجَعَ

১০০৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা, মালেক ও আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (র) থেকে পূর্বোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাদের সনদে বর্ণিত হাদীসটিই পূর্ণাঙ্গ। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়লেন। এখানে মালেক 'আমাদেরকে নিয়ে' শব্দটি বলেননি কিংবা 'লোকদের ইশারা' শব্দটিও বলেননি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশ্নের জবাবে লোকেরা বললো, হাঁ। তিনি (মালেক) বর্ণনা করেছেন : তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) মাথা উঠালেন, তবে "ওয়া কাববারা ছুম্মা কাববারা ও সাজাদা মিছলা সুজুদিহী আও আতওয়ালা ছুম্মা রাফাআ" একথাগুলো উল্লেখ করেননি এবং এর পরের কথাগুলোও উল্লেখ করেননি। এভাবেই হাদীস শেষ হয়েছে। আর হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ছাড়া অন্য কেউ "ফা আওমায়ু" শব্দটি উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ (র) বলেন, যাঁরা এই হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের কেউই 'তিনি তাকবীর দিলেন' কথাটি উল্লেখ করেননি এবং রাজায়া (প্রত্যাবর্তন) শব্দটিও নয়।

[illegible] بْنُ الْمُفَضَّلِ [illegible]
[illegible] بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [illegible]
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ قُلْتُ فَالتَّشَهُّدُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي

التَّشَهُّدِ وَاَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ يَّتَشَهَّدَ وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ يُسَمِّيْهِ ذَا الْيَدَيْنِ وَلاَذَكَرَ فَاَوْمَئُوْا وَلاَ ذَكَرَ الْغَضَبَ وَحَدِيْثُ حَمَّادٍ اَتَمُّ.

১০১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। হুবহু হাম্মাদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ (অর্থবোধক) হাদীস "নুবৃবি'তু আন্না ইমরানাব্‌না হুসাইন কালা ছুম্মা সাল্লামা" পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। বর্ণনাকারী সালামা বলেন, আমি তাকে (মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে) জিজ্ঞেস করলাম, তাশাহ্‌হুদের বিষয়? তিনি বললেন, তাশাহ্‌হুদ পড়া সম্পর্কে আমি তার নিকট থেকে কিছু শুনি নাই। অথচ তাশাহ্‌হুদ পড়া আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়। "কানা ইউসাম্মীহে যাল্‌-ইয়াদাইন" কথাটা তিনি উল্লেখ করেননি এবং "ফাআওমায়ূ" এবং "গাদাবা" শব্দও তিনি উল্লেখ করেননি। আর হাম্মাদের হাদীসটিই পূর্ণাংগ।

١٠١١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ وَهِشَامٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ قِصَّةِ ذِى الْيَدَيْنِ اَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانٍ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ وَحُمَيْدٌ وَيُوْنُسُ وَعَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ اَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ. وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هٰذَا الَّذِىْ ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ.

১০১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে যুল্‌-ইয়াদাইন সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাকবীর বললেন এবং সিজদা করলেন। আর হিশাম ইবনে হাস্‌সান বলেছেন, তিনি তাকবীর বললেন, পুনরায় তাকবীর বললেন এবং সিজদায় গেলেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, হাবীব ইবনুল শহীদ, হুমাইদ, ইউনুস এবং আসেম আল-আহ্‌ওয়ালও (র) মুহাম্মাদ-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-হিশামের সূত্রে বর্ণিত "তিনি তাকবীর বললেন, আবার তাকবীর বললেন এবং সিজদা করলেন" কথাটুকু বর্ণনা করেননি। হাম্মাদ ইবনে সালামা ও আবু বাক্‌র ইবনে আইয়াশও এই হাদীস হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা দু'জনও তার সূত্রে হাম্মাদের বরাতে বর্ণিত পরপর দুইবার তাকবীর বলার কথা বর্ণনা করেননি।

١٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ.

১০১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এই (উল্লেখিত) ঘটনাটা বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে না জানানো পর্যন্ত তিনি দু'টি সাহু সিজদা করেননি।

١٠١٣- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ إِذَا شَكَّ حَتَّى لَقَّاهُ النَّاسُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا الْخَبَرِ سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

১০১৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র ইবনে সুলায়মান ইবনে আবু হাসমা তাকে জানিয়েছেন যে, তার নিকট হাদীসটি যেভাবে পৌঁছেছে তাতে আছে, (নামাযে) সন্দেহ হলে যে দু'টি সিজদা করা হয় এ সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞাসাবাদের আগে রাসূলুল্লাহ (সা) তা করেননি। ইবনে শিহাব বলেছেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব আবু হুরায়রার নিকট থেকে আমার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, আবু বাক্‌র ইবনে হারেস ইবনে হিশাম এবং 'উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহও আমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, ঘটনাটা ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর এবং ইমরান ইবনে আবু আনাস

(র) আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রহমানের মাধ্যমে আবু হুরায়রার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু اَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, যুবাইদী-যুহরী-আবু বাক্‌র ইবনে সুলায়মান ইবনে আবু হাসমার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে বলেছেন, তিনি দু'টি সাহু সিজদা করেননি।

١٠١٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَقِيْلَ لَهُ نَقَصَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

১০১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যোহরের নামায দুই রাক'আত পড়েই সালাম ফিরালেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? তখন তিনি আরো দুই রাক'আত নামায পড়লেন এবং তারপর দু'টি সিজদা করলেন।

١٠١٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ اَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ.

১০১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) (চার রাক্'আতবিশিষ্ট) ফরয নামাযের দুই রাক'আত পড়ে নামায শেষ করলে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুল করেছেন? নবী (সা) জবাবে বললেন, আমি এর কোনটাই করি নাই। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তা করেছেন। তখন তিনি আরো দুই রাক'আত নামায পড়ালেন এবং উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু দু'টি সাহু সিজদা করলেন না। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, দাউদ ইবনুল হুসাইন আহমাদের মুক্তদাস আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ

ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, অতঃপর সালাম ফিরিয়ে নবী (সা) বসে বসেই দু'টি সিজদা করলেন।

١٠١٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِىِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

১০১৬। দামদাম ইবনে জাওস আল-হিফ্ফানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) হুবহু এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করলেন।

١٠١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ أَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ.

১০১৭। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের (চার রাক্'আতবিশিষ্ট ফরয) নামায পড়ালেন এবং দুই রাক্'আত পড়েই সালাম ফিরালেন।... আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইবনে সীরীন বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা (এ হাদীসে) বর্ণনা করেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরালেন এবং দু'টি সাহু সিজদা করলেন।

١٠١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا أَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَلٰثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ قَالَ عَنْ مَسْلَمَةَ الْحُجَرَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ طَوِيْلَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ اَصَدَقَ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ.

১০১৮। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আসরের তিন

রাক'আত নামায পড়েই রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরালেন এবং হুজরাতে প্রবেশ করলেন। তখন খিরবাক নামে লম্বা হাতওয়ালা এক ব্যক্তি উঠে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নামায কি সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) সন্ত্রস্ত হয়ে চাদর টানতে টানতে বেরিয়ে এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি সত্য বলেছে? লোকজন বললো, হাঁ। তখন তিনি অবশিষ্ট এক রাক্'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন এবং দু'টি সাহু সিজদা দেওয়ার পরে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন।

بَابُ اِذَا صَلَّى خَمْسًا

অনুচ্ছেদ-১৯৭ ঃ কোন ব্যক্তি (চার রাক্'আতের পরিবর্তে) পাঁচ রাক্'আত পড়লে

١٠١٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَ حَفْصُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

১০১৯। 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের নামায পাঁচ রাক্'আত পড়লে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নামায কি বর্ধিত করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ তা আবার কেমন! সবাই বললো, আপনি তো পাঁচ রাক্'আত নামায পড়েছেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করলেন।

١٠٢٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَلاَ اَدْرِىْ زَادَ اَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنٰى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا انْفَتَلَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئٌ اَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ وَقَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

১০২০। 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়লেন। ইবরাহীম বলেছেন, আমি জানি না তিনি এই নামাযে (কিছু) বেশী করেছিলেন না কম করেছিলেন। তিনি সালাম ফিরালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! নামাযে কি নতুন কিছু ঘটেছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তা কি? তারা বললো, আপনি তো নামাযে এরূপ এরূপ করেছেন অর্থাৎ বেশী নামায পড়েছেন। তখন তিনি পা বাঁকা করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'টি সিজদা করে সালাম ফিরালেন। নামায শেষ করে নবী (সা) আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, নামাযের ব্যাপারে নতুন কিছু ঘটলে আমি তা তোমাদেরকে জানাতাম। যাই হোক, আমি তোমাদের মতই মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই। সুতরাং যখনই আমি ভুলে যাই তখনই তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হলে সে যেন সত্যটাকে বের করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে, তার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরায় এবং অতঃপর দু'টি সিজদা করে।

١٠٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا قَالَ فَاذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ الْاَعْمَشِ.

১০২১। 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এরপর নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের কেউ যদি (নামাযের কোন কিছু) ভুলে যায় তাহলে সে যেন দু'টি সিজদা করে। অতঃপর তিনি ঘুরে গিয়ে দু'টি সাহু সিজদা করলেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, হুসাইনের বর্ণিত হাদীস আ'মাশের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٢٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا يُوْسُفُ ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وهٰذَا حَدِيْثُ يُوْسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ زِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ لاَ قَالُوْا فَاِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ.

১০২২। 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে পাঁচ রাক'আত নামায পড়ালেন। নামায শেষ করলে লোকজন পরস্পর কানাঘুষা করতে থাকলো। তা দেখে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে? তারা বললো, হে আল্লাহ্র

রাসূল! নামায কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বললেন, না। তারা বললো, আপনি তো নামায পাঁচ রাক্'আত পড়েছেন। তখন তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং দু'টি সিজদা করে সালাম ফিরালেন, তারপর বললেন ঃ আমি একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে ফেলো আমিও তেমনি ভুল করে ফেলি।

টীকা ঃ তোমরা যেমন ভুল করে ফেলো আমিও তেমনি ভুল করে ফেলি। এখানে মনে রাখতে হবে যে, নবী (সা) কর্তৃক মানুষ হিসেবে কোন ভুল হয়ে গেলেও আল্লাহর দীন ও শরী'য়াতের উপর তার কোন প্রভাব যাতে না পড়ে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সংগে সংগে সংশোধন করে দেন। কুরআন ও হাদীসে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে (অনুবাদক)।

١٠٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةٌ فَادْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ النَّاسَ فَقَالُوْا لِىْ اَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ الاَّ اَنْ اَرَاهُ فَمَرَّ بِىْ فَقُلْتُ هٰذَا هُوَ فَقَالُوْا هٰذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدُ اللّٰهِ.

১০২৩। মু'আবিয়া ইবনে খাদীজ (র) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়লেন, কিন্তু এক রাক'আত বাকি থাকতেই সালাম ফিরালেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে বললো, আপনি এক রাক'আত নামায ভুলে গিয়েছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরে এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে তাকবীর বলতে আদেশ করলেন। বিলাল (রা) নামাযের জন্য তাকবীর বললে, তিনি লোকদের সাথে করে এক রাক'আত নামায পড়লেন। মু'আবিয়া ইবনে খাদীজ বলেন, আমি এ খবর লোকজনের কাছে বললে তারা আমাকে বললো, তুমি কি লোকটিকে চেন? আমি বললাম, না, তবে তাকে দেখলে চিনতে পারবো। পরে সেই লোকটি আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি বললাম, ইনিই সেই লোক। সবাই তাকে দেখে বললো, ইনি তাল্হা ইবনে 'উবায়দুল্লাহ (রা)।

بَابُ إِذَا شَكَّ فِى الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ مَنْ قَالَ يُلْقِى الشَّكَّ

অনুচ্ছেদ-১৯৮ ঃ কারো দুই বা তিন রাক্'আতের মধ্যে সন্দেহ হলে করণীয়। কেউ কেউ বলেছেন, সন্দেহ পরিহার করতে হবে

١٠٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ فَاِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَاِنْ كَانَتْ صَلٰوتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَ السَّجْدَتَانِ وَاِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلٰوتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرَغِّمَتَىِ الشَّيْطَانِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْثُ اَبِىْ خَالِدٍ اَشْبَعُ.

১০২৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার নামাযে সন্দেহে পতিত হয় তাহলে সে যেন সন্দেহকে বর্জন করে এবং নিশ্চিত প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে। তার নামায পূর্ণ হয়েছে বলে নিশ্চিত হলে সে দু'টি সিজদা করবে। যদি তার নামায পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে– অতিরিক্ত এক রাক্'আত ও দুই সিজদা নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি নামায কম হয়ে থাকে তাহলে উক্ত এক রাক্'আতসহ তা পূর্ণাংগ হবে এবং (অতিরিক্ত) সিজদা দু'টি শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাকর হবে।

١٠٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رِزْمَةَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَىِ السَّهْوِ الْمُرَغِّمَتَيْنِ.

১০২৫। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ভুলের দু'টি সিজদার নাম দিয়েছেন "আল্-মুরাগগিমাতাইন" (অর্থাৎ শয়তানের জন্য অপমানের দু'টি সিজদা)।

١٠٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَاِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِىْ صَلّٰى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيْمٌ لِّلشَّيْطَانِ.

১০২৬। 'আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো যদি সন্দেহ হয় এবং সে তিন রাক্'আত না চার রাক্'আত পড়েছে তা স্মরণ করতে না পারে তাহলে আরো এক রাক্'আত পড়বে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে। অতিরিক্ত এক রাক্'আত যা সে পড়লো তা যদি পঞ্চম রাক্'আত হয় তাহলে এ দু'টি সিজদা মিলে তা দুই রাক্'আত নফল নামাযে পরিণত হবে। আর যদি তা চতুর্থ রাক্'আত হয় তাহলে সিজদা দু'টি হবে শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাকর।

١٠٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِاِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهِ فَاِنِ اسْتَيْقَنَ اَنْ قَدْ صَلّٰى ثَلاَثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُوْدِهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ فَاِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنٰى مَالِكٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ اِلاَّ اَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ.

১০২৭। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার নামাযে সন্দেহে পতিত হয় এবং নিশ্চিত হয় যে, সে তিন রাক্'আত পড়েছে, তাহলে দাঁড়িয়ে সিজদাসহ আরো এক রাক্'আত পড়বে, তারপর বসে তাশাহ্হুদ পড়বে। তারপর নামায যখন শেষ হবে এবং সালাম ফিরানো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না তখন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে, তারপর সালাম ফিরাবে। এই পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তিনি ইমাম মালেক (র) বর্ণিত হাদীস হুবহু বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, ইমাম মালেক, হাফ্স ইবনে মাইসারা, দাউদ ইবনে কায়েস ও হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে ইবনে ওয়াহ্ব উপরোক্ত হাদীস হুবহু বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশাম (র) হাদীসের সনদ আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সাথে যুক্ত করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يَتِمُّ عَلٰى أَكْثَرِ ظَنِّهِ

অনুচ্ছেদ-১৯৯ ঃ যে ব্যক্তি বলে, কারো সন্দেহ হলে সে দৃঢ় ধারণার ভিত্তিতে নামায পূর্ণ করবে

١٠٢٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اِذَا كُنْتَ فِيْ صَلٰوةٍ فَشَكَكْتَ فِيْ ثَلٰثٍ اَوْ اَرْبَعٍ وَاَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلٰى اَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَاَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ اَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَوَافَقَ عَبْدُ الْوَاحِدِ اَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيْكٌ وَاِسْرَائِيْلُ وَاخْتَلَفُوْا فِي الْكَلَامِ فِيْ مَتْنِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يُسْنِدُوْهُ.

১০২৮। আবু 'উবায়দা ইবনে 'আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নামায পড়াকালে তোমার যদি তিন রাক্'আতে বা চার রাক্'আতে সন্দেহ হয় এবং তোমার দৃঢ় ধারণায় যদি চার রাক্'আত হয়, তাহলে তুমি তাশাহ্হুদ পড়বে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে, তারপর আবার তাশাহ্হুদ পড়বে, অতঃপর সালাম ফিরাবে।

আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল ওয়াহিদ এই হাদীস খুসাইফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফূরূপে বর্ণনা করেননি। আবদুল ওয়াহিদ থেকে বর্ণনাকারীগণও এটিকে মরফূরূপে বর্ণনা করেননি, যদিও তারা মূল পাঠে মতভেদ করেছেন।

١٠٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا عِيَاضٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ اَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِذَا اَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ اِنَّكَ قَدْ اَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ اِلاَّ مَا وَجَدَ رِيْحًا بِاَنْفِهِ اَوْ صَوْتًا بِاُذُنِهِ. وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ اَبَانٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ وَقَالَ الْاَوْزَاعِيُّ عِيَاضُ بْنُ اَبِيْ زُهَيْرٍ.

১০২৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়াকালে যদি মনে করতে না পারে যে, সে বেশী পড়েছে না কম পড়েছে, তাহলে সে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে। আর শয়তান তার কাছে এসে বলে, তোমার তো উযু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন সে যেন বলে, তুই মিথ্যা বলেছিস্। তবে যদি নাকে দুর্গন্ধ পায় কিংবা কানে আওয়াজ শুনতে পায় তাহলে স্বতন্ত্র কথা (উযু করবে)।

١٠٣٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّيْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ.

১০৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার কাছে আসে এবং তার সবকিছু এলোমেলো করে দেয়। এমনকি সে কয় রাক'আত নামায পড়েছে তা আর স্মরণ করতে পারে না। অতএব তোমাদের কেউ যদি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করে।

١٠٣١- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِيْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ زَادَ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ.

১০৩১। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) তার সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আছে, সালাম ফিরানোর পূর্বে সে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে।

١٠٣٢- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ أَخْبَرَنَا أَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ.

১০৩২। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আয-যুহ্‌রী (র) এই সনদ ও অর্থের হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, নবী (সা) বললেন ঃ সে যেন সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করে, তারপর সালাম ফিরায়।

بَابُ مَنْ قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ-২০০ ঃ যিনি বলেন, সাহু সিজদা সালাম ফিরানোর পর করতে হবে

١٠٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

১০৩৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : নামাযের মধ্যে কারো সন্দেহের উদ্রেক হলে সে যেন সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করে।

بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

অনুচ্ছেদ-২০১ : যে ব্যক্তি দুই রাক্'আতের পরে তাশাহ্হুদ না পড়ে দাঁড়িয়ে গেল

١٠٣٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيْمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১০৩৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নামায পড়ালেন। তিনি দুই রাক'আত পড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন (তাশাহ্হুদের জন্য) বসলেন না। লোকজনও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। নামাযশেষে আমরা যখন সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম তখন তিনি তাকবীর বলে সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন।

١٠٣٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِيْ وَبَقِيَّةُ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنٰى إِسْنَادِهِ وَحَدِيْثِهِ زَادَ وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِيْ قِيَامِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ.

১০৩৫। আয-যুহরী (র) তার সনদে হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী শু'আয়েব আরো বর্ণনা করেছেন, আমাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা দাঁড়ানো অবস্থায় তাশাহ্হুদ পড়েছে। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-ও দুই রাক্'আত পড়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এভাবে সালাম ফিরানোর পূর্বে সিজদা দু'টি করেছিলেন এবং এটাই আয-যুহরীর মত।

بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَّتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

অনুচ্ছেদ-২০২ : দুই রাক্'আতের পর বৈঠকে কেউ যদি তাশাহ্হুদ পড়তে ভুলে যায়

١٠٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْأَحْمَسِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَاِنِ اسْتَوٰى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ فِيْ كِتَابِيْ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ اِلَّا هٰذَا الْحَدِيْثُ.

১০৩৬। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ দুই রাক্'আতের পরে ইমাম যদি দাঁড়িয়ে যান এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই যদি স্মরণ হয় তাহলে তিনি বসে যাবেন; কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকলে বসবেন না, বরং সাহু সিজদা করবেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমার কিতাবে জাবির আল-জু'ফার সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি ছাড়া আর কোন হাদীস নাই।

١٠٣٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْنَا سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَضٰى فَلَمَّا اَتَمَّ صَلٰوتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَرَفَعَهُ وَرَوَاهُ اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عُمَيْسٍ اَخُو الْمَسْعُوْدِيِّ وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيْرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ اَفْتٰى بِذٰلِكَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا فِيْمَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوْا بَعْدَ مَا سَلَّمُوْا.

১০৩৭। যিয়াদ ইবনে 'ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শো'বা

(রা) আমাদের নামায পড়ালেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাক্'আতের পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমরা "সুবহানাল্লাহ" বললাম, তিনিও "সুবহানাল্লাহ" বললেন এবং ঐভাবেই নামায শেষ করে সালাম ফিরানোর পর ভুলের জন্য দু'টি সিজদা করলেন। নামাযশেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, আমি যেমন করলাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও আমি এরূপই করতে দেখেছি।

ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, ইবনে আবু লাইলা শা'বীর মাধ্যমে মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে মরফূ'রূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবু 'উমাইস ('উতবা ইবনে 'আবদুল্লাহ) সাবেত ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) আমাদের নামায পড়ালেন... যিয়াদ ইবনে ইলাকার হাদীসের অনুরূপ ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আবু 'উমাইস ('উতবা ইবনে 'আবদুল্লাহ) হলেন আল-মাসউদীর ভাই। মুগীরা ইবনে শো'বা যেরূপ করেছেন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, 'ইমরান ইবনে হুসাইন, দাহ্হাক ইবনে কায়েস এবং মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-ও তদ্রূপ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) এবং উমার ইবনে 'আবদুল আযীয (র) এভাবেই ফতোয়া দান করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, যারা নামাযে দুই রাক্'আতের পর না বসে (ভুলবশত) দাঁড়িয়ে যায় এবং সালাম ফিরানোর পর সিজদা করে এটি (এ ফতোয়া) তাদের জন্য।

١٠٣٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ بِمَعْنَى الإِسْنَادِ أَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْعَنْسِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ عَمْرٌو وَحْدَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

১০৩৮। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ প্রতিটি ভুলের জন্য সালাম ফিরানোর পর দু'টি করে সিজদা করতে হবে।

টীকা : এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, নামাযে প্রতিটি ভুলের জন্য দু'টি করে সিজদা করতে হবে। হাদীস বিশারদগণ এটিকে দুর্বল হাদীস আখ্যায়িত করেছেন। ফকীহগণ অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, সবগুলো ভুলের জন্য মাত্র দু'টি সিজদা করতে হবে। মহানবী (সা)-ও তাই করেছেন (সম্পাদক)।

بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ

অনুচ্ছেদ-২০৩ ঃ সাহু সিজদার পরে তাশাহ্হুদ পড়া এবং সালাম ফিরানো

١٠٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَى فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

১০৩৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) তাদের নামায পড়িয়েছেন এবং তাতে তিনি ভুল করেছেন। সুতরাং তিনি দু'টি সিজদা করে তারপর তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন।

بَابُ انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৪ ঃ নামাযশেষে পুরুষদের আগে মহিলাদের চলে যাওয়া

١٠٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيْلاً وَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ ذٰلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ.

১০৪০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের সালাম ফিরানোর পর অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। লোকদের মতে, মহিলারা যাতে পুরুষদের আগে চলে যেতে পারে সেজন্য তিনি এরূপ করেছেন।

بَابُ كَيْفَ الاِنْصِرَافُ مِنَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৫ ঃ নামায শেষ করে যেভাবে উঠতে হবে

١٠٤١- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ رَجُلٍ مِّنْ طَيٍّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ.

১০৪১। কাবীসা ইবনে হুলব্ (র) নামক তাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে তার পিতা হুলব (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি (হুলব্) নবী (সা)-এর সাথে নামায পড়েছেন। নামাযশেষে তিনি যে কোন পাশ দিয়ে ঘুরে বসতেন।

١٠٤٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ

عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لاَ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ نَصِيْبًا لِّلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ عُمَارَةُ أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ بَعْدُ فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَّسَارِهِ.

১০৪২। ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন তার নামাযের কোন অংশ শয়তানকে না দেয়। অর্থাৎ নামাযশেষে শুধু ডান দিক থেকেই ঘুরে না বসে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি তিনি অধিকাংশ সময় বাম পাশ থেকে ঘুরতেন। ‘উমারা (র) বলেছেন, আমি পরবর্তী সময় মদীনায় গিয়ে দেখেছি নবী (সা)-এর অধিকাংশ ঘর বাঁদিকে।

بَابُ صَلاَةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعِ فِيْ بَيْتِهِ

অনুচ্ছেদ-২০৬ ঃ নফল নামায বাড়ীতে পড়া

١٠٤٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلٰوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

১০৪৩। ইবনে ‘উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের নামাযের কিছু কিছু (নফল নামায) নিজেদের বাড়ীতে পড়ো এবং বাড়ীগুলোকে কবরে পরিণত করো না।

١٠٤٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهِ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

১০৪৪। যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির ফরয নামায ছাড়া অন্যসব নামায আমার এ মসজিদে পড়ার চেয়ে তার নিজ ঘরে পড়া অধিক উত্তম।

بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

অনুচ্ছেদ-২০৭ ঃ কোন ব্যক্তি কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে নামায পড়লো, অতঃপর তা জানতে পারলো

١٠٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ. فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوْعٌ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ اَلاَ اِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ اِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَمَالُوْا كَمَاهُمْ رُكُوْعٌ اِلَى الْكَعْبَةِ.

১০৪৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ছিলেন। যখন এই আয়াতটি নাযিল হলো ঃ "তুমি তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ঘুরিয়ে নাও। আর তোমরা যেখানেই থাকো তোমাদের মুখমণ্ডলকে মসজিদুল হারামের দিকে ঘুরিয়ে নাও" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৪৪), এক ব্যক্তি বনী সালামা গোত্রের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিলো। তারা তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ফজরের নামাযের রুকূ'তে ছিলো। লোকটি তাদেরকে ডেকে বললো, জেনে রাখ, কিবলা পরিবর্তন করে কা'বাকে কিবলা বানানো হয়েছে। একথা সে দু'বার বললো। বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘোষণা শোনামাত্র তারা রুকূ' অবস্থায়ই ঘুরে কা'বার দিকে মুখ করলো।

بَابُ تَفْرِيْعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

জুমু'আর নামায সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ

بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৮ ঃ জুমু'আর দিন ও জুমু'আর রাতের ফযীলাত

١٠٤٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ

الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ الاَّ وَهِيَ مُسِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ الاَّ الْجِنَّ وَالاِنْسَ وَفِيْهَا سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةً الاَّ أَعْطَاهُ ايَّاهَا. قَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ بَلْ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرٰةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِيْ مَعَ كَعْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَأَخْبِرْنِيْ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِّنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِّنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلَّى فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِيْ صَلٰوةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ هُوَ ذَاكَ.

১০৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সূর্য উদিত হয় এরূপ (প্রতিটি) দিনের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো জুমু'আর দিন। এদিনই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। এদিনই তাঁকে বেহেশত থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিলো। এদিনই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছিলো। এদিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর এদিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। জিন ও ইনসান ছাড়া এমন কোন প্রাণী নাই যা শুক্রবার দিন ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামতের ভয়ে ভীত হয়ে কান পেতে না থাকে। এদিন এমন একটি বিশেষ সময় আছে, নামাযরত অবস্থায় কোন মুসলমান বান্দা যদি তা পেয়ে যায় এবং মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কোন অভাব পূরণের জন্য (ঐ সময়ে) প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। কা'ব বললেন, এ সময়টি প্রতি এক বছরে একটি জুমু'আর দিনে থাকে। (আবু হুরায়রা রা. বলেন) আমি বললাম, না, বরং প্রতি জুমু'আর দিনেই তা (এ সময়টি) থাকে [বলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন]। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, পরে কা'ব তাওরাত পড়ে

বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিকই বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, পরে আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র সাথে সাক্ষাৎ করে কা'বের সাথে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু বললাম। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, আমি জানি সেই বিশেষ সময়টি কখন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, আমাকে সেই সময় সম্পর্কে বলুন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, সেটি হলো জুমু'আর দিনের সর্বশেষ সময়। আমি (আবু হুরায়রা) বললাম, জুমু'আর দিনের সর্বশেষ সময় কেমন করে হতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "যে কোন মুসলিম বান্দা নামাযরত অবস্থায় সেই সময়টি খুঁজে পায়...।" কিন্তু ওই সময় তো নামায পড়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কি বলেননি, যে ব্যক্তি নামাযের জন্য বসে অপেক্ষা করে সে নামায না পড়া পর্যন্ত নামাযরত বলে গণ্য হয়। আবু হুরায়রা বলেন, আমি বললাম, হাঁ। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, তা এরূপই।

١٠٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ.

১০৪৭। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো জুমু'আর দিনটি। এদিনই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিনই শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। সুতরাং এদিন তোমরা বেশী করে আমার উপর দরূদ পড়ো। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। আওস ইবনে আওস (রা) বলেন, লোকজন প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কি করে আমাদের দরূদ আপনার কাছে পেশ করা হবে? আপনি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। বর্ণনাকারী আওস ইবনে আওস (রা) বলেন, লোকেরা বুঝাতে চাচ্ছিলো আপনার শরীর তো জরাজীর্ণ হয়ে মিশে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ মাটির জন্য নবী-রাসূলগণের দেহকে (বিলীন করা) হারাম করে দিয়েছেন।

بَابُ الْإِجَابَةِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২০৯ ঃ জুমু'আর দিন দু'আ কবুল হওয়ার মুহূর্ত কোনটি

١٠٤٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَنَّ الْجُلاَحَ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيْدُ سَاعَةً لاَ يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلاَّ اٰتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوْهَا اٰخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

১০৪৮। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জুমু'আর দিনটি হলো বার ঘণ্টা সময় সমন্বয়ে। কোন মুসলমান এই সময় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে তা দান করেন। 'আসরের পরে শেষ ঘণ্টায় তোমরা ঐ সময়টি অনুসন্ধান করো।

١٠٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ شَأْنِ الْجُمُعَةِ يَعْنِي السَّاعَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَّجْلِسَ الْإِمَامُ اِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلٰوةُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.

১০৪৯। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার পিতাকে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে জুমু'আর দিনের (দু'আ কবুল হওয়ার) সেই বিশেষ সময়টি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ ঐ বিশেষ সময়টি হলো ইমামের মিম্বরের উপর বসার সময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২১০ ঃ জুমু'আর নামাযের ফযীলাত

١٠٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ قَالَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا.

১০৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য (মসজিদে) হাজির হলো, তারপর চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খোতবা শুনলো, তার (ঐ) জুমু'আ থেকে (পরবর্তী) জুমু'আ পর্যন্ত বরং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি পাথরের টুকরা অপসারণ করলো বা নাড়াচাড়া করলো সে অর্থহীন কাজ করলো।

١٠٥١- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ مَوْلٰى امْرَأَتِهِ اُمِّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ الْكُوْفَةِ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِيْنُ بِرَايَاتِهَا اِلَى الاَسْوَاقِ فَيَرْمُوْنَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيْثِ اَوِ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُوْنَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُوْ الْمَلٰئِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلٰى اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُوْنَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتّٰى يَخْرُجَ الْاِمَامُ فَاِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنْ اَجْرٍ فَاِنْ نَاٰى وَجَلَسَ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ فَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنْ اَجْرٍ وَاِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنْ وِزْرٍ وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَهْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِىْ جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْئٌ ثُمَّ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ ذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ بِالرَّبَائِثِ. وَقَالَ مَوْلٰى امْرَأَتِهِ اُمُّ عُثْمَانَ بْنُ عَطَاءٍ.

১০৫১। 'আতা আল-খুরাসানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার স্ত্রী উম্মে 'উসমানের মুক্তদাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি 'আলী (রা)-কে কুফার মসজিদের

মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি– জুমু'আর দিন এলে সকালবেলা শয়তানেরা তাদের ঝাণ্ডা নিয়ে বাজারে যায় এবং মানুষকে অনর্থক থামিয়ে রেখে জুমু'আতে যেতে বিলম্ব করায়। আর ফেরেশতারাও সকাল সকাল এসে মসজিদের দরজাসমূহে বসে এবং ইমাম খুতবা দিতে আরম্ভ না করা পর্যন্ত লিখতে থাকে। অমুক ব্যক্তি প্রথম ঘণ্টায় এসেছে। অমুক ব্যক্তি দ্বিতীয় ঘণ্টায় এসেছে। যখন কেউ এমন কোন জায়গায় বসে যেখান থেকে খুতবা শুনতে পায় এবং ইমামকে দেখতে পায়, সে যদি চুপ থাকে এবং অনর্থক কোন কাজ না করে তাহলে সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে। আর সে যদি দূরে থাকে এবং এমন স্থানে বসে যেখান থেকে (খুতবা) শোনতে পায় না, কিন্তু নীরব থাকে ও অনর্থক কিছু না করে, তবে তার জন্য রয়েছে এক গুণ সওয়াব। আর যদি সে এমন স্থানে বসে যেখান থেকে খুতবা শুনতে পায় এবং ইমামকে দেখতে পায় কিন্তু যদি চুপ না থাকে এবং অর্থহীন কাজ করে তাহলে তার গুনাহ হবে। আর যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন তার সংগীকে বলে, চুপ করো, সেও অর্থহীন কাজ করলো। আর যে অর্থহীন কাজ করে তার জন্য উক্ত জুমু'আতে কোন সওয়াব অর্জিত হয় না। এসব কথা বলার পর আলী (রা) সবশেষে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একথাগুলো বলতে শুনেছি।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২১১ ঃ জুমু'আর নামায ত্যাগ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

١٠٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِىْ عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْرِىِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ.

১০৫২। আবুল জা'দ আদ-দামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অলসতা করে পরপর তিনটি জুমু'আ ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে সীলমোহর করে দেন।

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

অনুচ্ছেদ-২১২ ঃ জুমু'আর নামায ত্যাগ করার কাফ্ফারা

١٠٥٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِىِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ.

১০৫৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমু'আর নামায ত্যাগ করে সে যেন একটি দীনার সাদাকা করে। এক দীনার সাদাকা করতে সক্ষম না হলে সে যেন অর্ধ দীনার সাদাকা করে।

١٠٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ هٰكَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اخْتِلَافِ هٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَمَّامٌ أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ يَعْنِي أَبَا الْعَلَاءِ.

১০৫৪। কুদামা ইবনে ওয়াবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বিনা কারণে যার জুমু'আর নামায পরিত্যক্ত বা কাযা হয়েছে সে যেন একটি দিরহাম বা অর্ধ দিরহাম অথবা এক সা' বা অর্ধ সা' গম সাদাকা (দান) করে। অপর বর্ণনায় হাদীসটি সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে 'এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ' উল্লেখ আছে। ইমাম আহ্‌মাদ (র) বলেন, আমার মতে আইউব আবুল 'আলার তুলনায় হাম্মাম (র) অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

অনুচ্ছেদ-২১৩ ঃ যাদের ওপর জুমু'আর নামায ফরয

١٠٥٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي.

১০৫৫। নবী (সা)-এর স্ত্রী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন জুমু'আর নামায পড়তে তাদের বাড়ী এবং মদীনার আওয়ালী (উপকণ্ঠ) থেকে দলে দলে এসে হাজির হতো।

١٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الطَّائِفِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلٰى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُوْرًا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ.

১০৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ যারাই জুমু'আর (প্রথম) আযান শুনতে পাবে তাদের জন্য জুমু'আর নামায পড়া ফরয। আবু দাউদ (র) বলেন, একদল রাবী এই হাদীস সুফিয়ান (র) থেকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র হাদীস হিসাবে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী হিসাবে নয়। শুধু কাবীসা (র) এটিকে মহানবী (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَطِيْرِ

অনুচ্ছেদ-২১৪ ঃ বৃষ্টির দিনে জুমু'আর নামায পড়া

١٠٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أَنِ الصَّلٰوةُ فِي الرِّحَالِ.

১০৫৭। আবুল মালীহ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুনাইনের দিনটি ছিলো বর্ষণমুখর। নবী (সা) ঐদিন তাঁর ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ বাহনে বা শিবিরে নামায পড়ে।

١٠٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ عَنْ أَبِيْ مَلِيْحٍ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

১০৫৮। আবুল মালীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ঐ দিনটি (হুনাইনের দিন) ছিলো জুমু'আর দিন।

١٠٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ خُبِّرْنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَاَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ يَبْتَلَّ اَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّصَلُّوْا فِيْ رِحَالِهِمْ.

১০৫৯। আবুল মালীহ (র) তার পিতা (উসামা ইবনে 'উমাইর আল-বাযালী) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (উসামা ইবনে 'উমাইর বাযালী) হুদায়বিয়ার সময় জুমু'আর দিন নবী (সা)-এর কাছে হাযির হলেন। সেদিন সামান্য কিছু বৃষ্টি হয়েছিলো যাতে তাদের জুতার তলাও ভিজলো না। এ অবস্থায় নবী (সা) তাদেরকে নিজ নিজ তাঁবুতে নামায পড়ে নিতে আদেশ করলেন।

بَابُ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ اَوِ اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ

অনুচ্ছেদ-২১৫ : শীতের রাতে জামা'আতে হাজির না হওয়া

١٠٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَاَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادٰى اَنِ الصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ. قَالَ اَيُّوْبُ وَحَدَّثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْ مَطِيْرَةٌ اَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادٰى الصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ.

১০৬০। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে 'উমার) এক শীতের রাতে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান) দাজনানে অবস্থানকালে এক ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে আদেশ করলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নিক। আইউব বর্ণনা করেছেন, নাফে' ইবনে 'আবদুল্লাহ তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বৃষ্টি বা শীতের রাতে নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নেওয়ার ঘোষণা করতে ঘোষককে নির্দেশ দিতেন।

١٠٦١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَادٰى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلٰوةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادٰى اَنْ صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِيْ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ يُنَادِيْ اَنْ صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ فِي

اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ فِيْهِ فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوِ الْمَطِيْرَةِ.

১০৬১। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজনান নামক স্থানে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) নামাযের জন্য আযান দিলেন, তারপর ঘোষণা করলেন, সবাই নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নাও। নাফে' (র) বলেন, তারপর ইবনে 'উমার, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে শোনালেন যে, সফরে, বৃষ্টি বা শীতের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণাকারীকে নামাযের জন্য ঘোষণা করতে আদেশ করতেন। তারা ঘোষণা করতো যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) আইউব ও 'উবায়দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি সফর ব্যপদেশে, শীত অথবা বৃষ্টির রাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

١٠٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادٰى بِالصَّلٰوةِ بِضَجْنَانَ فِيْ لَيْلَةٍ ذَاتَ بَرْدٍ وَرِيْحٍ فَقَالَ فِيْ أٰخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِيْ سَفَرٍ يَقُوْلُ أَلَا صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ.

১০৬২। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে 'উমার (রা) এক শীত ও ঝড়ো হাওয়ার রাতে দাজনান নামক স্থানে নামাযের জন্য আযান দিলেন। আযানশেষে ঘোষণা করলেন, সবাই নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও, সবাই নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও। তারপর বললেন, সফর ব্যপদেশে, বৃষ্টি কিংবা শীতের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) মুয়ায্যিনকে ঘোষণা করতে আদেশ দিতেন ঃ তোমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

١٠٦٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَعْنِيْ أَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِيْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ فَقَالَ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ.

১০৬৩। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে 'উমার (রা) এক ঝড়ো হাওয়া ও শীতের রাতে নামাযের জন্য আযান দিলেন এবং বললেন, সবাই নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

তারপর তিনি বললেন, শীত কিংবা বৃষ্টির রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) মুয়ায্যিনকে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিতেন ঃ তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

١٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ فِى الْمَدِيْنَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْخَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْهِ فِى السَّفَرِ.

১০৬৪। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুয়ায্যিন মদীনাতে বাদলা রাতে এবং শীতার্ত সকালে এ ধরনের ঘোষণা করেছিলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, কাসেম-ইবনে 'উমার (রা)-র সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সা'ঈদ আল-আনসারী (রা) এ হাদীসটি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে সফরের কথা উল্লেখ করেছেন।

١٠٦٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِيْ رَحْلِهِ.

১৯৬৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তখন বৃষ্টি হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজ অবস্থানে নামায পড়তে পারে।

١٠٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قُلْ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَكَاَنَّ النَّاسُ اسْتَنْكَرُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّىْ اَنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اُخْرِجَكُمْ تَمْشُوْنَ فِى الطِّيْنِ وَالْمَطَرِ.

১০৬৬। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের চাচাতো ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। এক বাদলা দিনে ইবনে 'আব্বাস (রা) তার মুয়াযযিনকে বললেন, আযানের মধ্যে তুমি যখন "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলবে তখন এরপর "হাইয়্যা 'আলাস-সালাহ" বলবে না, বরং বলবে, 'সল্লূ ফী বুয়ূতিকুম' (তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে নাও)। মনে হলো, লোকেরা এটাকে খারাপ মনে করলো। তাই ইবনে 'আব্বাস (রা) বললেন, আমার চাইতে উত্তম যিনি তিনিও এরূপ করেছেন। নিঃসন্দেহে জুমু'আর নামায ওয়াজিব। কিন্তু আমি কাদা ও বৃষ্টির পানির মধ্যে তোমাদেরকে ঘর থেকে বের করা পছন্দ করি নাই।

بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوْكِ وَالْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-২১৬ ঃ দাস ও মহিলাদের জুমু'আর নামায পড়া

١٠٦٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنِىْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ قَيْسِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلاَّ اَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوْ امْرَأَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَاٰى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.

১০৬৭। তারিক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ জুমু'আর নামায সত্য– যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামায়াতসহ আদায় করা ফরয। তবে চার শ্রেণীর মানুষের উপর তা ফরয নয় ঃ ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, শিশু এবং অসুস্থ লোক। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, তারিক ইবনে শিহাব (রা) নবী (সা)-কে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কোন হাদীস শোনেননি।

টীকা ঃ মহিলাদের জন্য জুমু'আর নামায যদিও বাধ্যতামূলক নয়, তবুও তারা জুমু'আর নামায পড়লে তা যথার্থ হবে এবং তাদেরকে ঐ দিনের যুহরের নামায পড়তে হবে না। মুসাফিরের জন্যও জুমু'আর নামায বাধ্যতামূলক নয় (সম্পাদক)।

بَابُ الْجُمُعَةِ فِى الْقُرٰى

অনুচ্ছেদ-২১৭ ঃ গ্রামাঞ্চলে জুমু'আর নামায পড়া

١٠٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرِّمِىُّ لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِى الْاِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثٰى قَرْيَةٌ مِّنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِّنْ قُرٰى عَبْدِ الْقَيْسِ.

১০৬৮। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদে জুমু'আর নামায পড়ার পর ইসলামে সর্বপ্রথম যেখানে জামা'আতসহ জুমু'আর নামায পড়া হয়েছে তা হলো 'জুয়াসা' (জুওয়াশ) নামক বাহরাইনের একটি গ্রামে। 'উসমান (র) বলেন, সেটি ছিল আবদুল কায়েস গোত্রের বসতি এলাকার একটি গ্রাম।

١٠٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدُ اَبِيْهِ بَعْدَ مَاذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ اَبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِاَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقُلْتُ لَهُ اِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِاَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِىْ هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِىْ بَيَاضَةَ فِىْ نَقِيْعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيْعُ الْخَضِمَاتِ قُلْتُ كَمْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَرْبَعُوْنَ.

১০৬৯। 'আবদুর রহমান ইবনে কা'ব (র) থেকে তার পিতা কা'ব ইবনে মালেক (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি অন্ধ হয়ে গেলে পুত্র আবদুর রহমান ছিলেন তার পথ প্রদর্শক। তিনি (কা'ব ইবনে মালেক) যখনই জুমু'আর দিন জুমু'আর নামাযের আযান শুনতেন তখন আস'আদ ইবনে যুরারা (রা)-র জন্য (রহমতের) দু'আ করতেন। 'আবদুর রহমান ইবনে কা'ব বলেন, আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, যখনই আপনি (জুমু'আর দিন) আযান শোনেন তখনই আস'আদ ইবনে যুরারা (রা)-র জন্য রহমতের দু'আ করেন কেন? তিনি বললেন, কেননা তিনিই সর্বপ্রথম আমাদেরকে সাথে নিয়ে নাকীউল খাদামাত-এর বনূ বায়াদার মালিকানাধীন হাররার হাযম আন-নাবীত নামক স্থানে জুমু'আর নামায পড়েছিলেন। 'আবদুর রহমান ইবনে কা'ব (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, চল্লিশজন।

بَابُ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيْدٍ

অনুচ্ছেদ-২১৮ ঃ 'ঈদ ও জুমু'আ একই দিন একত্র হলে

١٠٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ

الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ اَبِىْ رَمْلَةَ الشَّامِىِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ قَالَ اَشَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْدَيْنِ اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ اَنْ يُصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ.

১০৭০। ইয়াস ইবনে আবু রামলা আশ্-শামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে একই দিনে দুই 'ঈদ (জুমু'আ ও 'ঈদ) উদযাপন করেছেন। তিনি (যায়েদ) বললেন, হাঁ। মু'আবিয়া (রা) বললেন, এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) কি করেছেন? যায়েদ ইবনে আরকাম বললেন, তিনি 'ঈদের নামায পড়েছেন এবং জুমু'আর নামায পড়ার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন যে, কেউ জুমু'আর নামায পড়তে চাইলে যেন পড়ে নেয়।

١٠٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ الْبَجَلِىُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ اَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا اِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَصَابَ السُّنَّةَ.

১০৭১। 'আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) জুমু'আর দিন সকালে আমাদের ঈদের নামায পড়ালেন। তারপর আমরা জুমু'আর নামায পড়ার জন্য গেলাম, কিন্তু তিনি আসলেন না। তাই আমরা একা একা (যোহরের) নামায পড়লাম। এই সময় 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) তায়েফে ছিলেন। তিনি ফিরে আসলে আমরা তার কাছে বিষয়টি বললাম। তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের সুন্নাত মোতাবেক কাজ করেছেন।

١٠٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلٰى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيْدَانِ اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيْعًا فَصَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتّٰى صَلَّى الْعَصْرَ.

১০৭২। 'আতা (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-এর যুগে জুমু'আ ও ঈদুল ফিত্‌র একই দিনে পড়লে তিনি বললেন, একই দিনে দুটি 'ঈদ একত্র হয়েছে। তিনি দুই নামায (জুমু'আ ও 'ঈদুল ফিত্‌রের নামায) একত্র করলেন, প্রত্যুষে মাত্র দুই রাক'আত নামায পড়লেন– দুই রাক'আতের অধিক পড়লেন না। এরপর তিনি 'আসরের নামায পড়লেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ তিনি সকালবেলা দুই রাক্‌আত ঈদের নামায পড়েছেন এবং দুপুরে একাকী বাড়িতে যুহরের নামায পড়েছেন (সম্পাদক)।

١٠٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ. قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ.

১০৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আজ একই দিনে দু'টি 'ঈদ (জুমু'আ ও 'ঈদের নামায) একসাথে এসেছে। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে (জুমু'আর নামায পরিত্যাগ করতে পারো), তার জন্য 'ঈদের নামাযই যথেষ্ট। তবে আমরা জুমু'আর নামায আদায় করবো।

টীকা ঃ হাদীসে যদিও ঈদের দিন ঈদের নামায পড়ার পর জুমু'আর নামায না পড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তথাপি জুমু'আর নামায পড়াই উত্তম এবং এটাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমল। কেউ জুমু'আর নামায না পড়লেও তাকে অবশ্যই ঐ দিনের যুহরের নামায পড়তে হবে (সম্পাদক)।

بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২১৯ ঃ জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে কি কিরাআত পড়বে?

١٠٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلٰوةِ الْفَجْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ.

১০৭৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। জুমু'আর দিন ফজরের নামাযের কিরাআতে রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা তান্‌যীলুস্ সাজ্‌দা এবং "হাল আতা 'আলাল্ ইনসানি হীনুম্-মিনাদ্ দাহ্‌র" পড়তেন।

١٠٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُخَوَّلٍ بِإِسْنَادِهِ

وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ.

১০৭৫। মুখাব্বিল (র) উপরে বর্ণিত অর্থ ও সনদেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ জুমু'আর নামাযের কিরাআতে রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা জুমু'আ এবং সূরা "ইযা জাআকাল মুনাফিকূন" পড়তেন।

بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২২০ ঃ জুমু'আর নামাযের পোশাক

١٠٧٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ يَعْنِيْ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

১০৭৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত। 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদে নববীর দরজার সামনে একখানা রেশমী পোশাক বিক্রি হতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই পোশাক খরিদ করলে জুমু'আর দিন এবং আপনার কাছে প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় পরিধান করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এসব (কাপড়) তো তারাই পরিধান করে আখেরাতে যাদের জন্য কিছুই থাকবে না। পরে কোন এক সময়ে ঐ ধরনের কিছু কাপড় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলে তার একখানা কাপড় তিনি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার পরিধানের জন্য এ কাপড় দিলেন। অথচ উতারিদের (লোকের নাম) কাপড় সম্পর্কে ইতিপূর্বে আপনি যা বলার বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আমি পরিধান করার জন্য তোমাকে এ কাপড় দেই নাই। সুতরাং 'উমার (রা) মক্কার অধিবাসী তার এক মুশরিক ভাইকে কাপড়খানা দিয়ে দিলেন।

١٠٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ.

১০৭৭। সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বাজারে একখানা রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখে তা নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে বললেন, আপনি এই কাপড়খানা খরিদ করুন, ঈদ এবং প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে পরিধান করতে পারবেন। এরপর রাবী উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে পূর্বের বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণাংগ।

١٠٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ. قَالَ عَمْرُو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُوسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১০৭৮। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমাদের কেউ যদি অথবা তোমরা যদি প্রতিদিনের কাজকর্মের সময় পরিহিত কাপড় ছাড়া জুমু'আর দিনে পরিধানের জন্য পৃথক একজোড়া কাপড় সংগ্রহ করতে পারো তবে তাই করো। 'আমর (র) বলেছেন, ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব-মূসা ইবনে সা'দ-ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান-আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথাগুলো মিম্বারে বসে বলতে শুনেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি ওয়াহ্ব ইবনে জারীর-তার পিতা-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব-ইয়াযীদ

ইবনে আবূ হাবীব-মূসা ইবনে সা'দ-ইউসুফ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে সালাম-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২২১ ঃ জুমু'আর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা

١٠٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ وَاَنْ يُّنْشَدَ فِيْهِ شِعْرٌ وَنَهٰى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১০৭৯। 'আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে, হারানো বস্তু তালাশ করতে ও কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন এবং জুমু'আর দিন নামাযের পূর্বে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসতেও নিষেধ করেছেন।

بَابٌ فِىْ اِتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২২২ ঃ মসজিদে মিম্বার স্থাপন করা

١٠٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالاً اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ وَقَدِ امْتَرُوْا فِى الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَاَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى فُلاَنَةَ امْرَاَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ اَنْ مُرِىْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ اَنْ يَّعْمَلَ لِىْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هٰهُنَا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ فِىْ اَصْلِ

الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوْا لِىْ وَلِتَعْلَمُوْا صَلاَتِىْ.

১০৮০। আবু হাযেম ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক সাহল ইবনে সা'দ আস-সা'ইদী (রা)-র কাছে আসলো। মসজিদের মিম্বার কোন কাঠের তৈরী ছিলো এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছিলো। সুতরাং তারা তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তা কি কাঠের তৈরী ছিলো তা আমি জানি। প্রথম যেদিন তা (মসজিদে) স্থাপন করা হয়েছিল তাও আমি জানি। আবার প্রথম যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর বসেছিলেন আমি সেদিনও তা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক মহিলার– সাহ্‌ল (রা) তার নাম উল্লেখ করেছিলেন– কাছে বলে পাঠালেন, তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রি ক্রীতদাসকে আমার জন্য কিছু কাঠ প্রস্তুত করতে বলো, খুতবা বা বক্তব্য পেশ করার সময় আমি যার উপর বসবো। মহিলা তাকে তাই করতে আদেশ করলেন। ক্রীতদাসটি আল-গাবা নামক স্থানের ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তা তৈরী করে আনলে মহিলাটি তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশে তা (মসজিদের) এই জায়গায় স্থাপন করা হলো। আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) তার উপর নামায পড়লেন, তাকবীর বললেন, তার ওপর রুকূ করলেন এবং পিছন দিকে হেঁটে (মিম্বার থেকে) নামলেন এবং মিম্বারের (নীচে) গোড়াতেই সিজদা করলেন। এরপর পুনরায় মিম্বারে উঠলেন। নামাযশেষে তিনি লোকদের দিকে ঘুরে বললেন ঃ হে লোকেরা! আমি এটা করলাম (এভাবে নামায পড়লাম) যাতে তোমরা সঠিকভাবে আমাকে অনুসরণ করতে পারো এবং আমি কিভাবে নামায পড়ি তা শিখে নিতে পারো।

١٠٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَّنَ قَالَ لَهُ تَمِيْمٌ الدَّارِيُّ اَلاَ اَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَجْمَعُ اَوْ يَحْمِلُ عِظَامَكَ قَالَ بَلٰى فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ.

১০৮১। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা)-এর শরীর ভারী হয়ে গেলে তামীম আদ-দারী (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি আপনার জন্য একটা মিম্বার বানাবো না, যার উপর আপনি আপনার শরীরের ভার রাখবেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তাই তামীম আদ-দারী (রা) তাঁর জন্য দু'টি ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বার তৈরী করে দিলেন।

بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২২৩ ঃ মসজিদের মধ্যে মিম্বার রাখার স্থান

١٠٨٢- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ

عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرٍّ الشَّاةِ.

১০৮২। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বার এবং (মসজিদের) দেওয়ালের মাঝখানে একটি বকরী যাতায়াত করার পরিমাণ ফাঁকা ছিলো।

بَابُ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

অনুচ্ছেদ-২২৪ ঃ জুমু'আর দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বে নামায পড়া

١٠٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَرِهَ الصَّلٰوةَ نِصْفَ النَّهَارِ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ اِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ مُرْسَلٌ. مُجَاهِدٌ اَكْبَرُ مِنْ اَبِى الْخَلِيْلِ وَاَبُو الْخَلِيْلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ قَتَادَةَ.

১০৮৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) জুমু'আর দিন ছাড়া (অন্য কোন দিন) দুপুর বেলা নামায পড়া অপছন্দ করতেন না। (এ সম্পর্কে) তিনি বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন ছাড়া (অন্য দিনগুলোতে) জাহান্নামের আগুনকে উত্তপ্ত করা হয়।

আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। মুজাহিদ (র) আবুল খালীলের চেয়ে বয়সে প্রবীণ। আবুল খালীল (র) আবু কাতাদা (রা) থেকে হাদীস শোনেননি।

بَابٌ فِىْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২২৫ ঃ জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত

١٠٨٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِىْ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِىُّ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ.

১০৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর নামায পড়তেন।

١٠٨٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ ابِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ فَيْئٌ.

১০৮৫। ইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামায পড়ে ফিরে আসতাম এবং তখনও প্রাচীরসমূহের ছায়া পড়তো না।

١٠٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

১০৮৬। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমু'আর দিন জুমু'আর নামাযের পরে দুপুরের বিশ্রাম করতাম এবং দুপুরের খাবার খেতাম।

بَابُ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২২৬ ঃ জুমু'আর নামাযের আযান দেয়া

١٠٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ الْاَذَانَ كَانَ اَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ اَمَرَ عُثْمَانُ يَومَ الْجُمُعَةِ بِالْاَذَانِ الثَّالِثِ فَاُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ.

১০৮৭। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বাক্র ও 'উমার (রা)-র যুগে জুমু'আর প্রথম আযান দেয়া হতো ইমাম যখন মিম্বারের উপর বসতেন। কিন্তু 'উসমান (রা)-র খিলাফতকালে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি জুমু'আর নামাযের জন্য তৃতীয় আযানের আদেশ দিলেন। (মদীনার) আয-যাওরা নামক স্থানে (প্রথম) এই আযান দেয়া হলো এবং এ নিয়মই বহাল হয়ে গেলো।

টীকা ঃ হযরত 'উসমান (রা) যে আযানের প্রচলন করলেন, তা নামায বা খুতবা আরম্ভ হওয়ার আগে হলেই দেয়া হতো। একটি উঁচু স্থান বা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে এই আযান দেয়া হতো, যাতে প্রত্যেকেই শুনতে পায় এবং খুতবা শোনার জন্য সময়মত হাজির হয়ে যেতে পারে। পরবর্তী কালে এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে সবাই গ্রহণ করায় তা "ইজমা" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ আযানকে তৃতীয় আযান বলা হয়েছে এজন্য যে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে গুরুত্বের দিক দিয়ে ইকামাতের পরেই এর স্থান। এ আযান কেউ পরিত্যাগ করলেও নামায হবে (অনু.)

١٠٨٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ.

১০৮৮। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মসজিদে মিম্বারের উপর বসতেন তখন তাঁর সামনে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হতো। আবু বাক্‌র ও 'উমার (রা)-র সামনেও এরূপ করা হতো। এখান থেকে হাদীসের পরবর্তী অংশ ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٠٨٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ بِلاَلٌ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ.

১০৮৯। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাত্র একজন মুয়াযযিন ছিলেন। তিনি হলেন বিলাল (রা)। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তু বর্ণনা করলেন।

١٠٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ بْنِ أُخْتِ نَمْرٍ اَخْبَرَهُ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ وَسَاقَ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ.

১০৯০। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মাত্র মুয়াযযিন (বিলাল) ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আর কোন মুয়াযযিন ছিল না। এতটুকু বর্ণনা করার পর রাবী উপরে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তবে পুরো অংশ বর্ণনা করেননি।

بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِىْ خُطْبَتِهِ

অনুচ্ছেদ-২২৭ ঃ খুতবা দানকালে ইমাম কারো সাথে কথা বলতে পারেন

١٠٩١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِىُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اِجْلِسُوْا فَسَمِعَ ذٰلِكَ ابْنُ

مَسْعُوْدٍ فَجَلَسَ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يُعْرَفُ مُرْسَلاً. اِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَخْلَدُ هُوَ شَيْخٌ.

১০৯১। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দান করতে উঠে বললেন, সবাই বসে পড়ো। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) একথা শোনার সাথে সাথে মসজিদের দরজাতেই বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দেখে বললেন ঃ ওহে 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ! এগিয়ে এসো।

আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস হিসাবে পরিচিত। রাবীগণ এটি আতা (র)-নবী (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মাখলাদ (র) হলেন হাদীসের একজন শায়েখ।

بَابُ الْجُلُوْسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

অনুচ্ছেদ-২২৮ ঃ ইমাম মিম্বারে উঠে প্রথমে বসবেন

١٠٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ اِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى يَفْرُغَ اَرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ.

১০৯২। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর নামাযে নবী (সা) দু'টি খুতবা দিতেন। মিম্বারে উঠে তিনি মুয়াযযিন আযান শেষ না করা পর্যন্ত বসতেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে (প্রথম) খুতবা দান করতেন, তারপর বসতেন এবং কোন প্রকার কথা বলতেন না। তারপর আবার দাঁড়াতেন এবং (দ্বিতীয়) খুতবা দিতেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ-২২৯ ঃ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে হবে

١٠٩٣- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا. فَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ

جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَالَ فَقَدْ وَاللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ اَكْثَرَ مِنْ اَلْفَيْ صَلٰوةٍ.

১০৯৩। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে (প্রথম) খুতবা দিতেন, তারপর বসতেন এবং আবার উঠে দাঁড়িয়ে (দ্বিতীয়) খুতবা দিতেন। যে ব্যক্তি তোমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, তিনি বসে খুতবা দান করতেন সে মিথ্যা কথা বলে। তিনি (জাবের) আরো বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে দুই হাজারের অধিক সংখ্যক ওয়াক্তের নামায পড়েছি।

١٠٩٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسٰى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ اَلْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

১০৯৪। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর নামাযে দু'টি খুতবা দিতেন এবং দুই খুতবার মাঝখানে বসতেন। আর খুতবাতে তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদেরকে নসীহত করতেন।

١٠٩٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১০৯৫। জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দেখেছি। তারপর (দুই খুতবার মাঝখানে) অল্প কিছুক্ষণ বসতেন কিন্তু কোন কথাবার্তা বলতেন না। পরবর্তী বর্ণনা উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلٰى قَوْسٍ

অনুচ্ছেদ-২৩০ : ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুতবা দান করা

١٠٩٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ فَاَنْشَاَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَفَدْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ اَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَاَمَرَ بِنَا اَوْ اَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِّنَ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ

اِذْ ذَاكَ دُوْنٌ فَاَقَمْنَا بِهَا اَيَّامًا شَهِدْنَا فِيْهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى عَصًا اَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيْفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لَنْ تُطِيْقُوْا اَوْ لَنْ تَفْعَلُوْا كُلَّ مَا اُمِرْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ سَدِّدُوْا وَاَبْشِرُوْا. قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ قَالَ ثَبَّتَنِىْ فِىْ شَيْءٍ مِّنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِنَا وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ.

১০৯৬। শু'আইব ইবনে রুযাইক আত-তায়েফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির পাশে বসলাম যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তার নাম আল-হাকাম ইবনে হাযন আল-কুলাফী। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন এবং বললেন, আমি সাত বা আট সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের সপ্তম বা অষ্টমজন হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার সাক্ষাত লাভ করলাম। আমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন। তখন তিনি আমাদেরকে কিছু খেজুর প্রদানের জন্য আদেশ করলেন। তখনকার দিনে আমাদের (মুসলমানদের) অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। আমরা সেখানে (মদীনায়) বেশ কয়েক দিন অবস্থান করলাম। এই সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুমু'আর নামাযও পড়লাম। জুমু'আর খুতবায় রাসূলুল্লাহ (সা) একটি লাঠি অথবা ধনুকের উপর হালকাভাবে ভর দিয়ে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ কথায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং তাঁর প্রতি উত্তম ও পবিত্র গুণাবলী আরোপ করলেন। তারপর বললেন ঃ হে লোকসকল! যা করতে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে কখনো তার সবগুলোই তোমরা পালন করতে পারবে না বা সক্ষম হবে না। বরং তোমাদের আমলের ওপর অটল থাকো এবং সুসংবাদ দান করো। আবু 'আলী (র) বলেছেন, আমি ইমাম আবু দাউদকে বলতে শুনেছি, আমার কতক বন্ধু এই হাদীসের কিছু অংশ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

١٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ عَنْ اَبِىْ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَشَهَّدَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ

السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَانَّهُ لاَ يَضُرُّ الاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا.

১০৯৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খুতবা দিতেন তখন বলতেন, "আলহামদু লিল্লাহি নাস্তাঈনুহু, ওয়া নাসতাগফিরুহু ওয়া না'উযু বিল্লাহি মিন শুরূরি আন্ফুসিনা মাঁই ইয়াহ্দিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ্ ওয়া মাঁই ইউদ্লিল্ ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্। আরসালাহু বিলহাক্কি বাশিরাঁও ওয়া নাযীরাম্ বাইনা ইয়াদাইস্ সা'আহ্। মাঁই ইউতি'ইল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাকাদ্ রাশাদা ওয়া মাঁই ইয়া'সিহিমা ফাইন্নাহু লা ইয়াদুররু ইল্লা নাফসাহ্ ওয়ালা ইয়াদুররুল্লাহা শাইয়া"। অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহ্র। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নিজের নফসের ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের আগে সত্য দীনসহ সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী করে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য করে সে সঠিক পথে চলে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় সে নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

١٠٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ تَشَهُّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى وَنَسْأَلُ اللّٰهَ رَبَّنَا اَنْ يَّجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيْعُهُ وَيُطِيْعُ رَسُوْلَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَانَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ.

১০৯৮। ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে শিহাব (র)-কে জুমু'আর দিনে (জুমু'আর নামাযে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুতবাদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি পূর্বোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করলেন। অতিরিক্ত বর্ণনা করলেন, "ওয়া মাঁই ইয়া'সিহিমা ফাকাদ গাওয়া ওয়া নাস্আলুল্লাহা রব্বানা আঁই ইয়াজআলানা মিমমাঁই ইউতিয়ুহু ওয়া ইউতিয়ু রাসূলাহু ওয়া ইয়াত্তাবি'উ রিদওয়ানাহু ওয়া ইয়াজতানিবু সাখাতাহু ফাইন্নামা নাহ্নু বিহি ওয়া লাহু"। অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করে, তাঁর সন্তুষ্টির পথ তালাশ করে এবং অসন্তুষ্টির পথ পরিহার করে

আমাদেরকে যেন আল্লাহ তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, আমরা আল্লাহর কাছে সেই প্রার্থনা করি। কেননা আমরা তাঁরই কারণে সৃষ্টি হয়েছি এবং তাঁরই মালিকানা ও এখতিয়ারভুক্ত।"

١٠٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمٍ الطَّائِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ خَطِيْبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَالَ قُمْ اَوْ اذْهَبْ بِئْسَ الْخَطِيْبُ اَنْتَ.

১০৯৯। 'আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক বক্তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সে এভাবে বললো, মাঁই ইউতিয়িল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাকাদ রাশাদা ওয়া মাঁই ইয়া'সিহিমা"। অর্থাৎ "যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ বা আনুগত্য করলো সে সৎপথ পেলো। আর যে তাদের নাফরমানী করলো"। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ঃ তুমি উঠে যাও অথবা বললেন ঃ তুমি চলে যাও। তুমি অতিশয় খারাব বক্তা।

١١٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ قَافَ اِلاَّ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنُّوْرُنَا وَاحِدًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أُمُّ هِشَامٍ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ.

১১০০। বিনতুল হারিস ইবনুন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ থেকে শুনে শুনেই সূরা 'কাফ' মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমু'আর খুতবাতে সূরা কাফ পড়তেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ও আমাদের চুলা ছিলো এক জায়গায়।

١١٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَقْرَأُ اٰيَاتٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

১১০১। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সাধারণত) রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর নামায ছিলো পরিমিত (নাতিদীর্ঘ) এবং তাঁর খুতবাও ছিল পরিমিত। খুতবায় তিনি কুরআনের কিছু আয়াত পড়তেন এবং লোকদের নসীহত করতেন।

١١٠٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتِهَا قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قَافَ اِلاَّ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُهَا فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَابْنُ أَبِى الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ.

১১০২। 'আমরাহ্ বিন্‌তে আবদুর রহমান (র) থেকে তার বোনের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা 'কাফ' মুখস্থ করেছি। তিনি প্রত্যেক জুমু'আর খুতবাতেই সূরা কাফ পড়তেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইউব এবং ইবনে আবুর রিজাল হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সা'ঈদ-'আমরাহ উম্মু হিশাম বিনতে হারিসা ইবনুন নু'মান (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١١٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَتْ اَكْبَرَ مِنْهَا بِمَعْنَاهُ.

১১০৩। 'আমরাহ্ বিনতে আবদুর রহমান (র) তার এক বোন, যিনি তার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদীসটির বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২৩১ ঃ মিম্বারের ওপর অবস্থানকালে দুই হাত উপরে উত্তোলন

١١٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَاٰى عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ وَهُوَ يَدْعُوْ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ قَالَ زَائِدَةُ قَالَ حُصَيْنٌ حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيْدُ عَلٰى هٰذِهِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ الَّتِىْ تَلِىَ الْاِبْهَامَ.

১১০৪। হুসাইন ইবনে 'আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) বিশর ইবনে মারওয়ানকে দেখলেন যে, তিনি জুমু'আর দিন খুতবা দানকালে দু'আ করছেন। তখন 'উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) বললেন, আল্লাহ তোমার এ হাত দু'টিকে কুৎসিত করে দিন। যায়েদা বর্ণনা করেছেন, হুসাইন ইবনে 'আবদুর রহমান বলেছেন, 'উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মিম্বারের ওপর দেখেছি। তিনি এর বেশী অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করা ছাড়া আর কিছুই করতেন না।

١١٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى ذُبَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُوْ عَلٰى مِنْبَرِهٖ وَلاَ عَلٰى غَيْرِهٖ وَلٰكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطٰى بِالْاِبْهَامِ.

১১০৫। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিম্বারের ওপর অবস্থানরত অবস্থায় বা অন্যত্র আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাত উঠাতে দেখি নাই। বরং আমি দেখেছি, তিনি মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি যুক্ত করে বৃত্ত বানিয়ে শাহাদাত আঙুল দিয়ে ইশারা করেছেন এবং এভাবে তাকে দু'আ করতে দেখেছি।

بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

অনুচ্ছেদ-২৩২ ঃ খুতবা (ভাষণ) সংক্ষিপ্ত করা

١١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِىْ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِىْ رَاشِدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ.

১১০৬। 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে খুতবা (বক্তৃতা) সংক্ষিপ্ত করতে আদেশ করেছেন।

١١٠٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ أَخْبَرَنِىْ شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَاءِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُطِيْلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيْرَاتٌ.

১১০৭। জাবের ইবনে সামুরা আস-সুওয়ায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর দিন নসীহত (ভাষণ) দীর্ঘ করতেন না, বরং তা ছিলো অতি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্য।

بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الْإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

অনুচ্ছেদ-২৩৩ ঃ খুতবার সময় ইমামের নিকটবর্তী হওয়া

١١٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِ أَبِيْ بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُحْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوْا مِنَ الاِمَامِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتّٰى يُؤَخَّرَ فِى الْجَنَّةِ وَاِنْ دَخَلَهَا.

১১০৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ওয়াজ-নসীহতের সময় উপস্থিত থাকো এবং ইমামের নিকটবর্তী হও। কেননা কোন ব্যক্তি অনবরত দূরে থাকতে থাকতে এমনকি জান্নাতে গেলেও দেরীতে যাবে।

بَابُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلْأَمْرِ يُحْدِثُ

অনুচ্ছেদ-২৩৪ ঃ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইমামের খুতবায় বিরতি দেয়া

١١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُوْمَانِ فَنَزَلَ فَاَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هٰذَيْنِ فَلَمْ اَصْبِرْ ثُمَّ اَخَذَ فِى الْخُطْبَةِ.

১১০৯। 'আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে লাল রংয়ের দু'টি জামা পরে শিশু হাসান ও হুসাইন আছাড় খেতে খেতে এগিয়ে এলে নবী (সা) খুতবা বন্ধ করে মিম্বার থেকে নেমে তাদেরকে নিয়ে এসে মিম্বারে উঠলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ সত্যই বলেছেন, "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হলো ফিতনা বা পরীক্ষা" (সূরা

তাগাবুন ঃ ১৫)। তাইতো আমি এ দু'জনকে দেখে ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। এরপর তিনি আবার খুতবা দিতে শুরু করলেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ঘটনা ঘটলে ইমাম খুতবা বন্ধ করে কাজটি সেরে আবার খুতবা দিতে পারেন। ইমামের জন্য এতটুকু এখতিয়ার আছে (অনুবাদক)।

بَابُ الْاِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৩৫ ঃ ইমামের খুতবা দানকালে জড়সড় হয়ে বসা

١١١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ أَبِى أَيُّوْبَ عَنْ اَبِى مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ.

১১১০। সাহল ইবনে মু'আয ইবনে আনাস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর দিন ইমামের খুতবা দানকালে কাউকে গুটিসুটি মেরে বসতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ উভয় নিতম্বের উপর ভর দিয়ে দুই হাঁটু উঁচু করে পেটের সাথে লাগিয়ে তা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বসা। এভাবে বসলে দেখতে খুব উদ্ভট লাগে এবং উযু নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, এভাবে বসলে দ্রুত নিদ্রা আসে এবং উযু নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। আর অহংকারী লোকেরা সাধারণত এভাবে বসে (অনুবাদক)।

١١١١- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزِّبْرِقَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَاِذَا جُلُّ مَنْ فِى الْمَسْجِدِ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِيْنَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِىْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ وَسَعِيْدُ بنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُوْلٌ وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَبْلُغْنِىْ أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلاَّ عُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ.

১১১১। ইয়া'লা ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আওস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি

মু'আবিয়া (রা)-র সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের সাথে জুমু'আর নামায পড়লেন। আমি দেখলাম, যারা মসজিদের ভিতরে আছেন তাদের অধিকাংশই নবী (সা)-এর সাহাবী। তারা সবাই গুটিসুটি মেরে বসেছেন। আর ইমাম খুতবা দান করছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, ইমামের খুতবা দানকালে 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমার (রা)-ও গুটিগুটি মেরে বসতেন। আর আনাস ইবনে মালেক, শুরাইহ্, সা'সাআ ইবনে সূহান, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, ইবরাহীম নাখয়ী, মাকহূল, ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ এবং নু'আইম ইবনে সুলামা (র) বলেছেন, ইমামের খুতবা দানকালে গুটিসুটি মেরে বসতে কোন দোষ নেই। 'উবাদা ইবনে নুসাই ছাড়া আর কেউ এভাবে বসাকে আপত্তিকর মনে করতেন বলেও আমার জানা নাই।

টীকা ঃ 'ইমাম শাওকানী তাঁর 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে বলেন, জুমু'আর দিনে ইমামের খুতবা দানকালে 'ইহতিবা' বা গুটিসুটি মেরে বসা মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, মাকরূহ। আবার কেউ কেউ মাকরূহ নয় বলে মত পোষণ করেছেন। তাঁরা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। ইমাম তাহাবী (র) বলেছেন, বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবাদের কার্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় 'ইহতিবা' মাকরূহ নয়, বরং জায়েয। আর যেসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় 'ইহতিবা' মাকরূহ, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা সম্ভবত সাহাবাদের 'ইহতিবা' হতে স্বতন্ত্র নতুন ধরনের কোন 'ইহতিবা', যা মুসল্লীকে তার সালাত থেকে অমনোযোগী করে দেয় (অনুবাদক)।

بَابُ الْكَلاَمِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৩৬ ঃ খুতবা দানকালে নামাযীদের কথা বলা নিষেধ

١١١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قُلْتَ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

১১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ ইমামের খুতবা দেয়ার সময় যদি তুমি কাউকে বলো চুপ করো, তাহলে তুমি একটা অনর্থক কাজ করলে।

টীকা ঃ ইমাম তাইয়েবী বলেছেন, "দুই রাক'আত নামাযের পরিবর্তে জুমু'আর খুতবা নির্ধারিত করা হয়েছে। সুতরাং এর গুরত্ব নামাযের মত, নামাযের মধ্যে যেমন কথা বলা জায়েয নয়, ঠিক তেমনি খুতবার সময়ও কথা বলা জায়েয নয়। তবে নামাযের মধ্যে কথা বললে নামায ফাসেদ হয়ে যায়, কিন্তু খুতবার সময় কথা বললে নামায ফাসেদ হয় না (অনু.)।

١١١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ حَبِيْبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا

يَلْغُوْ وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُوْ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ شَاءَ اَعْطَاهُ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِاِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ اَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ اِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيْهَا وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا.

১১১৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোক জুমু'আর নামায পড়তে আসে। এক শ্রেণীর লোক জুমু'আর নামাযে হাজির হয় এবং অনর্থক কাজ করে ও কথা বলে। সে ঐরূপ কাজ ও কথা থেকেই তার অংশ পাবে। আরেক শ্রেণীর লোক জুমু'আর নামাযে এসে দু'আ করে, তারা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দু'আ করে। তিনি চাইলে তাদের দু'আ কবুল করতে পারেন কিংবা কবুল নাও করতে পারেন। অপর শ্রেণীর লোক জুমু'আর নামাযে আসে, তারা চুপচাপ থাকে এবং মুসলমানের ঘাড় ডিঙিয়ে যায় না কিংবা কাউকে কষ্টও দেয় না। সুতরাং তার এই কাজ ঐ জুমু'আর দিন থেকে পরবর্তী জুমু'আর দিন পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিনদিন পর্যন্ত তার গোনাহর কাফফরা হয়ে যায়। কেননা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করে তাকে তার দশ গুণ দেয়া হবে" (সূরা আল-আনআম ঃ ১৬০)।

بَابُ اِسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ الْإِمَامَ

অনুচ্ছেদ-২৩৭ ঃ কারো উযূ ভংগ হলে সে কিভাবে ইমামের অনুমতি নিবে

١١١٤- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيْصِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِاَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ.

১১১৪। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো উযূ ভংগ হলে সে যেন তার নাক চেপে ধরে (কাতার ভেদ করে) বেরিয়ে যায়।

টীকা : নামাযরত অবস্থায় যার উযূ ভংগ হয়ে যাবে তাকে নাক ধরে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে এইজন্য যাতে সবাই বুঝতে পারে যে, তার উযূ ভংগ হয়েছে (অনু.)।

بَابُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৩৮ ঃ ইমামের খুতবা দানকালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে

١١١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ.

১১১৫। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন জুমু'আর নামাযে নবী (সা) যে সময় খুতবা দিচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে অমুক! তুমি কি নামায (নফল) পড়েছ? সে বললো, না। নবী (সা) বললেন ঃ ওঠো, নামায পড়ে নাও।

টীকা ঃ ইমাম তাহাবীর বর্ণনা অনুসারে ঐ ব্যক্তির নামায পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব ছিলেন। কিন্তু ইমাম নাসায়ীর বর্ণনা অনুসারে নবী (সা) খুতবা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু তখনও খুতবা শুরু করেননি। মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই যে দুই রাক্'আত নামায পড়তে হয়, এটা ছিল সেই নামায (স.)।

١١١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ اَصَلَّيْتَ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيْهِمَا.

১১১৬। জাবের ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেছেন, জুমু'আর নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দান করছিলেন, এমন সময় সুলাইক আল-গাতাফানী (রা) এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কিছু নামায পড়েছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ সংক্ষিপ্ত করে দুই রাক্'আত নামায পড়ে নাও।

١١١٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيْهِمَا.

১১১৭। তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, সুলাইক আল-গাতাফানী (রা) আসলেন। রাবী এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আছে ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের দিকে ঘুরে বললেন ঃ ইমামের খুতবা দানকালে তোমাদের কেউ যদি (মসজিদে) আসে তাহলে সে যেন সংক্ষেপে দুই রাক্'আত নামায পড়ে নেয়।

بَابُ تَخَطِّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৩৯ ঃ জুমু'আর দিন মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে যাওয়া

١١١٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ.

১১১৮। আবুয্ যাহিরিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক জুমু'আর দিন নবী (সা)-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা)-র সাথে ছিলাম। ইতিমধ্যে লোকজনের ঘাড় ডিঙিয়ে এক ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হলো। 'আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বললেন, এক জুমু'আর দিন এক ব্যক্তি লোকজনের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে আসছিল। নবী (সা) সেই সময় খুতবা দিচ্ছিলেন। নবী (সা) বললেন ঃ তুমি বসে পড়ো, তুমি মানুষকে খুব কষ্ট দিয়েছো।

بَابُ الرَّجُلِ يَنْعُسُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ-২৪০ ঃ ইমামের খুতবা দানকালে কারো তন্দ্রা এলে

١١١٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَّجْلِسِهِ ذٰلِكَ اِلٰى غَيْرِهِ.

১১১৯। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ মসজিদের মধ্যে তোমাদের কারো যদি তন্দ্রা আসে তাহলে সে যেন তার স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র গিয়ে বসে।

بَابُ الْإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ-২৪১ ঃ মিম্বার থেকে নেমে (খুতবা শেষ করে) ইমামের কারো সাথে কথা বলা

١١٢٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ لاَ أَدْرِى كَيْفَ قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوَّلاً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِى الْحَاجَةِ فَيَقُوْمُ مَعَهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ.

১১২০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা শেষ করে মিম্বার থেকে নামলে তখন কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পেশ করতো। তার প্রয়োজন পূরণ (কথা শেষ) না হওয়া পর্যন্ত নবী (সা) তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং তারপর নামাযে দাঁড়াতেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, সাবিতের সূত্রে হাদীসটি প্রসিদ্ধ নয়। এটি জারীর ইবনে হাযেমের একক বর্ণনা।

بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ-২৪২ ঃ কেউ জুমু'আর নামাযের এক রাক্'আত পেলে

١١٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ.

১১২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি (জামা'আতের সাথে) এক রাক'আত নামায পেলো সে পুরো নামাযই পেলো।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই হাদীসে নির্দিষ্ট কোন নামাযের কথা বলা হয়নি, বরং সাধারণভাবে সব নামাযের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে জুমু'আর নামাযও অন্তর্ভুক্ত। তাই অন্যান্য নামাযের মত কেউ যদি জুমু'আর নামাযও এক রাক'আত পেয়ে যায় তাহলে সে পূর্ণ নামাযই পেলো (অনু.)।

بَابُ مَا يَقْرَأُ بِهِ فِى الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪৩ ঃ জুমু'আর নামাযে কোন কোন সূরা পড়বে?

١١٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرأَبِهِمَا.

১১২২। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ঈদের নামাযে ও জুমু'আর নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা" এবং 'হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" সূরা দু'টি পড়তেন। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, কখনো 'ঈদ ও জুমু'আ একই দিন হতো, তখনও তিনি উভয় নামাযেই এ দু'টি সূরা পড়তেন।

١١٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

১১২৩। দাহ্‌হাক ইবনে কায়েস (র) নু'মান ইবনে বাশীর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, জুমু'আর দিন (জুমু'আর নামাযে) রাসূলুল্লাহ (সা) সূরা "জুমু'আ" পড়ার পর আর কোন সূরা পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি সূরা "হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ" পড়তেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) জুমু'আর নামাযের প্রথম রাক'আতে সূরা "জুমু'আ" পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা "হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" পড়তেন (অনু.)।

١١٢٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَفِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ. قَالَ فَاَدْرَكْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِىٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ. قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১১২৪। ইবনে আবু রাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের সাথে জুমু'আর নামায পড়লেন। তিনি (প্রথম রাক'আতে) সূরা জুমু'আহ পড়লেন এবং

শেষ রাক'আতে সূরা 'ইযা জায়াকাল মুনাফিকূন" পড়লেন। ইবনে আবু রাফে' (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) নামায শেষ করলে আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, আপনি (নামাযে) এমন দু'টি সূরা পড়েছেন যা আলী (রা) কুফাতে পড়তেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ দু'টি সূরা জুমু'আর নামাযে পড়তে শুনেছি।

١١٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

১১২৫। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। জুমু'আর নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) "সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আ'লা" ও "হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" সূরা দু'টি পড়তেন।

بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

অনুচ্ছেদ-২৪৪ ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝখানে প্রাচীর থাকলেও ইকতিদা করা জায়েয

١١٢٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِهِ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجْرَةِ.

১১২৬। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কামরার মধ্যে নামায পড়ছিলেন এবং লোকজন কামরার বাইরে থেকে তাঁর পিছনে ইকতিদা করেছিলো।

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-২৪৫ ঃ জুমু'আর নামাযের পর সুন্নাত নামায পড়া

١١٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ الْمَعْنٰى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاٰى رَجُلًا يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ اَتُصَلِّى

الْجُمُعَةَ اَرْبَعًا وكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১২৭। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) দেখলেন, জুমু'আর দিন এক ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের পর একই স্থানে দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত নামায পড়ছে। তিনি তাকে বাধা দিলেন এবং বললেন, তুমি কি জুমু'আর নামায চার রাক'আত পড়তে চাও? 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) জুমু'আর দিন বাড়িতে ফিরে দুই রাক'আত সুন্নাত নামায পড়তেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন।

١١٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيْلُ الصَّلٰوةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّىْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

১১২৮। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে 'উমার (রা) জুমু'আর নামাযের পূর্বে দীর্ঘ নামায পড়তেন এবং জুমু'আর নামাযের পরে বাড়িতে ফিরে দুই রাক্'আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন।

١١٢٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ اَبِى عَطَاءِ بْنِ الْخُوَارِ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اُخْتِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَاٰى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِى مَقَامِىْ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَقَالَ لاَ تُعِدْ لِمَا صَنَعْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلٰوةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ فَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِذٰلِكَ اَنْ لاَّ تُوْصَلَ صَلٰوةٌ بِصَلٰوةٍ حَتّٰى تَتَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ.

১১২৯। 'উমার ইবনে 'আতা ইবনে আবুল খুওয়ার (র) থেকে বর্ণিত। নাফে' ইবনে জুবায়ের (র) তাকে উমার (রা)-র ভাগ্নে আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদের কাছে একটি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য পাঠালেন, যা আমীর মু'আবিয়া তাকে নামাযের ব্যাপারে করতে দেখেছিলেন। আস-সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-র

সাথে মসজিদে (তাঁর জন্য সংরক্ষিত) মিহ্‌রাবের মধ্যে জুমু'আর নামায পড়লাম। আমি সালাম ফিরিয়ে আমার স্থানে দাঁড়িয়ে আবার নামায পড়লাম। বাড়িতে পৌছে তিনি লোক মারফত আমাকে বললেন, তুমি (আজ) যা করেছো তা আর কখনো করবে না। জুমু'আর নামায পড়ার পর যতক্ষণ না কথা বলবে অথবা মসজিদ থেকে বের হবে ততক্ষণ তার সাথে আর কোন নামায সংযুক্ত করো না (অন্য কোন নামায পড়ো না)। কেননা নবী (সা) আদেশ করেছেন যে, তোমার কথা না বলা বা মসজিদ থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত এক নামাযের সাথে আরেক নামাযকে সংযুক্ত করা যাবে না।

١١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رِزْمَةَ الْمَرْوَزِىُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

১১৩০। 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি মক্কায় অবস্থানকালে যখন জুমু'আর নামায পড়তেন তখন (ফরয) নামায পড়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন এবং পুনরায় সামনে এগিয়ে গিয়ে আরো চার রাক্'আত নামায পড়তেন। কিন্তু যখন তিনি মদীনায় ছিলেন তখন জুমু'আর (ফরয) নামাযের পর বাড়িতে এসে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন, মসজিদে নামায পড়তেন না। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করতেন।

١١٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا وَتَمَّ حَدِيْثُهُ وَقَالَ ابْنُ يُوْنُسَ اِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوْا بَعْدَهَا اَرْبَعًا قَالَ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ يَا بُنَىَّ فَاِنْ صَلَّيْتَ فِى الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَتَيْتَ الْمَنْزِلَ اَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১১৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জুমু'আর (ফরয) নামাযের পরে (সুন্নাত) নামায পড়তে চাইলে সে যেন চার রাক্'আত পড়ে। অধস্তন রাবী এতটুকু বর্ণনা করেই শেষ করেছেন। আর ইবনে ইউনুসের বর্ণনায় আছে, জুমু'আর নামায পড়ার পরে তোমরা চার রাক্'আত নামায পড়ো। তিনি বলেছেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, হে আমার বৎস! তুমি যদি মসজিদে দুই রাক্'আত পড়ে থাকো, তারপর গন্তব্যে পৌঁছে থাকো অথবা বাড়িতে আসো তাহলে সেখানেও দুই রাক্'আত নামায পড়ো।

١١٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

১১৩২। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর (ফরয) নামায পড়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে ফিরে এসে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন।

١١٣٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ اَنَّهُ رَاىَ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ الْجُمُعَةَ قَلِيْلاً غَيْرَ كَثِيْرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِيْ اَنْفَسَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَرْكَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ قَالَ مِرَارًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ.

১১৩৩। 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে 'উমার (রা)-কে জুমু'আর নামাযের পর নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি যেখানে জুমু'আর নামায (ফরয) পড়তেন সেখান থেকে বেশী দূরে নয় বরং অল্প দূরে সরে গিয়ে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন। বর্ণনাকারী 'আতা বলেছেন, তারপর সেখান থেকে বেশ একটু সরে গিয়ে চার রাক্'আত নামায পড়তেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ইবনে 'উমার (রা)-কে কতবার এরূপ করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, বেশ কয়েকবার।

টীকা ঃ জুমু'আর নামায পড়ার জন্য মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়বে। এটা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামে অভিহিত। অতঃপর চার রাক্আত কাবলাল জুমু'আ (সুন্নাত) নামায পড়বে। ফরয নামাযের পর আবার চার রাক্আত বা'দাল জুমু'আ (সুন্নাত) নামায পড়বে। তারপর আরো দুই রাক্আত সুন্নাতুল ওয়াক্ত নামায পড়বে (সম্পাদক)।

بَابُ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৪৬ ঃ দুই 'ঈদের নামায

١١٣٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

১১৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করে দেখলেন, মদীনাবাসীদের খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসবের জন্য দু'টি দিন নির্দিষ্ট আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দু'টি দিনের ব্যাপার কি? সবাই বললেন, জাহিলী যুগে আমরা এ দিন দু'টিতে খেলাধুলা করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ দিন দু'টিকে পাল্টিয়ে এর চাইতে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন– ঈদুল আয্‌হা ও ঈদুল ফিতরের দিন।

بَابُ وَقْتِ الْخُرُوْجِ إِلَى الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৪৭ ঃ 'ঈদের নামায পড়তে যাওয়ার সময়

١١٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيُّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِيْ يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الْاِمَامِ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ.

১১৩৫। ইয়াযীদ ইবনে খুমাইর আর-রাহাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) লোকজনের সাথে ঈদুল ফিতর অথবা 'ঈদুল আযহার নামায পড়তে গেলেন। নামায পড়তে ইমামের দেরী করাকে তিনি অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন, আমরা তো এই সময় অর্থাৎ তাসবীহ্‌র নামাযের (ইশরাক) সময় 'ঈদের নামায পড়ে শেষ করতাম।

بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِى الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৪৮ ঃ মহিলাদের 'ঈদের নামাযে শরীক হওয়া

١١٣٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَحَبِيْبٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَهِشَامٍ فِىْ اٰخَرِيْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَخْرُجَ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ يَوْمَ الْعِيْدِ قِيْلَ فَالْحُيَّضُ قَالَ لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لِاِحْدٰهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِّنْ ثَوْبِهَا.

১১৩৬। উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার জন্য গৃহবাসিনীদের অর্থাৎ মহিলাদের নির্দেশ দেন। জিজ্ঞেস করা হলো, ঋতুবতী মেয়েরা কি করবে? নবী (সা) বললেন ঃ কল্যাণমূলক কাজ ও মুসলমানদের দু'আয় তাদের শরীক হওয়া উচিত। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাদের (মেয়েদের) কারো কাপড় না থাকে তাহলে কি করবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তার বান্ধবী নিজের কাপড়ের কিছু তাকে পরতে দিবে।

١١٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ قَالَ وَحَدَّثَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ امْرَأَةٍ تُحَدِّثُهُ عَنْ امْرَأَةٍ أُخْرٰى قَالَتْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ مَعْنٰى مُوْسٰى فِى الثَّوْبِ.

১১৩৭। উম্মে 'আতিয়া (রা) উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ ঋতুবতী মহিলারা মুসলমানদের নামাযের স্থান থেকে পৃথক থাকবে (নামায পড়বে না)। তবে (এ হাদীসে) তিনি কাপড়ের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। রাবী হাফসা ও অপর এক মহিলার মাধ্যমে সে অন্য একজন মহিলা থেকে বর্ণনা করেছেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল!... এরপর মূসা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের কাপড় সম্পর্কিত বিষয়বস্তু বর্ণনা করলেন।

١١٣٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ

بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَتْ وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

১১৩৮। উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই (উপরে বর্ণিত) হাদীসের বিষয়বস্তু অনুযায়ী আমল করতে আদিষ্ট হতাম। তিনি বলেছেন, ঋতুবতী মহিলারা সবার পিছনে থাকতো এবং লোকদের সাথে তাকবীরসমূহ বলতো।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে মহিলাদেরও ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত হয়। সহীহ মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদীসে নবী (সা) অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদেরকেও 'ঈদের নামাযে হাজির হতে আদেশ করেছেন (অনুবাদক)।

١١٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ وَمُسْلِمٌ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِيْ بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ وَأَمَرَنَا بِالْعِيْدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيْهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

১১৩৯। ইসমাঈল ইবনে 'আবদুর রহমান ইবনে 'আতিয়া (র) থেকে তার দাদী উম্মে 'আতিয়া (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। মদীনাতে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) আনসার মহিলাদেরকে একটি ঘরে সমবেত করে 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে আমাদের কাছে পাঠালেন। তিনি ('উমার) এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম দিলেন। আমরা তার সালামের জবাব দিলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র রাসূলের সংবাদবাহক হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। তারপর তিনি (আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক) আমাদের ঋতুবতী ও কুমারী মেয়েদের উভয় 'ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করতে আদেশ করলেন। (এও বললেন যে,) আমাদের (মহিলাদের) জন্য জুমু'আ বাধ্যতামূলক নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৪৯ ঃ 'ঈদের নামাযের খুতবা

١١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ اَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيْهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ مَنْ هٰذَا قَالُوْا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَّاٰى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ اَنْ يُّغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

১১৪০। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক 'ঈদের দিন মারওয়ান (ইবনুল হাকাম) মাঠে মিম্বার স্থাপন করালেন এবং নামাযের পূর্বেই খুতবা দিতে আরম্ভ করলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে মারওয়ান! তুমি (রাসূলুল্লাহ সা.)-এর সুন্নাত বিরোধী কাজ করলে। তুমি 'ঈদের দিন 'ঈদের মাঠে মিম্বার স্থাপন করেছ এবং নামাযের পূর্বেই খুতবা দিতে আরম্ভ করেছ। অথচ [রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে] এমনটি করা হতো না। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে? লোকজন বললো, অমুকের পুত্র অমুক। তিনি বললেন, সে তার দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি : কেউ কোন গর্হিত কাজ হতে দেখলে যদি সে তা শক্তিবলে রোধ করতে পারে তাহলে সে যেন তাই করে। আর যদি সে তা না পারে তাহলে যেন কথার দ্বারা তা প্রতিরোধ করে। কিন্তু এতটুকুও না পারলে সে যেন অন্তরে তা খারাপ জানে। তবে এটি দুর্বলতম ঈমানের পর্যায়।

١١٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ

عَلٰى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِى النِّسَاءُ فِيْهِ الصَّدَقَةَ قَالَ تُلْقِى الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ وَيُلْقِيْنَ. وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ فَتَخَتَهَا.

১১৪১। জাবের ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক 'ঈদুল ফিতরের দিন নবী (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং খুতবার আগেই নামায পড়লেন। তারপর লোকজনের সামনে খুতবা দিলেন। খুতবা শেষ হলে তিনি (মিম্বার থেকে অবতরণ করে) মহিলাদের কাছে গেলেন এবং তাদেরকে নসীহত করলেন। সেই সময় তিনি বিলাল (রা)-র হাতের ওপর ভর দিয়েছিলেন। আর বিলাল (রা) তার কাপড় বিছিয়ে রেখেছিলেন। মহিলারা তাতে দান-খয়রাতের বস্তু নিক্ষেপ করছিলেন। কোন কোন মহিলা তাদের অলংকারাদি তাতে ছুড়ে দিচ্ছিলো এবং অন্যরা আরো অনেক কিছু ছুড়ে ফেলছিলো।

١١٤٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ اَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ.

১১৪২। 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে 'আব্বাস (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আর 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি 'ঈদুল ফিতরের দিন (নামাযের জন্য) রওয়ারনা হলেন, নামায পড়লেন, তারপর খুতবা দিলেন। তারপর মহিলাদের কাছে আসলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রা)। ইবনে কাসীর বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী শো'বার দৃঢ় ধারণা, রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদেরকে দান-খয়রাত করতে আদেশ করলে তারা তাদের অলংকারাদি খুলে খুলে ছুড়ে দিতে থাকলেন।

١١٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَمَشٰى اِلَيْهِنَّ وَبِلَالٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ.

১১৪৩। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমান করলেন, তাঁর কথা মহিলারা

শুনতে পাননি। তাই তিনি তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। বিলাল (রা)-ও তাঁর সাথে গেলেন। তিনি মহিলাদেরকে নসীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করতে আদেশ করলেন। তখন মহিলারা তাদের কানের রিং ও হাতের আংটি খুলে খুলে বিলালের কাপড়ের মধ্যে ছুড়ে ফেলতে লাগলেন।

١١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلاَلٌ يَجْعَلُهُ فِيْ كِسَائِهِ قَالَ فَقَسَّمَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ.

১১৪৪। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনি আরো বলেন, মহিলারা তাদের কানের রিং ও হাতের আংটি খুলে দিতে লাগলেন। আর বিলাল (রা) সেগুলো তার চাদরের মধ্যে তুলে নিতে থাকলেন। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেগুলো গরীব মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

بَابٌ يَخْطُبُ عَلٰى قَوْسٍ

অনুচ্ছেদ-২৫০ ঃ ধনুকে ভর দিয়ে খুতবা দেওয়া

١١٤٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ جَنَابٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوِّلَ يَوْمُ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ.

১১৪৫। ইয়াযীদ ইবনুল বারাআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সা)-কে 'ঈদের দিনে একটি ধনুক দেয়া হলে তিনি সেটির ওপর ভর দিয়ে খুতবা দিলেন।

بَابُ تَرْكِ الْأَذَانِ فِى الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ-২৫১ ঃ 'ঈদের নামাযে আযান নেই

١١٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ اَشَهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَنْزِلَتِيْ مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرَ فَاَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمَ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ

بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلاَ اِقَامَةً قَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ اِلَى اَذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ قَالَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৪৬। 'আবদুর রহমান ইবনে 'আবেস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ঈদের নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। আর যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আত্মীয়তার কারণে আমার ঘনিষ্ঠতা না থাকতো তাহলে শিশু হওয়ার কারণে তাঁর সাথে আমি নামাযে শরীক হতে পারতাম না। ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) কাসীর ইবনুস সালত-এর বাড়ির পাশে যে ঝাণ্ডা স্থাপন করা হয়েছিল সেখানে আসলেন এবং নামায পড়লেন, তারপর খুতবা দিলেন। ইবনে 'আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, এরপর নবী (সা) দান-খয়রাত করার আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের কান ও গলার দিকে ইশারা করতে থাকলে নবী (সা) বিলালকে তাদের কাছে পাঠালেন। বিলাল (রা) তাদের কাছে গেলেন এবং (দান-খয়রাতের সামগ্রীসহ) নবী (সা)-এর কাছে ফিরে আসলেন।

١١٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيْدَ بِلاَ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ اَوْ عُثْمَانَ شَكَّ يَحْيٰى.

১১৪৭। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা), আবূ বাক্র ও 'উমার অথবা (হাদীস বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়ার সন্দেহ) 'উসমান (রা) আযান ও ইকামত ছাড়াই 'ঈদের নামায পড়েছেন।

١١٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِى ابْنَ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ.

১১৪৮। জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে উভয় 'ঈদের নামায আযান ও ইকামত ছাড়া একবার কিংবা দুইবার নয়, অনেকবার পড়েছি।

بَابُ التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৫২ ঃ উভয় 'ঈদের তাকবীরসমূহ

١١٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى فِى الْاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا.

১১৪৯। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার নামাযে প্রথম রাক্'আতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে পাঁচবার তাকবীর বলতেন।

١١٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سِوٰى تَكْبِيْرَاتِ الرُّكُوْعِ.

১১৫০। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত।... উপরে বর্ণিত হাদীসের মত একই সনদ ও অর্থবোধক। ইবনে শিহাব (র) বলেন, রুকূর দু'টি তাকবীর ছাড়া।

١١٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْاُوْلٰى وَخَمْسٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْقِرَاْءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

১১৫১। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ 'ঈদুল ফিতরের নামাযের তাকবীর হলো প্রথম রাক্'আতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে পাঁচটি। আর উভয় রাক্'আতেই তাকবীরের পর কিরাআত পড়তে হবে।

١١٥٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ حَيَّانَ عَنْ أَبِىْ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ فِى الْاُوْلٰى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُكَبِّرُ اَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ سَبْعًا وَخَمْسًا.

১১৫২। 'আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সা) 'ঈদুল ফিতরের নামাযে প্রথম রাক্'আতে সাতটি তাকবীর বলতেন, অতঃপর কিরাআত পড়তেন, কিরাআত শেষে তাকবীর বলার পর দ্বিতীয় রাক্'আতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে চারবার তাকবীর বলে কিরাআত শুরু করতেন, এরপর রুকূ করতেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, ওয়াকী ও ইবনুল মুবারক (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, (প্রথম রাক্'আতে) সাতটি এবং (দ্বিতীয় রাক্'আতে) পাঁচটি তাকবীর বলতে হবে।

١١٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ أَبِىْ زِيَادِ الْمَعْنٰى قَرِيْبٌ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ اُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ اَبُوْ عَائِشَةَ وَاَنَا حَاضِرٌ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ.

১১৫৩। মাকহূল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র এক সহচর আবু 'আয়েশা আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবু মূসা আল-আশ'আরী ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে সা'ঈদ ইবনুল 'আস (র) জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈদুল ফিতর এবং 'ঈদুল আযহার নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে তাকবীর বলতেন? আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) বললেন, তিনি জানাযার নামাযের মত চারটি তাকবীর বলতেন। হুযায়ফা (রা) বললেন, তিনি (আবু মূসা) সঠিক বলেছেন। আবু মূসা (রা) বললেন, আমি বসরায় গভর্ণর থাকাকালে ('ঈদের নামাযে) এভাবেই তাকবীর বলতাম। আবু 'আয়েশা (রা) বলেন, সা'ঈদ ইবনুল 'আসের প্রশ্ন করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে 'ঈদের নামাযের তাকবীরের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফি'ঈর মতে 'ঈদের নামাযের প্রথম রাক্'আতে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি তাকবীর বলতে হবে। তবে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদের মতে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে তাকবীরে কিয়ামসহ পাঁচটি তাকবীর বলতে হবে এবং তাকবীরের পরে কিরাআত পড়তে হবে। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈর মতে প্রথম রাক্'আতে "তাকবীরে তাহরীমা" ছাড়া সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে "তাকবীরে কিয়াম" ছাড়া পাঁচটি তাকবীর বলতে হবে। ইমাম মালেক, আহমাদ ও শাফি'ঈ (র) দলীল হিসেবে উপরে বর্ণিত হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা), 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস (রা) এবং 'আমর ইবনে শু'আইব বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে প্রথম রাক্'আতে "তাকবীরে তাহরীমা" ছাড়া এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে "তাকবীরে কিয়াম" ছাড়া উভয় রাক্'আতেই তিনটি করে তাকবীর বলতে হবে। তাঁর মতে প্রথম রাক্'আতে কিরাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে কিরাআতের পরে তাকবীরগুলি বলতে হবে। দলীল হিসেবে তিনি উপরে মাকহুল (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেছেন। হাদীসটির বিষয়বস্তু হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামানের মত দুইজন সাহাবীর জাবানীতে বর্ণিত ও সমর্থিত হয়েছে। তারা এর উপর আমলও করেছেন (অনুবাদক)।

بَابُ مَا يُقْرَأُ فِى الأَضْحٰى وَالْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-২৫৩ ঃ 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার নামাযে কি পড়বে?

١١٥٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الاَضْحٰى وَالْفِطْرِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِقَافْ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.

১১৫৪। 'উবাইদুল্লাহ ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উতবা ইবনে মাস'উদ (র) থেকে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু ওয়াকেদ আল-লাইসী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন্ কোন্ সূরা পড়তেন? তিনি বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) সূরা "কাফ্ ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ" এবং সূরা "ইক্তারাবাতিস্ সা'আতু ওয়ান্-শাক্কাল কামারু" পড়তেন।

بَابُ الْجُلُوْسِ لِلْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ-২৫৪ ঃ খুতবা শোনার জন্য বসা

١١٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّيْنَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৫৫। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে 'ঈদের নামায পড়েছি। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ আমি এখন খুতবা দান করবো। কেউ খুতবা শোনার জন্য বসতে চাইলে বসবে, আর কেউ চলে যেতে চাইলে চলে যাবে। ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, 'আতা (র)-নবী (সা) সূত্রে হাদীসটি মুরসাল।

টীকা ঃ ইমাম নাসাঈ (র)-ও বলেছেন, এটি মহানবী (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনাটি ভুল। সঠিক হলো, এটি মুরসাল হাদীস (সম্পাদক)।

بَابُ الْخُرُوْجِ إِلَى الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرِيْقٍ

অনুচ্ছেদ-২৫৫ ঃ এক রাস্তায় 'ঈদগায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা

١١٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ وَرَجَعَ فِىْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ.

১১৫৬। ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। 'ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) এক পথে 'ঈদের নামায পড়তে ('ঈদগাহে) যেতেন এবং অন্য পথে ফিরে আসতেন।

بَابُ إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ لِلْعِيْدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

অনুচ্ছেদ-২৫৬ ঃ কোন কারণবশত ইমাম যদি 'ঈদের দিন নামায না পড়ান, তাহলে পরের দিন পড়াবেন

١١٥٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِىْ وَحْشِيَّةَ عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْطِرُوْا وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.

১১৫৭। আবু 'উমাইর ইবনে আনাস (র) থেকে তার কোন এক চাচার সূত্রে বর্ণিত, যিনি নবী (সা)-এর সাহাবী ছিলেন। নবী (সা)-এর নিকট একদল আরোহী এসে সাক্ষ্য দিলো যে, গতকাল তারা ('ঈদের) চাঁদ দেখেছে। তিনি লোকজনকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে এবং পরদিন প্রভাতে ঈদগাহে যেতে নির্দেশ দিলেন।

١١٥٨- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ أَخْبَرَنِي أُنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى فَنَسْلُكُ بَطْنَ بُطْحَانَ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى فَنُصَلِّيْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بُطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا.

১১৫৮। বাক্‌র ইবনে মুবাশ্‌শির আল-আনসারী (রা) বলেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীদের সাথে ঈদগাহে যেতাম। বাতনে বুতহান নামক প্রান্তর অতিক্রম করে আমরা ঈদগাহে যেতাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায আদায়ের জন্য। তারপর আমরা বাতনে বুতহানের পথেই আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করতাম।

টীকা : শিরোনামের সাথে এ হাদীসের বিষয়বস্তুর কোন সামঞ্জস্য নেই। কেউ কেউ বলেছেন, হয়ত কাতিবদের ত্রুটির জন্য অন্য অনুচ্ছেদের হাদীস এ অনুচ্ছেদে এসে গেছে (বাযলুল মাজহূদ) (অনু.)।

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

অনুচ্ছেদ-২৫৭ : ঈদের নামাযের পর অন্য নফল নামায পড়া সম্পর্কে

١١٥٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.

১১৫৯। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদগাহে গিয়ে (ঈদের) দুই রাক্'আত নামায আদায় করেন। ঈদের নামাযের পূর্বে বা পরে তিনি কোন নামায আদায় করেননি। এরপর তিনি বিলালকে সংগে নিয়ে মহিলাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার উপদেশ দিলেন। মহিলারা (বিলালের বিছানো চাদরের ওপর) নিজেদের কানের দুল ও গলার হার ছুড়ে ফেলতে থাকলেন।

بَابُ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْعِيْدَ فِى الْمَسْجِدِ اِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ

অনুচ্ছেদ-২৫৮ ঃ বৃষ্টির দিনে মসজিদে ঈদের নামায পড়া

١١٦٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ح وحَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْفَرَوِيِّيْنَ وَسَمَّاهُ الرَّبِيْعُ فِىْ حَدِيْثِهِ عِيْسَى بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِىْ فَرْوَةَ سَمِعَ أَبَا يَحْيٰى عُبَيْدَ اللّٰهِ التَّيْمِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِى الْمَسْجِدِ.

১১৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ঈদের দিন বৃষ্টি হতে থাকলে নবী (সা) সাহাবীদেরকে নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করেন।

অধ্যায় ঃ ৪

كِتَابُ صَلٰوةِ الاِسْتِسْقَاءِ

সালাতুল ইসতিস্‌কা (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

جُمَّاعُ اَبْوَابِ صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيْعِهَا

অনুচ্ছেদ-১ ঃ ইসতিস্‌কা নামায ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

١١٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاْةِ فِيْهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا وَاسْتَسْقٰى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

১১৬১। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে লোকজনকে নিয়ে বের হলেন এবং তাদেরকে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে দুই রাক্‌'আত নামায পড়েন, আর উভয় রাক্‌'আতে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করেন, এরপর স্বীয় চাদরখানা উল্টিয়ে নিলেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দু'আ করলেন এবং বৃষ্টি জন্য প্রার্থনা করলেন।

টীকা ঃ চাদর উল্টানোর নিয়ম হচ্ছে এই- পেছনের দিক থেকে গায়ের চাদরকে এমনভাবে উল্টিয়ে নিতে হয়, যেন নীচের অংশ উপরে, বাইরের দিক ভেতরে এবং ডানের দিক বামে চলে যায়। উদ্দেশ্য, আমাদের বর্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন কামনা করি (অনু.)।

١١٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ الْمَازِنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِيْ فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ سُلَيْمَانُ

بْنُ دَاوُدَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَقَرَأَ فِيهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرْحِ يُرِيدُ الْجَهْرَ.

১১৬২। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আব্বাদ ইবনে তামীম আল-মাযেনী (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি তার চাচাকে বলতে শুনেছেন, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের একজন, এক দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন এবং লোকজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন। সুলায়মান ইবনে দাউদের বর্ণনায় আছে, তিনি কিব্‌লামুখী হয়ে স্বীয় চাদরকে উল্টিয়ে নিয়েছেন, অতঃপর দুই রাক্‌'আত নামায পড়েছেন। ইবনে আবু যে'ব-এর বর্ণনায় আছে, তিনি উভয় রাক্‌'আতে কিরাআত পড়েছেন। ইবনুস সারাহ্-এর বর্ণনায় আরো আছে, তিনি কিরাআত উচ্চস্বরে পড়েছেন।

١١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ يَعْنِي الْحِمْصِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلٰوةَ قَالَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ.

১১৬৩। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) থেকে উক্ত হাদীসটি তাঁর নিজস্ব সনদে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য তিনি তার বর্ণনায় নামায পড়ার কথাটি উল্লেখ করেননি। রাবী বলেছেন, "তিনি (রাসূল সা.) তাঁর চাদরকে উল্টিয়ে পরেছেন। অর্থাৎ চাদরের ডান পার্শ্ব, যা তাঁর ডান স্কন্ধের উপর ছিল তা বাম কাঁধের উপরে এবং এর বাম পার্শ্ব যা বাম কাঁধের উপরে ছিল তা ডান কাঁধের উপরে করে দিলেন। অতঃপর সর্বশক্তিমান মহীয়ান আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।

١١٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلٰى عَاتِقِهِ.

১১৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন তাঁর দেহে একখানা কালো বর্ণের চাদর জড়ানো ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীচের অংশকে উপরে নিতে ইচ্ছে করলেন। কিন্তু তা ভারী বোধ হলে তিনি কাঁধের উপরে রেখেই তা উল্টিয়ে নিলেন।

بَابُ فِيْ أَيِّ وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى

অনুচ্ছেদ-২ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামায পড়াকালে চাদর কখন উল্টিয়ে পরবে?

١١٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ وَاَنَّهُ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ.

১১৬৫। আব্বাদ ইবনে তামীম (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য নামাযের উদ্দেশ্যে ঈদ্গাহের দিকে গেলেন এবং তিনি যখন দু'আ করার ইচ্ছে করলেন তখন কিবলামুখী হলেন ও স্বীয় চাদরখানাকে উল্টিয়ে নিলেন।

١١٦٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِىَّ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

১১৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল-মাযেনী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের দিকে গেলেন এবং বৃষ্টি প্রার্থনার নামায পড়লেন। তিনি যখন কিবলামুখী হলেন তখন নিজের চাদরখানা উল্টিয়ে নিলেন।

টীকা ঃ হাদীসটি ভারতীয় সংস্করণে আছে, কিন্তু বৈরূত বা রিয়াদ সংস্করণে অনুপস্থিত (সম্পাদক)।

١١٦٧- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ نَحْوَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ اَرْسَلَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُقْبَةَ وَكَانَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْئَلُهُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى زَادَ عُثْمَانُ فَرَقِىَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هٰذِهِ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْإِخْبَارُ لِلنُّفَيْلِىِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ.

১১৬৭। হিশাম ইবনে ইস্‌হাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কিনানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আল-ওয়ালীদ ইবনে উত্‌বা আমাকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ইসতিস্‌কার নামায' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। উস্‌মান ইবনে উকবা বলেন, ওয়ালীদ ইবনে উতবা সে সময় মদীনার শাসক ছিলেন। অতএব ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরাতন পোশাকে ভীত-বিহ্বল ও বিনয়ী অবস্থায় বের হয়ে ঈদগাহে উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি মিম্বারে আরোহণ করলেন 'কিন্তু প্রচলিত নিয়মে খুতবা পাঠ করেননি। বরং তিনি সারাক্ষণ কান্নাকাটি, দু'আ ও তাকবীর পাঠে রত ছিলেন। পরে ঈদের নামাযের মত দুই রাক্'আত নামায পড়েছেন।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ইসতিসকার নামাযে দুই হাত উপরে উত্তোলন করা

١١٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ وَعُمَرَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلٰى بَنِىْ اَبِى اللَّحْمِ اَنَّهُ رَاٰى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِىْ عِنْدَ اَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيْبًا مِّنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُوْ يَسْتَسْقِىْ رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لاَ يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ.

১১৬৮। বনী আবুল লাহ্‌মের মুক্তদাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আয-যাওরার' সন্নিকটে 'আহ্‌জারুয্‌ যায়েত' নামক স্থানে ইসতিস্‌কার নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় বৃষ্টি বর্ষণের জন্য হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দু'আ করেছেন। তিনি হস্তদ্বয় চেহারার সম্মুখে এতটা উপরে তুলেছেন যে, তা তাঁর মাথার উপরিভাগ অতিক্রম করেনি।

টীকা ঃ মদীনার পার্শ্ববর্তী আল-হাররা-তে অবস্থিত একটি স্থানের নাম আহজারুয-যায়েত। আয-যাওরা হলো মসজিদে নববীর কাছাকাছি বাজারের পার্শ্ববর্তী একটি স্থানের নাম (সম্পাদক)।

١١٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ قَالَ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ.

১১৬৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক লোক ক্রন্দনরত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। অতএব তিনি দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে অবিলম্বে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতিমুক্ত-কল্যাণকারী, তৃপ্তিদায়ক, সজীবতা প্রদানকারী, মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তাদের উপর ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে গেলো (মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হলো)।

١١٧٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الدُّعَاءِ اِلاَّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَاِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

১১৭০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিসকা ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি। তিনি হস্তদ্বয় এতটুকু উত্তোলন করতেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেত।

١١٧١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَلنَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَسْقِىْ هٰكَذَا يَعْنِىْ وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُوْنَهُمَا مِمَّا يَلِىَ الْاَرْضَ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ.

১১৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেছেন। অর্থাৎ তিনি হস্তদ্বয় প্রশস্ত করেছেন এবং এর তালুদ্বয় নীচে যমীনের দিকে রেখেছেন। এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি।

টীকা ঃ ইসতিসকার দু'আয় অন্যান্য দু'আর বিপরীত নিয়মে হাতের তালু নীচের দিকে এবং হাতের পিঠ উপরের দিকে রেখেই মোনাজাত করা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত (অনু.)।

١١٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْا عِنْدَ اَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ.

১১৭২। মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আহ্‌জারুয্ যায়েত' নামক স্থানের সন্নিকটে হস্তদ্বয় প্রসারিত করে দু'আ করতে দেখেছেন।

١١٧٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَا النَّاسُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَاَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِى الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا اِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِى الرَّفْعِ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ اَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَنْشَاَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَاْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَاٰى سُرْعَتَهُمْ اِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنِّى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادُهُ جَيِّدٌ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَقْرَءُوْنَ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَاِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ حُجَّةٌ لَهُمْ.

১১৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলো। তিনি একখানা মিম্বার স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তা তাঁর জন্য ঈদগাহে রাখা হলো এবং তিনি জনগণকে

প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি একদিন তাদেরকেসহ সেখানে যাবেন। আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উদিত হওয়ার পর বের হলেন ও মিম্বারের উপর উপবিষ্ট হলেন এবং তাক্‌বীর উচ্চারণ করে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমরা তোমাদের দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছ। অথচ আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ডাকো এবং প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। পরে তিনি বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি দয়ালু ও অতিশয় মেহেরবান, শেষ বিচারের দিনের অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। হে আল্লাহ! আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আপনি ধনবান সম্পদশালী। আর আমরা হচ্ছি রিক্ত ও মুখাপেক্ষী। অতএব আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং আপনি যা কিছু নাযিল করবেন, তা দ্বারা আমাদের জন্য প্রবল শক্তি ও প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছার ব্যবস্থা করে দিন। এরপর তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন এবং এত অধিক উত্তোলন করলেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়লো। পরে লোকজনের দিকে নিজ পৃষ্ঠ ফিরিয়ে দিলেন এবং চাদরখানা উল্টিয়ে নিলেন হস্তদ্বয় উত্তোলিত অবস্থায়। এরপর তিনি লোকজনের দিকে ফিরে মিম্বার থেকে অবতরণ করে দুই রাক্‌'আত নামায পড়লেন। এ সময় আল্লাহ তায়ালা এক খণ্ড মেঘের আবির্ভাব ঘটালেন, যার মধ্যে গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো এবং আল্লাহর ইচ্ছায় বৃষ্টি বর্ষিত হলো। এমনকি তিনি মসজিদ পর্যন্ত আসতে না আসতেই পথঘাট পানিতে প্লাবিত হয়ে গেল। যখন লোকজনকে বাড়ি-ঘরের দিকে দৌড়াতে দেখলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেল। তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল এবং আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। এতদসত্ত্বেও হাদীসটির সনদ চমৎকার। এ হাদীসের ভিত্তিতে মদীনাবাসীগণ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ। অর্থাৎ মীমের সাথে আলিফ ছাড়াই এ শব্দটি পড়ে থাকেন এবং এ হাদীসই হচ্ছে তাদের দলীল।

١١٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَصَابَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ قَحْطٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ اِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ هَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَهُ وَدَعَا قَالَ اَنَسٌ وَاِنَّ السَّمَاءَ كَمِثْلِ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيْحٌ ثُمَّ اَنْشَأَتْ سَحَابَةٌ ثُمَّ

اِجْتَمَعَتْ ثُمَّ اَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيْهَا فَخَرَجْنَا نَخُوْضُ الْمَاءَ حَتّٰى اَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ يَزَلِ الْمَطَرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَقَامَ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّحْبِسَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَنَظَرْتُ اِلَى السَّحَابِ يَتَصَدَّعُ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ كَاَنَّهُ اِكْلِيْلٌ.

১১৭৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় মদীনাবাসী দুর্ভিক্ষে পতিত হলো। সে সময় একদা তিনি জুমু'আয় আমাদেরকে খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়া-ছাগল সব ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতএব তিনি হাত প্রসারিত করে দু'আ করলেন। আনাস (রা) বলেন, এতক্ষণ নাগাদ আকাশ মেঘমুক্ত স্বচ্ছ কাঁচের মত পরিষ্কার ছিল, হঠাৎ বায়ু প্রবাহিত হলো এবং এক খণ্ড মেঘ প্রস্তুত হয়ে গেল, অতঃপর বিভিন্ন খণ্ড একত্র হয়ে আকাশ এমনভাবে বর্ষিত হলো, যেন সে তার রশি খুলে দিয়েছে (অর্থাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো)। আর আমরা এমনভাবে বের হলাম যে, অবশেষে পানি ঠেলে নিজেদের বাড়িঘরে আসলাম এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত একটানা বর্ষণ হতে থাকলো। আর এ জুমু'আয় উক্ত ব্যক্তি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ঘর-বাড়ি ধসে গেছে, সুতরাং তা বন্ধ করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তার কথায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচ্‌কি হাসলেন এবং বললেন, (হে আল্লাহ!) আমাদের আশেপাশে (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপরে নয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মেঘের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তা মদীনার আশেপাশে উঁচু উঁচু সুদৃশ্য চূড়ার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

١١٧٥- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا وَسَاقَ نَحْوَهُ.

১১৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্তদ্বয় স্বীয় চেহারা বরাবর উত্তোলন করলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি বর্ষণ করো। বর্ণনাকারী এরপর পূর্বের হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

١١٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ. هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

১১৭৬। আমর ইবনে শু'আইব (র) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন তখন তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকে ও প্রাণীদেরকে পানি দান করো এবং তোমার দয়া ও অনুগ্রহ বিস্তীর্ণ করো, আর তোমার মৃত শহর (ভূমিকে) জীবিত করো"।

بَابُ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সূর্যগ্রহণের নামায

١١٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَخْبَرَنِيْ مَنْ أُصَدِّقُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيْدُ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا شَدِيْدًا يَقُوْمُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتّٰى اِنَّ رِجَالاً يَوْمَئِذٍ لَيُغْشٰى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ حَتّٰى اَنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا رَفَعَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتّٰى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَاِذَا كُسِفَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ.

১১৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামাযে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে রুকূ করলেন আবার দাঁড়ালেন। আবার রুকূ করলেন এবং পুনরায় দাঁড়ালেন। অতঃপর রুকূ করলেন। এভাবে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন এবং প্রত্যেক রাক্'আতে তিনটি করে রুকূ করার পর সিজদা করলেন। অবশেষে ক'জন লোক, যারা সেদিন তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়িয়েছিল, অজ্ঞান হয়ে পড়লো। ফলে তাদের উপর বালতি থেকে পানি ঢেলে দেয়া হলো। তিনি যখন রুকূ করেছেন তখন 'আল্লাহু আকবার', আর যখন তা থেকে মাথা উত্তোলন করেছেন তখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেছেন এবং তাঁর এ অবস্থা সূর্য গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরে তিনি বললেন ঃ বস্তুত কারোর জন্ম কিংবা মৃত্যুর কারণে সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং উভয়টি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। তিনি এ দু'টির দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। অতএব যখন এর গ্রহণ হবে তখন তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নামাযের দিকে ধাবিত হবে।

টীকা ঃ জাহিলী যুগে লোকদের ধারণা ছিল যে, কোন মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে পৃথিবীর মানুষ যেমন শোক প্রকাশ করে, তেমনি আকাশের চন্দ্র-সূর্যও শোক প্রকাশ করে থাকে, আর সেটাই চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীম যেদিন মারা যান সেদিন মক্কার আকাশে সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তাতে অনেক মুসলমানের মনেও পুরাতন ধারণাটি উদিত হয়েছিল এবং এ জাতীয় কথাবার্তাও চলছিল। সুতরাং নবী (সা) তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণাটি নিরসন করার জন্য উল্লিখিত বাক্যটি বলেছিলেন (অনু.)।

بَابُ مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যিনি বলেন, (সূর্যগ্রহণের নামাযে) চার রুকূ'

١١٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذٰلِكَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ اِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُوْنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الثَّالِثَةَ دُوْنَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُوْدِ فَسَجَدَ

سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيْهَا رَكْعَةٌ اِلاَّ الَّتِىْ قَبْلَهَا اَطْوَلُ مِنَ الَّتِىْ بَعْدَهَا اِلاَّ اَنَّ رُكُوْعَهُ نَحْوٌ مِّنْ قِيَامِهِ قَالَ ثُمَّ تَأَخَّرَ فِىْ صَلٰوتِهِ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوْفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِىْ مَقَامِهِ وَتَقَدَّمْتِ الصُّفُوْفُ فَقَضَى الصَّلٰوةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ.

১১৭৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলো। আর সেদিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহীমেরও মৃত্যু হয়েছিল। লোকেরা মন্তব্য করলো, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই (সূর্য) গ্রহণ লেগেছে। এরপর তিনি লোকজনসহ চার সিজদা ও ছয় রুকূসহ নামায পড়েছেন (অর্থাৎ নামায ছিল মোট দুই রাক্‘আত এবং প্রত্যেক রাক্‘আতে ছিল তিন রুকূ ও দুই সিজদা)। তিনি (রাসূল সা.) তাকবীর দ্বারা নামায আরম্ভ করেন ও কিরাআত পড়েন এবং কিরাআতকে অত্যধিক লম্বা করেন। এরপর যে পরিমাণ সময় দণ্ডায়মান ছিলেন প্রায় অনুরূপ রুকূর মধ্যে কাটান। পরে মস্তক উত্তোলন করলেন এবং প্রথমবারের চেয়ে কিছুটা কম সময় কিরাআত পাঠ করেন। পরে প্রায় দাঁড়ানোর সমপরিমাণ সময় রুকূতে কাটান। আবার মস্তক উত্তোলন করেন এবং দ্বিতীয় বারের কিরাআতের চেয়ে কিছুটা কম তৃতীয় বারের কিরাআত পড়েন। অতঃপর প্রায় দাঁড়ানো সমপরিমাণ সময় রুকূতে কাটান। এরপর মস্তক উত্তোলন করেন, তারপর সিজদার জন্য নুয়ে পড়েন এবং দু'টি সিজদা করেন। পরে দাঁড়িয়ে যান এবং সিজদা করার পূর্বে (প্রথম রাক্‘আতের মত) তিন রুকূ করেন। পরের বারের তুলনায় প্রথমবারে যে অস্বাভাবিক লম্বা রুকূ করেছেন এ উভয় রুকূর মাঝখানে তিনি অন্য কোন রুকূ করেননি। অবশ্য প্রত্যেকটি রুকূ প্রায় দাঁড়ানোর সমপরিমাণ দীর্ঘ ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূল সা.) এক সময় নামাযের মধ্যেই পেছনের দিকে সরে গেলেন, সুতরাং গোটা কাতারগুলোও তাঁর সাথে সাথে সরে গেল। পুনরায় তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁর পূর্বস্থানে দাঁড়ালেন এবং সমস্ত কাতারগুলোও সম্মুখে অগ্রসর হলো। এভাবে তিনি নামায সমাপ্ত করলেন এবং এ সময়ের মধ্যে সূর্যও গ্রহণমুক্ত হলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে মানুষেরা! নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যকার দু'টি নিদর্শন। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর দরুন এ দু'টির গ্রহণ হয় না। সুতরাং যখন তোমরা এর কোন কিছু দেখো তখন তা গ্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়ো। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

টীকা ঃ চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ লাগলে নামায দুই রাক্'আতই পড়তে হয়, তাতে কোন ইমামের দ্বিমত নেই। অবশ্য কিরাআত প্রকাশ্যে অথবা চুপে চুপে পড়া এবং প্রত্যেক রাক্'আতে রুকূ ক'টি হবে এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। এ বিষয়ে সাহাবাদের থেকেও বিভিন্ন রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক ও আহমাদ বলেন, কিরাআত প্রকাশ্যে পড়তে হবে ঈদ ও জুমু'আর মত। ইমাম শাফিয়ী ও আবূ হানীফা বলেন, কিরাআত চুপে চুপে পড়তে হবে। আর একই রাক্'আতে একাধিক রুকূ সম্বলিত নামায নযীরবিহীন। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, একই রাক্'আতে একাধিক রুকূর উল্লেখ বর্ণনাকারীর ভ্রম (অনু.)।

١١٧٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذٰلِكَ فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১১৭৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক প্রচণ্ড গরমের দিনে সূর্যগ্রহণ হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং কিয়াম এত দীর্ঘ করলেন যে, লোকেরা সংজ্ঞা হারিয়ে লুটে পড়ছিল। তিনি রুকূ করলেন, তাও অনেক লম্বা করেছিলেন। আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তাও অনেক লম্বা করলেন। পুনরায় রুকূ করলেন; তাও লম্বা করলেন। আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তাও অনেক লম্বা করলেন। অতঃপর দুই সিজদা করলেন। পরে উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয় রাক্'আতেও প্রায় প্রথম রাক্'আতের অনুরূপ করলেন। ফলে গোটা নামায চার রুকূ ও চার সিজদাবিশিষ্ট হলো। এরপর রাবী পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন (সহীহ মুসলিমে সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)।

١١٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً

طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَاءَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّنْصَرِفَ.

১১৮০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দিকে বের হলেন। তিনি আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করেন আর লোকেরা তাঁর পছনে সারিবদ্ধ হলো। এরপর তিনি লম্বা কিরাআত পড়লেন, অতঃপর তাকবীর উচ্চারণ করে লম্বা রুকূ করলেন। পরে মাথা তুললেন এবং "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বললেন। এরপর সোজা দাঁড়িয়ে লম্বা কিরাআত পড়লেন। অবশ্য তা প্রথম বারের কিরাআতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। আবার তাকবীর পড়ে লম্বা রুকূ করলেন। অবশ্য তা প্রথমবারের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়ালকাল হাম্‌দ" বললেন। পরে দ্বিতীয় রাক্‌'আতেও অনুরূপই করলেন। এভাবে তিনি গোটা নামায চার রুকূ ও চার সিজদার দ্বারা আদায় করলেন। নামায থেকে অবসর হবার পূর্বেই সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে গেল।

١١٨١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ مِثْلَ حَدِيْثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

১১৮১। কাসীর ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়েছেন... অবশিষ্ট বর্ণনা উরওয়া-আয়েশা (রা)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ যে, তিনি দুই রাক্‌'আত নামায পড়েছেন এবং প্রত্যেক রাক্‌'আতে দু'টি করে রুকূ করেছেন।

١١٨٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَقِيْقٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَقَرَأَ سُوْرَةً مِّنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةً مِنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ حَتّٰى انْجَلٰى كُسُوْفُهَا.

১১৮২। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (সাহাবীদেরকে) নিয়ে নামায পড়লেন এবং তাতে একটি সুদীর্ঘ সূরা পড়েন, আর পাঁচটি রুকূ ও দু'টি সিজদা করেন। পরে দ্বিতীয় রাক্'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যান এবং তাতেও একটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করেন ও পাঁচটি রুকূ এবং দু'টি সিজদার দ্বারা এ রাক্'আতও সমাপ্ত করেন। অতঃপর যেভাবে তিনি কিবলামুখী ছিলেন সেভাবে বসে দু'আ করতে থাকেন। অবশেষে সূর্য গ্রহণমুক্ত হয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।

١١٨٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلّٰى فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرٰى مِثْلُهَا.

১১৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়েছেন। তাতে তিনি কিরাআত পাঠ করে রুকূ করেছেন, আবার কিরাআত পাঠ করে পরে রুকূ করেছেন, পুনরায় কিরাআত পাঠ করে পরে রুকূ করেছেন, আবার কিরাআত পাঠ করে রুকূ করেছেন, অতঃপর সিজদা করেছেন এবং দ্বিতীয় রাক্'আতেও অনুরূপ করেছেন (অর্থাৎ প্রত্যেক রাক্'আতে চারটি রুকূ করেছেন)।

١١٨٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ ابْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِيْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بَيْنَمَا اَنَا وَغُلاَمٌ مِنَ الْاَنْصَارِ نَرْمِيْ غَرَضَيْنِ لَنَا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ فِيْ عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْاُفُقِ اِسْوَدَّتْ حَتّٰى اٰضَتْ كَاَنَّهَا تَنُّوْمَةٌ فَقَالَ اَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللّٰهِ لَيُحْدِثَنَّ شَاْنَ هٰذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اُمَّتِهِ حَدَثًا قَالَ فَدَفَعْنَا فَاِذَا هُوَ بَارِزٌ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلّٰى فَقَامَ بِنَا كَاَطْوَلَ مَا قَامَ بِنَا فِيْ صَلٰوةٍ قَطُّ لاَنَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَاَطْوَلَ مَا رَكَعَ بِنَا فِيْ صَلٰوةٍ قَطُّ لاَنَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا قَالَ ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَاَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِيْ صَلٰوةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْسِ جُلُوْسِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَشَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَشَهِدَ اَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ سَاقَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৮৪। সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আনসারী এক যুবক তীর চালনার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম, যখন সূর্য পূর্ব দিগন্তে মানুষের নজরে আনুমানিক দুই অথবা তিন তীর পরিমাণ উপরে উঠেছে। তা এমন কালো বিবর্ণ হয়েছিল যে, দেখতে যেন কালোজিরা বা কালো একটি ফল। তখন আমাদের একজন তার সঙ্গীকে বললো, চলো আমরা মসজিদের দিকে যাই। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাঁর উম্মাতের মধ্যে এ সূর্যের দরুন নিশ্চয়ই নতুন কিছু ঘটেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সেদিকে গিয়ে দেখি, তিনি (ঘর থেকে) বের হয়েছেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নামায পড়া শুরু করেছেন। আর আমাদেরকে নিয়ে নামাযের মধ্যে তিনি এত অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, এর পূর্বে আর কখনো এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াননি। কিন্তু নামাযের মধ্যে আমরা তাঁর কোন শব্দ শুনতে পাইনি (অর্থাৎ চুপে চুপে কিরাআত পড়েছেন)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে রুকূ করলেন এবং এত দীর্ঘ রুকূ করলেন যে, এর আগে তিনি নামাযে কখনো এত দীর্ঘ রুকূ করেননি। এখানেও আমরা তাঁর (পাঠের) কোন শব্দ শুনতে পাইনি। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, এর পূর্বে নামাযের মধ্যে কখনো এরূপ

সিজদা করেননি। এবারও আমরা তাঁর কোন শব্দ শুনতে পাইনি। এরপর দ্বিতীয় রাক্'আতেও অনুরূপ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি দ্বিতীয় রাক্'আতে বসা অবস্থায় থাকতেই সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে গেল। পরে তিনি সালাম ফিরালেন এবং দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র যথাযথ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি তাঁর বান্দাহ্ ও রাসূল। অতঃপর আহ্মাদ ইবনে ইউনুস (র) তার রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণের বর্ণনা দেন।

١١٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِيِّ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاٰيَاتُ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا كَأَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ.

১১৮৫। কাবীসা আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলো। তখন তিনি স্বীয় কাপড় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে অত্যন্ত ভীতিগ্রস্তভাবে বের হলেন। এ সময় আমি তাঁর সাথে মদীনায় ছিলাম। তিনি দুই রাক্'আত নামায পড়লেন এবং এর মধ্যে কিয়াম অত্যধিক দীর্ঘায়িত করলেন। পরে যখন নামায থেকে অবসর হলেন তখন সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয় এগুলো হচ্ছে নিদর্শন, এর দ্বারা মহান আল্লাহ (বান্দাদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করেন। অতএব যখন তোমরা এটা দেখবে, তখন তোমরা এর পূর্বে সদ্য যে ফরয (ফজর) নামাযটি পড়েছ তদ্রূপ নামায পড়বে।

টীকা ঃ হাদীসে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় দুপুরের পূর্বেই সূর্যগ্রহণ লেগেছিল এবং এর পূর্বে যে ফরয নামাযটি তাঁরা পড়েছিলেন সেটি ছিল 'ফজর'-এর নামায। সুতরাং হানাফী মাযহাব অনুসারীগণ বলেন, সূর্যগ্রহণের নামায দুই রাক্'আতবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক রাক্'আতে একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অতএব এ হাদীস তাদের দলীল (অনু.)।

١١٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مُوْسٰى قَالَ حَتّٰى بَدَتِ النُّجُوْمُ.

১১৮৬। হিলাল ইবনে আমের (র) থেকে বর্ণিত। কাবীসা আল-হিলালী (রা) তাকে বলেছেন, সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। অবশ্য তাঁর বর্ণনাটি পূর্বে বর্ণিত মূসার হাদীসের অনুরূপ। তিনি আরো বলেন, গ্রহণের দরুন সূর্য এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল যে, তারকারাজি পর্যন্ত প্রতিভাত হচ্ছিল।

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কুসূফের নামাযের কিরাআত

١١٨٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّىْ حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ كُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَنِىْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ اَنَّهُ قَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ اَنَّهُ قَرَأَ بِسُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ.

১১৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর থেকে) বের হলেন এবং লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি (নামাযে) এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন যে, আমি তাঁর কিরাআতের অনুমান করে দেখেছি যে, তিনি সূরা বাকারা পড়েছেন। বর্ণনাকারী অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি দুই সিজদা করেছেন। পরে তিনি দাঁড়িয়ে এত দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেছেন যে, আমি তাঁর কিরাআতের পরিমাণ অনুমান করেছি যে, তিনি সূরা আলে ইমরান পাঠ করেছেন।

١١٨٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِىْ أَبِىْ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِىُّ أَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً فَجَهَرَ بِهَا يَعْنِىْ فِىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ.

১১৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেছেন এবং তা উচ্চস্বরে পড়েছেন অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের নামাযে।

١١٨٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً بِنَحْوِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১১৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন এবং তাঁর সাথের লোকজনও। তিনি (নামাযে) এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন যে, তা প্রায় সূরা আল-বাকারা (পাঠ করার) সমপরিমাণ, অতঃপর রুকূ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী হাদীসের অবশিষ্ট অংশটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ يُنَادِيْ فِيْهَا بِالصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে অংশগ্রহণের জন্য লোকজনকে আহ্বান

١١٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَنَادٰى اِنَّ الصَّلٰوةَ جَامِعَةٌ.

১১৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সে ঘোষণা করলো, নামাযের জামা'আত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে (অতএব তোমরা সমবেত হও)।

بَابُ الصَّدَقَةِ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দান-খয়রাত করার নির্দেশ

١١٩١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوْا وَتَصَدَّقُوْا.

১১৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো মৃত্যু এবং জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা তা দেখবে তখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করো, তাকবীর পড়ো এবং সাদাকা (দান-খয়রাত) করো।

بَابُ الْعِتْقِ فِيْهَا

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দাস মুক্ত করা

١١٩٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُ بِالْعِتَاقَةِ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ.

১১৯২। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) সূর্যগ্রহণের নামাযের সময় দাসত্বমুক্ত করার আদেশ দিতেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ যিনি বলেন, (সূর্যগ্রহণের সময়) দুই রাক্‘আত নামায পড়বে

١١٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ ابْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتّٰى انْجَلَتْ.

১১৯৩। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ লাগলে তাতে তিনি দুই দুই রাক্'আত করে নামায পড়েছেন এবং সূর্য গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত দু'আ করেছেন।

١١٩٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْأُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ نَفَخَ فِيْ اٰخِرِ سُجُوْدِهِ فَقَالَ اُفْ اُفْ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اَلَمْ تَعِدْنِيْ اَنْ لاَّ تُعَذِّبَهُمْ وَاَنَا فِيْهِمْ اَلَمْ تَعِدْنِيْ اَنْ لاَّ تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ فَفَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلٰوتِهِ وَقَدِ امْحَصَتِ الشَّمْسُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১১৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন যে, রুকূ করার সম্ভাবনাই থাকলো না। অবশ্য পরে রুকূ করলেন। আবার এত দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন যে, মস্তক উঠাবার সম্ভাবনাই থাকলো না, কিন্তু পরে উঠালেন। আবার এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, সিজদা করার সম্ভাবনাই ছিল না। পরে সিজদা করলেন। আবার এত দীর্ঘক্ষণ সিজদা করলেন যে, মাথা উঠানোর সম্ভাবনাই থাকলো না, পরে উঠালেন। আবার এত দীর্ঘক্ষণ উঠালেন যে, সিজদা করবেন বলে মনে হলো না। পরে সিজদা করলেন। আবার তাতে এত দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকলেন যে, মাথা উঠাবার খেয়ালই থাকলো না, অবশ্য পরে উঠালেন এবং দ্বিতীয় রাক্'আতেও অনুরূপ করলেন। পরে তিনি সর্বশেষ সিজদার মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলেন এবং উহঃ উহঃ বললেন। অতঃপর বললেন ঃ হে আমার প্রভু! তুমি কি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমার বর্তমানে তুমি তাদেরকে শাস্তি দিবে না? তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করোনি যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকলে তুমি তাদেরকে আযাব দিবে না? এ বলে তিনি নামায থেকে অবসর হলেন। এতক্ষণে সূর্য উন্মুক্ত হয়ে গেলো। এরূপে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

١١٩٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَتَرَمّٰى بِأَسْهُمٍ فِىْ حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ مَا اَحْدَثَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسُوْفُ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ بِسُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

১১৯৫। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমি একদিন তীর চালনার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ লাগলো। আমি তীরগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে (মনে মনে) বললাম, আজ সূর্যগ্রহণের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যে নতুন ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, আমি তা অবশ্যই স্বচক্ষে দেখবো। সুতরাং আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং দেখলাম, তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলিত অবস্থায় তাসবীহ, হাম্‌দ, কলেমা এবং দু'আ পাঠ করে যাচ্ছেন। অবশেষে সূর্য গ্রাসমুক্ত হয়ে গেল। তিনি দু'টি সূরার দ্বারা দুই রাক্'আত নামায পড়লেন।

بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ অন্ধকার ও আতঙ্কাবস্থায় নামায পড়া

١١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَاَتَيْتُ اَنَسًا فَقُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ يُصِيبُكُمْ مِثْلَ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتِ الرِّيْحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ.

১১৯৬। উবায়দুল্লাহ ইবনুন-নাদর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন, একদা আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সময় অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছিল। তখন আমি আনাস (রা)-র নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু হাম্‌যা! আজকের মত কোন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আপনারা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন কি? তিনি বললেন, "আল্লাহ্ পানা! যদি বাতাস একটু প্রবল বেগে প্রবাহিত হতো তাহলে আমরা কিয়ামত হবার আশংকায় দ্রুত দৌড়িয়ে মসজিদে যেতাম।

بَابُ السُّجُوْدِ عِنْدَ الْاٰيَاتِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ বিপদের আলামত দেখে সিজদা করা

١١٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَاتَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيْلَ لَهُ تَسْجُدُ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا وَاَيُّ اٰيَةٍ اَعْظَمُ مِنْ ذِهَابِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৯৭। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক পত্নী ইনতেকাল করেছেন। একথা শোনামাত্র তিনি সিজদায় লুটে পড়লেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ সময় সিজদা করার কি হেতু হতে পারে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন বিপদ দেখো, তখন সিজদা করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী বিয়োগের চেয়ে বড় বিপদ আর কি হতে পারে!

অধ্যায় ঃ ৫

كِتَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ

সফরকালীন নামায

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মুসাফিরের নামায

١١٩٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِيْ صَلٰوةِ الْحَضَرِ.

১১৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবাসে এবং সফরে নামায দুই দুই রাক্‌'আত করে ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু পরে সফরের নামায যথারীতি ঠিক রাখা হয়েছে এবং আবাসের নামাযের মধ্যে বর্ধিত করা হয়েছে।

١١٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا خُشَيْشٌ يَعْنِي ابْنَ أَصْرَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَرَأَيْتَ اقْصَارَ النَّاسِ الصَّلٰوةَ الْيَوْمَ وَانَّمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَقَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

১১৯৯। ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা))-কে জিজ্ঞেস করলাম, আজকাল লোকেরা যে নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করে এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? কেননা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "যদি তোমরা কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত হবার আশংকা করো..." (৪ ঃ ১০১)। অথচ

বর্তমানে আমরা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ। উমার (রা) বললেন, তুমি যে বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছো, আমিও এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করেছিলাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বলেছেন ঃ এটি একটি সাদাকা বা অনুদান, যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর অনুদানকে গ্রহণ করো।

টীকা ঃ সফররত অবস্থায় চার রাক্'আতবিশিষ্ট নামায কসর হওয়াটাকে আল্লাহ প্রদত্ত সাদাকা বা অনুদান বলা হয়েছে এবং তা পালন করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। অতএব ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, মুসাফিরের জন্য "কসর" করা ওয়াজিব, পূর্ণ চার রাক্'আত পড়লে গুনাহ হবে (অনু.)।

١٢٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ.

১২০০। এই সনদ সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ مَتٰى يَقْصِرُ الْمُسَافِرُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ মুসাফির কখন কসর পড়বে?

١٢٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيْدَ الْهَنَائِىِّ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَنَسٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ اَمْيَالٍ اَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ شَكَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ.

১২০১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াযীদ আল-হুনায়ী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে নামায কসর করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম। আনাস (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন মাইল অথবা তিন ফার্‌সাখ্ দূরত্বের সফরে বের হতেন, তখন নামায দুই রাক্'আত পড়তেন।

টীকা ঃ আরবী পরিভাষায় তিন মাইলে এক 'ফার্‌সাখ' হয় (অনু.)।

١٢٠٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১২০২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনায় যুহ্রের নামায চার রাক্‌'আত এবং যুলহুলাইফায় আসরের দুই রাক্‌'আত পড়েছি।

بَابُ الْاَذَانِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সফরে আযান দেয়া

١٢٠٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمُعَافِرِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَعْجِبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلٰوةِ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

১২০৩। উকবা ইবনে 'আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমার মহাপরাক্রমশালী প্রভু এমন এক মেষপালকের কর্মে মুগ্ধ হন, যে পর্বতের চূড়ায় নামাযের জন্য আযান দিয়ে নামায পড়ে। তখন আল্লাহ তায়ালা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে তাকাও। সে আমার ভয়ে আযান দেয় এবং নামায কায়েম করে। ফলে আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে দিয়েছি এবং তাকে আমি বেহেশতে প্রবেশ করাবো।

بَابُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَشُكُّ فِى الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যে মুসাফির ওয়াক্ত সম্বন্ধে সন্দিহান অবস্থায় নামায পড়ে

١٢٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمِسْحَاجِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ فَقُلْنَا اَزَالَتِ الشَّمْسُ اَوْ لَمْ تَزُلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِ.

১২০৪। আল-মিসহাজ ইবনে মূসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে থাকতাম, আমরা বলাবলি করতাম সূর্য কি পশ্চিমাকাশে ঝুঁকেছে না কি ঝুঁকেনি? অথচ তিনি এ সময় (আমাদেরকে নিয়ে) নামায পড়তেন এবং পরে সে স্থান হতে রওয়ানা করতেন।

টীকা ঃ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, ওয়াক্তের পূর্বেই নামায পড়া হয়েছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যুহরের নামায একেবারে ওয়াক্তের শুরুতেই পড়া হয়েছে (অনু.)।

١٢٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى حَمْزَةُ الْعَائِذِىُّ رَجُلٌ مِنْ بَنِى ضَبَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتّٰى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَاِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ.

১২০৫। দাব্বাহ গোত্রীয় হাম্‌যা আল-আইযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন মনযিলে যাত্রাবিরতি করতেন তখন যুহরের নামায না পড়ে তথা থেকে পুনরায় রওয়ানা করতেন না। এক ব্যক্তি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, যদিও তখন ঠিক দুপুর হয় তবুও? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তখন ঠিক দুপুরও হয়।

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা

١٢٠٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَخْبَرَهُمْ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاَخَّرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا.

১২০৬। আবুত-তুফাইল 'আমের ইবনে ওয়াসেলা (র) থেকে বর্ণিত। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) তাদেরকে অবহিত করেছেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবূকের যুদ্ধে গমন করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশা'র নামায একত্রে পড়েছেন। অতএব তিনি নামায পড়তে দেরী করলেন, পরে বের হয়ে যুহর ও আসর নামায একত্রে

পড়লেন। তিনি আবার (তাঁবুর) ভেতর চলে গেলেন এবং তারপর বের হয়ে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়লেন।

টীকা ঃ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নামায নিজ নিজ ওয়াক্তের মধ্যেই পড়া হয়েছে। যেমন এক নামায তার সর্বশেষ এবং আর এক নামায তার সর্বপ্রথম ওয়াক্তে পড়া হয়েছে। কিন্তু বাহ্যত উভয় নামাযকে একই ওয়াক্তে পড়া হয়েছে বলে দেখাচ্ছিল, এটা হানাফী মাযহাবের অভিমত। অন্যান্য মাযহাবমতে উক্ত অবস্থায় একই ওয়াক্তে দুই নামায পড়া জায়েয (অনু.)।

١٢٠٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلٰى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَارَ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُوْمُ فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَجِلَ بِهِ اَمْرٌ فِىْ سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ فَسَارَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

১২০৭। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা)-এর নিকট তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যা (রা)-র অন্তিম অবস্থার সংবাদ পৌছল। তখন তিনি মক্কায় ছিলেন। অতএব তিনি (মদীনায়) রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে সূর্য অস্ত গেল এমনকি নক্ষত্রও প্রকাশিত হলো, (তিনি তখনও মাগরিবের নামায পড়েননি)। অতঃপর তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যদি সফরে কোথাও দ্রুত গমন করার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি এই দুই ওয়াক্তের নামায (মাগরিব ও এশা) একত্র করতেন। এই বলে তিনি তার সফর অব্যাহত রাখলেন, এ সময়ের মধ্যে পশ্চিমাকাশের লালিমা পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর তিনি (সওয়ারী থেকে) অবতরণ করে উভয় নামায একত্রে পড়লেন।

١٢٠٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاِنْ يَّرْتَحِلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِى الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذٰلِكَ اِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاَنْ يَّرْتَحِلَ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ

ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَّيْثِ.

১২০৮। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকের যুদ্ধে ছিলেন। (সফরকালে তাঁর এই নিয়ম ছিল যে), যদি তিনি কোথাও রওয়ানা হবার পূর্বে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঝুঁকে যেতো, তাহলে যুহর ও আসরের নামায একত্র করতেন, আর যদি সূর্য পশ্চিমাকাশে কাত হবার আগেই কোথাও রওয়ানা হতেন, তাহলে যুহরকে দেরী করে পড়তেন, অবশেষে আসরের জন্য অবতরণ করতেন (এবং দুই নামায একত্রে পড়তেন)। মাগরিবের বেলায়ও তিনি অনুরূপ করতেন। অর্থাৎ রওয়ানা হবার পূর্বে যদি সূর্য অস্ত যেতো তাহলে মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়তেন। আর যদি সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে রওয়ানা করতেন তাহলে এশার জন্য অবতরণ করা পর্যন্ত মাগরিবকে দেরী করতেন, পরে উভয় নামায একত্রে পড়তেন।

١٢٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيْ مَوْدُوْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ اِلاَّ مَرَّةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يُرْوٰى عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ لَمْ يُرَ ابْنُ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ اِلاَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَعْنِيْ لَيْلَةَ اسْتُصْرِخَ عَلٰى صَفِيَّةَ. وَرُوِيَ مِنْ حَدِيْثِ مَكْحُوْلٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذٰلِكَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ.

১২০৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের মধ্যে একবার ব্যতীত মাগরিব ও এশার নামায কখনো একত্র করেননি। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি আইউব-নাফে'-ইবনে উমার (রা) সূত্রে 'মওকূফ' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যেদিন (তার স্ত্রী) সাফিয়্যার মৃত্যু সংবাদে ইবনে উমার মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন কেবল সেদিনই নাফে' (র) ইবনে উমারকে দুই নামায একত্র করতে দেখেছেন, এছাড়া অন্য কোন সময় নয়। অপরদিকে মাকহূল-নাফে' থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনে উমার (রা)-কে একবার অথবা দু'বার এরূপ করতে দেখেছেন।

١٢١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلاَ سَفَرٍ. قَالَ مَالِكٌ اَرٰى ذٰلِكَ كَانَ فِىْ مَطَرٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا إِلٰى تَبُوكَ.

১২১০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শত্রুর কোন প্রকারের ভয়-ভীতি এবং সফর ব্যতিরেকেই যুহর ও আসর একসঙ্গে এবং মাগরিব ও এশা একসঙ্গে একত্র করেছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমার ধারণামতে বৃষ্টি-বাদলের কারণেই এমনটি করা হয়ে থাকবে। কিন্তু কুররা ইবনে খালিদ-আবু যুবাইর (র)-এর বর্ণনায় আছে, 'আমরা তাবূকের দিকে এক সফরে ছিলাম' এবং সেই সফরে।

١٢١١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلاَ مَطَرٍ فَقِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا اَرَادَ اِلٰى ذٰلِكَ قَالَ اَرَادَ اَنْ لاَّ يُحْرِجَ اُمَّتَهُ.

১২১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর কোন প্রকারের ভয়-ভীতি ও বৃষ্টি-বাদল ব্যতিরেকেই (স্বাভাবিক অবস্থায়) মদীনায় (অবস্থানকালে) যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়েছেন। কেউ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছে, এরূপ করায় তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল? তিনি বলেন, উম্মাতেরা যেন কোন প্রকারের অসুবিধায় না পড়ে এটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

টীকা ঃ উক্ত হাদীস ইমাম তিরমিযী (র)-ও তাঁর সহীহ জামে' তিরমিযী শরীফে (নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া, নং ১৭৯) বর্ণনা করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, এ হাদীসটি সনদে, ভাষায়, বর্ণনায় ও শব্দের দিক থেকে সম্পূর্ণ সহীহ ও নির্ভুল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উম্মাতের মধ্যে কোন মাযহাবের অনুসারীদের উক্ত হাদীসটির উপর আমল বা ব্যবহার নেই। ফলে মুহাদ্দিসগণের ভাষায় এটা مَتْرُوْكُ الْعَمَلِ (ব্যবহার বর্জিত) হাদীস। তবে কোন কালে উম্মাতের উপর এমন অসহনীয় বিপদ-মসীবত আসতে পারে যখন তারা অনন্যোপায় হয়ে এভাবে নামায পড়তে বাধ্য হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে উক্তভাবে নামায পড়ার অবকাশ রাখাই হয়ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্য (সম্পাদক)।

١٢١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ اَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اَلصَّلٰوةُ قَالَ سِرْ سِرْ حَتّٰى اِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَجَّلَ بِهٖ اَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِىْ صَنَعْتُ فَسَارَ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيْرَةَ ثَلاَثٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هٰذَا بِاِسْنَادِهٖ.

১২১২। নাফে' (র) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে ওয়াকিদ (র) থেকে বর্ণিত। (এক সফরে) ইবনে উমার (রা)-র মুয়ায্যিন তাঁকে বললো, 'নামায' পড়া হয়নি। তিনি বললেন, এগিয়ে চলো! এগিয়ে চলো! অবশ্য যখন লালিমা মুছে যাবার সময় হলো, তখন তিনি (সওয়ারী থেকে) অবতরণ করে মাগরিবের নামায পড়লেন। পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং লালিমা মুছে যাবার পর এশার নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তড়িৎ কোথাও গমন করার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি এরূপ করতেন, যেরূপ আমি করলাম। অতঃপর তিনি সেই দিন ও রাতে তিন দিনের দূরত্ব অতিক্রম করলেন।

١٢١٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ ابْنِ جَابِرٍ بِهٰذَا الْمَعْنٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ ذِهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

১২১৩। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লালিমা মুছে যাবার সময় হলো, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং উভয় নামায (মাগরিব ও এশা) একত্রে আদায় করলেন।

١٢١٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِىْ غَيْرِ مَطَرٍ.

১২১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে আট ও সাত রাক'আত যথাক্রমে যুহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়েছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনাকারী সুলায়মান ও মুসাদ্দাদ তাঁদের বর্ণনায় "بِنَا" (আমাদেরকে নিয়ে) শব্দটি বলেননি। ইমাম আবু দাউদ (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সালেহ-এর একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, উক্ত নামাযগুলো বৃষ্টি-বাদল (কোন প্রকারের ওযর) ব্যতিরেকেই একত্র করা হয়েছিল।

١٢١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ.

১২১৫। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকতে সূর্য অস্ত গেলে 'সারিফ' নামক স্থানে (পৌঁছে) উভয় নামায (মাগরিব ও এশা) একত্র করেছেন।

١٢١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ جَارُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ بَيْنَهُمَا عَشْرَةُ اَمْيَالٍ يَعْنِى بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفَ.

১২১৬। হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা ও সারিফের মধ্যে দশ মাইলের ব্যবধান।

١٢١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ قَالَ رَبِيْعَةُ يَعْنِى كَتَبَ اِلَيْهِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَاَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَسِرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ اَمْسٰى قُلْنَا الصَّلٰوةُ فَسَارَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُوْمُ ثُمَّ اِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلٰوتَيْنِ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلّٰى صَلٰوتِىْ هٰذِهِ يَقُوْلُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ سَالِمٍ. وَرَوَاهُ

ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ذُوَيْبٍ اَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بَعْدَ غُيُوْبِ الشَّفَقِ.

১২১৭। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, সূর্য অস্ত গেলো এবং আমি তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। আমরা পথ চলতে থাকলাম। যখন আমরা দেখলাম যে, নিশ্চিত সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন আমরা বললাম, নামাযের সময় হয়েছে। কিন্তু তিনি চলতেই থাকলেন। অবশেষে 'শাফাক' (লালিমা) পর্যন্ত মুছে গেল এবং অনেক নক্ষত্রও উদিত হলো। অতঃপর তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং দুই ওয়াক্তের নামায একসাথে পড়লেন। পরে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তাঁর কোথাও তাড়াতাড়ি গমন করার প্রয়োজন হয়েছে তখন তিনি এ নামাযকে এরূপে পড়েছেন। তিনি বলতেন, এ উভয় নামায রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর একত্র করা যায়। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) যে দুই নামাযকে একত্র করেছেন, তা 'শাফাক' (লালিমা) মুছে যাবার পরই করেছেন।

١٢١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ مَوْهَبٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ مُفَضَّلٌ قَاضِىْ مِصْرَ وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ.

১২১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে (সফরে) রওয়ানা হলে যুহরকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত পিছিয়ে নিতেন, অতঃপর সওয়ারী থেকে অবতরণ করে উভয় নামাযকে একসঙ্গে পড়তেন। অবশ্য তাঁর রওয়ানা হবার পূর্বে যদি সূর্য হেলে যেতো, তাহলে প্রথমে তিনি যুহর পড়ে নিতেন এবং পরে সওয়ার হতেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, মুফাদ্দাল (র) মিসরের বিচারপতি ছিলেন এবং তাঁর দু'আ কবুল হতো। আর তিনি ছিলেন ফাদালা (রা)-র পুত্র।

١٢١٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عُقَيْلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ قَالَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ.

১২১৯। উকায়েল (র) থেকে এ হাদীসটি উক্ত সনদ দ্বারাই বর্ণিত। তিনি বলেন, ... এবং মাগরিবকে লালিমা মুছে যাবার সময় নাগাদ পিছিয়ে নিতেন, অতঃপর মাগরিব ও এশা একত্রে পড়তেন।

١٢٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَجْمَعَهَا اِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَرْوِ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ.

১২২০। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের অভিযানে ছিলেন। যখন তিনি সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে রওয়ানা করতেন তখন তিনি 'যুহর'কে পিছিয়ে দিতেন, অবশেষে তা আসরের সাথে মিলিয়ে নিতেন এবং উভয়টি একসঙ্গে পড়তেন। আর যখন তিনি সূর্য হেলে পড়ার পর রওয়ানা করতেন তখন যুহর ও আসর একত্রে পড়ে নিতেন, এরপরে রওয়ানা দিতেন। আর যখন তিনি মাগরিবের পূর্বে রওয়ানা করতেন, তখন মাগরিবকে পিছিয়ে দিতেন এবং তা এশার সাথে পড়ে নিতেন। আর যখন মাগরিবের পরে রওয়ানা দিতেন তখন এশাকে এগিয়ে নিয়ে আসতেন এবং তা মাগরিবের সঙ্গে পড়ে নিতেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি এক কুতায়বা ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ সফরে নামাযের কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা

١٢٢١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ فَقَرَاَ فِىْ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

১২২১। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে বের হলাম। তিনি আমাদেরকে শেষ এশার নামাযটি পড়ালেন এবং দুই রাক্'আতের এক রাক্'আতে সূরা 'ওয়াত্তীনি ওয়ায্যায়তূন' পড়লেন।

بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ সফরে নফল নামায পড়া

١٢٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْ بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ.

১২২২। আল-বারাআ ইবনে আযেব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আঠারটি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী ছিলাম। সূর্য হেলে যাবার পর যুহরের পূর্বে দুই রাক্'আত (সুন্নাত) বর্জন করতে আমি তাঁকে কখনো দেখিনি।

টীকা ঃ যুহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাক্'আত বা দুই রাক্'আত সুন্নাত নামায সংক্রান্ত হাদীস বিদ্যমান আছে। হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ চার রাক্আত সংক্রান্ত হাদীস অনুসরণ করেন (সম্পাদক)।

١٢٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي الطَّرِيْقِ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَرَاٰى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا اَتْمَمْتُ صَلَاتِيْ يَا ابْنَ اَخِيْ اَنِّيْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

১২২৩। ঈসা ইবনে হাফস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক

রাস্তায় ইবনে উমার (রা)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে দুই রাক্'আত নামায পড়েন। অতঃপর ফিরে দেখলেন, ক'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বললেন, যদি আমি (সফরে) নফল নামায পড়া প্রয়োজনীয় মনে করতাম, তাহলে (ফরয) নামায (কসর না করে) পুরাই পড়তাম। হে ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসঙ্গী হয়েছি। তিনি মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দুই রাক্'আতের অধিক পড়েননি। এরপর আমি আবু বাক্র (রা)-র সঙ্গেও সফর করেছি। তিনিও মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দুই রাক্'আতের অধিক পড়েননি। পরে আমি উমার (রা)-র সঙ্গেও সফর করেছি তিনিও মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দুই রাক্'আতের বেশী পড়েননি। আমি উছমান (রা)-র সাথেও সফর করেছি। তিনিও মহামহিম আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত দুই রাক্'আতের অধিক পড়েননি। অথচ মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমাদের জন্য রাসূলের চরিত্রের মধ্যে উত্তম আদর্শই নিহিত রয়েছে" (সূরা আল-আহ্যাব ঃ ২১)।

টীকা ঃ সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের পূর্বে নামায দুই রাক্'আত করে ফরয ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন মুকীম অবস্থায় আরো দুই রাক্'আত করে বাড়িয়ে দেয়া হয়। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে, মাগরিবের নামাযকে কসর থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মুকীম ও মুসাফির উভয় অবস্থায় মাগরিবের নামায তিন রাক্'আত পড়তে হবে। ('কসর' অর্থ হ্রাস করা' 'কম করা')। আল-কুরআনের আয়াতে কসরের নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا.

"তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই; (বিশেষত) কাফেররা তোমাদের বিপদগ্রস্ত করতে পারে বলে যখন তোমাদের আশংকা হবে" (সূরা আন-নিসা ঃ ১০১)।

সফরে কেবল ফরয নামায পড়তে হবে, না সুন্নাতও পড়তে হবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহানবী (সা)-এর কর্মপন্থা থেকে শুধু এতোটুকুই জানা যায় যে, তিনি সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত এবং বেতের নামায পড়তেন, কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে কেবল ফরয নামাযই পড়তেন, নিয়মিত সুন্নাত পড়ার কথা প্রমাণিত নয়। অবশ্য সময়-সুযোগ হলে তিনি নফল নামায পড়তেন, আরোহী অবস্থায় ও চলতে চলতেও কখনো নফল নামায পড়তেন। এজন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত পড়তে লোকদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম সুন্নাত পড়া বা না পড়া উভয়টিই সংগত মনে করেন। তারা ব্যাপারটি লোকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের বাছাই করা মত হচ্ছে, পথ অতিক্রম করাকালে সুন্নাত না পড়াই উত্তম। আর কোন মনজিলে উপস্থিত হয়ে স্বস্তি লাভ করার পর সুন্নাত পড়াই উত্তম।

ইমাম শাফিঈ (র) কসর করাকে বাধ্যতামূলক মনে করেন না। তবে তার মতে কসর করা উত্তম এবং না করাটা উত্তম কাজ পরিত্যাগ করার শামিল। ইমাম আহমাদের মতে কসর যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু কসর না করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফার মতে কসর করা ওয়াজিব, যদিও অনুরূপ একটি মত ইমাম মালেক থেকেও বর্ণিত আছে। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সফরে সব সময়ই নামায কসর করেছেন। তিনি সফরে কখনো চার রাক্'আত নামায পড়েছেন বলে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা)-র সফর সংগী হয়েছি। কিন্তু তাদের কখনো কসর না করতে দেখিনি। ইবনে

আব্বাস (রা)-সহ যথেষ্ট সংখ্যক সাহাবী বর্ণিত হাদীস এই মতেরই সমর্থন করে। তবে আয়েশা (রা) বর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে জানা যায়, সফরে কসর করা বা পূর্ণ নামায পড়া দুটিই ঠিক। কিন্তু সনদ সূত্রের দিক থেকে হাদীস দু'টি দুর্বল। তবুও কেউ যদি পূর্ণ নামায পড়ে তবে তার নামায হয়ে যাবে।

কমপক্ষে কতো দূর পথ বা কতো সময়ের পথ অতিক্রম করার সংকল্প করলে কসর করা যায় সে সম্পর্কেও মতভেদ আছে। যাহেরী মাযহাবের ফিক্‌হে এ সম্পর্কে কোন কিছু নির্দিষ্ট নেই। এই মাযহাবের মত অনুযায়ী যে কোন সফরে কসর করা যায়, তা স্বল্প সময়ের জন্য হোক অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য। ইমাম মালেকের মতে আটচল্লিশ মাইলের কম অথবা একদিন এক রাতের কম সফরে কসর করা যায় না। ইমাম আহমাদেরও এই মত। ইবনে আব্বাস (রা)-ও এই মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফিঈ থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রা) পনের মাইল দীর্ঘ সফরেও কসর জায়েয মনে করেন। "এক দিনের সফর কসরের জন্য যথেষ্ট" হযরত উমার (রা)-র এই কথাকে ইমাম যুহরী ও ইমাম আওযাঈ ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের অধিক দীর্ঘ সফরে কসর করা জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে যে সফরে পায়ে হেঁটে অথবা উটযোগে গেলে তিন দিন অতিবাহিত হয় (প্রায় চুয়ান্ন মাইল) তাতে কসর করা যায়। ইবনে উমার (রা), ইবনে মাসঊদ (রা) ও উছমান (রা) এই মত প্রকাশ করেছেন।

সফর ব্যাপদেশে কোথাও যাত্রাবিরতি করলে কতো দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে, এ সম্পর্কেও ইমামদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে মুসাফির ব্যক্তি যদি একাধারে চার দিন কোথাও অবস্থান করার সংকল্প করে, তবে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈর মতে চার দিনের অধিক সময় অবস্থান করার সংকল্প করলে সেখানে কসর করা জায়েয নয়। ইমাম আওযাঈর মতে ১৩ দিন এবং আবু হানীফার মতে ১৫ দিন কিংবা তদুর্ধ সময় অবস্থান করার নিয়াত করলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না।

সফরকারী যদি কোন কারণে কোথাও ঠেকায় পড়ে অবস্থান করতে থাকে এবং প্রতিটি মুহূর্তে অসুবিধা দূর হওয়ার ও বাড়ির উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করার সম্ভাবনা থাকে, তবে এমন স্থানে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কসর করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সকল আলেমই একমত। এরূপ অবস্থায় সাহাবাগণ একাধারে দু'বছর কসর করেছেন বলে প্রমাণ আছে। ইমাম আহমাদ এই ঘটনার উপর কিয়াস করে বন্দীদের জন্য সমস্ত মেয়াদ ব্যাপী কসর করার অনুমতি দিয়েছেন (সম্পাদক)।

بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় নফল ও বেতের নামায পড়া

١٢٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّىْ الْمَكْتُوْبَةَ عَلَيْهَا.

১২২৪। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় নফল নামায পড়তেন– তা যে দিকেই তার মুখ থাকতো না কেন? তিনি তার উপর বেতেরও পড়তেন, তবে তার উপর ফরয নামায পড়তেন না।

١٢٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْجَارُوْدِ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ اَبِى الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِيَ الْجَارُوْدُ بْنُ اَبِيْ سَبْرَةَ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَافَرَ فَاَرَادَ اَنْ يَّتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجْهَهُ رِكَابُهُ.

১২২৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফররত অবস্থায় নফল নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তখন প্রথমে স্বীয় উষ্ট্রীকে কেবলামুখী করে নিতেন এবং তাকবীর বলতেন। পরে সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকতো না কেন সেদিকেই নামায পড়তেন।

١٢٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِى الْحُبَابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلٰى خَيْبَرَ.

১২২৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গাধার পিঠে আরোহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি। তখন তার মুখ খায়বারের (কিবলার বিপরীত) দিকে ছিল।

١٢٢٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُوْدُ اَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوْعِ.

১২২৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক কাজে আমাকে পাঠালেন। ফিরে এসে আমি দেখতে পেলাম, তিনি সওয়ারীর উপর পূর্ব দিকে ফিরে নামায পড়ছেন এবং তাঁর রুকূর চেয়ে সিজদা অধিক নীচু ছিল।

بَابُ الْفَرِيْضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ ওযরবশত সওয়ারীর উপর ফরয (নামায) পড়া

١٢٢٨- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ

بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ اَنْ يُّصَلِّيْنَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِىْ ذٰلِكَ فِىْ شِدَّةٍ وَّلاَ رِخَاءٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ هٰذَا فِى الْمَكْتُوْبَةِ.

১২২৮। 'আতা ইবনে আবু রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নারীদের কি পশুর (সওয়ারীর) পিঠের উপর নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, সুবিধা বা অসুবিধা কোন অবস্থাতেই তাদেরকে এর অনুমতি দেয়া হয়নি। মুহাম্মাদ ইবনে শু'আইব (র) বলেন, এটা কেবল ফরয নামাযের বেলায় (অর্থাৎ নফল পড়ার অনুমতি আছে)।

بَابُ مَتٰى يَتِمُّ الْمُسَافِرُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ মুসাফির কখন পূর্ণ নামায পড়বে?

١٢٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَاَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِىَ عَشَرَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّىْ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوْا اَرْبَعًا فَاِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.

১২২৯। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং মক্কা বিজয়েও তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মক্কায় আঠার দিন অবস্থান করেছেন। এই সময় তিনি (ফরয) নামায দুই দুই রাক্'আতই পড়েছেন এবং বলেছেন ঃ হে শহরবাসী! তোমরা নামায চার রাক্'আতই পড়ো। কেননা আমরা মুসাফির সম্প্রদায়।

١٢٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَ سَبْعَ عَشَرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ اَقَامَ سَبْعَ عَشَرَةَ قَصَرَ وَمَنْ اَقَامَ اَكْثَرَ اَتَمَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ.

১২৩০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় সতের দিন অবস্থান করেছেন এবং তথায় তিনি নামায কসর করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কোথাও সতের দিন অবস্থান করবে তাকে কসর করতে হবে। আর যে এর অধিক কাল অবস্থান করবে, সে পূর্ণ নামায করবে। ইমাম আবু দাউদ বলেন... ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি (রাসূল সা.) উনিশ দিন অবস্থান করেছেন।

١٢٣١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

১২৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর তথায় পনের দিন অবস্থান করেছেন এবং সে সময় নামায কসর করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (র) ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, বর্ণনাকারীগণ ইবনে আব্বাসের নাম এ হাদীসে উল্লেখ করেননি।

١٢٣٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ.

১২৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় সতের দিন অবস্থান করেন এবং দুই রাক্‘আত করে নামায পড়েছেন।

١٢٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقُلْنَا هَلْ اَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئًا قَالَ اَقَمْنَا عَشْرًا.

১২৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং আমরা পুনরায় মদীনায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি দুই রাক্'আত করে নামায পড়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা (লোকজন) জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি তথায় কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেন, আমরা দশ দিন অবস্থান করেছিলাম।

١٢٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنّٰى وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ اِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتّٰى تَكَادَ اَنْ تُظْلِمَ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْعُوْ بِعَشَائِهٖ فَيَتَعَشّٰى ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ. قَالَ عُثْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ وَرَوٰى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَنَسًا كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ وَيَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ. وَرِوَايَةُ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১২৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমার ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। আলী (রা) সফরে সূর্যাস্তের পরও চলতে থাকতেন। অবশেষে অন্ধকার ঘনিয়ে আসলে পর অবতরণ করতেন এবং মাগরিবের নামায পড়তেন। এরপর রাতের খাদ্য চাইতেন এবং তা খাওয়ার পর এশার নামায পড়তেন এবং পরে রওয়ানা দিতেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে আলীর সূত্রে উসমান বলেন, আমি আবু দাউদকে বলতে শুনেছি, উসামা ইবনে যায়েদ, হাফস ইবনে উবায়দুল্লাহ অর্থাৎ আনাস ইবনে মালেকের পুত্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস (রা) পশ্চিমাকাশের লালিমা যখন মুছে যেতো তখন উভয় নামায একত্র করেন। আর তিনি বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন। আর যুহরীর রিওয়ায়াতে আনাস (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

بَابُ اِذَا اَقَامَ بِاَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ শত্রুভূমিতে অবস্থানকালে নামায 'কসর' করা

١٢٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ غَيْرُ مَعْمَرٍ يُرْسِلُهُ لاَ يُسْنِدُهُ.

১২৩৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকে বিশ দিন অবস্থান করেছেন এবং নামায কসর পড়েছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, মা'মার (র) ব্যতীত অপর রাবীগণ এটি মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তারা নবী (সা) পর্যন্ত সনদ বর্ণনা করেননি।

بَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সালাতুল খাওফ

مَنْ رَأٰى اَنْ يُّصَلِّىَ بِهِمْ وَهُمْ صَفَّانِ فَيُكَبِّرُ بِهِمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَرْكَعُ بِهِمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَسْجُدُ الْاِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَاِذَا قَامُوْا سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ اِلٰى مَقَامِ الْاٰخَرِيْنَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْاَخِيْرُ اِلٰى مَقَامِهِمْ ثُمَّ يَرْكَعُ الْاِمَامُ وَيَرْكَعُوْنَ جَمِيْعًا ثُمَّ يَسْجُدُ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَاِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ ثُمَّ جَلَسُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا قَوْلُ سُفْيَانَ.

কেউ বলেন, উক্ত নামাযের পদ্ধতি এই যে, প্রথমে ইমাম সকলের সাথে দুই কাতারে নামায আরম্ভ করবেন। তারপর তিনি সবাইকে নিয়ে তাকবীর বলবেন, পরে রুকূ করবেন। অতঃপর ইমাম সেসব লোকদের নিয়ে সিজদা করবেন, যে কাতার তার অতি সন্নিকটে এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা তাদেরকে পাহারা দিতে থাকবে। আর প্রথম

কাতারের লোকেরা যখন উঠে দাঁড়াবে, তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা সিজদা করবে, যারা প্রথম কাতারের পিছনে ছিল। অতঃপর যে কাতারের লোক ইমামের সন্নিকটে ছিল তারা পিছনে সরে সেই স্থানে যাবে যেখানে দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা দাঁড়িয়েছে। আর পেছনের কাতারের লোকেরা প্রথম কাতারের লোকদের স্থানে এসে যাবে। এরপর সকলে একত্রে রুকূ করবে। এবার ইমাম তার সন্নিকটস্থ কাতারের লোকদেরসহ সিজদা করবে। আর অপর দল তাদেরকে পাহারা দিবে। পরে যখন ইমাম ও তার সন্নিকটের কাতার বসবে, তখন অন্য কাতার সিজদা করবে। অতঃপর সকলে একত্রে বসবে ও একসাথে সালাম ফিরাবে। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, উল্লেখিত পদ্ধতিতে 'সালাতুল খাওফ' আদায় করা সুফিয়ান সওরীর অভিমত।

١٢٣٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَقَدْ اَصَبْنَا غُرَّةً لَقَدْ اَصَبْنَا غَفْلَةً لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُوْنَ اَمَامَهُ فَصَفَّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفٌّ وَصَفَّ بَعْدَ ذٰلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ اٰخَرُ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلُوْنَهُ وَقَامَ الْاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى هٰؤُلَاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوْا سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ اِلٰى مَقَامِ الْاٰخَرِيْنَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْاَخِيْرُ اِلٰى مَقَامِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَقَامَ الْاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَلَمَّا جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ ثُمَّ جَلَسُوْا جَمِيْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا فَصَلَّاهَا بِعُسْفَانَ وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِىْ سُلَيْمٍ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَهِشَامٌ

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ هٰذَا الْمَعْنٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَذٰلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ. وَكَذٰلِكَ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ عَنْ أَبِي مُوْسٰى فِعْلَهُ. وَكَذٰلِكَ عِكْرِمَةُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.

১২৩৬। আবু আয়্যাশ আয-যুরাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'উসফান' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ছিল মুশরিকদের সেনাধিনায়ক। আমরা যুহরের নামায পড়লাম। মুশরিকরা পরস্পর আলোচনা করলো, অবশ্যই আমরা একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। নিশ্চয় আমরা (মুসলমানদের) একটা অসতর্ক সময় পেয়েছি। তাদের নামাযরত অবস্থায় যদি আমরা আক্রমণ করি (তাহলে এটি হবে আমাদের জন্য নিশ্চিত বিজয়)। তখন যুহর ও আসর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে নামায কসর করা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো। সুতরাং যখন আসরের ওয়াক্ত হলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর মুশ্‌রিকরা ছিল তাঁর সম্মুখ ভাগে। (মুসলমানরা) এক দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে কাতার বেঁধে দাঁড়ালো, সে কাতারের পিছনে দ্বিতীয় কাতার দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলেন এবং তারাও একসঙ্গে রুকূ করলো। তিনি সিজদা করলেন এবং যে কাতার তাঁর কাছাকাছি ছিল, তারাও সিজদা করলো, আর পিছনের কাতার এদেরকে পাহারা দিতে লাগলো। যখন প্রথম কাতার দুই সিজদা করে দাঁড়ালো তখন তাদের পেছনে যে সারি ছিল তারা সিজদা করলো। এ পর্যন্ত প্রত্যেক কাতারের লোকদের এক রুকূ ও দুই দুই সিজদা পূর্ণ হলো। এরপর যে কাতারের লোক তাঁর কাছাকাছি ছিল তারা দ্বিতীয় কাতারের স্থানে চলে গেলো এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে প্রথম কাতারের স্থানে এসে গেল। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলেন লোকেরা সবাই একত্রে রুকূ করলো এবং তিনি সিজদা করলেন তাঁর নিকটস্থ কাতারের লোকেরাও তাঁর সাথে সিজদা করলো এবং অন্যেরা দাঁড়িয়ে তাদেরকে পাহারা দিল। আর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর কাছাকাছি কাতারের লোকেরা বসলেন, তখন অবশিষ্ট (দ্বিতীয় কাতারের লোকেরা) সিজদা করলো। পরে তারা সকলে বসলো, অতঃপর তিনি সবাইকে নিয়ে একত্রে সালাম ফিরালেন। এভাবে তিনি উসফান নামক স্থানে নামায পড়লেন, আর এটা ছিল বনূ সুলাইম অভিযানে সালাতুল খাওফ পড়ার পদ্ধতি। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ নিয়মে 'সালাতুল খাওফ' পড়া ইমাম সুফিয়ান সাওরীর অভিমত।

بَابُ مَنْ قَالَ يَقُوْمُ صَفٌّ مَعَ الْاِمَامِ وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّىْ بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُوْمُ قَائِمًا حَتّٰى يُصَلِّىَ الَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ يَنْصَرِفُوْا فَيَصُفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَتَجِيْءُ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَيُصَلِّىْ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا فَيُتِمُّوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيْعًا.

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ যিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, (সালাতুল খাওফে) এক কাতার ইমামের সঙ্গে দাঁড়াবে, আর এক কাতার শত্রুর সম্মুখে থাকবে। ইমাম তার নিকটস্থ কাতারের লোকজনকে নিয়ে এক রাক্‘আত নামায পড়বেন– এরপর ইমাম যথারীতি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ যারা তার সঙ্গে এক রাক্‘আত পড়েছিল তারা স্বতন্ত্রভাবে দ্বিতীয় রাক্‘আত পড়ে নিতে পারে। এরপর এই লোকেরা তাদের নামায শেষ করে শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল আসবে এবং ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‘আত পড়বেন। অতঃপর তিনি (ইমাম) ততক্ষণ বসে থাকবেন যতক্ষণ এরা তাদের দ্বিতীয় রাক্‘আত পড়ে নিজেদের নামায পূর্ণ করে নিতে পারে। পরে সবাইকে নিয়ে ইমাম সালাম ফিরাবে

١٢٣٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ فِىْ خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى صَلَّى الَّذِيْنَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوْا وَتَاَخَّرَ الَّذِيْنَ كَانُوْا قُدَّامَهُمْ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتّٰى صَلَّى الَّذِيْنَ تَخَلَّفُوْا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ.

১২৩৭। সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে ‘সালাতুল খাওফ’ পড়েছেন এবং তিনি তাদেরকে নিজের পিছনে দুই কাতারে দাঁড় করিয়েছেন এবং তাঁর নিকটের কাতারের লোকজনকে নিয়ে এক রাক্‘আত নামায পড়লেন। অতঃপর তাঁর পিছনের লোকদের অবশিষ্ট এক রাক্‘আত পড়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর যারা পিছনের কাতারে

ছিল তারা সম্মুখে এগিয়ে আসলো। আর যারা সম্মুখে ছিল তারা পিছনে চলে গেল। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে নিয়ে এক রাক্'আত নামায পড়লেন। অতঃপর এরা তাদের অবশিষ্ট এক রাক্'আত পূর্ণ করা পর্যন্ত তিনি বসে রইলেন। অবশেষে তিনি সালাম ফিরালেন।

بَابُ مَنْ قَالَ اِذَا صَلّٰى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا اَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَكَانُوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَاخْتُلِفَ فِى السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যিনি এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যখন ইমাম এক রাক্'আত পড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তখন লোকেরা তাদের অবশিষ্ট এক রাক্'আত পূরণ করে সালাম ফিরিয়ে নামায থেকে অবসর হতে পারে। **অতঃপর তারা শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়াবে। তাতে নামাযের সালাম পৃথক পৃথক হবে।**

١٢٣٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّتِىْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِىْ بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. قَالَ مَالِكٌ وَحَدِيْثُ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ اَحَبُّ مَا سَمِعْتُ اِلَىَّ.

১২৩৮। সালেহ ইবনে খাওয়াত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাতুর-রিকা'-এর অভিযানে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছিলেন। একদল তাঁর সাথে কাতারবদ্ধ হলো। আর একদল শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকলো। তিনি সে দলটিসহ এক রাক্'আত পড়লেন যারা তাঁর সঙ্গে ছিল। অতঃপর তিনি স্থীরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ সময় লোকেরা তাদের অবশিষ্ট নামাযটি পূরণ করলো এবং শত্রুর মুকাবিলায় গিয়ে সারিবদ্ধ হলো। এবার দ্বিতীয় দলটি আসলো এবং তিনি এদেরকে নিয়ে তাঁর নামাযের সেই রাক্'আতটি পড়ে নিলেন, যা অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি স্থিরভাবে বসে রইলেন আর লোকেরা তাদের নিজ নিজ নামায পূরণ করলো এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। ইমাম মালেক (র) বলেন, "সালাতুল খাওফ" পড়ার ব্যাপারে যে ক'টি নিয়মের রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে এবং আমি শুনেছি, তন্মধ্যে ইয়াযীদ ইবনে রূমানের এ হাদীসটি আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

١٢٣٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِى حَثْمَةَ الْاَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنْ يَّقُوْمَ الْاِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ الْاِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِيْنَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَاِذَا اسْتَوٰى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوْا وَانْصَرَفُوْا وَالْاِمَامُ قَائِمٌ فَكَانُوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يَقْبَلُ الْاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا فَيُكَبِّرُوْا وَرَاءَ الْاِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ اِلاَّ اَنَّهُ خَالَفَهُ فِى السَّلَامِ وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللّٰهِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ وَيَثْبُتُ قَائِمًا.

১২৩৯। সালেহ ইবনে খাওওয়াত আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। সাহল ইবনে আবু হাসমা আল-আনসারী (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ সালাতুল খাওফে ইমাম দাঁড়াবে, আর তাঁর সঙ্গে দাঁড়াবে সঙ্গীদের এক ভাগ এবং আর এক ভাগ থাকবে শত্রুর মুকাবিলায়। অতঃপর ইমাম তাঁর সাথে যারা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‌'আতের রুকূ ও সিজদা করবে। এরপর তিনি (ইমাম) দাঁড়াবেন এবং স্থীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আর এ সময় লোকেরা তাদের স্ব স্ব অবশিষ্ট রাক্‌'আতটি পূরণ করে নেবে এবং সালাম ফিরিয়ে নামায থেকে অবসর হয়ে যাবে, আর ইমাম স্ব-অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অতঃপর তারা শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে এবং দ্বিতীয় ভাগটি, যারা এখনও নামায পড়েনি তারা সম্মুখে এগিয়ে আসবে এবং তাকবীর পড়ে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে রুকূ ও সিজদা করবে। এরপর তিনি (ইমাম) সালাম ফিরাবেন, কিন্তু লোকেরা দাঁড়িয়ে তাদের স্ব স্ব অবশিষ্ট রাক্‌'আত পূরণ করে সালাম ফিরাবে।

بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُوْنَ جَمِيْعًا وَاِنْ كَانُوْا مُسْتَدْبِرِيْنَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُصَلِّىْ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُوْنَ مَصَافَّ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِيْءُ الْاٰخَرُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّىْ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ كَانَتْ تُقَابِلُ الْعَدُوَّ فَيُصَلُّوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَالْاِمَامُ قَاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ.

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ যিনি বলেছেন, সমস্ত লোক একত্রে তাকবীর বলবে, যদিও তারা কিবলার বিপরীত দিকে মুখ করে থাকে এবং ইমাম, তাঁর সঙ্গের লোকজন নিয়ে এক রাক্‘আত পড়বেন। তারপর এরা তাদের সঙ্গীদের সারিতে এসে দাঁড়াবে। তখন অপর দলটি এসে নিজস্বভাবে এক রাক্‘আত পড়ে নিবে এবং ইমাম এদেরকে নিয়ে আরো এক রাক্‘আত পড়বেন। অতঃপর যে দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছিল তারা সম্মুখে এগিয়ে আসবে আর তারাও নিজস্বভাবে তাদের এক রাক্‘আত পড়ে নিবে। (মোটকথা প্রত্যেকে এক এক রাক্‘আত ইমামের সাথে পড়বে এবং অবশিষ্ট এক রাক্‘আত নিজে নিজে পড়বে)। আর সকলের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত ইমাম যথারীতি বসেই থাকবে এবং পরে সকলকে নিয়ে একত্রে সালাম ফিরাবেন

١٢٤٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ فَقَالَ مَرْوَانُ مَتٰى قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ عَامَ غُزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى مُقَابِلِى الْعَدُوِّ وَظُهُوْرُهُمْ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا الَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ تَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ مَعَهُ فَذَهَبُوْا اِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوْهُمْ وَاَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ كَانَتْ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً اُخْرٰى وَرَكَعُوْا مَعَهُ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ اَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ كَانَتْ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوْا جَمِيْعًا فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ.

১২৪০। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, কখন? আবু হুরায়রা (রা) বললেন, 'নাজদ' অভিযানের বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং লোকদের এক দলও তাঁর সাথে দাঁড়ালো। অপর দল দাঁড়ালো শত্রুর মুকাবিলায়। এদের পৃষ্ঠ ছিল কিবলার দিকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তারা এবং যারা শত্রুর মুকাবিলায় ছিলেন তারাও সকলে একত্রে তাকবীর (তাহ্‌রীমা) বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে যে দলটি ছিল তারাও রুকূ করলো। পরে তিনি সিজদা করলেন এবং যে দলটি তাঁর কাছাকাছি ছিল তারাও সিজদা করলো। আর দ্বিতীয় দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইলো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং যে দলটি তাঁর সঙ্গে ছিল তারাও উঠে দাঁড়ালো। এরপর তারা গিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান হলো। আর যে দলটি এতক্ষণ শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান ছিল তারা সম্মুখে এগিয়ে আসলো এবং রুকূ ও সিজদা করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে দাঁড়ানো ছিলেন ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে তারা (প্রথম রাক্'আত থেকে) উঠে দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাক্'আতের রুকূ করলেন এবং তারাও তাঁর সাথে রুকূ ও সিজদা করলো। এরপর যে দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান ছিল তারা সামনে অগ্রসর হয়ে আসলো এবং যথারীতি রুকূ ও সিজদা করে এক এক রাক্'আত পড়ে নিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথারীতি বসেই রইলেন এবং তারাও তাঁর সাথে ছিলো। এরপর সালাম ফিরানোর সময় হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন এবং তারাও সকলে সালাম ফিরালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায হলো দুই রাক্'আত। আর উভয় দলের প্রত্যেক ব্যক্তির নামায হলো এক রাক্'আত।

١٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى نَجْدٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ لَقِيَ جَمْعًا مِّنْ غَطَفَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَفْظُهُ عَلٰى غَيْرِ لَفْظِ حَيْوَةَ وَقَالَ فِيْهِ

حِيْنَ رَكَعَ بِمَنْ مَّعَهُ وَسَجَدَ قَالَ فَلَمَّا قَامُوْا مَشَوُا الْقَهْقَرٰى اِلٰى مَصَافٍّ اَصْحَابِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ اِسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ.

১২৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 'নাজদ' অভিযানে বের হলাম। আমরা যখন যাতুর-রিকা' এলাকার নাখল উপত্যকায় পৌছলাম, তখন গাতাফান গোত্রের একদল লোক আমাদের মুকাবিলা করলো। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এরপর বর্ণনাকারী হাদীসটির ভাব ও অর্থ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী হায়ওয়া যে শব্দে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন পূর্বোল্লিখিত বর্ণনাকারীর শব্দ এর ব্যতিক্রম এবং উক্ত হাদীসের মধ্যে তিনি বলেছেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) যখন তার সঙ্গের লোকজন নিয়ে রুকূ ও সিজদা করলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন, তারা সিজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে সরে গিয়ে তাদের সঙ্গীদের অবস্থানে গেলো। অবশ্য এ হাদীসে তিনি কিবলার দিক পিছনে থাকার কথা উল্লেখ করেননি।

١٢٤٢- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَمَّا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَفُّوْا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوْا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوْا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوْا ثُمَّ مَكَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ثُمَّ سَجَدُوْا هُمْ لِاَنْفُسِهِمِ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامُوْا فَنَكَصُوْا عَلٰى اَعْقَابِهِمْ يَمْشُوْنَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى قَامُوْا مِنْ وَّرَائِهِمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَقَامُوْا فَكَبَّرُوْا ثُمَّ رَكَعُوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدُوْا لِاَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيْعًا فَصَلُّوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ فَرَكَعُوْا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ سَرِيْعًا كَاَسْرَعِ الْاَسْرَاعِ جَاهِدًا لَا يَاْلُوْنَ سِرَاعًا ثُمَّ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا.

১২৪২। আয়েশা (রা) এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বললেন এবং তাঁর সাথে সে দলটিও যারা তাঁর সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়েছিল। পরে তিনি রুকূ করলেন এবং তারাও রুকূ করলো। পরে তিনি সিজদা করলেন এবং তারাও সিজদা করলো, পরে তিনি মাথা উঠালেন এবং তারাও মাথা উঠালো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির হয়ে বসে রইলেন, কিন্তু লোকেরা নিজস্বভাবে দ্বিতীয় রাক্‘আত পড়ে নিল। অতঃপর তারা দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে সরে গেল এবং দ্বিতীয় দলটির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। এরপর দ্বিতীয় দলটি (সম্মুখে) এসে গেল এবং তারা তাকবীর বলে স্ব স্ব নামাযের রুকূ পর্যন্ত সমাপ্ত করলো। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করলেন এবং তারাও তাঁর সাথে সিজদা করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। আর লোকেরা তাদের স্ব স্ব দ্বিতীয় রাক্‘আত সমাপ্ত করে নিল। পরে উভয় দল একত্রে উঠে দাঁড়ালো এবং তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়লো এবং তিনি রুকূ করলে তারাও রুকূ করলো। পরে তিনি সিজদা করলেন এবং তারাও সিজদা করলো। পরে তিনি পুনরায় দ্বিতীয় সিজদা করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে খুব তাড়াতাড়ি সিজদা করলো এবং এতো তড়িৎ সিজদা করলো (এরূপ তাড়াতাড়ি আর কখনো করেনি)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন এবং তারাও সালাম ফিরালো। পরে তিনি নামায সমাপ্ত করে দাঁড়ালেন। অবশ্য সমস্ত লোক তাঁর সাথে গোটা নামাযেই অংশগ্রহণ করেছে।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় (১২৪১ ও ১২৪২) ভারতীয় সংস্করণে একটি হাদীসরূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে (সম্পাদক)।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّىْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে এক রাক্‘আত করে পড়বেন, অতঃপর সালাম ফিরাবেন। অতঃপর প্রত্যেক দল দাঁড়িয়ে নিজস্বভাবে আরও এক রাক্‘আত নামায পড়ে নিবে।

١٢٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِىْ مَقَامِ اُولٰئِكَ وَجَاؤُا اُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ

فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ قَوْلُ مَسْرُوْقٍ وَيُوْسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ. وَكَذٰلِكَ رَوٰى يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّهُ فَعَلَهُ.

১২৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দলের এক দলকে সাথে নিয়ে এক রাক্‘আত নামায পড়লেন এবং অপর দলটি শত্রুর মুকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকলো। অতঃপর তারা দ্বিতীয় দলের স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো এবং তারা (দ্বিতীয় দলটি) আসলে তিনি তাদেরকে নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় রাক্‘আতটি পড়লেন। এরপর তিনি একা সালাম ফিরালেন, তারপর এরা এবং ওরা (অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় দল) দাঁড়িয়ে নিজস্বভাবে তাদের অবশিষ্ট এক রাক্‘আত নামায পূরণ করে নিল। আবু মূসা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّىْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُ الَّذِيْنَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّوْنَ رَكْعَةً ثُمَّ يَجِيْءُ الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى مَقَامِ هٰؤُلَاءِ فَيُصَلُّوْنَ رَكْعَةً.

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ যিনি বলেন, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে এক রাক্‘আত নামায পড়বেন, তারপর সালাম ফিরাবেন। যারা তার (কাছাকাছি) পিছনে থাকবে প্রথমে তারা দাঁড়িয়ে এক রাক্‘আত (ইমামের সঙ্গে) পড়বে; অতঃপর অন্যরা এসে তাদের স্থানে দাঁড়াবে এবং তারাও এক রাক্‘আত (ইমামের সঙ্গে) পড়বে

١٢٤٤- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَامُوْا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هٰؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا ثُمَّ

ذَهَبُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ أُولٰئِكَ مُسْتَقْبِلِى الْعَدُوِّ وَرَجَعَ أُولٰئِكَ الٰى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا.

১২৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে (যুদ্ধের ময়দানে) "সালাতুল খাওফ" পড়েছিলেন। লোকেরা দুই কাতারে দাঁড়িয়ে এক কাতার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এবং অপর কাতার শত্রুর মুকাবিলায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (যারা তাঁর পেছনে ছিল) নিয়ে এক রাক্'আত নামায পড়লেন। অতঃপর অপর কাতারের লোকেরা আসলো এবং এরা এসে তাদের স্থানে দাঁড়ালো, আর তারা (প্রথম সারি) শত্রুর সম্মুখে দাঁড়ালো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে নিয়ে এক রাক্'আত নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। আর তারা উঠে দাঁড়ালো এবং তাদের নিজস্বভাবে এক রাক্'আত পড়ে সালাম ফেরালো এবং ফিরে গিয়ে (যারা শত্রুর মুকাবিলায় ছিল) তাদের স্থানে দাঁড়ালো এবং এরা তাদের স্থানে প্রত্যাবর্তন করে নিজস্বভাবে (অবশিষ্ট) এক রাক্'আত পড়ে নিল, অতঃপর সালাম ফিরালো।

١٢٤٥- حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ خُصَيْفٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَكَبَّرَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيْعًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ بِهٰذَا الْمَعْنٰى عَنْ خُصَيْفٍ وَصَلّٰى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ هٰكَذَا الاَّ اَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِىْ صَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا مَضَوْا اِلٰى مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ هٰؤُلاَءِ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى مَقَامِ أُولٰئِكَ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيْبٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ فَصَلّٰى بِنَا صَلٰوةَ الْخَوْفِ.

১২৪৫। খুসাইফ (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের সনদ ও অর্থসহ বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য তাকবীর বললেন এবং উভয় কাতারের সমস্ত লোক তাকবীর বাঁধলো। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইমাম সওরীও হাদীসটির এরূপ ভাবার্থ 'খুসাইফ' থেকে বর্ণনা করেছেন।... এবং আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (র) অনুরূপভাবে নামায পড়েছেন। তবে উক্ত হাদীসটির মধ্যে এটাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ্য আছে, যে দলের সাথে তিনি এক রাক্'আত পড়িয়েছেন এবং তারা সালাম ফিরিয়ে নামায থেকেও অবসর হয়েছে। অতঃপর তারা তাদের দ্বিতীয় সারির

সাথীদের স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে এবং তারা এসে নিজস্বভাবে এক রাক্‘আত নামায পড়েছে। অতঃপর তারা (যারা প্রথমে এক রাক্‘আত পড়েছিল) এদের স্থানে প্রত্যাবর্তন করলো এবং নিজস্বভাবে অবশিষ্ট এক রাক্‘আত পড়ে নিল।" ইমাম আবু দাউদ বলেন, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম-আবদুস সামাদ ইবনে হাবীব- আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা আবদুর রহমান ইবনে সামুরার সঙ্গে 'কাবুল' (পারস্য) অভিযানে ছিলেন এবং তিনি আমাদেরকে "সালাতুল খাওফ"-এর নামায পড়িয়েছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّىْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلاَ يَقْضُوْنَ

অনুচ্ছেদ-১৮ : যারা বলেন, প্রত্যেক দল কেবলমাত্র এক রাক্‘আত করে নামায পড়বে এবং পুরা নামায পড়বে না

١٢٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى الْاَشْعَثُ ابْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَامَ فَقَالَ اَيُّكُمْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا فَصَلّٰى بِهٰؤُلاَءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيْدُ الْفَقِيْرُ وَاَبُوْ مُوْسٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَجُلٌ مِّنَ التَّابِعِيْنَ لَيْسَ بِالْاَشْعَرِىِّ جَمِيْعًا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِىْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ اَنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً اُخْرٰى. وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ سِمَاكٌ الْحَنَفِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَتْ لِلْقَوْمِ رَكْعَةً وَلِلنَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَكْعَتَيْنِ.

১২৪৬। সা'লাবা ইবনে যাহ্দাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তাবারিস্তান' অভিযানে আমরা সাঈদ ইবনুল আস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (যুদ্ধের ময়দানে) 'সালাতুল খাওফ' পড়েছেন? হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি। অতঃপর তিনি এদেরকে নিয়ে এক রাক্‘আত এবং তাদেরকে নিয়ে এক রাক্‘আত নামায পড়লেন, আর তারা অবশিষ্ট নামায পূরণ করেনি।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, অনুরূপভাবে সূত্র পরম্পরায় ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। ইয়াযীদ আল-ফাকীর ও তাবি'ঈ আবু মূসা, ইনি সাহাবী আবু মূসা (রা) নন, উভয়ে জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। অবশ্য তাদের কেউ কেউ ইয়াযীদ আল-ফাকীরের হাদীসে এ কথাও বলেছেন যে, "তারা এক রাক্'আত পূরণ করেছেন। অনুরূপভাবে সিমাক আল-হানাফী (র) ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অবিকল বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সমস্ত লোকের জন্য ছিল এক রাক্'আত, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ছিল দুই রাক্'আত।

١٢٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً.

১২৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানীতে নামায ফরয করেছেন, আবাসে অবস্থানকালে চার রাক্'আত, সফরে দুই রাক্'আত এবং ভীতি ও ত্রাসের সময় (সমরে) এক রাক্'আত করে।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّىْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ যিনি বলেন, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে দুই রাক্'আত করে নামায পড়বেন

١٢٤٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خَوْفٍ الظُّهْرَ فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضُهُمْ بِازَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِيْنَ صَلُّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوْا مَوْقِفَ اَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلُّوْا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ

لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعًا وَلِاَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَبِذٰلِكَ كَانَ يُفْتِى الْحَسَنُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ فِى الْمَغْرِبِ يَكُوْنُ لِلْاِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَذٰلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِىُّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১২৪৮। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সমরক্ষেত্রে) ভীতি ও ত্রাসের মধ্যে যোহরের নামায পড়েছেন। তাদের কিছু সংখ্যক তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো, আর কিছু সংখ্যক সারিবদ্ধ হলো শত্রুর মুকাবিলায়। অতঃপর তিনি দুই রাক্‌'আত নামায পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। আর যারা তাঁর সাথে নামায পড়েছে তারা সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল এবং তাদের সঙ্গীদের স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো, পরে তারা এসে তাঁর পিছনে দাঁড়ালে তিনি তাদেরকে দুই রাক্‌'আত নামায পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হলো চার রাক্‌'আত এবং তাঁর সাহাবীদের হলো দুই দুই রাক্‌'আত। হাসান বসরী এরূপই ফতোয়া দিতেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এভাবে মাগরিবের নামাযে ইমামের হবে ছয় রাক্‌আত, আর অন্যান্য লোকদের হবে তিন তিন রাক্‌'আত।

بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ অনুসন্ধানকারীর নামায

١٢٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِىِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَرَاَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ اِنِّىْ لَاَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ مَا اِنْ اُؤَخِّرَ الصَّلٰوةَ فَانْطَلَقْتُ اَمْشِىْ وَاَنَا اُصَلِّىْ اُوْمِئُ اِيْمَاءً نَحْوَهُ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِىْ مَنْ اَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِّنَ

الْعَرَبِ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَجْمَعُ لِهٰذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِىْ ذَاكَ قَالَ اِنِّىْ لَفِىْ ذَاكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتّٰى اِذَا اَمْكَنَنِىْ عَلَوْتُهُ بِسَيْفِىْ حَتّٰى بَرَدَ.

১২৪৯। ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা)-র পুত্র থেকে তার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খালিদ ইবনে সুফিয়ান আল-হুযালীর সন্ধানে পাঠালেন। সে উরানা ও আরাফাতের নিকটেই অবস্থান করতো। তিনি (আমাকে) বললেন ঃ যাও, তাকে হত্যা করো। রাবী বলেন, আমি এমন সময় তার সন্ধান পেলাম যখন আসর নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত। আমি আশংকা করলাম, তার আর আমার মধ্যে যদি এখনই সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে আমার নামায বিলম্ব হবার আশংকা আছে। অতএব আমি হাঁটতে থাকলাম এবং তার দিকে মুখ করে ইশারায় নামায পড়তে লাগলাম। যখন আমি তার নিকটবর্তী হলাম তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? আমি জবাব দিলাম, আরবের এক ব্যক্তি। আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, তুমি নাকি ঐ ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ সা.) বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছো? অতএব আমি সেই উদ্দেশ্যেই তোমার কাছে এসেছি। সে বললো, আমি তাই করছি। (রাবী বলেন) আমি কিছুক্ষণ তার সঙ্গে হাঁটলাম, অবশেষে সুযোগ বুঝে আমার তরবারি দ্বারা তার উপরে বিজয়ী হলাম। অবশেষে সে ঠাণ্ডা হয়ে গেল (মারা গেল)।

অধ্যায় ঃ ৬

كِتَابُ التَّطَوُّعِ

নফল নামায

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নফল নামায ও সুন্নাত নামাযের রাক্‌'আত সংখ্যা সংক্রান্ত বর্ণনা

١٢٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ اَبِىْ هِنْدٍ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ.

১২৫০। উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাক্‌'আত নফল (সুন্নাত) নামায পড়ে, তার জন্য এর বিনিময়ে বেহেশতের মধ্যে একখানা ঘর নির্মাণ করা হবে।

টীকা ঃ হাদীসের ভাষায় 'নফল ও সুন্নাত' অধিকাংশ স্থানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় (অনু.)।

١٢٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا فِىْ بَيْتِىْ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ

اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّيْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً جَالِسًا فَاذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْفَجْرِ.

১২৫১। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'নফল' নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি আমার ঘরে যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্‌আত নামায পড়তেন, অতঃপর বের হয়ে গিয়ে লোকজনসহ (ফরয) নামায পড়তেন। পুনরায় আমার ঘরে ফিরে এসে দুই রাক্‌'আত পড়তেন এবং লোকজনসহ মাগরিবের নামায পড়ে পুনরায় আমার ঘরে প্রত্যাবর্তন করে দুই রাক্‌'আত পড়তেন। আর তাদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাক্‌'আত পড়তেন। এতদভিন্ন তিনি রাতে 'নয়' রাক্‌'আত নামায পড়তেন, এর মধ্যে 'বিতর'ও থাকতো। তিনি রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এবং দীর্ঘক্ষণ বসে বসে নামায পড়তেন। যখন তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় কিরাআত পড়তেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থেকেই রুকূ ও সিজদা করতেন। আর যখন তিনি বসাবস্থায় কিরাআত পড়তেন তখন বসাবস্থায় থেকেই রুকূ ও সিজদা করতেন। আর যখন ফজর উদিত হতো (সুবহে সাদেক হতো) তখন তিনি দুই রাক্‌'আত পড়তেন, অতঃপর বের হয়ে গিয়ে লোকজনসহ ফজরের নামায পড়তেন।

টীকা ঃ যুহরের ফরযের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই এবং ফজরের পূর্বে দুই, সর্বমোট বার রাক্‌'আত নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (অনু.)

١٢٥٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ.

১২৫২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাক্‌'আত ও এর পরে দুই রাক্‌'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক্‌'আত নামায তাঁর ঘরে পড়তেন এবং এশার পরও দুই রাক্‌'আত পড়তেন। আর জুমু'আর (ফরয নামাযের) পর ঘরে ফিরে এসে দুই রাক্‌'আত পড়তেন।

١٢٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدٍ

بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ.

১২৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের পূর্বে চার রাক্‘আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক্‘আত সুন্নাত নামায কখনো ত্যাগ করতেন না।

بَابُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ ফজরের দুই রাক্‘আত সুন্নাতের বর্ণনা

١٢٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلٰى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهِدَةً مِّنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

১২৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বে দুই রাক্‘আতের চেয়ে অধিক দৃঢ় প্রত্যয় অন্য কোন নফল নামাযে রাখতেন না।

بَابُ فِىْ تَخْفِيْفِهِمَا

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ফজরের দুই রাক্‘আত সুন্নাতকে সংক্ষেপে পড়ার বর্ণনা

١٢٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَتّٰى اِنِّىْ لاَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

১২৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বে দুই রাক্‘আত নামায এতো স্বল্প সময়ে পড়তেন যে, আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি এই দুই রাক্‘আতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন?

١٢٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

১২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক্'আত (সুন্নাত নামাযে) কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাদ্বয় পড়েছেন।

١٢٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ زِيَادَةَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادَةَ الْكِنْدِيُّ عَنْ بِلَالٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤْذِنَهُ بِصَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلَالًا بِاَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتّٰى فَضَحَهُ الصُّبْحُ فَاَصْبَحَ جِدًّا قَالَ فَقَامَ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ وَتَابَعَ اَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَرَجَ صَلّٰى بِالنَّاسِ وَاَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِاَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتّٰى اَصْبَحَ جِدًّا وَاَنَّهُ اَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوْجِ فَقَالَ اِنِّيْ كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اَصْبَحْتَ جِدًّا قَالَ لَوْ اَصْبَحْتُ اَكْثَرَ مِمَّا اَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَاَحْسَنْتُهُمَا وَاَجْمَلْتُهُمَا.

১২৫৭। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভোরের (ফজরের) নামাযের সংবাদ দেয়ার জন্য আসলেন। এ সময় আয়েশা (রা) বিলালকে তাঁর কোন এক কাজে ব্যস্ত রাখলেন, ফলে প্রভাত লালিমা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বিলাল (রা) এসে তাঁকে বারবার সংবাদ দিতে লাগলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বাইরে আগমন করলেন না এবং যখন বের হয়ে আসলেন, তখন লোকজন নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি তাঁকে জানালেন যে, আয়েশা (রা) তাকে কোন এক কাজে লাগিয়েছিলেন, যদ্দরুন পরিষ্কারভাবে ভোর হয়ে গেছে। আর তিনিও বাইরে আগমন করতে যথেষ্ট দেরী করেছেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ (আমি বাইরে আসতে এ কারণেই করেছি যে,) আমি ফজরের দুই রাক্'আত পড়েছি। তিনি (বেলাল) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও পরিষ্কারভাবে ভোরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি বললেন ঃ যদি আমি এর চাইতে অধিক ভোরে প্রবেশ করি তারপরও সেই দুই রাক্'আত পড়বো এবং তা উত্তমরূপে ও সুন্দরভাবে পড়বো (অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই আমি এই দুই রাক্'আত ত্যাগ করবো না)।

١٢٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِيْ ابْنَ

اِسْحَاقَ الْمَدَنِىُّ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيْلاَنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدَعُوْهُمَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ.

১২৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (ফজরের সুন্নাত) সেই দুই রাক্‘আত কখনো পরিহার করো না, যদিও তোমাদেরকে অশ্বারোহী বাহিনী পদদলিত করে।

١٢٥٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ كَثِيْرًا مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِاٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ قَالَ هٰذِهِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ بِاٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

১২৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় ফজরের দুই রাক্‘আতে "আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উন্‌যিলা ইলাইনা" (আল-বাকারা ঃ ১৩৬) এ আয়াতটি পড়তেন। তিনি বলেন, অবশ্য এ আয়াতটি প্রথম রাক্‘আতেই পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক্‘আতে পড়তেন ঃ "আমান্না বিল্লাহি ওয়াশহাদ বিআন্না মুসলিমূন" (আলে ইমরান ঃ ৫২)।

١٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ يَعْنِى ابْنَ مُوْسٰى عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ اَوْ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلاَ تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ. شَكَّ الدَّرَاوَرْدِىُّ.

১২৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের দুই রাক্‘আতে কিরাআত পাঠ করতে শুনেছেন ঃ "কুল আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ‘আলাইনা" (আলে ইমরান ঃ ৮৪) প্রথম রাক্‘আতে, আর দ্বিতীয় রাক্‘আতে এ আয়াতটি পড়েছেন ঃ "রব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবা‘নার রাসূলা ফাক্‌তুবনা মা‘আশ্ শাহিদীন" (আলে ইমরান ঃ ৫৩) অথবা "ইন্না আরসালনাকা বিলহাক্কি বাশীরাঁও ওয়া নাযীরা, ওয়ালা তুসআলু ‘আন আসহাবিল জাহীম" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১১৯)।

بَابُ الْاِضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ-৪ : ফজরের দুই রাক্'আতের পর কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রাম গ্রহণ

١٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهِ. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ اَمَا يُجْزِئُ اَحَدَنَا مَمْشَاهُ اِلَى الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَضْطَجِعَ عَلٰى يَمِيْنِهِ . قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ لاَ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلٰى نَفْسِهِ قَالَ فَقِيْلَ لاِبْنِ عُمَرَ هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُوْلُ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ اجْتَرَاَ وَجَبُنَّا قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَمَا ذَنْبِىْ اِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوْا.

১২৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ফজরের পূর্বে দুই রাক্'আত নামায পড়ে, সে যেন অবশ্যই ডান কাতে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। (একথা শুনে) মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে বললো, আমাদের কেউ যতক্ষণ ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করবে ততক্ষণে মসজিদের দিকে গমন করলে তা কি যথেষ্ট হবে না? (বর্ণনাকারী) উবায়দুল্লাহ তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জবাব দিয়েছেন, 'না'। তিনি বলেন, ইবনে উমারের নিকট এ হাদীস পৌঁছলে তিনি বলেন, আবু হুরায়রা নিজের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছেন। এ প্রেক্ষিতে কেউ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে আপনি কি তার কিছু অস্বীকার করেন যা তিনি বলেছেন? তিনি জবাব দিলেন, না, তবে তিনি নির্ভীকতা প্রকাশ করছেন, আর আমরা প্রকাশ করছি ভীরুতা ও নমনীয়তা। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে উমারের উক্তিতে আবু হুরায়রা (রা) বললেন, যদি তারা ভুলে যায়, আর আমি স্মরণে রেখে দেই, তাহলে আমার অপরাধ কিসের?

١٢٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضٰى صَلٰوتَهُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِىْ وَاِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اَيْقَظَنِىْ وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنُهُ بِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ.

১২৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ রাতের নামায সমাপ্ত করে লক্ষ্য করতেন, যদি আমি জাগ্রত থাকতাম তাহলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। আর যদি আমি ঘুমিয়ে থাকতাম তাহলে তিনি আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং তিনি দুই রাক্'আত পড়তেন। পরে মুয়ায্যিন আসা পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। সে এসে ফজরের নামাযের সংবাদ দিলে তিনি সংক্ষেপে দুই রাক্'আত (ফজরের সুন্নাত) পড়তেন, তারপর নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।

١٢٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ابْنِ أَبِيْ عَتَّابٍ اَوْ غَيْرِهِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَاِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اِضْطَجَعَ وَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ.

১২৬৩। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়ার পর আমি ঘুমিয়ে থাকলে তখন তিনিও শুয়ে বিশ্রাম করতেন, আর যদি আমি জাগ্রত থাকতাম তাহলে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন।

١٢٦٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ حَمَّادٍ عَنْ اَبِيْ مَكِيْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُو الْفَضْلِ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِرَجُلٍ اِلاَّ نَادَاهُ بِالصَّلٰوةِ اَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. قَالَ زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْفُضَيْلِ.

১২৬৪। মুসলিম ইবনে আবু বাক্রা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ভোরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি যে কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে তাকে নামাযের জন্য ডাকতেন অথবা তার পা দ্বারা তাকে নাড়া দিতেন।

بَابٌ اِذَا اَدْرَكَ الْاِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ ইমামকে এমন অবস্থায় পেয়েছে যে, সে ফজরের দুই রাক্'আত (সুন্নাত) পড়েনি

١٢٦٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُصَلِّىْ الصُّبْحَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلاَنُ اَيَّتُهُمَا صَلاَتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ اَوِ الَّتِيْ صَلَّيْتَ مَعَنَا.

১২৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এমন সময় আসলো যে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের (ফরয) নামায পড়ছিলেন। সুতরাং সে প্রথমে দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়ে নিল, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে শরীক হলো। নামাযশেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে অমুক! সেই দুই রাক্'আত তোমার কোন নামায, যা তুমি একাকী পড়েছো অথবা যা তুমি আমাদের সঙ্গে পড়েছো?

١٢٦٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

১২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের ইকামাত দেয়া হয় তখন উক্ত ফরয ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।

بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتٰى يَقْضِيْهَا

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কারো ফজরের সুন্নাত থেকে গেলে তা কখন পূরণ করবে?

١٢٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ

رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১২৬৭। কায়েস ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর এক ব্যক্তিকে দুই রাক্‌'আত পড়তে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'ফজরের নামায তো দুই রাক্‌'আত। সে বললো, ফজরের পূর্বে যে দুই রাক্‌'আত আছে, আমি তা পড়িনি, সেটাই এখন পড়লাম। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন।

١٢٦٨- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَال قَالَ سُفْيَانُ كَانَ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عَبْدُ رَبِّهٖ وَيَحْيَى ابْنَ سَعِيْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ مُرْسَلاً اَنَّ جَدَّهُمْ زَيْدًا صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ.

১২৬৮। সুফিয়ান (র) বলেন, আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) এ হাদীস সা'দ ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, সা'দের পুত্রদ্বয় আবদে রাব্বিহী ও ইয়াহ্ইয়া এ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাদের দাদা যায়েদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়েছেন এবং ঘটনাটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

بَابُ الْاَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যুহরের (ফরযের) পূর্বে ও পরে চার রাক্‌'আত করে সুন্নাত নামায

١٢٦٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ.

১২৬৯। আনবাসা ইবনে আবু সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাক্‘আত এবং পরে চার রাক্‘আত নিয়মিত পড়বে, তার জন্য দোযখ হারাম করা হবে। আবু দাউদ বলেন, আল-‘আলা ইবনুল হারিস ও সুলায়মান ইবনে মূসা (র) মাকহূল (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَرْثَعٍ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ قَالَ لَوْ حَدَّثْتُ عَنْ عُبَيْدَةَ بِشَيْءٍ لَحَدَّثْتُ عَنْهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عُبَيْدَةُ ضَعِيْفٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ مِنْجَابٍ هُوَ سَهْمٌ.

১২৭০। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যুহরের পূর্বে এক সালামে চার রাক্‘আত নামায আছে, এগুলোর জন্য আসমানের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়।

بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে নামায পড়া

١٢٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مِهْرَانَ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنِىْ جَدِّىْ اَبُو الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا.

১২৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তির উপর দয়া প্রদর্শন করেন, যে আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক্‘আত নামায পড়ে।

١٢٧٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

১২৭২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন।

টীকা : আসরের পূর্বে দুই ও চার রাক্'আত, উভয় প্রকারের হাদীস বর্ণিত থাকলেও চার রাক্'আত পড়া উত্তম এবং এটাই নির্ভরযোগ্য (অনু.)।

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ আসরের (ফরয নামাযের) পর নামায পড়া

١٢٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَزْهَرِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ اِنَّا اُخْبِرْنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهُمَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهٖ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهٖ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا اَمَّا حِيْنَ صَلَّاهُمَا فَاِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِىْ نِسْوَةٌ مِّنْ بَنِىْ حَرَامٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِىْ بِجَنْبِهٖ فَقُوْلِىْ لَهُ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْمَعُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهٖ فَاسْتَأْخِرِىْ عَنْهُ. قَالَتْ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهٖ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا ابْنَةَ اَبِىْ اُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ اَنَّهُ اَتَانِىْ نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْاِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.

১২৭৩। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে

আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আযহার ও আল-মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) এরা সবাই তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠালেন, তাঁকে আমাদের সকলের তরফ থেকে সালাম বলো এবং আসরের পরে দুই রাক্'আত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো এবং এ কথাও বলো, আমাদের নিকট সংবাদ পৌছেছে, আপনি সেই দুই রাক্'আত পড়ে থাকেন। অথচ আমাদের নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পড়তে নিষেধ করেছেন। (কুরাইব বলেন) আমি তার নিকট গেলাম এবং তারা আমাকে যে সংবাদ নিয়ে পাঠালেন, তাঁকে তা পৌছালাম। তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করো। সুতরাং আমি তাদের নিকট ফিরে আসলাম এবং তিনি যা বলেছেন তা তাদেরকে অবহিত করলাম। অতএব তারা আমাকে পুনরায় উম্মু সালামা (রা)-র নিকট একই কথা বলে পাঠালেন যেরূপ আয়েশার নিকট পাঠিয়েছিলেন। উম্মু সালামা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই রাক্'আত পড়তে যে নিষেধ করেছেন, একথা আমিও শুনেছি। কিন্তু পরে আমি তাঁকে তা পড়তে দেখেছি। অবশ্য তিনি আসরের নামায পড়ার পর সেই দুই রাক্'আত পড়েছেন। পরে তিনি যখন আমার নিকট আগমন করলেন, তখন আনসারের বনি হারাম গোত্রীয় ক'জন মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিল। তখনই তিনি তা পড়েছেন। আমি আমার এক দাসীকে তাঁর নিকট এই বলে পাঠালাম, তুমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং তাঁকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! উম্মু সালামা (রা) এই দুই রাক্'আত পড়তে আপনাকে নিষেধ করতে শুনেছেন। অথচ এখন তিনি আপনাকে দেখছেন যে, আপনি তা পড়ছেন। তিনি যদি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন, তাহলে তাঁর থেকে সরে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, দাসী তাই করলো। তিনি তাকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, তাই সে সরে দাঁড়িয়েছিল। যখন তিনি নামায থেকে অবসর হলেন তখন বললেন ঃ হে আবু উমাইয়্যার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পরের দুই রাক্'আত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ। আবদুল কায়েস গোত্রীয় ক'জন লোক ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আমার নিকট এসেছিল। তাদের কারণে আমি যুহরের পরের দুই রাক্'আত পড়তে পারিনি। এটা সেই দুই রাক্'আত।

টীকা ঃ আসরের পরে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন প্রকারের নফল নামায পড়া জায়েয নেই, অবশ্য 'কাযা' পড়া যায় (অনু.)।

بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ সূর্য বেশ উপরে থাকতে দুই রাক্'আত পড়ার অনুমতি

١٢٧٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

১২৭৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের (ফরয নামাযের) পর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। তবে সূর্য উঁচুতে থাকাবস্থায় পড়া যায়।

١٢٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ اِثْرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ رَكْعَتَيْنِ اِلاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

১২৭৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও আসর ব্যতীত প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন।

١٢٧٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِىْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِىْ عُمَرُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

১২৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট ক'জন আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়েছেন, তন্মধ্যে একজন ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। বস্তুত তাদের মধ্যে উমারই ছিলেন আমার কাছে সবচেয়ে আল্লাহর প্রিয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো নামায নেই এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামায নেই।

١٢٧٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِىْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ اللَّيْلِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَكْتُوْبَةٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ الصُّبْحَ ثُمَّ اَقْصِرْ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ اَوْ رُمْحَيْنِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّىْ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَكْتُوْبَةٌ حَتّٰى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ اَقْصِرْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ اَبْوَابُهَا فَاِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ ثُمَّ اَقْصِرْ حَتّٰى

تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَانَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّىْ لَهَا الْكُفَّارُ وَقَصَّ حَدِيْثًا طَوِيْلاً. قَالَ الْعَبَّاسُ هٰكَذَا حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلاَّمٍ عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ اِلاَّ اَنْ اُخْطِئَ شَيْئًا لاَ اُرِيْدُهُ فَاَسْتَغْفِرُاللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

১২৭৭। আমর ইবনে আনবাসা আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! রাত্রের কোন সময়টি অধিক শ্রবণীয়? তিনি বলেন ঃ রাতের শেষাংশ, এ সময় যতটুকু ইচ্ছা নামায পড়ো। কেননা ফজরের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত এ সময়ের নামায সম্পর্কে ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেয় ও লিপিবদ্ধ করে। এরপর সূর্যোদয় নাগাদ নামায থেকে বিরত থাকো, যতক্ষণ না তা আনুমানিক এক অথবা দুই বর্শাফলক পরিমাণ উপরে উঠে যায়। কেননা শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে তা (সূর্য) উদিত হয়। আর কাফিররা এ সময় তার পূজা করে থাকে। এরপর থেকে যত ইচ্ছা নামায পড়ো যে পর্যন্ত না বর্শার ছায়া ঠিক সমান হয়ে যায়, এ সময়ের নামায সম্পর্কে ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেয় এবং তা লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর নামায থেকে বিরত থাকো, কেননা এ সময় জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয় এবং তার সমস্ত দ্বারও উন্মুক্ত করা হয়। আর সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়বে তখন যত ইচ্ছা নামায পড়ো, কেননা আসরের নামায পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যকার নামায সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়। এরপর সূর্যাস্ত যাওয়া নাগাদ নামায থেকে বিরত থাকো। কেননা তা শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে অস্ত যায়। আর কাফিররা তার উদ্দেশ্যে উপাসনা করে। বর্ণনাকারী এ প্রসংগ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল-আব্বাস (র) বলেন, আবু উমামা (রা) থেকে আবু সাল্লাম (র) আমাকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তার মধ্যে আমি অনিচ্ছায় সামান্য কিছু ত্রুটি করেছি, যেজন্যে আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

টীকা ঃ অন্য আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দুপুরে শয়তান সূর্যের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় তখন তার পূজারীরা তাকে সিজদা করে। সুতরাং উক্ত তিন সময় নামায পড়া হারাম। এটাকেই শয়তানের শিং-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে (অনু.)।

١٢٧٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ اَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِى ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اُصَلِّىْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فَقَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ الْفَجْرِ اِلاَّ سَجْدَتَيْنِ.

১২৭৮। ইবনে উমার (রা)-র মুক্তদাস ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) আমাকে দেখলেন, আমি সুবহে সাদিকের পর নামায পড়ছি। তিনি বললেন, হে ইয়াসার! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। ঠিক সে সময় আমরা এ নামাযটি পড়ছিলাম। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তোমাদের উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদেরকে পৌঁছায় যে, ফজরের উদয় হওয়ার (সুবহে সাদিকের) পর (ফজরের) দুই রাক্'আত সুন্নাত ব্যতীত তোমরা অন্য কোন নামায পড়ো না।

١٢٧٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ قَالاَ نَشْهَدُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا مِنْ يَّوْمٍ يَأْتِىْ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ صَلّٰى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

১২৭৯। আল-আসওয়াদ ও মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা আয়েশা (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন, যে দিনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করতেন, অবশ্যই তিনি আসরের পর দুই রাক্'আত নামায পড়তেন।

١٢٨٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّىْ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهٰى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهٰى عَنِ الْوِصَالِ.

১২৮০। আয়েশা (রা)-এর মুক্তদাস যাকওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (আয়েশা রা.) তাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আসরের পরে নামায পড়তেন, কিন্তু লোকদেরকে (এই সময়ে নামায পড়তে) নিষেধ করতেন এবং তিনি বিরতিহীন এক নাগাড়ে ক'দিন রোযা (সাওমে বিসাল) রাখতেন কিন্তু অন্যদেরকে "সাওমে বিসাল" থেকে নিষেধ করতেন।

টীকা ঃ দিনের শেষে ইফতার না করে বা কিছুই পানাহার না করে, এক নাগাড়ে ক'দিন রোযা রাখাকে "সাওমে বিসাল" বলা হয়। এভাবে রোযা রাখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য, অন্যের জন্য তা জায়েয নেই (অনু.)।

بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ মাগরিবের (ফরয নামাযের) পূর্বে নামায পড়া

١٢٨١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

১২৮১। আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা মাগরিবের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাক্‘আত নামায পড়ো। পুনরায় তিনি বললেন ঃ যার ইচ্ছা হয় সে মাগরিবের পূর্বে দুই রাক্‘আত নামায পড়তে পারো, এ আশংকায় যে, লোকেরা আবার এটাকে স্থায়ী নিয়ম বানিয়ে ফেলে নাকি?

টীকা ঃ মাগরিবের আযানের পরপর এবং জামায়াত শুরু হওয়ার পূর্বে দুই রাক্‘আত নামায পড়া যেতে পারে, তবে তা একান্তই নফল হিসাবে (সম্পাদক)।

١٢٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّازُ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَرَاكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ رَاٰنَا فَلَمْ يَاْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

১২৮২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মাগরিবের পূর্বে দুই রাক্‘আত নামায পড়েছি। মুখতার ইবনে ফুলফুল (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাদেরকে (নামায পড়তে) দেখেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমাদেরকে দেখেছেন। তবে তিনি আমাদেরকে আদেশও দেননি এবং নিষেধও করেননি?

١٢٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ لِمَنْ شَاءَ.

১২৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নামায রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায রয়েছে, যে চায় তা পড়তে পারে।

টীকা ঃ দুই আযান অর্থ হলো– আযান ও ইকামাত। অর্থাৎ নফল-সুন্নাত ইত্যাদি সে সময় পড়তে হয় (অনু.)।

١٢٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهِمَا وَرَخَّصَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ هُوَ شُعَيْبٌ يَعْنِيْ وَهِمَ شُعْبَةُ فِيْ اِسْمِهِ.

১২৮৩। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে মাগরিবের পূর্বের দুই রাক্'আত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আমি কাউকে তা পড়তে দেখিনি। তবে আসরের পরে দুই রাক্'আত পড়ার অবকাশ আছে।

بَابُ صَلاَةِ الضُّحٰى

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ সালাতুদ-দুহা (চাশতের নামায)

١٢٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنٰى عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلاَمٰى مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلٰى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَاَمْرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَاِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ اَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ عَبَّادٍ اَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْاَمْرَ وَالنَّهْيَ زَادَ فِيْ حَدِيْثِهِ وَقَالَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ ابْنُ مَنِيْعٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يَقْضِيْ شَهْوَتَهُ وَتَكُوْنُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ غَيْرِ حِلِّهَا اَلَمْ يَكُنْ يَاْثَمُ.

১২৮৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আদম সন্তানের দেহের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের ওপর সাদাকা (দান-খয়রাত) ওয়াজিব করে। কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে তার সালাম দেয়া একটি সাদাকা। সৎ

কর্মের আদেশ করা একটি সাদাকা, অন্যায় থেকে নিষেধ করাও একটি সাদাকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া একটি সাদাকা। পরিবার-পরিজনের দায়-দায়িত্ব বহন করা একটি সাদাকা। আর চাশতের (অর্থাৎ পূর্বাহ্ন) দুই রাক্‌'আত নামায এসব কিছুর পরিপূরক হতে পারে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, বর্ণনাকারী 'আব্বাদের রিওয়ায়াতটিই পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত। অপর বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ তার রিওয়ায়াতের মধ্যে "সৎ কর্মের আদেশ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ", এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। অবশ্য তিনি তার রিওয়ায়াতের মধ্যে "এবং নবী (সা) বলেছেন ঃ অমুক অমুক কাজ" উল্লেখ করেছেন। ইবনে মানী' তাঁর রিওয়ায়াতের মধ্যে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন যে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদের কেউ স্ত্রীসহবাস করে তার যৌন-তৃপ্তি হাসিল করে, তাও কি তার জন্য সাদাকা হবে? তিনি বললেন ঃ তোমার কি ধারণা, যদি সে তা অবৈধ পাত্রে রাখতো তাহলে কি সে পাপী হতো না?

١٢٨٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدُّوَلِىِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلاَمٰى مِنْ اَحَدِكُمْ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَلَهُ بِكُلِّ صَلٰوةٍ صَدَقَةٌ وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ وَحَجٍّ صَدَقَةٌ وَتَسْبِيْحٍ صَدَقَةٌ وَتَكْبِيْرٍ صَدَقَةٌ وَتَحْمِيْدٍ صَدَقَةٌ فَعَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذِهِ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ثُمَّ قَالَ يُجْزِئُ اَحَدَكُمْ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَا الضُّحٰى.

১২৮৬। আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবু যার (রা)-এর নিকট ছিলাম। তিনি বলেছেন, প্রত্যহ তোমাদের প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি অস্থি একটি সাদাকা ওয়াজিব করে। প্রত্যেক নামায, প্রতিটি রোযা, প্রত্যেক হজ্জ, প্রত্যেক তাসবীহ, প্রত্যেক তাকবীর এবং প্রত্যেক প্রশংসা তার জন্য সাদাকা হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সমস্ত উত্তম কর্মগুলোকে গণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ চাশতের (পূর্বাহ্নের) দুই রাক্‌আত নামায আদায় করলে তা ঐগুলোর পরিপূরক হবে।

١٢٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانِ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَعَدَ فِىْ مُصَلاَّهُ حِيْنَ

يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحٰى لاَ يَقُوْلُ اِلاَّ خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১২৮৭। সাহল ইবনে মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে অবসর হওয়ার পর চাশতের নামায পড়া পর্যন্ত তার জায়নামাযে বসে থাকলে এবং এই সময়ে কেবল উত্তম কথা ছাড়া অন্য কিছু না বললে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়– তার পরিমাণ সমুদ্রের ফেনারাশির চেয়ে অধিক হলেও।

١٢٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةٌ فِىْ اِثْرِ صَلٰوةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ.

১২৮৮। আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক নামাযের পরে আর এক নামায (ধারাবাহিক নামায) যার মাঝখানে কোনো গুনাহ হয়নি, তা ইল্লীয়্যনে (উচ্চ মর্যাদায়) লিপিবদ্ধ হয়।

١٢٨٩- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ لاَ تُعْجِزْنِىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِىْ اَوَّلِ نَهَارِكَ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ.

১২৮৯। নুয়াইম ইবনে হাম্মায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার দিনের পূর্বাহ্নের মধ্যে চার রাক্‘আত নামায থেকে আমাকে বর্জন বা পরিত্যাগ করো না। তাহলে আমি তোমার পরকালের জন্য যথেষ্ট বা যিম্মাদার হবো।

١٢٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّ هَانِىءٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ

الضُّحٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سَبْحَةَ الضُّحٰى فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ ابْنُ السَّرْحِ اِنَّ اُمَّ هَانِىءٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحٰى بِمَعْنَاهُ.

১২৯০। আবু তালিব-কন্যা উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আট রাক্‌'আত চাশতের নামায পড়েছেন। তিনি এর প্রত্যেক দুই রাক্‌'আত অন্তর সালাম ফিরিয়েছেন। আবু দাউদ বলেন, আহ্‌মাদ ইবনে সালেহ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন চাশতের নামায পড়েছেন এবং হাদীসটি পূর্বরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনুস সারহ বলেন, উম্মে হানী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করেন, কিন্তু এ হাদীসে চাশতের নামাযের উল্লেখ নেই। অবশ্য তিনি পূর্বোক্ত হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন।

١٢٩١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَخْبَرَنَا اَحَدٌ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِىءٍ فَاِنَّهَا ذَكَرَتْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِىْ بَيْتِهَا وَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ يَرَهُ اَحَدٌ صَلاَّهُنَّ بَعْدُ.

১২৯১। ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হানী (রা) ব্যতীত অন্য কেউ আমাদের অবহিত করেননি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতের নামায পড়তে দেখেছেন। অবশ্য তিনি বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে গোসল করেছেন এবং আট রাক্‌'আত নামায পড়েছেন। এরপর আর কেউ তাঁকে নামায পড়তে দেখেনি।

١٢٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى فَقَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَّجِىْءَ مِنْ مَغِيْبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ قَالَتْ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

১২৯২। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামায পড়েছেন কি? তিনি বললেন, না, তবে তিনি যখন সফর থেকে আগমন করতেন (তখন পড়তেন)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কয়েকটি সূরা একত্রে পড়তেন? তিনি বললেন, মুফাস্‌সাল থেকে (অর্থাৎ কুরআনের শেষ দিকের সূরাগুলো একত্র করতেন)।

١٢٩٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّىْ لَاُسَبِّحُهَا وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

১২৯৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চাশতের (পূর্বাহ্নে) নামায পড়েননি। তবে আমি তা পড়তাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ছিল, তিনি কোনো কাজ করাকে যদিও প্রিয় মনে করতেন, কিন্তু কেবল এই আশংকায় তা পরিহার করতেন, লোকেরা সেই কাজ করলে হয়ত তা তাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে।

١٢٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ كَثِيْرًا فَكَانَ لاَ يَقُوْمُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ الْغَدَاةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتْ قَامَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১২৯৪। সিমাক (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে সামুরা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ওঠাবসা করতেন? তিনি বললেন, হাঁ, পর্যাপ্ত সাহচর্য লাভ করেছি। তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত সেই জায়নামাযে বসে থাকতেন যার উপর তিনি ফজরের নামায পড়েছেন। যখন সূর্যোদয় হতো, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে যেতেন।

টীকা ঃ সূর্যোদয়ের পর যে নফল নামায পড়া হয় তাকে সালাতুল ইশরাক বলে (অনু.)।

بَابُ صَلَاةِ النَّهَارِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ দিনের (নফল) নামাযের বিবরণ

١٢٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى.

১২৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের এবং দিনের (নফল) নামায দুই দুই রাক্‌'আত করে পড়তে হয়।

١٢٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ اَبِيْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى اَنْ تَشَهَّدَ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَاَنْ تَبَاءَسَ وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ. سُئِلَ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ مَثْنٰى قَالَ اِنْ شِئْتَ مَثْنٰى وَاِنْ شِئْتَ اَرْبَعًا.

১২৯৬। আল-মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামায দুই রাক্‌'আত করে পড়তে হয়। প্রত্যেক দুই রাক্‌'আতে হবে তোমার তাশাহ্‌হুদ। তুমি তোমার দুঃখ, অসহায়তা ও বিপণ্নতা এবং আবেগ-বিজড়িত ও ভারাক্রান্ত চিত্তে দুই হাত তুলে বলো, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার সে আচরণ হবে ত্রুটিপূর্ণ। রাতে দুই রাক্‌'আত করে নামায সম্বন্ধে আবু দাউদকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে দুই রাক্‌'আত আর ইচ্ছা করলে চার রাক্‌'আত করেও পড়তে পারো।

بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيْحِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ সালাতুত্ তাসবীহ্‌র বর্ণনা

١٢٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ يَاعَبَّاسُ يَاعَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيْكَ اَلاَ اَمْنَحُكَ اَلاَ اَحْبُوْكَ اَلاَ اَفْعَلُ
بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ
قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ عَشْرَ
خِصَالٍ اَنْ تُصَلِّىَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَأَةِ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشَرَ مَرَّةً
ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ
فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِىْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ
رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ
تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ
تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِىْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ
مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ
كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِىْ
عُمُرِكَ مَرَّةً.

১২৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে বললেন ঃ হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দিবো না? আমি কি আপনাকে দান করবো না? আমি কি আপনাকে উপঢৌকন দিবো না? আমি কি আপনার দশটি মহৎ কাজ করে দিবো না? সুতরাং যখন আপনি সেগুলো বাস্তবায়ন করবেন, তখন আল্লাহ আপনার প্রথম ও শেষ, অতীত ও বর্তমান, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়, প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। সে দশটি মহৎ কর্ম হচ্ছে এই ঃ আপনি চার রাক্‘আত (নফল) নামায পড়ুন। (তা পড়ার নিয়ম হচ্ছে এরূপ) প্রত্যেক রাক্‘আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য যে কোন একটি সূরা পড়ুন। যখন আপনি প্রথম রাক্‘আতের কিরাআত পড়া থেকে অবসর হবেন, তখন দণ্ডায়মান অবস্থায় বলবেন, “সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার” পনের বার, পরে রুকূ করুন এবং রুকূ অবস্থায় তা বলুন দশবার, আবার রুকূ থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার, পরে সিজদায় ঝুঁকে পড়ুন, সিজদাবস্থায় তা বলুন দশবার, এবার সিজদা থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার। আবার

সিজদা করুন, সেখানে তা বলুন দশবার। অতঃপর সিজদা থেকে মাথা তুলে তা বলুন দশবার, এ নিয়মে প্রত্যেক রাক্'আতে তাসবীহর সংখ্যা হবে পঁচাত্তর বার এবং তা করতে থাকুন পূর্ণ চার রাক্'আতে (ফলে গোটা নামাযে তাসবীহর সংখ্যা দাঁড়াবে তিন শত বার)। যদি আপনার সাধ্য থাকে তাহলে উক্ত নামায পড়ুন দৈনিক একবার। যদি তা না হয়, তাহলে অন্তত সপ্তাহে একবার, যদি তা না হয় তাহলে অন্তত মাসে একবার, আর যদি তাও না হয়, তাহলে বছরে একবার, আর যদি তাও না হয় তাহলে অন্তত গোটা জীবনে একবার।

١٢٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْأُبُلِّيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُوْ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتِنِيْ غَدًا أَحْبُوْكَ وَأُثِيْبُكَ وَأُعْطِيْكَ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِيْنِيْ عَطِيَّةً قَالَ إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ ثُمَّ تَرْفَعْ رَأْسَكَ يَعْنِيْ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلَا تَقُمْ حَتّٰى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتُهَلِّلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعْ ذٰلِكَ فِي الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَالَ فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ خَالُ هِلَالٍ الرَّائِيِّ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوفًا. وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ رَوْحٍ فَقَالَ حَدِيْثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حُدِّثْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১২৯৮। আবুল জাওযা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য পেয়েছেন। তাদের ধারণা, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে

বললেন, তুমি আগামীকাল ভোরে আমার নিকট এসো, আমি তোমাকে কিছু দান করবো, আমি তোমাকে দিবো, আমি তোমাকে উপঢৌকন দিবো। আমিও ধারণা করেছিলাম, তিনি আমাকে কিছু দান করবেন। তিনি বললেন ঃ "যখন দুপুরে (সূর্য) হেলে পড়বে, তখন তুমি দাঁড়িয়ে চার রাক্'আত নামায পড়ো"। অতঃপর হাদীসটি অবিকল পূর্বের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন ঃ অতঃপর দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলে সোজা বসে যাও এবং দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার এবং দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না পড়া পর্যন্ত দণ্ডায়মান হয়ো না। তোমার চার রাক্'আতে এরূপ করো। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপীও হয়ে থাকো, তাহলে এর দ্বারা তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, যদি আমি ঠিক সে সময় নামাযটি পড়তে সক্ষম না হই? তিনি বললেন ঃ রাত এবং দিনের যে কোন সময়ে তা পড়ে নাও। ইমাম আবূ দাউদ এ হাদীসটিকে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) পর্যন্ত 'মওকূফ' বলে মন্তব্য করেছেন। অপর সনদসূত্রে এটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তার নিজস্ব বক্তব্যরূপে বর্ণিত হয়েছে।

١٢٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ حَدَّثَنِي الْاَنْصَارِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَذَكَرَ نَحْوَهُمْ قَالَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى كَمَا قَالَ فِيْ حَدِيْثِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ.

১২৯৯। উরওয়া ইবনে রুওয়াইম (র) থেকে বর্ণিত। আল-আনসারী (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফরকে উপরোক্ত হাদীসটি বলেছেন এবং এর বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনকারীদের অনুরূপ। তিনি প্রথম রাক্'আতের দ্বিতীয় সিজদায় অনুরূপ বলেছেন, যেরূপ বলেছেন মাহদী ইবনে মাইমূনের হাদীসে।

بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ اَيْنَ تُصَلِّيَانِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মাগরিবের দুই রাক্'আত (সুন্নাত) নামায কোথায় পড়বে

١٣٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مُطَرِّفٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي الْوَزِيْرِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْفِطْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى مَسْجِدَ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَصَلّٰى فِيْهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَاٰهُمْ يُسَبِّحُوْنَ بَعْدَهَا فَقَالَ هٰذِهٖ صَلٰوةُ الْبُيُوْتِ.

১৩০০। সা'দ ইবনে ইসহাক ইবনে কা'ব ইবনে উজরা (র) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আবদুল আশহালের মসজিদে আগমন করে সেখানে মাগরিবের নামায পড়লেন। তিনি দেখলেন, যখন তাদের নামায শেষ হলো তখন তারা (লোকেরা) সেখানেই পরের সুন্নাত পড়ছে। তিনি বললেন ঃ এটি হচ্ছে ঘরের নামায।

١٣٠١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِيُّ حَدَّثَنَا طَلْقُ ابْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْلُ الْقِرَأَةَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرُ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوْبَ الْقُمِّىِّ وَاَسْنَدَهُ مِثْلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا نَصْرُ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوْبَ مِثْلَهُ.

১৩০১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরয নামাযের পরের দুই রাক'আতের কিরাআত এতো দীর্ঘ করতেন যে, মসজিদ জনশূন্য হয়ে যেতো।

١٣٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ مُرْسَلٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ يَعْقُوْبَ يَقُوْلُ كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُسْنَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৩০২। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটির ভাবার্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'মুরসাল' পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদকে বলতে শুনেছি, আমি ইয়াকূবকে বলতে শুনেছি, এমন প্রত্যেক হাদীস যা আমি তোমাদেরকে জা'ফার (র) থেকে বর্ণনা করি, আর তিনি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, সেটি ইবনে আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'মুসনাদ' হিসাবে বর্ণিত হয়ে থাকে।

بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ এশার ফরয নামাযের পরের নামায

١٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنِيْ مُقَاتِلُ بْنُ بَشِيْرٍ الْعِجْلِيُّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ اِلاَّ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نِطْعًا فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى ثُقْبٍ فِيْهِ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الْاَرْضَ بِشَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ قَطُّ.

১৩০১। শুরায়হ ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (শুরায়হ) বলেন, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার ফরয নামায পড়ার পর যখনই আমার নিকট আসতেন তখন চার অথবা ছয় রাক্‌'আত নামায অবশ্যই পড়তেন। এক রাতে আমাদের এখানে বৃষ্টি হলো। তাই আমরা তাঁর জন্য একখানা চামড়ার ফরাশ বিছিয়ে দিলাম। আমার দৃষ্টিতে যেন আমি এখনো চাক্ষুস দেখছি যে, তার ছিদ্র পথে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। কোনো কাপড় দ্বারা মাটি থেকে নিরাপদ থাকতে আমি তাঁকে কখনো দেখিনি (অর্থাৎ নামাযের সময় কাপড়ে কিংবা কপালে ধুলা-বালি লাগার ভয়ে তিনি কখনো কাপড় টানাটানি করতেন না)।

اَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

রাতের নফল নামায

بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّيْسِيْرِ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ নফল নামাযের জন্য রাতে দাঁড়ানোর নির্দেশ শিথিল করা হয়েছে

١٣٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ابْنُ شَبُّوْيَهْ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً نِصْفَهُ. نَسَخَتْهَا الْاٰيَةُ الَّتِيْ فِيْهَا عَلِمَ اَنْ

لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْانِ. وَنَاشِئَةَ اللَّيْلِ اَوَّلُهُ وَكَانَتْ صَلاَتُهُمْ لِاَوَّلِ اللَّيْلِ يَقُوْلُ هُوَ اَجْدَرُ اَنْ تُحْصُوْا مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَذٰلِكَ اَنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتٰى يَسْتَيْقِظُ وَقَوْلُهُ وَاَقْوَمُ قِيْلاً هُوَ اَجْدَرُ اَنْ يَّفْقَهَ فِى الْقُرْانِ وَقَوْلُهُ اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً يَقُوْلُ فَرَاغًا طَوِيْلاً.

১৩০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সূরা মুয্যাম্মিল সম্বন্ধে বলেন, আল্লাহর কালাম, "কুমিল লাইলা ইল্লা কালীলান্ নিস্ফাহু" অর্থাৎ রাতের সামান্য অংশ ছাড়া আপনি সারা রাত আল্লাহ্র ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকুন। (এক বছর পর) সম্মুখের আয়াত এ নির্দেশকে রহিত করেছে। তা হচ্ছে, "আলিমা আন্ লান তুহ্সূহু ফাতাবা আলাইকুম ফাক্রাউ মা তাইয়াস্সারা মিনাল কুরআন। অর্থ : তিনি (আল্লাহ) খুব অবগত যে, তা নির্ধারণ করা তোমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক (কেননা অনুমানের উপর ভিত্তি করে রাতের অর্ধেক নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, আবার অর্ধেকের কম হবার আশংকায় সারা রাত দণ্ডায়মান থাকতে হয়)। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। তাই এখন কুরআনের যতটুকু পড়া সম্ভব শুধু তাই পড়ো এবং 'নাশিয়াতাল লাইল' অর্থ রাতের প্রথমাংশ। আর তাদের নামায রাতের প্রথমভাগেই হয়ে থাকতো। (ইবনে আব্বাস) (রা) বলেন, রাতের কিয়াম অর্থাৎ রাতের ইবাদত যা আল্লাহ্ তোমাদের উপর ফরয করেছেন, অন্তরের একাগ্রতার সাথে এ সময় আদায় করা সঙ্গত। কেননা মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে কখন সে সজাগ হবে তা বলতে পারে না। আর আল্লাহর কালাম, "আকওয়ামু কীলা" অর্থাৎ কুরআনকে বুঝা ও অনুধাবন করার অধিক যোগ্য এবং আল্লাহর কালাম– "ইন্না লাকা ফিন নাহারি সাবহান তাবীলা" অর্থাৎ আপনি দিবালোকে বিভিন্নমুখী কাজে ব্যাপৃত থাকার সুযোগ পাবেন।

١٣٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْمَرْوَزِىَّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِمْ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى نَزَلَ اٰخِرُهَا وَكَانَ بَيْنَ اَوَّلِهَا وَاٰخِرِهَا سَنَةٌ.

১৩০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূরা মুয্যাম্মিলের প্রথমাংশ নাযিল হলো, তখন তারা (মুসলমানরা) রমযান মাসে যেরূপ রাতে দীর্ঘ কিয়াম করতেন (নামায পড়তেন) অনুরূপ কিয়াম করতে লাগলেন। অবশেষে এর শেষাংশ নাযিল হলো এবং তার প্রথম ও শেষাংশের মধ্যে এক বছরের ব্যবধান ছিল।

بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কিয়ামুল লাইল (রাত জেগে নামাযে ব্যাপৃত থাকা)

١٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.

১৩০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুমায়, তখন শয়তান তার মাথার পশ্চাদ্ভাগে তিনটি গিরা লাগায় এবং প্রত্যেকটি গিরা লাগাবার সময় বলে, এখনো রাত অনেক বাকী, আরো ঘুমাও। আর যদি সে সজাগ হয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করে, তখন একটি গিরা খুলে যায়। আর যদি উযু করে তাহলে আর একটি গিরা খুলে যায়। আর যদি নামায পড়ে, তখন শেষ গিরাও খুলে যায় এবং সে সতেজ ও উৎফুল্ল হয়ে ভোরে জাগ্রত হয়। আর যদি তা না করে (বরং ঘুমিয়ে থাকে) তবে সে আলস্য ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়।

١٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ قَيْسٍ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُهُ وَكَانَ اِذَا مَرِضَ اَوْ كَسِلَ صَلّٰى قَاعِدًا.

১৩০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তুমি রাতের কিয়াম (ইবাদত) বর্জন করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনো বর্জন করতেন না। আর তিনি অসুস্থতা কিংবা অবসাদ অনুভব করলে, বসে বসে নামায পড়তেন।

١٣٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَاِنْ اَبَتْ

نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.

১৩০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন যে রাতে উঠে নিজেও নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে। আর সে যদি অস্বীকার করে, তাহলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ এমন নারীর প্রতি মেহেরবানী প্রদর্শন করুন যে রাতে উঠে নিজেও নামায পড়ে এবং তার স্বামীকেও সজাগ করে। আর যদি সে উঠতে না চায় তখন তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।

١٣٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْاَقْمَرِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْاَقْمَرِ الْمَعْنٰى عَنِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا اَوْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِى الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ كَثِيْرٍ وَلاَ ذَكَرَ اَبَا هُرَيْرَةَ جَعَلَهُ كَلاَمَ اَبِىْ سَعِيْدٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَاُرَاهُ ذَكَرَ اَبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ مَوْقُوْفٌ.

১৩০৯। আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাতে সজাগ করে এবং তারা উভয়ে অথবা প্রত্যেকে দুই দুই রাক্‘আত নামায পড়ে, তখন তাদেরকে (আল্লাহর) স্মরণকারী এবং স্মরণকারিণী হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। (আবু দাউদ বলেন) ইবনে কাসীর এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছাননি এবং তিনি বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা)-এর নামও উল্লেখ্য করেননি বরং এটা আবু সাঈদ (রা)-র নিজস্ব বক্তব্য বলেই আখ্যায়িত করেছেন।

بَابُ النُّعَاسِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ নামাযের মধ্যে তন্দ্রা এলে

١٣١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

১৩১০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে ঘুমের ঘোরে ঝিমায়, তার থেকে ঘুমের প্রভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন অবশ্যই শুয়ে থাকে। কেননা তোমাদের কেউ যদি ঘুমের ঘোরে নামায পড়ে, তাহলে এমনও হতে পারে যে, যেখানে সে নিজের মাগফিরাত চাইবে, সেখানে উল্টো নিজেকে গালি দিয়ে বসবে।

١٣١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ.

১৩১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে নামাযে দণ্ডায়মান হয় (আর ঘুমের প্রকোপে) কুরআন (কিরাআত) স্বাভাবিকভাবে তার মুখ থেকে বের হয় না, আর সে কি বলে যাচ্ছে তাও সে বুঝতে পারে না, এ অবস্থায় সে যেন অবশ্যই শুয়ে পড়ে।

١٣١٢- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِىُّ اَنَّ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَّمْدُوْدٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّىْ فَاِذَا اَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُصَلِّىْ مَا اَطَاقَتْ فَاِذَا اَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ. قَالَ زِيَادٌ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا لِزَيْنَبَ تُصَلِّىْ فَاِذَا كَسِلَتْ اَوْ فَتَرَتْ اَمْسَكَتْ بِهِ فَقَالَ حُلُّوْهُ فَقَالَ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا كَسِلَ اَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.

১৩১২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দুই খুঁটির মাঝখানে একটি রশি বাঁধা দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কিসের রশি? বলা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ যে 'হাম্না বিন্তে জাহ্শ', তিনি রাতে নামায পড়েন, আর যখন ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করেন, তখন এ রশির সাথে ঝুলে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যতক্ষণ সে শক্তি রাখে ততক্ষণ যেন নামায পড়ে, আর যখন ক্লান্তি আসে তখন যেন নামায ছেড়ে বসে পড়ে। যিয়াদের বর্ণনায় আছে, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি? লোকেরা বললো, এটা যয়নাবের, তিনি (রাতে) নামায পড়েন, যখন তার ক্লান্তি কিংবা অবসাদ আসে তখন এর সাথে ঝুলে থাকেন। তিনি বললেন ঃ ওটা খুলে ফেলো। তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের কারো যতক্ষণ মানসিক আনন্দ ও সচেতনতা থাকে ততক্ষণ যেন নামায পড়ে। আর সে যখন ক্লান্তি কিংবা অবসাদ অনুভব করে তখন যেন নামায ছেড়ে অবশ্যই বসে পড়ে।

بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ ঘুমের কারণে যার নফল নামায পড়া হয়নি

١٣١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ الْمَعْنٰى عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدٍ قَالاَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَقَرَاَهُ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَاَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

১৩১৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুমের কারণে যে ব্যক্তি রাতে নফল তাসবীহ অথবা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেনি এবং পরে তা ফজর ও যুহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নিয়েছে, সেটা তার জন্য এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে তা রাতেই পড়েছে।

بَابُ مَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যে ব্যক্তি নফল নামায পড়ার নিয়াত করার পর ঘুমিয়ে গেছে

١٣١٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ

بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رَضِيٌّ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا امْرِئٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلٰوةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ اَجْرُ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

১৩১৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে নামায পড়ার ইচ্ছা করলো কিন্তু তাকে ঘুম পরাভূত করলো, এমতাবস্থায় তার জন্য তার নামাযের সওয়াবই লিখা হবে। আর এ ঘুম হবে তার জন্য সাদাকা।

بَابُ اَىُّ اللَّيْلِ اَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ রাতের কোন্ অংশ উত্তম?

١٣١٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْاَلُنِيْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرَ لَهُ.

১৩১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাদের মহান পরাক্রমশালী প্রভু প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, আছে কেউ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? আছে কেউ আমার নিকট চাইবে, আমি তাকে দান করবো? আছে কেউ আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো?

بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতে নামায পড়ার ওয়াক্ত

١٣١٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُوْقِظُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ فَمَايَجِيْءُ السَّحَرُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ.

১৩১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান ক্ষমতাশালী আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে সজাগ করে দিতেন, আর তিনি তাঁর নফল নামায ইত্যাদি থেকে অবসর হতেন, যখন সাহরীর সময় (সুবহে সাদেক) হতো।

١٣١٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ وَهٰذَا حَدِيْثُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا اَىَّ حِيْنٍ كَانَ يُصَلِّىْ قَالَتْ كَانَ اِذَا سَمِعَ الصُّرَاخَ قَامَ فَصَلّٰى.

১৩১৭। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। আমি তাকে বললাম, তিনি কোন সময় নামায পড়তেন? তিনি বলেন, যখন মোরগের ডাক শুনতেন তখন তিনি উঠে নামাযে দাঁড়াতেন।

١٣١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِىْ اِلاَّ نَائِمًا تَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৩১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট যখনই তাঁর অর্থাৎ নবী (সা)-এর প্রভাত হয়েছে (আমি তাঁকে) নিদ্রাবস্থায় পেয়েছি।

١٣١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الدُّوَلِىِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ اَخِىْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلّٰى.

১৩১৯। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন নামায পড়তেন।

١٣٢٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ السَّكْسَكِىُّ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىَّ يَقُوْلُ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰتِيْهِ بِوَضُوْئِهِ وَلِحَاجَتِهِ فَقَالَ سَلْنِىْ فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

১৩২০। রাবীয়া ইবনে কা'ব আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রাত যাপন করেছি। আমি তাঁর উযুর পানি এনে দিতাম ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করতাম। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট কিছু চাও। আমি বললাম, বেহেশতে আপনার সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আরো কিছু? আমি বললাম, সেটাই যথেষ্ট। তিনি বললেন ঃ তাহলে অধিক সিজদার দ্বারা এ কাজে তুমি আমার সহযোগিতা করো।

টীকা ঃ নামাযের আধিক্যই জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে (অনু.)।

١٣٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ قَالَ كَانُوْا يَتَيَقَّظُوْنَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّوْنَ قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ قِيَامُ اللَّيْلِ.

১৩২১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর কালাম ঃ "তারা (মুমিনরা) শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায়, আর আমরা তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে" (সূরা আস-সাজদা ঃ ১৬)। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময় জাগ্রত থেকে নামায পড়তেন। রাবী বলেন, হাসান বসরী বলেছেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, রাত জেগে নামাযে দণ্ডায়মান থাকা।

١٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ فِىْ قَوْلِهِ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ قَالَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ زَادَ فِىْ حَدِيْثِ يَحْيٰى وَكَذٰلِكَ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ.

১৩২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী ঃ "তারা রাতের খুব অল্প সময় ঘুমে কাটাতো" (সূরা আয-যারিয়াত ঃ ১৭)। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানরা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময় নামায পড়তো। ইয়াহইয়া তার বর্ণনায় হাদীসের মধ্যে এটুকু বর্ধিত করেছেন যে, "তাতাজাফা জুনূবুহুম"-এরও অনুরূপ অর্থ।

بَابُ افْتِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ দুই রাক্‘আত দ্বারা রাতের নামায আরম্ভ করা

١٣٢٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৩২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে নামায পড়তে দাঁড়াবে তখন সে যেন প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাক্‘আত নামায পড়ে।

١٣٢٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ لِيُطَوِّلْ بَعْدُ مَا شَاءَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَابْنُ عَوْنٍ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ فِيْهِمَا تَجَوَّزْ.

১৩২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন... পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ আরো বর্ণনা করেছেন, এরপর যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে। আবু দাউদ বলেন, হিশাম থেকে বর্ণিত, অনেকের মতে এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব বক্তব্য। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, প্রথম দুই রাক্‘আতের কিরাআত খাটো করতে হবে।

١٣٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ يَعْنِىْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىٍّ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِىٍّ الْخَثْعَمِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ.

১৩২৫। আবদুল্লাহ ইবনে হুবশী আল-খাছ‘আমী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন ঃ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা (দীর্ঘ সূরা দ্বারা নামায পড়া)।

টীকা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, নামাযের মধ্যে দীর্ঘ কিরাআতই হচ্ছে উত্তম, এ হাদীসই তার প্রমাণ। ইমাম শাফিঈ বলেন, অধিক সিজদা হওয়াই উত্তম (অনু.)।

بَابُ صلاَةِ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্‘আত

١٣٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رِجَالاً (رَجُلاً) سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَّاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى.

১৩২৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ক'জন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাক্‘আত করে পড়বে। আর যখন তোমাদের কেউ সুবহে সাদেকের আশংকা করে, তখন পূর্বে যা নামায পড়েছে তা বেতের (বেজোড়) করার জন্য এক রাক্‘আত নামায পড়বে।

بَابُ رفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ রাতের নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া

١٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ.

১৩২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘরে নামায পড়াকালীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত এতটা স্পষ্ট হতো যে, যারা তাঁর হুজরায় থাকতো তারা শুনতে পেতো।

١٣٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ الْوَالِبِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ خَالِدٍ الْوَالِبِىُّ اسْمُهُ هُرْمُزُ.

১৩২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযে কিরাআত কখনো সশব্দে পড়তেন আবার কখনো নীরবে পড়তেন।

١٣٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىُّ عَنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فَاِذَا هُوَ بِاَبِىْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ قَالَ وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَهُ. قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ تَخْفِضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَكَ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ. زَادَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَابَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا.

১৩২৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে আবু বাক্‌র (রা)-এর নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তিনি নীচু স্বরে কিরাআত পড়ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরে তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তিনি উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ছিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর যখন তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একত্র হলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু বাক্‌র! আমি তোমার নিকট দিয়ে গমন করেছিলাম, আর তুমি তখন খুব নীচু স্বরে নামায (কিরাআত) পড়ছিলে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাঁকেই শুনাচ্ছিলাম যাঁর সাথে চুপি চুপি কথা বলছি।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, পরে তিনি উমার (রা)-কে বললেন ঃ আমি তোমার নিকট দিয়ে গমন করেছিলাম, অথচ তুমি খুব উচ্চস্বরে নামায (কিরাআত) পড়ছিলে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিদ্রিতদেরকে জাগ্রত করতে, আর শয়তানকে বিতাড়িত করতে চেয়েছি। অবশ্য হাসান বসরী (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু বাক্র! তোমার স্বরকে আরো কিছু বুলন্দ করো এবং উমারকে বললেন ঃ তোমার স্বরকে আরো সামান্য নীচু করো।

١٣٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ حُصَيْنِ بْنُ يَحْيَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ اِرْفَعْ شَيْئًا وَلاَ لِعُمَرَ اِخْفِضْ شَيْئًا. زَادَ وَقَدْ سَمِعْتُكَ يَا بِلاَلُ وَاَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ وَمِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ قَالَ كَلاَمٌ طَيِّبٌ يَجْمَعُهُ اللّٰهُ بَعْضَهُ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ قَدْ اَصَابَ.

১৩৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত ঘটনায় তিনি এ কথাটি উল্লেখ করেননি ঃ "তিনি আবু বাক্র (রা)-কে বলেন ঃ তুমি কিছুটা উচ্চস্বরে পড়ো এবং উমার (রা)-কে বলেন ঃ তোমার স্বর কিছুটা নিচু করো।" এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ হে বিলাল! আমি তোমার স্বর শুনেছি, তুমি অমুক অমুক সূরা থেকে পড়ছিলে। তিনি (বিলাল) বললেন, অত্যন্ত উত্তম বাক্য, আল্লাহ একটিকে আর একটির সঙ্গে সুন্দরভাবেই সংযোজন করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকে যা করেছে অবশ্য ঠিকই করেছে।

١٣٣١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ فُلاَنًا كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ اَذْكَرَنِيْهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ اَسْقَطْتُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ هَارُوْنُ النَّحْوِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِيْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ فِي الْحُرُوْفِ وَكَاَيِّنْ مِنْ نَّبِيٍّ.

১৩৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কুরআন পড়ছিলো। যখন ভোর হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ

অমুকের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আজ রাতে সে এমন কিছু সংখ্যক আয়াত আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি বাদ দিয়েছিলাম (অর্থাৎ আমার স্মরণে ছিল না)। আবু দাউদ (র) বলেন, হারূন আন-নাহবী হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন, বাক্যটি ছিলো সূরা আলে ইমরানের "ওয়াকাআইয়্যিম মিন নাবিয়্যীন।"

١٣٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ قَالَ اَلاَ اِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ اَوْقَالَ فِي الصَّلٰوةِ.

১৩৩২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে 'ইতেকাফ' করছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন, তারা (নামাযীরা) উচ্চস্বরে কিরাআত পড়ছে। তিনি পর্দা সরিয়ে বললেন ঃ শোনো! তোমাদের প্রত্যেকেই তার প্রভুর সাথে চুপিসারে আলাপ করছে। অতএব তোমরা পরস্পরকে কষ্ট দিও না এবং পরস্পরের সামনে কিরাআতের মধ্যে অথবা তিনি বলেছেন নামাযের মধ্যে আওয়ায বুলন্দ করো না।

١٣٣٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.

১৩৩৩। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সশব্দে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দানকারীর মতো এবং গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে সাদাকা প্রদানকারীর মতো।

بَابٌ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ রাতের (নফল) নামায সম্পর্কে

١٣٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْفَجْرِ فَذَالِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৩৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দশ রাক্'আত নামায পড়তেন এবং এক রাক্'আত দ্বারা বেতের করতেন। পরে ফজরের দুই রাক্আত (সুন্নাত) পড়তেন, এ নিয়ে সর্বমোট তের রাক্'আত।

١٣٣٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ.

১৩৩৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এগার রাক্'আত নামায পড়তেন। তন্মধ্যে এক রাক্আত হতো বেতের। তা থেকে অবসর হবার পর তিনি ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন।

١٣٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ وَقَالَ نَصْرٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ وَالْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَّنْصَدِعَ الْفَجْرُ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِيْ سُجُوْدِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ.

১৩৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায থেকে অবসর হয়ে ফজর আবির্ভাব হওয়া নাগাদ এর মধ্যবর্তী সময়ে এগার রাক্'আত নামায পড়তেন, প্রত্যেক দুই রাক্'আত অন্তর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক্'আত দ্বারা বেতের করতেন। তিনি সিজদার মধ্যে এতক্ষণ অবস্থান

করতেন যে, তাঁর মাথা উঠাবার পূর্বে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারতো। মুয়ায্যিন যখন ফজরের প্রথম আযান থেকে নীরব হতো তখন তিনি উঠে সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন, অতঃপর তিনি ততক্ষণ নাগাদ ডান পাঁজরে শুয়ে বিশ্রাম করতেন যতক্ষণ না মুয়ায্যিন এসে তাঁকে জামা'আতের সংবাদ দিতো।

١٣٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَسَاقَ مَعْنَاهُ قَالَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلٰى بَعْضٍ.

১৩৩৭। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত... পূর্বে উল্লেখিত সনদের মাধ্যমে উল্লেখিত অর্থের অনুরূপ হাদীস। সুলায়মান ইবনে দাউদ বলেন, তিনি এক রাক্‌আত দ্বারা বেতের করতেন। আর তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, তা থেকে তাঁর মাথা তোলার পূর্বে তোমাদের কেউ আনুমানিক পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারতো। আর যখন মুয়ায্যিন ফজরের আযান থেকে নীরব হতো এবং স্পষ্ট ভোর (সুবহে সাদেক) ফুটে উঠে, ... এরপর তিনি উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর সুলায়মান বলেন, তাদের একের বর্ণনায় অন্যের থেকে কিছু কম-বেশি আছে।

١٣٣٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشْرَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتّٰى يَجْلِسَ فِي الْاٰخِرَةِ فَيُسَلِّمَ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ.

১৩৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাক্'আত নামায পড়তেন, তন্মধ্যে বেতের পড়তেন পাঁচ রাক্'আত, আর সর্বশেষ বৈঠক ব্যতীত এই পাঁচ রাক্'আতের মাঝখানে বসতেন না, অতঃপর সালাম ফিরাতেন।

١٣٣٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ

ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৩৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তের রাক্'আত (নফল) নামায পড়তেন, অতঃপর মুআয্যিনের কণ্ঠে ফজরের নামাযের আযান শুনতে পেলে সংক্ষেপে আরো দুই রাক্আত (ফজরের সুন্নাত) নামায পড়তেন।

١٣٤٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشْرَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّيْ قَالَ مُسْلِمٌ بَعْدَ الْوِتْرِ ثُمَّ اتَّفَقَا رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّيْ بَيْنَ اَذَانِ الْفَجْرِ وَالْاِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ.

১৩৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাক্'আত নামায পড়তেন। তিনি আট রাক্'আত নামায পড়ার পর এক রাক্'আত দ্বারা বেতের করতেন, পরে আবার নামায পড়তেন। বর্ণনাকারী মুসলিম ইবনে ইবরাহীম বলেন, বেতের-এর পরে বসাবস্থায় দুই রাক্'আত পড়তেন। তবে যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে রুকূ করতেন এবং ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝখানে দুই রাক্'আত নামায পড়তেন।

١٣٤١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي اَرْبَعًا فَلاَتَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِيْ.

১৩৪১। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, রমযান ও রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাক্‌'আতের অধিক নামায পড়তেন না। প্রথমে চার রাক্‌'আত পড়তেন, তা কতই যে সুন্দর এবং দীর্ঘায়িত হতো, তা জিজ্ঞাসা করো না। অতঃপর পড়তেন চার রাক্‌'আত, তাও যে কত সুন্দর ও দীর্ঘায়িত হতো তাও জিজ্ঞেস করো না। সর্বশেষ তিন রাক্‌'আত পড়তেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বেতের-এর পূর্বে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! আমার দুই চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

١٣٤٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ طَلَّقْتُ اِمْرَاَتِىْ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ لاَبِيْعَ عِقَارًا كَانَ لِىْ بِهَا فَاَشْتَرِىْ بِهِ السِّلاَحَ وَاَغْزُوَ فَلَقِيْتُ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا قَدْ اَرَادَ نَفَرٌ مِّنَّا سِتَّةٌ اَنْ يَّفْعَلُوْا ذٰلِكَ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُهُ عَنْ وِتْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَعْلَمِ النَّاسِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاْتِ عَائِشَةَ فَاَتَيْتُهَا فَاسْتَتْبَعْتُ حَكِيْمَ بْنَ اَفْلَحَ فَاَبٰى فَنَاشَدْتُهُ فَانْطَلَقَ مَعِىْ فَاسْتَاْذَنَّا عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَنْ هٰذَا قَالَ حَكِيْمُ بْنُ اَفْلَحَ قَالَتْ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِىْ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا قَالَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّ خُلُقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْاٰنُ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ قِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَاُ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ اَوَّلَ هٰذِهِ السُّوْرَةِ نَزَلَتْ فَقَامَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى انْتَفَخَتْ اَقْدَامُهُمْ

وَحُبِسَ خَاتِمَتُهَا فِى السَّمَاءِ اِثْنَى عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نَزَلَ اٰخِرُهَا فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ وِتْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِثَمَانِىْ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَةً اُخْرٰى لاَيَجْلِسُ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَلاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِى التَّاسِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَىَّ فَلَمَّا اَسَنَّ وَاَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ اِلاَّ فِى السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَلَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِى السَّابِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَا بُنَىَّ وَلَمْ يَقُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يُتِمُّهَا اِلَى الصَّبَاحِ وَلَمْ يَقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِىْ لَيْلَةٍ قَطُّ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يُتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً دَاوَمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ بِنَوْمٍ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ هٰذَا وَاللّٰهِ هُوَ الْحَدِيْثُ وَلَوْ كُنْتُ اُكَلِّمُهَا لاَتَيْتُهَا حَتّٰى اُشَافِهَهَا بِهِ مُشَافَهَةً قَالَ قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ لاَ تُكَلِّمُهَا مَا حَدَّثْتُكَ.

১৩৪২। সা'দ ইবনে হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মদীনায় আসলাম সেখানে আমার যে ভূমি রয়েছে তা বিক্রি করার জন্য এবং তা দ্বারা যুদ্ধে যেতে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করার জন্য। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের এক জামা'আতের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তারা বললেন, আমাদের মধ্যকার ছয় ব্যক্তির একটি দল এরূপ করার মনস্থ করেছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (জীবনের) মধ্যেই উত্তম আদর্শ রয়েছে"। অতঃপর আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট গেলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'বেতের' নামায সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন এক ব্যক্তিত্বের সন্ধান দিবো, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'বেতের' সম্বন্ধে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল। তুমি আয়েশা (রা)-এর নিকট যাও (এবং তাকে জিজ্ঞেস করো)। অতএব আমি তার নিকট গেলাম এবং হাকীম ইবনে আফলাহকে আমার সাথে যাবার অনুরোধ জানালাম, কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাকে আমি শপথ দিয়ে অনুরোধ করলাম। এবার তিনি আমার সঙ্গে রওয়ানা হলেন। আমরা আয়েশা

(রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হবার অনুমতি চাইলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? তিনি বললেন, হাকীম ইবনে আফলাহ। তিনি বললেন, তোমার সাথে কে? তিনি বললেন, সা'দ ইবনে হিশাম। তিনি (আয়েশা) বললেন, হিশাম ইবনে 'আমের যাকে উহুদের দিন শহীদ করা হয়েছে? হাকীম ইবনে আফলাহ বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, 'আমের একজন খুব ভালো লোক ছিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পাঠ করো না? গোটা কুরআনই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমাকে রাতের কিয়াম (নামায) সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি কুরআনের "ইয়া আইয়্যুহাল মুয্‌যাম্মিল" সূরাটি পড়োনি? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ পড়েছি। তিনি বললেন, এ সূরার প্রথমাংশ নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এতো অধিক 'কিয়ামুল লাইল' করতেন যে, অবশেষে তাদের পা পর্যন্ত ফুলে যেতো। অথচ এর শেষাংশ বারো মাস পর্যন্ত আসমানে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল। অবশ্য পরে তা নাযিল করা হয়েছে। ফলে 'কিয়ামুল লাইল' আল্লাহর ফরযের পর নফল হিসাবে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেন, আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'বেতের' সম্বন্ধে আমাকে বলুন। তিনি বললেন, তিনি আট রাক্‌'আত দ্বারা বেতের করতেন এবং অষ্টম রাক্‌'আত ব্যতীত কোথাও বসতেন না। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে আর এক রাক্‌'আত পড়তেন এবং এ অষ্টম ও নবম রাক্‌'আত ব্যতীত কোথাও বসতেন না। আর সালাম ফিরাতেন নবম রাক'আতে। অতঃপর বসে বসে দুই রাক্‌'আত নামায পড়তেন। হে আমার বৎস! এ এগার রাক্‌'আতই ছিল তাঁর রাতের নামায। যখন তাঁর বার্ধক্য আসলো এবং শরীর ভারী হয়ে গেলো, তখন তিনি সাত রাক্‌'আত দ্বারা বেতের করতেন, আর ষষ্ঠ ও সপ্তম রাক্‌'আত ব্যতীত বসতেন না এবং সালাম ফিরাতেন সপ্তম রাক্‌'আতে। অতঃপর বসে বসে দুই রাক্‌'আত নফল পড়তেন। হে বৎস! এই নয় রাক্‌'আতই ছিল রাতে নামায। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ভোর পর্যন্ত পূর্ণ রাত নামায পড়তেন না, কখনো এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন না এবং রমযান মাস ব্যতীত পূর্ণ এক মাস রোযাও রাখতেন না। আর তিনি যখন কোনো নামায পড়া আরম্ভ করতেন, তখন তা নিয়মিত পড়তেন। রাতে যদি ঘুমের দরুন তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে যেত তাহলে দিনের বেলা তিনি বারো রাক্‌'আত নামায পড়ে নিতেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট এসে পূর্ণ ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। আর আমি যদি তাঁর (আয়েশার) সাথে সরাসরি কথা বলতাম তাহলে আমি ফিরে এসে এ হাদীসটি আলোচনা করতাম। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম, যদি আমি জানতাম যে, আপনি তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেন না, তাহলে আমি হাদীসটি আপনাকে বর্ণনা করতাম না।

টীকা ঃ ছয় রাক্‌'আত ছিল তাহাজ্জুদ, তিন রাক্‌'আত বেতের। হযরত আয়েশা (রা) সব নামাযকে একত্র করে বর্ণনা করেছেন (অনু.)।

١٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ يُصَلِّيْ ثَمَانِيَ رَكْعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ الاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ ثُمَّ يَدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَةً فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ بِمَعْنَاهُ اِلٰى مُشَافِهَةٍ.

১৩৪৩। কাতাদা (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী বলেন, মহানবী (সা) আট রাক্‘আত নামায পড়তেন এবং অষ্টম রাক্‘আত ব্যতীত অন্য রাক্‘আতে বসতেন না। তিনি বসে আল্লাহকে স্মরণ করতেন, অতঃপর দু‘আ করতেন (তাশাহ্হুদ ও দরূদ পড়তেন), অতঃপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর বসাবস্থায় দুই রাক্‘আত নামায পড়তেন, আবার এক রাক্‘আত পড়তেন। হে বৎস! এ ছিল মোট এগার রাক্‘আত। অবশ্য যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়োবৃদ্ধ হলেন এবং তাঁর শরীরও ভারী হয়ে গেলো তখন সাত রাক‘আত দ্বারা ‘বেতের’ করতেন এবং সালামের পর বসাবস্থায় দুই রাক্‘আত নামায পড়তেন... ‘মুসাফিহাতান’ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٤٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ.

১৩৪৪। সাঈদ (র) থেকেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, আমরা শুনতে পেতাম, যেরূপ বলেছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ তার বর্ণনায়।

١٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الاَّ اَنَّهُ قَالَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يُسْمِعُنَا.

১৩৪৫। সাঈদ (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের হাদীসের অনুরূপ ইবনে বাশ্শার বলেছেন। তিনি একথাটিও বলেছেন যে, তিনি আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন।

١٣٤٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى اَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهِ فَيَرْكَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَأْوِيْ اِلٰى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ وَطَهُوْرُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأْسِهِ وَسِوَاكُهُ مَوْضُوْعٌ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ سَاعَتِهِ الَّتِيْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ اِلٰى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّيْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَا يَقْعُدُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهَا حَتّٰى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ وَلَا يُسَلِّمُ وَيَقْرَأُ فِي التَّاسِعَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَدْعُوْ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدْعُوَهُ وَيَسْأَلَهُ وَيَرْغَبُ اِلَيْهِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً شَدِيْدَةً يَكَادُ يُوْقِظُ اَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ شِدَّةِ تَسْلِيْمِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَدْعُوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَّنَ فَنَقَصَ مِنَ التِّسْعِ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَهَا اِلَى السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَرَكْعَتَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ حَتّٰى قُبِضَ عَلٰى ذٰلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৩৪৬। যুরারা ইবনে আওফা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্য রাতের নামায সম্বন্ধে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেন, তিনি এশার নামায জামা'আতে পড়তেন, পরে নিজ পরিজনের নিকট ফিরে এসে চার রাক্'আত পড়তেন, এরপর নিজের বিছানায় এসে ঘুমাতেন। তাঁর উযুর পানি ঢাকাবস্থায় তাঁর মাথার নিকট থাকতো এবং তাঁর মেসওয়াকও নিকটে থাকতো। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা রাতের যে সময় সজাগ করার সে সময় তাঁকে সজাগ করতেন এবং তিনি মেসওয়াক করে ভালো করে উযু করতেন, তারপর তাঁর মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে আট রাক্'আত নামায পড়তেন। তন্মধ্যে সূরা ফাতিহা, কুরআনের অন্য কোনো সূরা এবং আল্লাহ যা চাইতেন তা পড়তেন, আর অষ্টম রাক্'আত ব্যতীত কোথাও বসতেন না এবং সালামও ফিরাতেন না। আবার তিনি নবম রাক্'আতে কিরাআত পড়তেন। পুনরায় বসে বসে আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই দু'আ করতেন, তাঁর নিকট চাইতেন এবং তাঁর কাছে

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতেন। এরপর এতো জোরে এক সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর সালামের উচ্চস্বরে ঘরের লোকদের নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবার উপক্রম হতো। পরে বসাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং রুকূও করতেন বসাবস্থায়। পুনরায় দ্বিতীয় রাক্‌'আতের রুকূ ও সিজদাও বসাবস্থায় করতেন। পরে আল্লাহ যা চাইতেন দু'আ করতেন। অবশেষে সালাম ফিরিয়ে (নামায থেকে) অবসর হতেন। শরীর ভারী হওয়া নাগাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সবসময় একটানা এভাবে ছিলো। এরপর নয়-এর থেকে দুই কমিয়ে তা ছয় এবং সাতে নিয়ে আসলেন এবং দুই রাক্‌'আত বসে বসেই পড়তেন। অবশেষে এ অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন।

١٣٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ لَمْ يَذْكُرِ الْاَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَيُصَلِّىْ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَلاَ يَجْلِسُ فِىْ شَىْءٍ مِنْهُنَّ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ فَاِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَلاَ يُسَلِّمُ فِيْهِ فَيُصَلِّىْ رَكْعَةً يُوْتِرُ بِهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتّٰى يُوْقِظَنَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

১৩৪৭। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে এ হাদীসটি উপরোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তিনি এশার নামায পড়ে নিজের বিছানায় এসে বিশ্রাম করতেন। এখানে চার রাক্‌'আত পড়ার কথা উল্লেখ করেননি, এরপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের মধ্যে একথাও বলেছেন, অতঃপর তিনি আট রাক্‌'আত নামায পড়তেন। কিরাআত, রুকূ এবং সিজদা এ সবের পরস্পরের মধ্যে সমপরিমাণই ব্যবধান ছিল এবং অষ্টম রাক্‌'আত ব্যতীত এর মধ্যে তিনি কোথাও বসতেন না। পরে এ বসা থেকে উঠে দাঁড়াতেন এবং এক রাক্‌'আত পড়ে তা দ্বারা 'বেতের' করতেন। অবশেষে এমনভাবে সালাম উচ্চারণ করতেন, যার উচ্চশব্দ আমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে ফেলতো। এরপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ অর্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

١٣٤٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ بَهْزٍ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهِ فَيُصَلِّىْ اَرْبَعًا ثُمَّ يَأْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ ثُمَّ

سَاقَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى التَّسْلِيْمِ حَتّٰى يُوْقِظَنَا.

১৩৪৮। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তিনি লোকদের সঙ্গে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর ঘরে ফিরে আসতেন এবং চার রাক্'আত নামায পড়তেন। এরপর নিজের বিছানায় ঘুমাতে যেতেন। বর্ণনাকারী এতটুকুর পর পূর্ণ হাদীসটি আদ্যপান্ত বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি "কিরাআত, রুকূ ও সিজদার মধ্যে সমপরিমাণ ব্যবধান ছিল" এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি, এতদ্ভিন্ন "সালামের শব্দ আমাদেরকে ঘুম থেকে সজাগ করে দিতো" এ বাক্যটিও উল্লেখ করেননি।

١٣٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِىْ تَمَامِ حَدِيْثِهِمْ.

১৩৪৯। আয়েশা (রা) থেকে এই সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) বর্ণিত হাদীস অপরাপর রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মত এক সমান নয়।

١٣٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ بِتِسْعٍ اَوْ كَمَا قَالَتْ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ.

১৩৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাক্'আত নামায পড়তেন এবং নবম রাক্'আত দ্বারা 'বেতের' করতেন অথবা তিনি অনুরূপ বলেছেন এবং বসাবস্থায় দুই রাক্'আত নামায পড়তেন, তারপর ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাত আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়তেন।

١٣٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ

رَكَعَاتٍ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوِتْرِ يَقْرَأُ فِيْهِمَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ قَالَ فِيْهِ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ يَا اُمَّتَاهْ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

১৩৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় রাক্‌'আত দ্বারা 'বেতের' করতেন, পরে সাত রাক্‌'আত দ্বারা 'বেতের' করেছেন এবং বেতেরের পর বসাবস্থায় দুই রাক্‌'আত নামায পড়েছেন। তন্মধ্যে কিরাআতও পড়েছেন। অবশ্য যখন রুকূ করার মনস্থ করেছেন তখন দাঁড়িয়ে রুকূ এবং পরে সিজদা করেছেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসদ্বয় একইভাবে খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ওয়াসেতী (র) মুহাম্মাদ ইবনে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তিনি একথাও বলেছেন যে, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস বললেন, হে আম্মাজান! তিনি সেই দুই রাক্‌'আত কিরূপে পড়তেন? অতঃপর হাদীসের ভাবার্থ উল্লেখ করেছেন।

١٣٥٢- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَخْبِرِيْنِىْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَأْوِىْ اِلٰى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ فَاِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ اِلٰى حَاجَتِهِ وَاِلٰى طَهُوْرِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ اِلَيَّ اَنَّهُ يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ثُمَّ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ يُغْفِىْ وَرُبَّمَا شَكَكْتُ اَغْفَا اَوْ لَا حَتّٰى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلٰوةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلٰوتُهُ حَتّٰى اَسَنَّ وَلَحُمَ فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১৩৫২। হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করলাম এবং আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। আমি বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সাথে এশার নামায পড়তেন। এরপর

নিজের বিছানায় আসতেন এবং ঘুমাতেন। আর যখন রাতের মাঝামাঝি হতো, তখন উঠে নিজের প্রয়োজন সারতেন (মল-মূত্র ত্যাগ করতেন) এবং তাঁর উযুর পানি নিয়ে উযু করতেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করে আট রাক্‌'আত নামায পড়তেন। আমার মনে হয় তাঁর কিরাআত, রুকূ ও সিজদার দৈর্ঘ্য প্রায় সমপরিমাণই হতো। এরপর এক রাক্‌'আত দ্বারা বেতের করতেন। সবশেষে বসাবস্থায় দুই রাক্‌'আত নামায পড়তেন। পরে একটু বিশ্রাম করতেন এবং কখনো বিলাল এসে তাঁকে নামাযের সংবাদ দিতেন। কখনো আমার সন্দেহ হতো, তিনি হালকা ঘুমাতেন কিনা। অবশেষে তাঁকে নামাযের সংবাদ দেয়া হতো। এ ছিল বয়োবৃদ্ধ অথবা শরীর ভারী হওয়া নাগাদ তাঁর রাতের নামায। অবশ্য তিনি (আয়েশা) তাঁর দেহ ভারী হওয়া সংক্রান্ত আল্লাহর মর্জি যা বলার তা উল্লেখ করেছেন। এরপর রাবী গোটা হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীসের পর ভারতীয় সংস্করণে ১৩৩৮ নং হাদীস উক্ত হয়েছে, যেটি মিসরীয় নোসখায় অনুপস্থিত (সম্পাদক)।

١٣٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰهُ اِسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَقْرَاُ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ قَالَ عُثْمَانُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَاَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى ثُمَّ اَوْتَرَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَاَمَامِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ وَاعْظِمْ لِىْ نُوْرًا.

১৩৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঘুমালেন। তিনি তাঁকে দেখলেন, তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মেসওয়াক করে উযু করলেন এবং আল্লাহর কালাম "ইন্না ফী খালকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০) থেকে সূরার শেষ নাগাদ পড়লেন। এরপর উঠে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন এবং এর কিয়াম, রুকূ ও সিজদা খুব দীর্ঘায়িত করলেন। পরে অবসর হলেন এবং নিদ্রা গেলেন, এমনকি তিনি নাক ডাকতে লাগলেন। এভাবে তিনবারে ছয় রাক্'আত পড়লেন, এর প্রত্যেকবার মেসওয়াক করে উযু করলেন এবং উক্ত আয়াতগুলো পড়লেন। সবশেষে 'বেতের' পড়লেন। বর্ণনাকারী উসমান বলেন, তিন রাক্'আত দ্বারা 'বেতের' করেছেন। অতঃপর মুয়ায্যিন আসলে তিনি মসজিদের দিকে গমন করলেন। ইবনে ঈসা বলেন, পরে তিনি 'বেতের' পড়লেন এবং যখন ফজরের আবির্ভাব হলো তখন বিলাল (রা) এসে তাঁকে নামায সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি দুই রাক্'আত ফজরের সুন্নাত পড়ার পর মসজিদে গমন করলেন। এরপরের বর্ণনায় উভয়ের মধ্যে ঐক্যমত হলো। তিনি এ দু'আ পড়লেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার অন্তরের মধ্যে আলো দান করো, আলো দান করো আমার জবানে, আলো দান করো আমার কর্ণ ও চক্ষুর মধ্যে, আলোকিত করো আমার পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগকে, আলোকিত করো আমার উপর ও নীচকে। হে আল্লাহ! আমার আলোকে মহান করে দাও"।

١٣٥٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ قَالَ وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ قَالَ اَبُوْ خَالِدٍ الدَّالاَنِيُّ عَنْ حَبِيْبٍ فِيْ هٰذَا. وَكَذَالِكَ قَالَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ رِشْدِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

১৩৫৪। হুসাইন (র) থেকে এই সনদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে ঃ "আমাকে পর্যাপ্ত নূর দান করুন"। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু খালিদ আদ-দালানী (র) হাবীব (র) থেকে এবং সালামা ইবনে কুহাইল (র) আবু রিশদীন-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

١٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّيْ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قِيَامُهُ مِثْلَ رُكُوْعِهِ وَرُكُوْعُهُ مِثْلَ سُجُوْدِهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ثُمَّ قَرَأَ بِخَمْسِ اٰيَاتٍ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ هٰذَا حَتّٰى صَلّٰى عَشَرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى سَجْدَةً وَّاحِدَةً فَاَوْتَرَبِهَا وَنَادَى الْمُنَادِىْ عِنْدَ ذٰلِكَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلّٰى سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ حَتّٰى صَلَّى الصُّبْحَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خَفِىَ عَلَىَّ مِنْ ابْنِ بَشَّارٍ بَعْضُهُ.

১৩৫৫। আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ উদ্দেশ্যে যাপন করলাম যে, আমি চাক্ষুস দেখবো তিনি কিরূপে (রাতের নফল) নামায পড়েন। তিনি ঘুম থেকে উঠে উযু করে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন। তাঁর কিয়াম (নামাযে দণ্ডায়মান) তাঁর রুকূর সমান এবং তাঁর রুকূ তাঁর সিজদার সমান দীর্ঘ ছিলো। অতঃপর তিনি ঘুমালেন, আবার সজাগ হলেন, উযু করলেন এবং মেসওয়াক করলেন, অতঃপর সূরা আলে ইমরান থেকে পাঁচ আয়াত পড়লেন ঃ "ইন্না ফী খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখ্‌তিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহারি"। এভাবে তিনি দশ রাক্'আত নামায পড়লেন, এরপর উঠে এক রাক্'আত পড়লেন এবং এর দ্বারা 'বেতের' বা বেজোড় করলেন। এ সময় মুয়ায্‌যিন আযান দিলো। মুয়ায্‌যিনের আযান শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে সংক্ষেপে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন, এরপর বসে থাকলেন, অবশেষে ফজরের নামায পড়লেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবনে বাশশারের বর্ণিত এ হাদীসের কিছু অংশ আমার নিকট অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

١٣٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ قَيْسٍ الْاَسَدِىُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا اَمْسٰى فَقَالَ اَصَلَّى الْغُلَامُ قَالُوْا نَعَمْ فَاضْطَجَعَ حَتّٰى اِذَا مَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلّٰى سَبْعًا اَوْخَمْسًا اَوْتَرَ بِهِنَّ لَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

১৩৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র নিকট রাত যাপন করলাম। সন্ধ্যার অনেক পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'বালকটি কি নামায পড়েছে? তারা বললেন, হাঁ। এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তিনি উঠে উযু করলেন। পরে সাত অথবা পাঁচ রাক্'আত নামায পড়লেন এবং এর দ্বারা 'বেতের' করলেন। তিনি এর সর্বশেষ রাক্'আতেই সালাম ফিরালেন।

١٣٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَصَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى اَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَدَارَنِىْ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَصَلَّى خَمْسًا ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.

১৩৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা বিন্‌তুল হারিস (রা)-র ঘরে এক রাত যাপন করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়লেন, পরে ঘরে এসে চার রাক্‌'আত পড়লেন, এরপর ঘুমালেন। আবার উঠে নামায পড়তে লাগলেন এবং আমি গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তিনি পাঁচ রাক্‌'আত নামায পড়লেন। তিনি আবার শুয়ে পড়লেন; এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে দুই রাক্‌'আত নামায পড়লেন। অতঃপর বের হয়ে (মসজিদে) গিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।

١٣٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى صَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ.

১৩৫৮। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে এ ঘটনা বলেছেন, তিনি উঠে দুই দুই রাক্‌'আত করে আট রাক্‌'আত নামায পড়েছেন, অতঃপর পাঁচ রাক্‌'আত দ্বারা 'বেতের' করেছেন এবং এসব রাক্‌'আতের মাঝখানে তিনি বসেননি।

١٣٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْهِ قَبْلَ الصُّبْحِ يُصَلِّىْ سِتًّا مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِخَمْسٍ لاَ يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

১৩৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বের দুই রাক্‌'আতসহ সর্বমোট তের রাক্‌'আত নামায পড়তেন। ছয় রাক্‌'আত পড়তেন দুই দুই রাক্‌'আত করে, আর 'বেতের' পড়তেন পাঁচ রাক্‌'আত, যার সর্বশেষ রাক্‌'আত ব্যতীত মাঝখানে কোথাও বসতেন না।

١٣٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.

১৩৬০। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাকে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক্‌'আতসহ রাতে মোট তের রাক্‌'আত নামায পড়তেন।

١٣٦١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْمُقْرِئَ اَخْبَرَهُمَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى اَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْاَذَانَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا. قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا بَيْنَ الْاَذَانَيْنِ زَادَ جَالِسًا.

১৩৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়লেন। অতঃপর (গভীর রাতে) দাঁড়ানো অবস্থায় আট রাক্‌'আত নামায পড়েলেন এবং দুই আযানের মাঝখানে দুই রাক্‌'আত পড়লেন। আর এ দুই রাক্‌'আত তিনি কখনো পরিহার করেননি। জা'ফার ইবনে মুসাফির তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, "এবং দুই আযানের (ফজরের নামাযের আযান ও ইকামত) মাঝখানে বসাবস্থায় দুই রাক্‌'আত পড়েছেন"।

١٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلاَ بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ

زَادَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ مَا يُوْتِرُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحْمَدُ وَسِتٌّ وَثَلاَثٌ.

১৩৬২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাক্‌'আত দ্বারা 'বেতের' করতেন? তিনি বললেন, তিনি চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন অথবা দশ এবং তিন রাক্‌'আত দ্বারা 'বেতের' করতেন। আর তিনি সাত থেকে কম এবং তের-এর চেয়ে অধিক দ্বারা 'বেতের' করতেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, আহমাদ ইবনে সালেহ এতোটুকু বর্ধিত করেছেন যে, ফজরের পূর্বে দুই রাক্‌'আতের সাথে 'বেতের' পড়েননি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তিনি কিসের সাথে বেতের পড়তেন? তিনি বললেন, ওটা তিনি কখনো পরিহার করেননি। আহমাদ (র) ছয় এবং তিন (রাক্‌'আত) বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

١٣٦٣- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىِّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اَنَّهُ صَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُبِضَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ اٰخِرُ صَلٰوتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ.

১৩৬৩। আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তিনি রাতে তের রাক্‌'আত নামায পড়তেন। পরে তিনি এগার রাক্‌'আত পড়েছেন এবং দুই রাক্‌'আত বর্জন করেছেন। অতঃপর তাঁর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি রাতে নয় রাক্‌'আত নামায পড়েছেন। বস্তুত 'বেতের'ই হতো তাঁর রাতের সর্বশেষ নামায।

١٣٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ اَنْ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَ بِتُّ عِنْدَهُ

لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَنَامَ حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفُهُ اسْتَيْقَظَ فَقَامَ اِلٰى شَنٍّ فِيْهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْتُ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ عَلٰى يَسَارِهِ فَجَعَلَنِىْ عَلٰى يَمِيْنِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِىْ كَاَنَّهُ يَمُسُّ اُذُنِىْ كَاَنَّهُ يُوْقِظُنِىْ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَدْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى حَتّٰى صَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى لِلنَّاسِ.

১৩৬৪। মাখরামা ইবনে সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা)-র মুক্তদাস কুরাইব (র) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কিরূপ ছিল। তিনি বলেছেন, আমি এক রাত তাঁর সাথে অতিবাহিত করেছি। তিনি সে রাতে মায়মূনা (রা)-র ঘরে ছিলেন। তিনি ঘুমালেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক অতিবাহিত হলে তিনি সজাগ হলেন এবং উঠে পানির একটি মশকের নিকট গেলেন এবং উযূ করলেন। আমিও তাঁর সাথে উযূ করলাম। তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমিও তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে আসলেন, তারপর তিনি আমার মাথার উপর তাঁর হাত রাখলেন, যেন তিনি আমার কান স্পর্শ করছিলেন এবং আমাকে সজাগ করছিলেন। অতঃপর তিনি সংক্ষেপে দুই রাক্‌'আত নামায পড়লেন। প্রত্যেক রাক্‌'আতে তিনি সূরা ফাতিহা পড়েছেন, এরপর সালাম ফিরালেন, পরে আরো নামায পড়লেন। শেষ নাগাদ 'বেতের'সহ এগার রাক্‌আত নামায পড়লেন, পরে শুয়ে পড়লেন। এরপর বিলাল এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! নামায। তিনি উঠে দুই রাক্‌'আত সুন্নাত পড়লেন, অতঃপর লোকজনকে নিয়ে ফরয নামায পড়লেন।

١٣٦٥- حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ لَمْ يَقُلْ نُوْحٌ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

১৩৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাত আমার খালা

মায়মূনা (রা)-র নিকট অতিবাহিত করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের (নফল) নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। তিনি তের রাক্‘আত নামায পড়লেন, তার মধ্যে ফজরের দুই রাক্‘আত সুন্নাতও ছিল। তাঁর প্রত্যেক রাক্‘আতে দণ্ডায়মান থাকার সময়টুকু "ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল" সূরা পড়ার পরিমাণ দীর্ঘ হবে বলে আমি অনুমান করেছি। বর্ণনাকারী নূহ্ ইবনে হাবীব, 'তন্মধ্যে ফজরের দুই রাক্‘আতও ছিল' এ বাক্যটি বলেননি।

١٣٦٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَاَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ اَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১৩৬৬। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায অবশ্যই সচক্ষে প্রত্যক্ষ করবো। তিনি বলেন, আমার মাথাটি তাঁর ঘরের চৌকাঠ অথবা বলেছেন, তাঁবুর দরজায় মাথা রেখে শুয়ে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে দুই রাক্‘আত নামায পড়লেন। পরে দুই রাক্‘আত নামায পড়লেন দীর্ঘ, আরো দীর্ঘ, খুব দীর্ঘ। এরপর পড়লেন দুই রাক্‘আত। এটি ছিলো পূর্বের দুই রাক্‘আতের চেয়ে কম দীর্ঘ, আবার পড়লেন দুই রাক্‘আত, তা ছিলো এর পূর্বের দুই রাক্‘আতের চেয়ে কম দীর্ঘ, পুনরায় পড়লেন দুই রাক্‘আত। তা ছিলো পূর্বের দুই-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত। সর্বশেষ পড়লেন দুই রাক্‘আত। তা ছিলো পূর্বের দই-এর চাইতে সংক্ষিপ্ত, অতঃপর 'বেতের' পড়লেন। এ নিয়ে নামাযের সংখ্যা দাঁড়ালো তের রাক্‘আত।

١٣٦٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِىْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلُهُ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْقَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْبَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمِ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْئَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِىْ فَاَخَذَ بِاُذُنِىْ يُفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْقَعْنَبِىُّ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

১৩৬৭। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী মায়মূনা (রা)-র নিকট এক রাত অতিবাহিত করেছিলেন। আর তিনি (মায়মূনা) ছিলেন তার খালা। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রী (মায়মূনা) লম্বালম্বি শুয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত যখন রাতের অর্ধেক অথবা সামান্য কম অথবা সামান্য অধিক অতিবাহিত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের রেশ মুছতে মুছতে উঠে বসলেন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। পরে পানির একটি ঝুলন্ত মশকের নিকট গেলেন, তা থেকে উযু করলেন এবং খুব উত্তমরূপে উযু করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমিও উঠলাম, তিনি যা যা করেছেন আমিও তা করলাম। পরে আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার কান ধরে টানলেন। অতঃপর নামায পড়লেন দুই রাক্‘আত, আবার দুই রাক্‘আত, পুনরায় দুই রাক্আত, পুনরায় দুই রাক্আত, আবার দুই রাক্আত, আবার দুই রাক্‘আত। অধস্তন রাবী আল-কা‘নাবী তার হাদীসে ছয়বার বলেছেন। এরপর বেতের পড়লেন। পরে বিশ্রাম করলেন। অতঃপর তাঁর

নিকট মুআয্যিন এলে তিনি উঠে সংক্ষেপে দুই রাক্'আত নামায পড়লেন। অতঃপর (ঘর থেকে) বের হলেন এবং (মসজিদে গিয়ে) ফজরের নামায পড়লেন।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ নামাযের ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখার নির্দেশ

١٣٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا فَاِنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ وَكَانَ اِذَا عَمِلَ عَمَلاً اَثْبَتَهُ.

১৩৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যে পরিমাণ আমল নিয়মিত করতে সক্ষম হবে ততটুকুর ভার কাঁধে নিবে। কেননা তোমরা অবসাদগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ প্রতিদান দিতে ক্ষান্ত হন না। আল্লাহ তা'আলা সে কর্মকেই ভালোবাসেন যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে সামান্য হয়। আর তিনি (রাসূলুল্লাহ) যখন কোন আমল করতেন, তা নিয়মিতই করতেন।

١٣٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّىْ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَاعُثْمَانُ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِىْ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ سُنَّتَكَ اَطْلُبُ قَالَ فَاِنِّىْ اَنَامُ وَاُصَلِّىْ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللّٰهَ يَاعُثْمَانُ فَاِنَّ لاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ.

১২৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউন (রা)-র নিকট (লোক) পাঠালেন। তিনি তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন ঃ হে উসমান! তুমি কি আমার সুন্নাতকে এড়িয়ে চলেছো? তিনি বললেন, কখনো নয়, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! বরং আমি আপনার সুন্নাতেরই প্রত্যাশী। তিনি বললেন ঃ আমি ঘুমাই, আবার (নফল) নামাযও পড়ি, রোযা রাখি, ইফতার করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। সুতরাং হে উসমান! আল্লাহ্কে ভয় করো। কেননা তোমার পরিবারের প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে, তোমার মেহমানের প্রতি তোমার কর্তব্য আছে এবং তোমার স্বীয়

দেহের প্রতিও তোমার দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তুমি রোযা রাখো আবার রোযাহীনও থাকো, আর নামাযও পড়ো এবং ঘুমও যাও।

টীকা : অত্র হাদীসে রাতের নফল নামায ও নফল রোযা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এসব নফল ইবাদত করতে গিয়ে যাতে জরুরী কার্যাবলী আঞ্জাম দিতে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে তাকিদ দেয়া হয়েছে (সম্পাদক)।

١٣٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يُخُصُّ شَيْئًا مِّنَ الْاَيَّامِ قَالَتْ لاَ كَانَ كُلُّ عَمَلِهِ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيْعُ.

১৩৭০। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল কিরূপ ছিলো? তিনি কি ইবাদতের জন্য কোনো দিন নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন? তিনি বললেন, না। তাঁর প্রতিটি আমল ছিলো নিরবচ্ছিন্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতে সক্ষম, তোমাদের মধ্যে কে তদ্রূপ সক্ষম?

অধ্যায় ঃ ৭

كِتَابُ شَهْرِ رَمَضَانَ

(রমযান মাস)

بَابُ تَفْرِيعِ اَبْوَابِ شَهْرِ رَمَضَانَ

রমযান মাস সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ

بَابُ فِىْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ রমযান মাসের কিয়াম (তারাবীহ্ নামায বা নফল ইবাদত)

١٣٧١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهِ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْغَبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِىْ خِلاَفَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَيُوْنُسُ وَاَبُوْ اُوَيْسٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَرَوٰى عُقَيْلٌ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ.

১৩৭১। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের (রাতসমূহে নফল ইবাদতে) দাঁড়াতে অত্যন্ত আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন। তবে তিনি লোকজনকে এজন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস ও সওয়াবের প্রত্যাশায় রমযানের রাতে নামাযে দাঁড়ায়, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকাল পর্যন্ত ব্যাপারটি এরূপই রয়ে গেল এবং পরে আবূ বাক্র (রা)-র পূর্ণ খিলাফতকালে ও উমার (রা)-র খিলাফতের প্রথম দিকেও এ নিয়ম চালু থাকে। আবূ

দাউদ বলেন, উকায়েল, ইউনুস ও আবু উয়ায়স্ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এদের বর্ণনায় আছে– "মান্ কামা রমাদানা" অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি রমযানে দণ্ডায়মান হয়, কিয়াম করে'। কিন্তু উকায়েল বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখে এবং কিয়াম করে'।

١٣٧٢- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَبِيْ خَلَفٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ.

১৩৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয় এবং যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে কদরের রাতে নামাযে দাঁড়ায় তারও পূর্বের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

١٣٧٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ.

১৩৭৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নামায পড়লেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়লো। পরের রাতেও তিনি নামায পড়লেন এবং অনেক বেশী লোক একত্র হলো। পরে (তৃতীয়) রাতেও লোকেরা সমবেত হলো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে তাদের নিকট গেলেন না। যখন ভোর হলো তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি করেছো আমি তা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছি। তবে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হতে পারে, এ আশংকায় আমি তোমাদের নিকট আসিনি। ঘটনাটি রমযান মাসের।

টীকা ঃ মহানবী (সা) কেন নিয়মিত তারাবীহ নামায জামা'আতে পড়েননি তার কারণ উপরোক্ত হাদীসে তাঁর মুখেই প্রকাশ পেয়েছে। এই নামাযের প্রতি মুসলমানদের গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে তিনি আশংকা করেছেন যে,এই ইবাদত ফরয করে দেয়া হলে তা নিয়মিত আদায় করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়বে (সম্পাদক)।

١٣٧٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ رَمَضَانَ اَوْزَاعًا فَاَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيْرًا فَصَلَّى عَلَيْهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فِيْهِ قَالَ تَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّهَا النَّاسُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِيْ بِحَمْدِ اللّٰهِ غَافِلاً وَلاَ خَفِيَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ.

১৩৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রমযান মাসে মসজিদে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলে আমি তাঁর জন্য একটা মাদুর বিছিয়ে দিলাম। তার উপর তিনি নামায পড়লেন। এ ঘটনায় তিনি বলেছেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মানুষেরা! আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্র জন্য প্রশংসা, আমি আমার রাতটি অলসভাবে অতিবাহিত করি নাই। আর তোমাদের অবস্থাও আমার কাছে গোপন থাকেনি।

١٣٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِيَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا صَلَّى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ اَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلاَحُ قَالَ قُلْتُ وَمَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُوْرُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ.

১৩৭৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসের রোযা রাখলাম। তিনি প্রায় গোটা মাসটাই আমাদেরকে নিয়ে নফল নামায পড়েননি। শেষ পর্যন্ত যখন মাত্র সাত দিন অবশিষ্ট রইল, তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন এবং রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামাযে অতিবাহিত হলো। পরবর্তী রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন না। আবার যখন পঞ্চম রাত হলো, তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন এবং রাতের অর্ধেক অতিবাহিত হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি এ গোটা রাতটি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়াতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন ইমামের সাথে নামায পড়তে থাকে যতক্ষণ না তিনি ক্ষান্ত হন, তার গোটা রাতই নামাযে পরিগণিত হয়। তিনি বলেন, আবার যখন চতুর্থ রাত হলো, তিনি নামায পড়লেন না। অতঃপর যখন তৃতীয় রাত হলো তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন, পত্নীগণ এবং অন্যান্য লোকজনকে একত্র করলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়লেন যে, আমরা 'ফালাহ্' হারিয়ে ফেলার আশংকা করলাম। জুবাইর ইবনে নুফাইর বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফালাহ' কি? তিনি বললেন, সাহ্রী খাবার সময়। এরপর তিনি আর এ মাসের অবশিষ্ট রাতে আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়াননি।

টীকা ঃ রমযান মাসটি তিরিশ দিনের হলে পরবর্তী সাত দিন শুরু হয় ২৪শে রমযান থেকে এবং ২৯ দিনের হলে ২৩শে রমযান থেকে। মহানবী (সা) সম্ভবত ২৩, ২৫ ও ২৭ রমযানের রাতে উক্ত নামায পড়েছিলেন। ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ ও আহ্মাদ (র)-এর মতে তারাবীহ নামাযের রাক্'আত সংখ্যা বিশ (সম্পাদক)।

١٣٧٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَدَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ وَقَالَ دَاوُدُ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحْيَى اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو يَعْفُورٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ.

১৩৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রমযানের শেষ দশ দিনে প্রবেশ করতেন, তখন গোটা রাতই (ইবাদতে) জাগ্রত থাকতেন, (কোমরে) শক্তভাবে কাপড় বেঁধে নিতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও (ইবাদতে লিপ্ত হতে) জাগিয়ে দিতেন।

টীকা ঃ কাপড় বেঁধে নেয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ইবাদতে মনোনিবেশ করা। (দুই) স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা (অনু.)।

١٣٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا اُنَاسٌ فِىْ رَمَضَانَ يُصَلُّوْنَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هٰؤُلاَءِ فَقِيْلَ هٰؤُلاَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمُ الْقُرْاٰنُ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّىْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابُوْا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ هٰذَا الْحَدِيْثُ بِالْقَوِىِّ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيْفٌ.

১৩৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে দেখলেন, কতক লোক মসজিদের এক পাশে নামায পড়ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কারা? বলা হলো, এরা কিছু সংখ্যক লোক, কুরআন জানে না। উবাই ইবনে কা'ব (রা) নামায পড়ছেন এবং তারা তার সাথে (জামা'আতে) নামায পড়ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওরা ঠিকই করেছে এবং যা করেছে তা চমৎকার। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি তেমন শক্তিশালী নয়। মুসলিম ইবনে খালিদ (র) দুর্বল রাবী।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহর নামায নবী (সা)-এর সময়েও জমা'আতে আদায় করা হয়েছে (অনু.)। হাদীসটি রাবীর দুর্বলতার কারণে শক্তিশালী না হলেও মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণের মতে নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য (সম্পাদক)।

بَابٌ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ কদরের রাত সংক্রান্ত

١٣٧٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قُلْتُ لِاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَخْبِرْنِىْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ فَاِنَّ صَاحِبَنَا سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ يَّقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا فَقَالَ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ اَنَّهَا فِىْ رَمَضَانَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلٰكِنْ كَرِهَ اَنْ يَّتَّكِلُوْا اَوْ اَحَبَّ اَنْ لاَ يَتَّكِلُوْا ثُمَّ اتَّفَقَا وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَفِىْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ لاَ يَسْتَثْنِىْ قُلْتُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَنّٰى عَلِمْتَ ذٰلِكَ قَالَ بِالْاٰيَةِ الَّتِىْ اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِزِرٍّ مَا الْاٰيَةُ قَالَ تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيْحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتّٰى تَرْتَفِعَ.

১৩৭৮। যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে বললাম, হে আবুল মুন্‌যির! আপনি আমাকে 'লাইলাতুল কদর' সম্পর্কে কিছু বলুন। কেননা আমাদের সাথীকে (আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদকে) এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি গোটা বছর 'কিয়ামুল লাইল' করবে সে তা পেয়ে যাবে।' একথা শুনে তিনি (উবাই) বললেন, আল্লাহ্ আবু আবদুর রহমানের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, তা রমযানের মধ্যেই। বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ এতটুকু বাক্য বর্ধিত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু লোকজন কেবল সেই একটি রাতের (২৭ তারিখ) উপর নির্ভর করুক- তিনি তা পছন্দ করেননি অথবা ঐ এক রাতের উপরই নির্ভর না করুন- তাই তিনি পছন্দ করেছেন। এরপর উভয় বর্ণনাকারীর বর্ণনা একইরূপ। আল্লাহ্‌র শপথ! ব্যতিক্রমহীনভাবে তা রমযানের সাতাশ তারিখই। আমি বল্‌লাম, হে আবুল মুন্‌যির! তা আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন, সেই নিদর্শন দ্বারা, যেটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। 'আসিম (র) বলেন, আমি 'যির'কে জিজ্ঞেস করলাম, সে নিদর্শনটি কি? তিনি বললেন, সে দিনকার ভোরের সূর্য দেখতে একখানা আলোহীন থালার মতই উপরে না উঠা পর্যন্ত।

١٣٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ فِيْ مَجْلِسِ بَنِيْ سَلَمَةَ وَاَنَا اَصْغَرُهُمْ فَقَالُوْا مَنْ يَّسْئَلُ لَنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَذٰلِكَ صَبِيْحَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِهِ فَمَرَّ بِيْ فَقَالَ اُدْخُلْ فَدَخَلْتُ فَاُتِيَ بِعَشَائِهِ فَرَاٰنِيْ اَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ نَاوِلْنِيْ نَعْلِيْ فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ فَقَالَ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ قُلْتُ اَجَلْ اَرْسَلَنِيْ اِلَيْكَ رَهْطٌ مِنْ بَنِيْ سَلَمَةَ يَسْاَلُوْنَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ كَمِ اللَّيْلَةُ فَقُلْتُ اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ قَالَ هِيَ اللَّيْلَةُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ اَوِ الْقَابِلَةُ يُرِيْدُ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ.

১৩৭৯। দমরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি বনু সালামার মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। আর আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সকলের বয়োকনিষ্ঠ। তারা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'লাইলাতুল কদর' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে? এটা ছিল রমযানের একুশ তারিখ সকালবেলা। আমি এ উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং মাগ্‌রিবের নামাযে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেলাম। অতঃপর আমি তাঁর গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি আমার নিকট দিয়ে যেতে বললেন ঃ ভেতরে প্রবেশ করো। সুতরাং আমি প্রবেশ করলাম। পরে তাঁর রাতের খাবার আনা হলো, খাবারের পরিমাণ সামান্য হওয়ায় আমি তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ভালো মনে করলাম। যখন তিনি অবসর হলেন, বললেন ঃ আমার জুতা দাও। এরপর তিনি উঠলেন, আর আমিও তাঁর সাথে উঠলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কোনো প্রয়োজন আছে কি? আমি বললাম, হাঁ, বনু সালামার লোকেরা আমাকে আপনার নিকট 'লাইলাতুল কদর' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আজ কত তারিখ? আমি বললাম, বাইশ। তিনি বললেন ঃ তা 'আজ রাতেই'। তিনি আবার বললেন ঃ 'অথবা আগামী রাতই। অর্থাৎ তেইশ তারিখের রাত।

١٣٨٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ بَادِيَةً اَكُوْنُ فِيْهَا وَاَنَا اُصَلِّىْ فِيْهَا بِحَمْدِ اللّٰهِ فَمُرْنِىْ بِلَيْلَةٍ اَنْزِلُهَا اِلٰى هٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ. فَقُلْتُ لاِبْنِهِ كَيْفَ كَانَ اَبُوْكَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتّٰى يُصَلِّىَ الصُّبْحَ فَاِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ.

১৩৮০। ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি খামার আছে, আমি ওখানেই থাকি এবং আল্লাহ্‌র শোক্‌র, ওখানেই নামায আদায় করি। আপনি আমাকে এমন একটি রাতের নির্দেশ করুন, সেই রাতে আমি এ মসজিদে অবস্থান করবো। তিনি বললেন ঃ তেইশ তারিখের রাতে অবস্থান করো। (মুহাম্মাদ ইবনে ইব্‌রাহীম বলেন) আমি তার পুত্রকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার পিতা কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, যখন তিনি আসরের নামায পড়তেন তখন মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত কোনো প্রয়োজনেই ওখান থেকে বের হতেন না। আর যখন ফজরের নামায পড়তেন, তখন মসজিদের দ্বারে তাঁর সওয়ারী উপস্থিত পেতেন এবং তার উপর উপবিষ্ট হয়ে নিজের খামারে যেতেন।

١٣٨١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِىْ تَاسِعَةٍ تَبْقِىْ وَفِىْ سَابِعَةٍ تَبْقِىْ وَفِىْ خَامِسَةٍ تَبْقِىْ.

১৩৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'লাইলাতুল কদর'কে রমযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে অন্বেষণ করো। নয় দিন অবশিষ্ট থাকতে সাত দিন অবশিষ্ট থাকতে এবং পাঁচদিন অবশিষ্ট থাকতে।

بَابُ فِيْمَنْ قَالَ لَيْلَةُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যারা বলেন, লাইলাতুল কদর একুশ তারিখের রাত

١٣٨٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتّٰى اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ يَخْرُجُ فِيْهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِىْ اَسْجُدُ مِنْ صَبِيْحَتِهَا فِىْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِىْ كُلِّ وِتْرٍ. قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَمُطِرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى جَبْهَتِهِ وَاَنْفِهِ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ.

১৩৮২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের মধ্যম দশকে 'ইতেকাফ' করতেন। এক বছর তিনি এভাবে ইতেকাফ করলেন। যখন একুশ তারিখ হলো, আর এ দিনই তিনি ইতেকাফ থেকে বের হতেন, তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি (মধ্যের দশ দিন) আমার সাথে ইতেকাফ করেছে, সে যেন অবশ্যই শেষ দশ দিন ইতেকাফ করে। আমি এ (লাইলাতুল কদর)

রাতটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। পরে তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি নিজেকে সে দিন প্রভাতকালে পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। সুতরাং তোমরা শেষ দশ দিনের মধ্যে এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা অন্বেষণ করো। আবু সাঈদ (রা) বলেন, সে রাতে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, আর তৎকালীন মসজিদও ছিলো বৃক্ষপত্র আচ্ছাদিত, ফলে মসজিদের ছাদ থেকে পানি পড়লো। আবু সাঈদ (রা) আরো বলেন, একুশ তারিখের ভোরে আমার চক্ষুদ্বয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করলো যে, তাঁর কপালে ও নাকে পানি ও কাদার দাগ ছিল।

١٣٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ اِنَّكُمْ اَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ اَجَلْ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ اِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا التَّاسِعَةُ وَاِذَا مَضٰى ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا السَّابِعَةُ وَاِذَا مَضٰى خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا الْخَامِسَةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لاَ اَدْرِىْ اَخَفِىَ عَلَىَّ مِنْهُ شَىْءٌ اَمْ لاَ.

১৩৮৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা লাইলাতুল্ কদরকে রমযানের শেষ দশের মধ্যে খোঁজ করো। আর তা খোঁজ করো নয়, সাত এবং পাঁচের মধ্যে। তিনি (আবু নাদ্‌রা) বলেন, আমি বললাম, হে আবু সাঈদ! গণনা সম্বন্ধে আপনারা আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তা অবশ্যই! আমি জিজ্ঞেস করলাম, নয়, সাত ও পাঁচ কি? তিনি বললেন, যখন একুশ অতীত হয়ে যায়, তখন সেটির নীচে যা থাকে তা হচ্ছে নয়। যখন তেইশ অতীত হয়, তার নীচেরটি হচ্ছে সাত এবং যখন পঁচিশ পার হয়ে যায়, তার পরেরটি হচ্ছে পাঁচ। আবু দাউদ বলেন, জানি না এ হাদীস থেকে কোন অংশ আমার কাছে অস্পষ্ট রয়েছে কিনা।

টীকা ঃ হাদীসে উল্লেখিত রাতগুলো বেজোড় নয়। অথচ কদরের রাত হলো বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে। রাসূলুল্লাহ (সা) হয়ত মাসের শেষদিক থেকে গণনা করে পিছনের দিকে এসেছেন। তাতে ঐ রাতগুলো বেজোড় হতে পারে (সম্পাদক)।

بَابُ مَنْ رَوٰى اَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعِ عَشْرَةَ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যার মতে কদরের রাত সতের তারিখে

١٣٨٤- حَدَّثَنَا حَكِيْمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ

عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُطْلُبُوْهَا لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ سَكَتَ.

১৩৮৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের সতের, একুশ ও তেইশ তারিখের রাতে অন্বেষণ করো। এরপর তিনি চুপ থাকলেন।

بَابُ مَنْ رَوٰى فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ যে ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, শেষের সপ্তাহে

١٣٨٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ.

১৩৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা লাইলাতুল কদরকে শেষ সাতের মধ্যে অন্বেষণ করো।

بَابُ مَنْ قَالَ سَبْعٌ وَّعِشْرُوْنَ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যে ব্যক্তি বলেছেন, সাতাশের রাত

١٣٨٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ.

১৩৮৬। মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'লাইলাতুল কদর' হচ্ছে সাতাইশের রাত।

بَابُ مَنْ قَالَ هِىَ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যে ব্যক্তি বলেছেন, তা হচ্ছে গোটা রমযানের মধ্যেই

١٣٨٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوِيَه النَّسَائِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ

مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَرْفَعَاهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৩৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'লাইলাতুল কদর' সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং তা আমি শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ তা গোটা রমযান মাসের মধ্যেই। ইমাম আবু দাউদ বলেন, সুফিয়ান ও শো'বা এ হাদীসটি আবু ইসহাক থেকে ইবনে উমার পর্যন্ত 'মাওকুফ'রূপে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে এর সনদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছাননি।

اَبْوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَتَحْزِيْبِهِ وَتَرْتِيْلِهِ

কুরআন পাঠ এবং তা নির্ধারিত অংশে ভাগ করে স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত

بَابٌ فِيْ كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْاٰنُ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ কত দিনের মধ্যে কুরআন পড়তে (খতম করতে) হয়

١٣٨٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اِقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اِقْرَاْ فِيْ عِشْرِيْنَ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اِقْرَاْ فِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اِقْرَاْ فِيْ عَشْرٍ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اِقْرَاْ فِيْ سَبْعٍ وَلاَ تَزِيْدَنَّ عَلٰى ذٰلِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُسْلِمٍ اَتَمُّ.

১৩৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ তুমি কুরআন এক মাসের মধ্যে খতম করো। তিনি বললেন, আমি এর

চাইতে অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে বিশ দিনে পড়ো। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে পনের দিনে পড়ো। তিনি বললেন, আমার এর চেয়ে অধিক শক্তি আছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে দশ দিনে খতম করো। তিনি বললেন, আমি আরো শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে সাত দিনে, কিন্তু এর চাইতে অধিক করো না। আবু দাউদ বলেন, মুসলিমের বর্ণনাটিই পরিপূর্ণ।

١٣٨٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَاقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ فَنَاقَصَنِيْ وَنَاقَصْتُهُ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا وَافْطِرْ يَوْمًا قَالَ عَطَاءٌ وَاخْتَلَفْنَا عَنْ اَبِيْ فَقَالَ بَعْضُنَا سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَقَالَ بَعْضُنَا خَمْسًا.

১৩৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখো এবং এক মাসে কুরআন খতম করো। অতঃপর তিনি সময়ের ব্যবধান কমাতে থাকলেন এবং আমিও কমাতে থাকলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ একদিন রোযা রাখো, আর একদিন রোযাহীন থাকো। আতা বলেন, আমরা আমার পিতার রিওয়ায়াতে মতবিরোধ করলাম। আমাদের কেউ বললো, সাত দিন, আর কেউ বললো পাঁচ দিন।

١٣٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ كَمْ اَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فِيْ شَهْرٍ قَالَ اِنِّيْ اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ يُرَدِّدُ الْكَلاَمَ اَبُوْ مُوْسٰى وَتَنَاقَصَهُ حَتّٰى قَالَ اقْرَاْهُ فِيْ سَبْعٍ قَالَ اِنِّيْ اَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَاَهُ فِيْ اَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ.

১৩৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কতো দিনে কুরআন খতম করবো? তিনি বললেন ঃ এক মাসে। তিনি বললেন, আমি এর চাইতে অধিক সামর্থ্য রাখি। আবু মূসার (মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না) বর্ণনায় আছে, তিনি বরাবর আরয করতে থাকলেন এবং তাতে সময়ের ব্যবধান কমাতে থাকলেন। শেষে তিনি বললেন ঃ তা সাত দিনে পড়ো। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে তা পড়লো বা খতম করলো সে কিছুই অনুধাবন করতে পারেনি (অর্থাৎ সে কেবল কম সময়ে পড়েই গেলো, তার কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি)।

١٣٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حفص أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَطَّانُ خَالُ عِيْسَى بْنِ شَاذَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحُرَيْشُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ قَالَ اِنَّ لِيْ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْهُ فِيْ ثَلاَثٍ. قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ عِيْسَى بْنُ شَاذَانَ كَيِّسٌ.

১৩৯১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি কুরআন এক মাসে খতম করো। তিনি বললেন, আমার মধ্যে অনেক শক্তি আছে। তিনি বললেন ঃ তবে তিন দিনে খতম করো।

بَابُ تَحْزِيْبِ الْقُرْاٰنَ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ কুরআনকে নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করে তিলাওয়াত করা

١٣٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ سَأَلَنِيْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَقَالَ لِيْ فِيْ كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَقُلْتُ مَا أُحَزِّبُهُ فَقَالَ لِيْ نَافِعٌ لاَ تَقُلْ مَا أُحَزِّبُهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَرَأْتُ جُزْءًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ. قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

১৩৯২। ইবনুল হাদ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফে ইবনে জুবাইর ইবনে মুত্ইম (র) আমাকে জিজ্ঞেস করে বললেন, তুমি কত দিনে কুরআন খতম করো? আমি বললাম, আমি তা 'হাযব' (নির্দিষ্ট অংশে ভাগ) করি না। নাফে' (র) আমাকে বললেন, 'আমি হাযব করি না' এভাবে বলো না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি কুরআনের একাংশ পড়েছি'। তিনি (ইবনুল হাদ) বলেন, আমার ধারণা মতে তিনি মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ 'হিযব' শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাগ করা, খণ্ড খণ্ড করা। যেমন ওযীফা, দোয়া-দরূদ ইত্যাদিকে দৈনন্দিন ভাগ ভাগ করে পড়া হয়। কিন্তু নবী (সা) কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে 'হিযব'-এর স্থলে 'জুয্' (অংশ) ব্যবহার করেছেন (অনু.)।

١٣٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

يَعْلٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَوْسٍ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ فِىْ حَدِيْثِهٖ اَوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ قَالَ فَنَزَلَتْ الْاَحْلَافُ عَلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَاَنْزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِىْ مَالِكٍ فِىْ قُبَّةٍ لَّهُ قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ فِى الْوَفْدِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَقِيْفٍ قَالَ كَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ يَأْتِيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحَدِّثُنَا قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَائِمًا عَلٰى رِجْلَيْهِ حَتّٰى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ وَاَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِىَ مِنْ قَوْمِهٖ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا سَوَاءٌ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ مُسْتَذَلِّيْنَ قَالَ مُسَدَّدٌ بِمَكَّةَ فَلَمَّا خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُوْنَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةٌ اَبْطَأَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِىْ كَانَ يَأْتِيْنَا فِيْهِ فَقُلْنَا لَقَدْ اَبْطَأْتَ عَنَّا اللَّيْلَةَ قَالَ اِنَّهٗ طَرَأَ عَلَىَّ جُزْئِىْ (حِزْبِىْ) مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَرِهْتُ اَنْ اَجِيْئَ حَتّٰى اُتِمَّهٗ. قَالَ اَوْسٌ سَأَلْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُحَزِّبُوْنَ الْقُرْاٰنَ قَالُوْا ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاِحْدٰى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهٗ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَتَمُّ.

১৩৯৩। উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওস (র) থেকে তার দাদা আওস ইবনে হুযায়ফা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সাকীফের একদল প্রতিনিধিসহ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বলেন, যে সমস্ত লোক মুগীরা ইবনে শো'বার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলো তারা তার মেহমান হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মালেককে তাঁর এক তাঁবুতে অবস্থানের ব্যবস্থা করলেন। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে, বনু সাকীফের যে প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিলো আওস ইবনে হুযায়ফাও তাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) প্রত্যেক রাতে এশার নামাযের পর আমাদের নিকট আসতেন এবং আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। আবু সাঈদের বর্ণনায় আছে, তিনি পদদ্বয়ের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় আলাপ-আলোচনা করতেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে মাঝে মাঝে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় পায়ে বিশ্রাম নিতেন।

অধিকাংশ সময় তিনি (রাসূলুল্লাহ) আমাদেরকে সেসব নির্যাতনের কথা শুনাতেন যা তাঁর স্বীয় গোত্র কুরাইশদের তরফ থেকে তাঁর উপর চালানো হয়েছে। অতঃপর বলেন ঃ আমরা ও তারা সমপর্যায়ের ছিলাম না, বরং মক্কায় আমরা ছিলাম অসহায়, দুর্বল, নির্যাতিত। কিন্তু যখন আমরা মদীনায় চলে এলাম, তখন যুদ্ধের পাল্লা আমাদের ও তাদের মধ্যে পরিবর্তিত হতে লাগলো। কখনো আমরা তাদের উপর বিজয়ী আবার কখনো তারা আমাদের উপর বিজয়ী হতো। (একদিনের ঘটনা) প্রত্যহ তিনি যে নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের নিকট আগমন করতেন, এক রাতে সে সময় থেকে অনেক দেরীতে আসলেন। আমরা বললাম, আপনি তো আজ রাতে আমাদের নিকট আগমন করতে অনেক দেরী করেছেন। তিনি বললেন ঃ কুরআনের যে নির্ধারিত অংশ আমি নিয়মিত পড়ে থাকি, তা শেষ না করা পর্যন্ত আগমন করাটাকে আমি পছন্দ করিনি। আওস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম, প্রতিদিন আপনারা কিরূপে কুরআনকে ভাগ করে পড়েন? তারা বললেন, তিন সূরা, পাঁচ সূরা, সাত সূরা, নয় সূরা, এগার সূরা, তের সূরা এবং এককভাবে মুফাস্সাল সূরাসমূহ (অর্থাৎ সাত দিনে সাত মনযিল)। আবু দাউদ বলেন, আবু সাঈদের হাদীস পরিপূর্ণ।

টীকা ঃ কুরআন মজীদের সাত মনযিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই নির্দিষ্ট হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অনেকে এভাবে সাত দিনে কুরআন খতম করতেন (সম্পাদক)।

١٣٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ يَزِيْدَ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ.

১৩৯৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন পড়েছে (খতম করেছে) সে কিছুই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি।

١٣٩٥- حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْاٰنُ قَالَ فِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ فِىْ شَهْرٍ ثُمَّ قَالَ فِىْ عِشْرِيْنَ ثُمَّ قَالَ فِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ فِىْ عَشْرٍ ثُمَّ قَالَ فِىْ سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ.

১৩৯৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুরআন কতো দিনে খতম করা উচিত? তিনি বললেন ঃ

চল্লিশ দিনে। পরে বললেন ঃ এক মাসে, আবার বললেন ঃ বিশ দিনে, এরপর বললেন ঃ পনের দিনে, অতঃপর বললেন ঃ দশ দিনে, সর্বশেষে বললেন ঃ সাত দিনে। কিন্তু তিনি সাত দিনের নীচে নামেননি।

١٣٩٦- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ قَالاَ اَتَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّيْ اَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِيْ رَكْعَةٍ فَقَالَ اَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ لٰكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ السُّوْرَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ اَلنَّجْمُ وَالرَّحْمٰنُ فِيْ رَكْعَةٍ وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةُ فِيْ رَكْعَةٍ وَالطُّوْرِ وَالذَّارِيَاتِ فِيْ رَكْعَةٍ وَاِذَا وَقَعَتْ وَنُوْنُ فِيْ رَكْعَةٍ وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِيْ رَكْعَةٍ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ وَعَبَسَ فِيْ رَكْعَةٍ وَالْمُدَّثِّرُ وَالْمُزَّمِّلُ فِيْ رَكْعَةٍ وَهَلْ اَتٰى وَلاَ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيْ رَكْعَةٍ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِيْ رَكْعَةٍ وَالدُّخَانُ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِيْ رَكْعَةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا تَأْلِيْفُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ.

১৩৯৬। আল্‌কামা ও আল-আস্‌ওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট এসে বললো, আমি মুফাস্‌সাল সূরাগুলো এক রাক্‌'আতেই পড়ে থাকি। তিনি বললেন, এটা তো কবিতার মতো দ্রুত আওড়িয়ে যাওয়া অথবা রদ্দি খেজুর (গাছ থেকে) পতিত হওয়ার মতো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমান দৈর্ঘ্যের দু'টি সূরা একত্রে এক রাক্‌'আতে পড়তেন। যেমন আন্‌-নাজ্‌ম ও আর-রহমান এক রাক্‌'আতে। ওয়াক্‌তারাবাত ও আল্‌-হাক্‌কা অপর রাক্‌'আতে। আত-তূর ও ওয়ায্‌-যারিয়াত এক রাক্‌'আতে, ওয়া ইযা ওয়াক'আত ও নূন্‌ অপর রাক্‌'আতে। সায়ালা সাইলুন্‌ ও ওয়ান্‌-নাযিয়াত এক রাক্‌'আতে, ওয়াইলুল্লিল্‌ মুতাফ্‌ফিফীন্‌ ও আবাসা অপর রাক্‌'আতে। আল্‌ মুদ্দাস্‌সির ও আল-মুয্‌যাম্মিল এক রাক্‌আতে এবং হাল আতা ও লা উকসিমু বি-ইয়াওমিল্‌ কিয়ামা অপর রাক্‌'আতে, আম্মা ইয়াতাসায়ালুন ও ওয়াল-মুরসিলাত এক রাক্‌'আতে এবং আদ্‌-দুখান ও ইযাশ-শামসু কুব্বিরাত অপর রাক্‌'আতে পড়েছেন। আবু দাউদ বলেন, কুরআন মজীদের সূরাগুলোর এখানে যে ধারাবাহিকতা তা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সংকলনে এভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

টীকা ঃ যে সমস্ত সূরা শব্দে ও বাক্যে দৈর্ঘ্যে প্রায় সমপরিমাণ তাকে 'নাযায়ের' বলে (অনু.)।

١٣٩٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

১৩৯৭। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি আবূ মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আর তখন তিনি বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত দু'টি পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

١٣٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو اَنَّ اَبَا سَوِيَّةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِاَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ حُجَيْرَةَ الْاَصْغَرُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُجَيْرَةَ.

১৩৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দশটি আয়াত নিয়ে রাতে নফল নামাযে দাঁড়ায়, তার নাম অলসদের দফতরে লিখা হবে না। যে ব্যক্তি এক শত আয়াতসহ নফল নামায পড়বে, তাকে ইবাদতকারীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত নিয়ে দাঁড়াবে, তাকে অফুরন্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য করা হবে। আবূ দাউদ (র) বলেন, ইবনে হুজায়রা আল-আসগারের নাম হলো আবদুল্লাহ, পিতা আবদুর রহমান এবং দাদা হুজায়রা।

١٣٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرِئْنِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ الٓرٰ فَقَالَ كَبُرَتْ سِنِّيْ وَاشْتَدَّ قَلْبِيْ وَغَلُظَ لِسَانِيْ قَالَ فَاقْرَأْ ثَلَاثًا مِّنْ ذَوَاتِ حٰمٓ فَقَالَ مِثْلَ

مَقَالَتِهِ فَقَالَ اقْرَأْ ثَلاَثًا مِّنَ الْمُسَبِّحَاتِ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْرِأْنِىْ سُوْرَةً جَامِعَةً فَاَقْرَأَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهَا اَبَدًا ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ مَرَّتَيْنِ.

১৩৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পড়ান। তিনি বললেন, 'আলিফ-লাম-রা'বিশিষ্ট তিনটি সূরা পড়ো। সে বললো, আমি বয়োবৃদ্ধ, আমার অন্তর শক্ত হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যের কারণে আমার জিহ্বা মোটা ও স্থবির। তিনি বললেন ঃ তাহলে 'হা-মীম' বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ করো। সে পূর্বের কথাটিই পুনরাবৃত্তি করলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এমন তিনটি সূরা পাঠ করো যেগুলোর শুরুতে 'সাব্বাহা' বা 'ইউসাব্বিহু' রয়েছে। সে আবারও তার পূর্বের কথাটিই বললো। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিন যা হবে সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সূরা "ইযা যুলযিলাতিল আরদু যিলযালাহা" পাঠ করালেন এবং তা শিখিয়ে অবসর হলেন। লোকটি বললো, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমি কখনো এর অধিক করবো না। অতঃপর যখন লোকটি চলে গেলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার বললেন ঃ লোকটি সফলকাম হয়েছে।

بَابٌ فِىْ عَدَدِ الْاٰىِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ একটি সূরার আয়াত সংখ্যা

١٤٠٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُوْرَةٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ ثَلاَثُوْنَ اٰيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

১৪০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন মজীদে তিরিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা আছে। তার পাঠকারীর জন্য তা সুপারিশ করবে, শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সূরাটি হলো তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্ক্।

অধ্যায় ৪ ৮

كِتَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাসমূহ

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ السُّجُوْدِ وَكَمْ سَجْدَةً فِى الْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ-১ ৪ কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাসমূহের অনুচ্ছেদমালা এবং সিজদার সংখ্যা

١٤٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ الْبَرْقِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ الْعَتَقِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُنَيْنٍ (مَتِيْنٍ) مِنْ بَنِىْ عَبْدِ كُلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَاَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِى الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِى الْمُفَصَّلِ وَفِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَاِسْنَادُهُ وَاهٍ.

১৪০১। আমর ইবনুল আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি সিজদা পাঠ করিয়েছেন। তন্মধ্যে তিনটি মুফাস্‌সালে এবং দু'টি সূরা হজ্জের মধ্যে। আবু দাউদ বলেন, আবু দারদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত সিজ্‌দা এগারটি। তবে এ বর্ণনার সনদ সূত্র দুর্বল ও অসমর্থিত।

١٤٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ اَنَّ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ اَبَا الْمُصْعَبِ حَدَّثَهُ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا.

১৪০২। উক্বা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূরা হজ্জের মধ্যে সিজদা কি দু'টি? তিনি বলেন ঃ হাঁ। যে ব্যক্তি সেই সিজদা দু'টি আদায় করবে না সে যেন তা না পড়ে।

টীকা ঃ ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে সূরা হজ্জের দু'টির মধ্যে একটি ও সূরা সোয়াদের একটিসহ মোট চৌদ্দটি সিজদা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, সূরা সোয়াদে কোন সিজদা নেই, বরং সূরা হজ্জের উভয় সিজদাই ওয়াজিব। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, সোয়াদের সিজদাসহ মোট পনেরটি। ইমাম মালেক বলেন, তিলাওয়াতের সিজদা মোট এগারটি। প্রতিটি অভিমতের পক্ষে হাদীস আছে (অনু.)।

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُوْدَ فِى الْمُفَصَّلِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যিনি মনে করেন, 'মুফাস্সাল' সূরাসমূহে সিজদা নেই

١٤٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَاَيْتُهُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قُدَامَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِىْ شَيْئٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ.

১৪০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেছেন, মুফাস্সালের কোথাও সিজদা করেননি।

١٤٠٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا.

১৪০৪। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'সূরা নাজ্ম' পাঠ করেছি, কিন্তু তিনি এই সূরায় সিজদা করেননি।

١٤٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ زَيْدٌ الْاِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا.

১৪০৫। খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু দাউদ (র) বলেন, যায়েদ (রা) ইমাম ছিলেন, তথাপি সিজদা করেননি।

بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا سُجُودًا

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ যিনি মনে করেন, 'মুফাস্সাল' সূরাসমূহে একাধিক সিজদা রয়েছে

١٤٠٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِّنَ الْحَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.

১৪০৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজম পাঠ করার পর সিজদা করেছেন এবং উপস্থিত জনতার সকলেই সিজদা করলো। কিন্তু জনতার মধ্যে এক ব্যক্তি এক মুষ্টি কংকর অথবা মাটি তুলে নিজ কপালের নিকট নিয়ে বললো, আমার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, এরপর আমি তাকে দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

টীকা ঃ এ পাপীষ্ঠ কে ছিল তার নামের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের মতে সে হযরত বিলাল (রা)-র মনিব উমাইয়্যা ইবনে খালাফ। সে বদরের যুদ্ধে নিহত হয় (অনু.)।

بَابُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সূরা ইযাস্-সামাউন্ শাক্কাত্ এবং সূরা ইক্রা'-এর সিজ্দা

١٤٠٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ سِتٍّ عَامَ خَيْبَرَ وَهٰذَا السُّجُودُ مِنْ رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ فِعْلِهِ.

১৪০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে 'ইযাস্-সামাউন্ শাক্কাহ্ এবং ইকরা' বিস্‌মি রব্বিকাল্লাযী খালাকা' সূরাদ্বয়ে সিজ্দা করেছি। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) ষষ্ঠ হিজরীতে খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এই সিজদা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের শেষদিকের কাজ।

١٤٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ

عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ اَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُ بِهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ.

১৪০৮। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে এশার নামায পড়লাম। তিনি সূরা 'ইযাস্-সামা'উন্ শাক্কাত্' পড়লেন এবং সিজদা করলেন। আমি বল্লাম, এটা কিসের সিজ্দা? তিনি বললেন, আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে আমি এখানে সিজদা করেছি এবং তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমিও এখানে সিজদা করতে থাকবো।

بَابُ السُّجُوْدِ فِىْ صٓ

অনুচ্ছেদ-৫: সূরা সোয়াদের সিজদা

١٤٠٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ صٓ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا.

১৪০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সোয়াদের সিজ্দা বাধ্যতামূলক নয়। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাতে সিজ্দা করতে দেখেছি।

١٤١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ سَرْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ صٓ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ اٰخَرُ قَرَاَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا هِىَ تَوْبَةُ نَبِىٍّ وَلٰكِنِّىْ رَاَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُوْدِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوْا.

১৪১০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর 'সূরা সোয়াদ' পাঠ করলেন। তিনি যখন সিজ্দার

আয়াত পড়লেন তখন নীচে নেমে সিজদা করলেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে সিজ্দা করলো। তিনি অন্য একদিন তা পাঠ করলেন এবং সিজ্দার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে লোকেরা সিজ্দা করার জন্য উদ্যোগী হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রকৃতপক্ষে এটি একজন নবীর তওবাস্বরূপ ছিলো। অথচ আমি দেখছি তোমরা সিজ্দা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছ। অতঃপর তিনি সিজ্দা করলেন এবং তারাও সিজ্দা করলো।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ أَوْ فِى غَيْرِ صَلاَةٍ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ কেউ যানবাহনে আরোহিত অবস্থায় অথবা নামাযের বাইরে সিজ্দার আয়াত শুনলে

١٤١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِى الْأَرْضِ حَتَّى أَنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلٰى يَدِهِ.

১৪১১। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর (দিন) সিজ্দার আয়াত পাঠ করলেন, তখন সমস্ত লোক সিজ্দা করলো। তাদের মধ্যে কেউ ছিলো আরোহী এবং কেউ ছিলো মাটিতে সিজদাকারী। এমনকি আরোহী নিজের হাতের উপর সিজ্দা করেছে।

١٤١٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ الْمَعْنٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى لاَ يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ.

১৪১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে (সিজ্দার) সূরা পাঠ করতেন। ইবনে নুমাইর বলেন, নামায ব্যতিরেকে, অতঃপর উভয় বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, তিনি সিজদা করতেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও সিজদা করতাম। এমনকি (লোকের ভীড়ে) আমাদের কেউ কেউ তার কপাল রাখার স্থানও পেত না।

١٤١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الرَّازِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ فَاِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُعْجِبُهُ لِاَنَّهُ كَبَّرَ.

১৪১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে কুরআন পাঠ করতেন। যখন সিজদার আয়াত অতিক্রম করতেন তখন তাকবীর পড়ে সিজদা করতেন এবং আমরাও সিজদা করতাম। আবদুর রায্যাক বলেন, ইমাম সাওরী এই হাদীস খুবই পছন্দ করতেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, তা এজন্য যে, তিনি (সা) তাকবীর বলেছেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যখন সিজদা করবে তখন কি বলবে?

١٤١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ يَقُوْلُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

১৪১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সিজদা করতেন। তিনি বহুবার সিজদায় বলেন ঃ 'সাজাদা ওয়াজ্হীয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া শাক্কা সাম্'আহু ওয়া বাসারাহু, বি-হাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী। অর্থ ঃ আমার মুখমণ্ডল সে সত্তাকেই সিজদা করেছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং কর্ণকে শ্রবণশক্তি আর চক্ষুকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ ও শক্তিতেই এসব বলীয়ান।

بَابُ فِيْمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ফজরের নামাযের পর যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত পাঠ করে

١٤١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَحْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ لَمَّا بُعِثْنَا الرَّكْبُ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعنِيْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ كُنْتُ اَقُصُّ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَاَسْجُدُ فِيْهَا فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ اَنْتَهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ اِنِّيْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَسْجُدُوْا حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

১৪১৫। আবূ তামীমা আল-জুহাইমী (র) বলেন, আমরা যখন কাফেলার সাথে মদীনায় আসতে থাকলাম, আমি ফজরের নামাযের পর লোকদেরকে ওয়ায করতাম, তার মধ্যে সিজদার আয়াত থাকতো। আমি সূর্যোদয়ের পূর্বে সিজদা করতাম। ইবনে উমার (রা) তিনবার আমাকে নিষেধ করলেন, কিন্তু আমি মানলাম না। তিনি পুনরায় নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্র, উমার ও উসমান (রা)-র পেছনে নামায পড়েছি। তাঁরা সবাই সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সিজদা করতেন না।

টীকা ঃ ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিলাওয়াতের সিজ্দা করা হানাফী মাযহাব মতে জায়েয নেই, শাফিঈ মাযহাব মতে জায়েয (অনু.)।

অধ্যায় ঃ ৯

كِتَابُ الْوِتْرِ

বেতের নামায

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ বেতের নামায পড়া উত্তম

١٤١٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

১৪১৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা বেতের নামায পড়ো। কেননা আল্লাহ্ বেজোড় ও একক, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।

١٤١٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ مَا تَقُوْلُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ وَلَا لِاَصْحَابِكَ.

১৪১৭। আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে, এক বেদুঈন জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তোমার এবং তোমার সাথীদের জন্য নয়।

١٤١٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْنٰى قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُرَّةَ الزَّوْفِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ الْعَدَوِىُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَدَّكُمْ بِالصَّلٰوةِ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ.

১৪১৮। খারিজা ইবনে হুযাফা আল-আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন ঃ মহামহিম আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত নামায দান করেছেন, তা তোমাদের জন্য লাল উট প্রাপ্তির চাইতেও উত্তম। আর তা হচ্ছে 'বেতের'। তিনি এশার পর থেকে ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়া তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

টীকা ঃ লাল রং-এর উট আরববাসীদের নিকট অধিক প্রিয় সম্পদ। বস্তুত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুনিয়ার সম্পদের চাইতে এ নামায উত্তম (অনু.)।

بَابُ فِيْمَنْ لَمْ يُوْتِرْ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যে ব্যক্তি বেতের নামায পড়েনি

١٤١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَتَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

১৪১৯। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'বেতের' নামায পড়া কর্তব্য। যে ব্যক্তি বেতের পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। 'বেতের' নামায পড়া কর্তব্য। যে ব্যক্তি বেতের পড়ে না সে আমাদের নয়। বেতের নামায পড়া কর্তব্য। যে ব্যক্তি বেতের পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা ঃ এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, বেতের নামায ওয়াজিব। সুতরাং বেতের না পড়া, সুন্নাতে রাসূল (সা) থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাই বুঝায় (অনু.)।

١٤٢٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيُّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُدْعَى اَبَا مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ اِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ

قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ اِلٰى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذِبَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يَاْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

১৪২০। ইবনে মুহাইরীয (র)-র থেকে বর্ণিত। বনু কিনারার জনৈক ব্যক্তি, যিনি আল-মুখদাজী নামে পরিচিত, সিরিয়ায় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, যিনি আবু মুহাম্মাদ নামে পরিচিত, অবশ্যই 'বেতের' ওয়াজিব। মুখদাজী বলেন, আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র নিকট গমন করলাম এবং বিষয়টি তাকে জানালাম। উবাদা (রা) বললেন, আবু মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে পালন করবে, আর অবজ্ঞা সহকারে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে না, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে এ অঙ্গীকার রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা পালন করবে না, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা জান্নাতেও প্রবেশ করাতে পারেন।

بَابٌ كَمِ الْوِتْرُ

অনুচ্ছেদ-৩ঃ বেতের নামায কতো রাক্'আত?

١٤٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ هٰكَذَا مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ.

১৪২১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাঁর দুই আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেনঃ দুই দুই রাক্'আত আর রাতের শেষভাগে 'বেতের' এক রাক্'আত।

١٤٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

১৪২২। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর বেতেরের নামায ওয়াজিব বা অপরিহার্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বেতের পড়তে আগ্রহী পাঁচ রাক্'আত পড়তে পারে, যে ব্যক্তি তিন রাক্'আত পড়তে আগ্রহী সে যেন তাই করে এবং যে ব্যক্তি এক রাক্'আত দ্বারা বেতের করা ভালো মনে করে সে পড়তে পারে।

بَابُ مَا يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ বেতের নামাযের কিরাআত

١٤٢٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَنَسٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ وَزُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَاللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ.

১৪২৩। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামাযে সূরা 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা', 'কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ' পড়তেন।

١٤٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَىِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ.

১৪২৪। আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বেতের নামাযে কোন্ কোন্ সূরা পড়তেন। এরপর (ইবনে জুরাইজ) উপরোক্ত হাদীসের ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, তিনি তৃতীয় রাক্'আতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' সূরা তিনটি পড়তেন।

بَابُ الْقُنُوْتُ فِى الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ বেতের নামাযে দু'আ কুনূত

١٤٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِى الْحَوْرَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ. اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِىْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ. وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

১৪২৫। আবুল হাওরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-হাসান ইবনে আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কতগুলো বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি বেতের নামাযে পড়ি তা হচ্ছে এই ঃ "আল্লাহুম্মা ইহ্দিনী ফীমান্ হাদাইতা ওয়াআফিনী ফীমান্ আফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়া বারিক লী ফীমা আ'তাইতা ওয়াকিনী শাররা মা কাদাইতা, ইন্নাকা তাকদী ওয়ালা ইউক্দা আলাইকা ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালাইতা ওয়ালা ইয়াইয্যু মান আদাইতা তাবারাক্তা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে সেই পথে পরিচালিত করো, যে পথে তুমি তোমার প্রিয়জনকে পরিচালিত করেছো, আমাকে রক্ষা করো যেভাবে তোমার প্রিয়জনকে রক্ষা করেছো, যে কাজ আমার উপর ন্যস্ত করবে, সে কাজে তুমি আমায় সাহায্য করো। যা তুমি দান করবে, তাে বরকত দাও। তোমার ফয়সালার মন্দ দিক থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমিই বিচার প্রদানকারী, তোমার উপর কোন বিচার চলে না। তুমি যাকে আশ্রয় দান করেছো, সে পর্যুদস্ত নয়। আর তুমি যাকে শত্রু ঘোষণা করেছো, সে কখনো মর্যাদার অধিকারী হয়নি। তুমিই মহান, হে আমাদের প্রভু! তুমিই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"

١٤٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ قَالَ هٰذَا يَقُوْلُ فِى الْوِتْرِ فِى الْقُنُوْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ اَبُو الْحَوْرَاءِ رَبِيْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ.

১৪২৬। আমাদেরকে আবু ইসহাক উক্ত সনদ দ্বারা এ হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, "উক্ত শব্দগুলো বেতেরের কুনূতের মধ্যে বলেছেন," "বেতেরের মধ্যে আমি উক্ত শব্দগুলো বলেছি" এ কথাটি উল্লেখ করেননি। আবুল হাওরা'র নাম হচ্ছে রাবীয়া' ইবনে শাইবান।

١٤٢٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هِشَامٌ اَقْدَمُ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ وَبَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ يَعْنِى الْوِتْرَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَرُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيْدُ بْنُ

زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوْتَ وَلاَ ذَكَرَ اُبَيًّا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ وَسِمَاعُهُ بِالْكُوْفَةِ مَعْ عِيْسٰى بْنِ يُوْنُسَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوْتَ وَقَدْ رَوَاهُ اَيْضًا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ لَمْ يَذْكُرَا الْقُنُوْتَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ زُبَيْدٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمُ الْقُنُوْتَ اِلاَّ مَا رُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَاِنَّهُ فِيْ حَدِيْثِهِ اِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُوْرِ مِنْ حَدِيْثِ حَفْصٍ نَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ غَيْرِ مِسْعَرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يُرْوٰى اَنَّ اُبَيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِى النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

১৪২৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বেতের নামায শেষে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার ক্রোধ থেকে পানাহ্ চাই। তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার মাধ্যমে পানাহ চাই। আমি তোমার থেকে সর্বপ্রকারের পানাহ চাই। আমি তোমার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে পারবো না, বরং তুমি তোমার নিজের যেরূপ প্রশংসা করেছো, ঠিক সেরূপই"। আবু দাউদ (র) বলেন, হিশাম হাম্মাদের প্রাক্তন শায়খ এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন থেকে আমার নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, তার থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেননি।... উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের মধ্যে রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ঈসা ইবনে ইউনুসও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন... উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামাযে রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবযা থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। অবশ্য এ হাদীসে কুনূতের কথা উল্লেখ করেননি, আর না তন্মধ্যে উবাইয়ের নাম উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে আবদুল

আ'লা এবং মুহাম্মাদ ইবনে বিশর আল-আবদী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এ হাদীসটি কূফায় শুনেছেন ঈসা ইবনে ইউনুসের সাথে। অবশ্য কুনূতের কথা উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে হিশাম আদ্-দাসতওয়াঈ এবং শো'বা (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। এখানেও কুনূতের কথা উল্লেখ নেই।... যুবাইদী থেকে বর্ণিত। এ হাদীসের মধ্যে তিনি বলেন, (নবী সা.) রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন।... আবু দাউদ (র) বলেন, এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, উবাই (রা) রমযানের অর্ধ মাস কুনূত পড়তেন।

١٤٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَنْبَانَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ اَنَّ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ اَمَّهُمْ يَعْنِىْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ فِى النِّصْفِ الْاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

১৪২৮। মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার কোনো সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা) রমযান মাসে তাদের ইমামতি করেছেন এবং তিনি রমযানের শেষার্ধে কুনূত পড়েছেন।

١٤٢٩- حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّىْ لَهُمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَلاَ يَقْنُتُ بِهِمْ اِلاَّ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلّٰى فِىْ بَيْتِهِ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَبَقَ اُبَىٌّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الَّذِىْ ذُكِرَ فِى الْقُنُوْتِ لَيْسَ بِشَىْءٍ وَهٰذَانِ الْحَدِيْثَانِ يَدُلاَّنِ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ اُبَىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الْوِتْرِ.

১৪২৯। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকদেরকে উবাই ইবনে কা'বের ইমামতিতে জামা'আতবদ্ধ করলেন (যেন তিনি সকলকে নিয়ে একত্রে তারাবীহ্র নামায পড়েন)। সুতরাং তিনি তাদেরকে নিয়ে বিশ রাত নামায পড়লেন। কিন্তু তিনি (রমযানের) শেষার্ধ ব্যতীত কুনূত পড়লেন না। আর যখন শেষ দশদিন হলো তখন তিনি মসজিদ বর্জন করলেন এবং নিজ ঘরে নামায পড়লেন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, উবাই পালিয়ে গেছে।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কুনূত সংক্রান্ত যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা কিছুই নয় এবং উল্লেখিত উভয় হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, বেতেরের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুনূত পড়ার ব্যাপারে উবাইর বর্ণনাও যঈফ।

بَابٌ فِى الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ বেতেরের পরে দু'আ পড়া

١٤٣٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ الْاَيَامِىِّ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ فِى الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ.

১৪৩০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বেতের নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ সুব্‌হানাল মালিকিল কুদ্দূস। 'অতি পবিত্র সেই সত্তা, যিনি অতি পবিত্র বাদশাহ'।

١٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ اِذَا ذَكَرَهُ.

১৪৩১। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বেতের নামায না পড়ে ঘুমায় কিংবা তা পড়তে ভুলে যায়, পরে যখনই তার স্মরণ হয় তখন যেন অবশ্যই তা পড়ে নেয়।

بَابٌ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ ঘুমানোর পূর্বে বেতের নামায পড়া

١٤٣٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لاَ اَدَعُهُنَّ فِىْ سَفَرٍ وَّلاَ حَضَرٍ رَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ وَاَنْ لاَ اَنَامَ اِلاَّ عَلٰى وِتْرٍ.

১৪৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন তিনটি কাজের (অভ্যাসের) ওসিয়াত করেছেন, যা আমি সফর কিংবা বাড়ি-ঘরে অবস্থানরত কোনো অবস্থাতেই পরিহার করি না। তা হচ্ছে ঃ পূর্বাহ্নে চাশতের দুই রাক্'আত নামায পড়া, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা (আইয়াম বিয্ অর্থাৎ চাঁদের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ), আর বেতের না পড়ে আমার নিদ্রা না যাওয়া।

١٤٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ بِشَيْءٍ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلاَ أَنَامُ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَبِسُبْحَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.

১৪৩৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন তিন কাজের ওসিয়াত করেছেন যা আমি কখনো ত্যাগ করবো না। তিনি আমাকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখতে, বেতের নামায পড়ার পূর্বে নিদ্রা না যেতে এবং আবাসে ও সফরে প্রত্যেক অবস্থাতে চাশতের (নফল) পড়ার জন্য ওসিয়াত করেছেন।

١٤٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ مَتَى تُوتِرُ قَالَ أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَتَى تُوتِرُ قَالَ أُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ أَخَذَ هٰذَا بِالْحَزْمِ وَقَالَ لِعُمَرَ أَخَذَ هٰذَا بِالْقُوَّةِ.

১৪৩৪। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কখন 'বেতের' নামায পড়ো? তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথমাংশে বেতের নামায পড়ি। তিনি উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কখন বেতের পড়ো? তিনি বললেন, শেষ রাতে বেতের পড়ি। অতঃপর তিনি আবু বাক্‌র (রা) সম্বন্ধে বললেন ঃ সে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং উমার (রা) সম্বন্ধে বললেন ঃ সে শক্তভাবে ধরেছে।

بَابٌ فِي وَقْتِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ 'বেতের' নামাযের ওয়াক্ত

١٤٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَتَى كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ فَعَلَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَلٰكِنِ انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ.

১৪৩৫। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামায কখন পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি এর প্রত্যেকটিই করতেন, (অর্থাৎ) তিনি রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে বেতের পড়েছেন। তবে যখন তিনি ইনতিকাল করেন তখন তাঁর বেতের সাহ্‌রীর সময় (অর্থাৎ সুবহে সাদেক) শেষ হতো।

١٤٣٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.

১৪৩৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সুবহে সাদেকের পূর্বে 'বেতের' আদায় করে নাও।

١٤٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ اٰخِرِهِ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاَتُهُ اَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاَةِ اَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّاَ فَنَامَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِيْ فِي الْجَنَابَةِ.

১৪৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেতের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি কখনো রাতের প্রথমাংশে আবার কখনো শেষাংশে বেতের পড়তেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর কিরাআত কিরূপ ছিলো? তিনি কি চুপি চুপি কিরাআত পড়তেন নাকি স্পষ্ট আওয়াযে? তিনি বলেন, এর প্রত্যেকটিই তিনি করতেন, কখনো চুপি চুপি, আবার কখনো স্পষ্ট অওয়াযে কিরাআত পড়েছেন। [illegible] কখনো (স্ত্রী সহবাসের পর) গোসল করে ঘুমিয়েছেন, আবার কখনো কেবল উযু করে ঘুমিয়েছেন: আবু দাউদ (র) বলেন, কুতাইবা ব্যতীত অন্যরা বলেছেন– অর্থাৎ স্ত্রীসহবাসের গোসল।

١٤٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

১৪৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেতেরকে তোমাদের রাতের শেষ নামাযে পরিণত করো (অর্থাৎ বেতের নামায শেষ রাতে পড়ো)।

بَابٌ فِيْ نَقْضِ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ বেতেরকে বাতিল করা

١٤٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ يَوْمٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَاَمْسٰى عِنْدَنَا وَاَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَاَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ الٰى مَسْجِدِهِ فَصَلّٰى بِاَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ اَوْتِرْ بِاَصْحَابِكَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ.

১৪৩৯। কায়েস ইবনে তালক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসে একদিন তালক ইবনে আলী (রা) আমাদের সাক্ষাতে আগমন করলেন, সন্ধ্যা আমাদের এখানে কাটালেন এবং ইফতারও করলেন এখানে। পরে রাতে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং আমাদেরকে নিয়ে বেতেরও পড়লেন। অতঃপর মসজিদের দিকে গমন করলেন এবং তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে (নফল) নামায পড়লেন। অবশেষে যখন বেতের পড়ার সময় হলো তখন তিনি এক ব্যক্তিকে সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গীদেরকে বেতের পড়াও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একই রাতে বেতের দু'বার হয় না।

টীকা ঃ প্রথমে একবার বেতের পড়া হলে, পরে নফল নামায পড়ার পর পুনরায় বেতের পড়ার প্রয়োজন নেই, এটাই সমস্ত আলেমের অভিমত (অনু.)।

بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ অন্যান্য নামাযে দু'আ কুনূত পড়া

١٤٤٠- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللّٰهِ لَاُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَصَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ.

১৪৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চয় তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের কাছাকাছি নিয়ে যাবো। অতএব আবু হুরায়রা (রা) যোহর, এশা এবং ফজরের নামাযের শেষ রাক্'আতে দু'আ কুনূত পড়তেন। এর মধ্যে মুমিনদের জন্য দু'আ এবং কাফিরদের জন্য বদদু'আ করতেন।

টীকা ঃ এ কুনূতকে বলা হয়, "কুনূতে নাযেলা"। যখন কোথাও মুসলমানদের উপর বিপদ-বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তখন নবী (সা) কুনূতে নাযেলা পড়েছেন। তাঁর ওফাতের পরও সাহাবাগণ তা পড়েছেন। বর্তমানেও তা পড়া জায়েয আছে। তবে হানাফীদের মতে 'কুনূতে নাযেলা' শুধু ফজরের নামাযে পড়তে হয়, অন্যান্য নামাযে পড়ার বিধান নেই (অনু.)।

١٤٤١- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالُوْا كُلُّهُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ وَصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ.

১৪৪১। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়তেন। ইবনে মুয়াযের বর্ণনায় আরো আছে, 'মাগরিবের নামাযেও'।

١٤٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُوْلُ فِىْ قُنُوْتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ. قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوْا.

১৪৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস নাগাদ এশার নামাযে দু'আ কুনূত পড়েছেন। তিনি কুনূতের মধ্যে বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে মুক্ত করুন! হে আল্লাহ! সালামা ইবনে হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! দুর্বল মুমিনদেরকে নাজাত দিন! হে আল্লাহ! 'মুদার'

গোত্রের উপর তোমার ক্রোধকে তীব্রতর করো! হে আল্লাহ! তাদের উপর এমন চরম দুর্ভিক্ষ নাযিল করো যেমন দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলে ইউসুফ (আ)-এর যুগে।" আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন ভোরে দেখা গেলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর সেসব দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য দু'আ করলেন না। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি কি ওদেরকে দেখছো না তারা যে মদীনায় আগমন করেছে? (অর্থাৎ নির্যাতিত মুসলমানগণকে আল্লাহ মুক্তি দান করেছেন এবং তারা মদীনায় আগমন করেছে)।

টীকা ঃ মক্কার দুর্বল অসহায় মুসলমানরা যতদিন হিজরত করতে পারেননি ততদিন তাদের উপর কাফিরদের লোমহর্ষক অত্যাচার চলেছিলো। তখন এ কুনূতে নাযেলা পড়া হয়েছে (অনু.)।

١٤٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِّنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ.

১৪৪৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস যাবত যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাযের শেষ রাক'আতে "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর কুনূত পড়তেন। এ সময় তিনি বনু সুলাইমের কয়েকটি গোত্র, যেমন রি'ল, যাকওয়ান এবং উসাইয়্যা এদের উপর বদদু'আ করেছেন এবং যারা তাঁর পিছনে (নামাযে) ছিলেন তারা আমীন আমীন বলেছেন।

١٤٤٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ مُسَدَّدٌ بِيَسِيْرٍ.

১৪৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ফজরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, রুকূর পূর্বে না রুকূর পরে? তিনি বললেন, রুকূর পরে। মুসাদ্দাদ বলেন, ক্ষুদ্র কুনূত পড়েছেন।

١٤٤٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ.

১৪৪৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস কুনূত পড়েছেন, পরে তা ছেড়ে দিয়েছেন।

টীকা ঃ ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, যখন মুসলমানদের উপর বিপদ-বিপর্যয় দেখা দেয় তখন গোটা বছরই প্রত্যেক নামাযে কুনূত পড়তে হয়। আর এক মাস পর বর্জন করেছেন অর্থ হচ্ছে, কাফিরদের উপর বদদু'আ করাটা পরিহার করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, শুধু বিপদের দিনগুলোতেই কুনূত পড়তে হয়, তাও কেবল ফজরের নামাযে (অনু.)।

١٤٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْغَدَاةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّةً.

১৪৪৬। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামায পড়েছেন। তিনি যখন দ্বিতীয় রাক'আত (রুকূ) থেকে মাথা তুলেছেন তখন সামান্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছেন।

بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِى الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ ঘরে নফল নামায পড়ার ফযীলাত

١٤٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ حُجْرَةً فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّىْ فِيْهَا قَالَ فَصَلُّوْا مَعَهُ بِصَلٰوتِهِ يَعْنِىْ رِجَالاً وَكَانُوْا يَأْتُوْنَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِىْ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحْنَحُوْا وَرَفَعُوْا

اَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا بَابَهُ قَالَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلٰوةِ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ.

১৪৪৭। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে একটি ছোট্ট কুঠরি বানিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সেখানে গিয়ে নামায পড়তেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়তো এবং তারা প্রত্যেক রাতে সেখানে সমবেত হতো। কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর তাদের নিকট গেলেন না। ফলে তারা গলা খাঁকাড়ি দিতে থাকলো, উচ্চস্বরে হৈ চৈ করতে লাগলো এবং তাঁর ঘরের দরজায় কংকর নিক্ষেপ করলো। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট মনে তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন ঃ হে লোকসকল! আমি তোমাদের কর্মকাণ্ড অবলোকন করে আসছি। আমি আশংকা করছি, এভাবে তোমাদের আগমনের ফলে রাতের নফল নামায তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয় নাকি? অতএব এ নামায তোমাদের নিজ নিজ ঘরে পড়া উচিত। কেননা ফরয নামায ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির নফল নামায স্বগৃহে পড়াই সবচেয়ে উত্তম।

١٤٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلٰوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.

১৪৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কতক নামায নিজ নিজ ঘরে পড়ো এবং তোমাদের ঘরসমূহকে কবরস্থানে পরিণত করো না।

টীকা ঃ কবরস্থানে যেরূপ নামায পড়া হয় না, বাসস্থানকেও অনুরূপ নামাযবিহীন রেখো না। তাই বলা হয়েছে, ফরয ব্যতীত নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম (অনু.)।

بَابُ طُوْلِ الْقِيَامِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ নামাযে দীর্ঘ কিয়াম

١٤٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىٍّ الاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ قِيْلَ فَاَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَاَيُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قِيْلَ فَاَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَاَيُّ الْقَتْلِ اَشْرَفُ قَالَ مَنْ اُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ.

১৪৪৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে হুবশী আল-খাসয়ামী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন ঃ নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা (দীর্ঘ কিরাআত পড়া)। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ সাদাকা (দান) উত্তম? তিনি বললেন ঃ নিজ শ্রমে উপার্জিত স্বল্প সম্পদ থেকে দান। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ হিজরত উত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকা। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সশরীরে এবং নিজ সম্পদ দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ ধরনের হত্যা মর্যাদাসম্পন্ন? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজেও নিহত হয়েছে এবং তার সওয়ারীও নিহত হয়েছে (অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে জানে-মালে শহীদ হওয়া)।

بَابُ الْحَثِّ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ নৈশ ইবাদতে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করা

١٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.

১৪৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ এমন ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন, যে রাতে উঠে নিজেও নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে আর সেও নামায পড়ে। সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ্ এমন নারীর প্রতিও অনুকম্পা প্রদর্শন করুন, যে রাতে উঠে নিজেও নামায পড়ে এবং তার স্বামীকেও সজাগ করে দেয়। আর সে উঠতে না চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।

١٤٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَاَيْقَظَ امْرَاَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ.

১৪৫১। আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে নিজে জাগ্রত হলো এবং তার স্ত্রীকেও জাগ্রত করলো। অতঃপর তারা উভয়ে একত্রে দুই রাক্‌আত নামায পড়লো, তাদের উভয়কে আল্লাহ্‌র প্রচুর যিকিরকারী (স্মরণকারী) ও স্মরণকারিণীর তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

بَابٌ فِىْ ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া ও পাঠ করার সওয়াব

١٤٥٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ.

১৪৫২। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং তা (অপরকে) শিক্ষা দেয় সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।

١٤٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ اَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا.

১৪৫৩। সাহ্‌ল ইবনে মুয়ায আল-জুহানী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী

কাজও করে কিয়ামতের দিন তার মাতা-পিতাকে এমন এক মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে যার আলো হবে সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল দীপ্ত। তোমাদের ঘরগুলোর মধ্যে যেরূপ আলো হয় যদি তা (সূর্য) তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাহলে যে ব্যক্তি তদনুযায়ী কাজ করে তার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি!

١٤٥٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهٖ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ اَجْرَانِ.

১৪৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তাতে বিশেষ দক্ষ, সে মহান উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতার সংগী হবে (অথবা সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মতো যারা সর্বপ্রথম কুরআন সংকলন করেছেন অথবা সে সমস্ত ফেরেশতার মতো যারা মানুষের নেক আমল লিপিবদ্ধ করেন)। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠের সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে পড়ে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

١٤٥٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

১৪৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র কোনো ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং পরস্পরের মধ্যে তা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হয়, তখন বর্ষিত হয় তাদের উপর শান্তি, আবৃত করে নেয় তাদেরকে রহমত ও অনুগ্রহ, আর বেষ্টন করে রাখে তাদেরকে ফেরেশতাকুল এবং আল্লাহ এমন সকলের কাছে তাদের প্রশংসা করেন যারা তাঁর নিকটে আছেন (অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে)।

١٤٥٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُوَ اِلٰى بُطْحَانَ اَوِ الْعَقِيْقِ فَيَأْخُذَ نَاقَتَيْنِ

كُوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ بِغَيْرِ اِثْمٍ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ قَالُوْا كُلُّنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَنْ يَغْدُوَ اَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَاِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ مِثْلَ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ. قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ اَلْكُوْمَاءُ النَّاقَةُ الْعَظِيْمَةُ السَّنَامِ.

১৪৫৬। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং আমরা ছিলাম সুফফার মধ্যে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এ কাজকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করবে যে, ভোরে বুতহান অথবা আকীক উপত্যকায় গমন করে সেখান থেকে সম্পূর্ণ বৈধভাবে মহামহিম আল্লাহর নিকট কোনো গুনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ব্যতিরেকে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট সুন্দর সুশ্রী দু'টি উটনী নিয়ে আসবে? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সকলেই। তিনি বললেন ঃ অবশ্য তোমাদের কারো প্রত্যহ ভোরে মসজিদে এসে আল্লাহর কিতাব থেকে দু'টি আয়াত শিক্ষা করা এমন দু'টি উটনীর চেয়ে অধিক উত্তম এবং যদি তিনটি আয়াত শিক্ষা করে তা হবে তিনটি উটের চেয়ে উত্তম। আয়াতের সংখ্যা যত বেশি হবে তত উটের চেয়েও তা হবে উত্তম। আবু উবায়েদ (র) বলেন, আল-কূমা' অর্থ প্রকাণ্ড কুঁজবিশিষ্ট উষ্ট্রী।

টীকা ঃ কিছু সংখ্যক গরীব মুহাজির মুসলমান মসজিদে নববীর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ছাউনীতে অবস্থান করতেন, তাকে সুফ্ফা বলে এবং তারা 'আহলে সুফফা' নামে পরিচিত। বুতহান ও আকীক মদীনার নিকটস্থ দু'টি উপত্যকা (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতলভূমি বা নিম্নভূমি অথবা পার্শ্বস্থিত সমতল ভূমি –সম্পাদক)।

بَابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ সূরা আল-ফাতিহা

١٤٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبِ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ.

১৪৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" কুরআনের মূল আল-কিতাবের বুনিয়াদ এবং বারবার পঠিত সপ্তক।

١٤٥٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَدَعَاهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ قَالَ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُجِيْبَنِى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ قَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ. لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ فِى الْقُرْاٰنِ شَكَّ خَالِدٌ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْلَكَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى الَّتِىْ اُوْتِيْتُ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ.

১৪৫৮। আবু সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট দিয়ে গমন করলেন, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। তিনি তাকে ডাকলেন। রাবী বলেন, আমি প্রথমে নামায পড়ে নিলাম, পরে তাঁর নিকট আসলাম। রাবী বলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার ডাকে সাড়া দিতে কে তোমাকে বাধা দিয়েছে? তিনি বললেন, আমি নামায পড়ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কি বলেননি ঃ "হে মুমিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে?" (সূরা আল-আনফাল ঃ ২৪) অবশ্যই আমি মসজিদ থেকে বের হবার আগেই কুরআন থেকে অথবা কুরআনের মধ্য থেকে তোমাকে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন সূরা শিক্ষা দিবো। রাবী বলেন, আমি বললাম, আপনার কথাটি স্মরণ রাখবো, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন ঃ "আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন", তা সাত আয়াতবিশিষ্ট। সেটা এবং পবিত্র কুরআন আমাকে প্রদান করা হয়েছে।

টীকা ঃ মানুষের কাজ হলো মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করা এবং তার প্রয়োজনীয় সবকিছু তাঁর কাছে চাওয়া, গোটা কুরআন মজীদের মূল দাবিই হলো এটা। সূরা আল-ফাতিহায় মাত্র কয়েকটি বাক্যে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। তাই একে উম্মুল কুরআন বা উম্মুল কিতাব (কুরআনের মূল, সারনির্যাস) বলা হয়েছে। 'আস-সাবউল মাছানী' অর্থ বারবার পঠিত সাত আয়াত। অর্থাৎ সাত আয়াতবিশিষ্ট সূরা আল-ফাতিহা নামাযের প্রতি রাক্আতে পড়তে হয়। তাই কুরআন মজীদে (১৫ ঃ ৮৭) সূরাটির উক্ত নামকরণ করা হয়েছে (সম্পাদক)।

بَابُ مَنْ قَالَ هِىَ مِنَ الطُّوَلِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ যিনি বলেন, সূরা ফাতিহা তিওয়ালে মুফাস্সালের অন্তর্ভুক্ত

١٤٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُوْتِىَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ الطُّوَلِ وَأُوْتِيَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ سِتًّا فَلَمَّا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ رُفِعَتْ ثِنْتَانِ وَبَقِيَ أَرْبَعٌ.

১৪৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'তুয়ালে মুফাস্‌সালের' সাত আয়াতবিশিষ্ট সূরা দেয়া হয়েছে এবং মূসা (আ)-কে দেয়া হয়েছিল ছয়। যখন তিনি তাওরাতের লিখিত ফলকগুলো ছুঁড়ে ফেলেছেন তখন দু'টি উঠিয়ে নেয়া হয় এবং অবশিষ্ট থাকে চারটি।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اٰيَةِ الْكُرْسِيِّ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ আয়াতুল কুরসী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে

١٤٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اِيَاسٍ عَنْ أَبِي السَّلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْمُنْذِرِ أَيُّ اٰيَةٍ مَّعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبَا الْمُنْذِرِ أَيُّ اٰيَةٍ مَّعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ لِيَهْنِ لَكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ.

১৪৬০। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবুল মুনযির! তোমার নিকট আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মহান? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবুল মুনযির! তোমার কাছে আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মহান ও মর্যাদাসম্পন্ন? আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম" (আয়াতুল কুরসী)। তখন তিনি আমার বুকে আঘাত করে বললেন ঃ হে আবুল মুনযির! তোমার জন্য জ্ঞান আনন্দদায়ক হোক!

টীকা ঃ আল্লাহর নাম ও গুণ সম্বলিত সাতটি বস্তু আয়াতুল কুরসীর (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫৫) মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে, যথা– প্রভুত্ব, একত্ব, জীবন, জ্ঞান, রাজত্ব, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। এ কারণেই আয়াতটিকে মহান আয়াত বলা হয়েছে (অনু.)।

بَابٌ فِيْ سُوْرَةِ الصَّمَدِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ সূরা আস্‌-সামাদ (আল-ইখলাস) সম্পর্কে

١٤٦١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَاَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

১৪৬১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে বরাবর সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনলো। ভোর হলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করলো। সে উক্ত ব্যক্তির (বারবার) পড়াটাকে নগণ্য বলে ধারণা করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! প্রকৃতপক্ষে তা (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) হচ্ছে গোটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

টীকা ঃ গোটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করলে যে সওয়াব হবে, এটা পড়লেও সেই পরিমাণ সওয়াব হবে। অথবা কুরআনে তিনটি বিষয়বস্তুর আলোচনা হয়েছে ঃ অতীতের ঘটনাবলী, আহকামাত ও বিধান, আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী ও একত্ববাদ। আর সূরা 'সামাদের' মধ্যে একত্ববাদের আলোচনা রয়েছে। তাই তা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ (অনু.)।

بَابٌ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ সূরা আল-ফালাক ও আন-নাস সম্বন্ধে

١٤٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُعَاوِيَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لِيْ يَا عُقْبَةُ اَلاَ اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِيْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلَمْ يَرَنِيْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلٰوةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ الْتَفَتَ اِلَيَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ.

১৪৬২। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর লাগাম টানছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন দু'টি উত্তম সূরা শিক্ষা দিবো না যা পাঠ করা হয়েছে? অতঃপর তিনি আমাকে সূরা 'কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু

বিরব্বিন নাস' শিখিয়ে দিলেন। তাতে তিনি আমাকে তেমন খুশী হতে দেখেননি। অতঃপর তিনি যখন ফজরের নামাযের জন্য অবতরণ করলেন, তখন উভয় সূরা দ্বারা লোকদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে অবসর হয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ কেমন দেখলে, হে উকবা!

١٤٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَ اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْاَبْوَاءِ اِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَاَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ.

১৪৬৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আল-জুহফা ও আল-আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় সফর করছিলাম। আমরা হঠাৎ প্রবল বায়ু ও ভয়ানক অন্ধকারের কবলে পতিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরব্বিন নাস' সূরাদ্বয় পড়ে পানাহ্ চাইতে থাকলেন এবং বললেন ঃ হে উকবা! এ উভয় সূরা দ্বারা পানাহ চাও। কেননা যে কেউ এ জাতীয় সূরা দ্বারা পানাহ চাইবে (আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখবেন)। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, পরে তিনি ইমামতি করে এ উভয় সূরা দ্বারা আমাদের নামায পড়িয়েছেন।

بَابُ كَيْفَ يَسْتَحِبُّ التَّرْتِيْلَ فِى الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ কিরাআতে তারতীল করা কিরূপ পছন্দনীয়?

١٤٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَاْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَاُهَا.

১৪৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে,

কুরআন পাঠ করতে করতে (জান্নাতে) উপরে আরোহণ করতে থাকো এবং দুনিয়াতে যেভাবে সচ্ছন্দে পাঠ করেছো অনুরূপভাবে পাঠ করো। কেননা তোমার পাঠের শেষ আয়াতেই হচ্ছে তোমার মনযিল।

টীকা : ধীরস্থীরভাবে প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে, প্রত্যেকটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে পড়াকে 'তারতীল' বলে। যে কুরআন অধ্যয়নকারী তারতীলের সাথে পাঠ করবে, জান্নাতের উচ্চ মনযিলে হবে তার অবস্থান (অনুবাদক)।

١٤٦٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.

১৪৬৫। কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি যেখানে যতটুকু দীর্ঘ করা প্রয়োজন, সেখানে ততটুকু লম্বা করে টেনে পড়তেন।

١٤٦٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلٰوتِهِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ كَانَ يُصَلِّىْ وَيَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّىْ قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتّٰى يُصْبِحَ وَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ حَرْفًا حَرْفًا.

১৪৬৬। ইয়ালা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায ও কিরাআত কিরূপ ছিলো তা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তাঁর নামায সম্বন্ধে জেনে তোমাদের লাভ কি? তিনি নামায পড়তেন, আর যে পরিমাণ সময় নামায পড়তেন ততটুকু ঘুমাতেন, আবার যে পরিমাণ ঘুমাতেন সে পরিমাণ নামায পড়তেন। পুনরায় যে পরিমাণ নামায পড়তেন সে পরিমাণ ঘুমাতেন। এভাবে তাঁর ভোর হতো। তিনি তাঁর কিরাআতের বর্ণনাও দিয়েছেন। তাঁর কিরাআত ছিলো এক একটি শব্দ (স্পষ্ট উচ্চারণে) পৃথক পৃথক।

١٤٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرَجِّعُ.

১৪৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহিত অবস্থায় সূরা 'আল-ফাতহ্' পড়ছেন এবং (প্রতিটি আয়াত) বারবার পুনরাবৃত্তি করছেন।

١٤٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ.

১৪৬৮। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে কুরআনকে সুসজ্জিত করো (অর্থাৎ সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করো)।

١٤٦٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَعْنَاهُ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بنِ اَبِىْ نَهِيْكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَقَالَ يَزِيْدُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ هُوَ فِىْ كِتَابِىْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ.

১৪৬৯। সা'ঈদ ইবনে আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুন্দর স্বরে কুরআন পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

টীকা ঃ অর্থাৎ খোশ্‌লেহানে, যাবতীয় কায়দা-কানুনের ভিত্তিতে পড়াকে 'তাগান্না' বলা হয়েছে (অনু.)।

١٤٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَهِيْكٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১৪৭০। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٤٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ مَرَّ بِنَا اَبُوْ

لُبَابَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ حَتّٰى دَخَلَ بَيْتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَاِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ. قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اَرَأَيْتَ اِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ.

১৪৭১। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে আবু লুবাবা (রা) অতিক্রম করলে আমরাও তার পিছনে পিছনে চললাম। অবশেষে তিনি তার ঘরে প্রবেশ করলেন, আমরাও তার নিকট প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি এমন এক ব্যক্তি যার গৃহখানা একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ এবং অবস্থাও তার অসচ্ছল। আমি তাকে বলতে শুনলাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'সে আমাদের আদর্শের নয়, যে কুরআনকে মিষ্টি সুরে পাঠ করে না।' (বর্ণনাকারী) আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়ারদ বলেন, আমি ইবনে আবু মুলাইকাকে বললাম, হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি কি মনে করেন, যদি এর স্বরই সুন্দর ও শ্রুতিমধুর না হয়? তিনি বললেন, সাধ্যমত সুন্দরভাবে পড়ার চেষ্টা করা।

١٤٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ قَالَ قَالَ وَكِيْعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَعْنِىْ يَسْتَغْنِىْ بِهٖ.

১৪৭২। ওয়াকী ও ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, 'মান লাম ইতাগান্না'-এর অর্থ হচ্ছে 'সুন্দর লেহানে, খোশ আওয়াযে তা পড়ার কোশেশ করা।

١٤٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهٖ.

১৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা নবীর সুন্দর ও মধুর কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে কুরআন পাঠ করা যেভাবে শোনেন, অন্য কিছু সেভাবে শোনেন না।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْمَنْ حَفِظَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যে ব্যক্তি কুরআন হেফ্য করার পর তা ভুলে যায় তার পরিণাম

١٤٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ

زِيَادٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلاَّ لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجْذَمَ.

১৪৭৪। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তথা শিক্ষা (বা হেফয) করার পর তা ভুলে যায়, কিয়ামতের দিন সে পঙ্গু অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাত পাবে।

টীকা ঃ 'আজযাম্' কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে বলা হয়। এ ব্যাধিতে যার কোনো অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়া, ইবনুল আরাবী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে রিক্তহস্ত ইত্যাদি (অনু.)।

بَابُ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে

١٤٧٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِمَا اَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَأَنِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِيْ فَجِئْتُ بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِيْ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

১৪৭৫। উমার ইবুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামকে (নামাযের মধ্যে) সূরা আল-ফুরকান আমার বিপরীতভাবে পড়তে শুনেছি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আমাকে পড়িয়েছেন। তৎক্ষণাত আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলাম। কিন্তু আমি তাকে (নামায সমাপ্ত করার) সুযোগ দিলাম। সে নামায থেকে অবসর হলে আমি আমার চাদর দ্বারা তার গলা

পেঁচিয়ে ধরে তাকে টেনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে সূরা আল-ফুরকান পড়তে শুনেছি যেভাবে আপনি আমাকে পড়িয়েছেন তার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ আচ্ছা পড়ো! সুতরাং সে ঐভাবেই পড়লো যেভাবে আমি তাকে পড়তে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এভাবেই নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ আচ্ছা তুমি পড়ো। সুতরাং আমিও পড়লাম। তিনি বললেন ঃ এভাবেই নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ অবশ্যই এ কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা সেভাবেই পড়ো যেটা সহজ হয়।

টীকা ঃ 'سبعة احرف'-এর প্রকৃত অর্থ নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এক একটি শব্দকে বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করা, কেউ বলেন, আরবের বহু গোত্রের মধ্যে সাতটি গোত্রই সহীহ শুদ্ধভাবে শব্দ উচ্চারণ করতো। সেই সাত গোত্রীয় ভাষার উচ্চারণে পড়া। কেউ বলেন, সাত বর্ণ অর্থ হচ্ছে, সাত কিরাআত। যেমন قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا، قُلْ لِّمَنْ كَفَرَ. । অবশেষে সাহাবাদের সম্মিলিত ঐক্যমতে শুধুমাত্র কুরাইশদের উচ্চারণ ভংগিকে অবশিষ্ট রেখে হযরত উসমান (রা) কুরআন সংকলন করান। বর্তমান কুরআন লুগাতে কুরাইশে বিদ্যমান রয়েছে (অনু.)। মূলত কুরআন কুরাইশদের কথ্য ভাষায় নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) একই শব্দ বিভিন্ন গোত্রের নিজস্ব উচ্চারণ ভংগিতে পাঠ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যেমন আমাদের বাংলা ভাষার শব্দ অঞ্চলভেদে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। উদাহরণত টাকা-কে টাহা, টেকা, টেহা, টিহা ইত্যাদি রূপে উচ্চারণ করা হয় (সম্পাদক)।

١٤٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِىُّ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاَحْرُفُ فِى الْاَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فِىْ حَلَالٍ وَّلَا حَرَامٍ.

১৪৭৬। মা'মার (র) বলেন, ইমাম যুহরী (র) বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত বর্ণের বিভিন্নতা এক একটি বিষয় বা শব্দের মধ্যে সীমিত, কিন্তু এ বিভিন্নতা হালাল ও হারামের মধ্যে নয় (অর্থাৎ কোনো এক বস্তু এক লুগাত বা বর্ণে হালাল, আর অন্য বর্ণে বা লুগাতে হারাম এমন নয়)।

١٤٧٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِىِّ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اُبَىُّ اِنِّىْ اُقْرِأْتُ الْقُرْاٰنَ فَقِيْلَ لِىْ عَلٰى حَرْفٍ اَوْ حَرْفَيْنِ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِىْ مَعِىْ قُلْ عَلٰى حَرْفَيْنِ قُلْتُ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَقِيْلَ لِىْ عَلٰى حَرْفَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِىْ مَعِىْ قُلْ عَلٰى ثَلٰثَةٍ قُلْتُ عَلٰى ثَلٰثَةٍ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ

ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا الاَّ شَافٍ كَافٍ اِنْ قُلْتَ سَمِيْعًا عَلِيْمًا عَزِيْزًا حَكِيْمًا مَا لَمْ تَخْتِمْ اٰيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ اَوْ اٰيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ.

১৪৭৭। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে উবাই! আমাকে কুরআন পাঠ করানো হয়েছে। আমাকে প্রশ্ন করা হলো, এক বর্ণে না কি দুই বর্ণে? তখন আমার সঙ্গী ফেরেশতা বললেন, বলুন, দুই বর্ণে। আমি বললাম, দুই বর্ণে। এরপর আমার সেই সঙ্গী ফেরেশতা বললেন, তিন বর্ণে (অর্থাৎ আমি তিন বর্ণে পড়াকে পছন্দ করি)। তখন আমি বললাম ঃ বলুন, তিন বর্ণে। এভাবে শেষ পর্যন্ত সাত হরফ বা সাত বর্ণ নাগাদ পৌছালেন। পরে ফেরেশতা বললেন, এর যে কোনো এক বর্ণ মূর্খতার ব্যাধির জন্য নিরাময় এবং নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর বললেন, যদি আপনি আল্লাহর সিফাত বা গুণবিশিষ্ট কোনো শব্দের (যেমন) সামী'আন, 'আলীমান, আযীযান, হাকীমান-এর স্থলে অন্য কোনো গুণবিশিষ্ট শব্দ অদল-বদল করে পড়েন তাতে কোনো দোষ বা ক্ষতি নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত আযাবের আয়াতকে রহমতের আয়াত দ্বারা এবং রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াত দ্বারা পরিবর্তন না করা হয়।

١٤٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ اَضَاةَ بَنِىْ غِفَارٍ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ اَسْاَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ اِنَّ اُمَّتِىْ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاَيُّمَا حَرْفٍ قَرَؤُا عَلَيْهِ فَقَدْ اَصَابُوْا.

১৪৭৮। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু গিফারের কূপ বা ঝর্ণার নিকট ছিলেন। তখন তাঁর কাছে জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার উম্মাতকে এক বর্ণে (কুরআন) পড়াতে হবে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা কামনা করি। আমার উম্মাত (বর্ণ, ভাষা ও আঞ্চলিকতার বিভিন্নতার দরুন) এই এক বর্ণে পড়তে সমর্থ হবে না। অতঃপর জিবরাঈল দ্বিতীয়বার আসলেন এবং পূর্ববৎ আলোচনা করলেন। শেষ নাগাদ সাত বর্ণ বা লুগাত পর্যন্ত পৌছলেন এবং বললেন, অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার উম্মাতকে সাত বর্ণে পড়াতে পারবেন। সুতরাং যে কোনো এক বর্ণে বা হরফে তারা পড়ুক না কেন, তাদের কাজ নির্ভুল হবে।

بَابُ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ দু'আর ফযীলাত

١٤٧٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدُّعَاءُ هِيَ الْعِبَادَةُ قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

১৪৭৯। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'আই ইবাদত। তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন ঃ "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবো" (সূরা আল-মুমিন ঃ ৬০)।

١٤٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ اَبِيْ نَعَامَةَ عَنِ ابْنٍ لِسَعْدٍ قَالَ سَمِعَنِيْ اَبِيْ وَاَنَا اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَاَغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا فَقَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَاءِ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ اِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَ الْجَنَّةَ اُعْطِيْتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الْخَيْرِ وَاِنْ اُعِذْتَ مِنَ النَّارِ اُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الشَّرِّ.

১৪৮০। সা'দ (রা)-এর এক পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই জান্নাত, তার যাবতীয় নিয়ামত ও আনন্দদায়ক সমস্ত উপাদান এবং এটা ওটা ইত্যাদি। আর তোমার নিকট পানাহ চাই অগ্নি (জাহান্নাম) থেকে এবং ওখাকার শক্ত শিকল ও হাতকড়া বেড়ী বন্ধন থেকে ইতাদি ইত্যাদি। তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই এমন জাতির আবির্ভাব হবে যারা দু'আর মধ্যে সীমালঙ্ঘন করবে। সাবধান! তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখো। যদি তোমাকে জান্নাতই প্রদান করা হয়, তাহলে গোটা জান্নাত এবং তথাকার যাবতীয় কল্যাণময় সম্পদও তোমাকে দেয়া হবে। আর যদি জাহান্নামের অগ্নি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাও তাহলে তা এবং সেখানকার যাবতীয় অমঙ্গল ও কষ্টদায়ক সমস্ত কিছু থেকেই রেহাই পেয়ে যাবে।

١٤٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ اَنَّ اَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ

اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْ فِىْ صَلٰوتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

১৪৮১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ফাদালা ইবনে উবায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে দু'আ করতে শুনলেন, সে আল্লাহর মহত্ব ও গুণগান কিছুই বর্ণনা করলো না, আর না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ ব্যক্তি অতি তাড়াহুড়া করেছে। অতঃপর তিনি তাকে অথবা অন্য আর ব্যক্তিকে বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তার অবশ্যই কর্তব্য সে যেন সর্বপ্রথম তার প্রভুর মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ ও প্রশংসা করে এবং পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ে, শেষে যা মনে চায় তা দু'আ করে।

١٤٨٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ اَبِىْ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوٰى ذٰلِكَ.

১৪৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ বাক্যে দু'আ করা অত্যধিক পছন্দ করতেন (যার মধ্যে ইহ ও পারলৌকিক উভয় জগতের কল্যাণ নিহিত আছে), এ ব্যতীত অন্য সব দু'আ বর্জন করতেন।

١٤٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَاِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ.

১৪৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কখনো যেন এরূপ না বলে, হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও আমাকে মাফ করো, হে আল্লাহ! যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করো। বরং যা চাইবে তা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে চাইবে। কেননা তাঁর প্রতি কারোর প্রভাব প্রতিপত্তি চলে না।

١٤٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.

১৪৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল করা হবে, যে পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়া করে। (যদি কবুল হতে দেরী দেখে) পরে সে বলে, আমি তো দু'আ করেছিলাম, কৈ আমার দু'আ তো কবুল হয়নি?

١٤٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ اسْحَاقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ وَسَلُوا اللّٰهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهٰذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

১৪৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরের দেয়ালগুলো পর্দা দ্বারা আবৃত করো না। তোমার অন্য কোনো ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত তার চিঠিপত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। যে ব্যক্তি তা করলো সে যেন আগুনের মধ্যেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। তোমরা হাতের তালুর দ্বারা আল্লাহর নিকট চাইবে, হাতের পৃষ্ঠের দ্বারা তাঁর নিকট চাইবে না। অবশেষে যখন দু'আ তথা চাওয়া থেকে অবসর হবে তখন তোমাদের হাতের তালু দ্বারা নিজ নিজ মুখমণ্ডল মাসেহ করবে। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব থেকে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলো সূত্রই অসমর্থিত। তবে এখানে যে সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেটি ভালো, কিন্তু এটাও দুর্বল (যঈফ)।

টীকা ঃ দেয়ালকে পর্দা দ্বারা আবৃত করা বিলাসপ্রিয় গর্বিত লোকদের অভ্যাস বা আচরণ। সুতরাং তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি তার এমন কোন বই, চিঠিপত্র ইত্যাদি অন্য লোককে দেখাতে না চায়, সেদিকে দৃষ্টি না দেয়ার কথাই বলা হয়েছে। আর আগুনের প্রতি দৃষ্টি যেমন চক্ষুর মণি বা দৃষ্টি শক্তির জন্য ক্ষতিকর, এখানেও অনুরূপ নিজের আমলের ক্ষতি হয় (অনু.)।

١٤٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ قَرَأْتُهُ فِيْ أَصْلِ إِسْمَاعِيْلَ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْ ظَبْيَةَ أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُوْنِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُوْنِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَأَلْتُمُوا اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ يَعْنِيْ مَالِكَ بْنَ يَسَارٍ.

১৪৮৬। মালেক ইবনে ইয়াসার আস্-সাকূনী আল-আওফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহর নিকট চাইবে (অর্থাৎ দু'আ করবে) তখন হাতের তালুকে সম্মুখে রেখেই চাইবে, হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা তাঁর নিকট চাইবে না। আবু দাউদ (র) বলেন, সুলায়মান ইবনে আবদুল হামীদ (র) বলেছেন, আমাদের মতে মালেক ইবনে ইয়াসার (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন।

টীকা ঃ উপরোক্ত হাদীসে দুই হাতের তালুর দিক মুখমণ্ডল বরাবর তুলে মুনাজাত করতে বলা হয়েছে এবং দু'আশেষে হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল মলতে বলা হয়েছে (সম্পাদক)।

١٤٨٧- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ نَبْهَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ هٰكَذَا بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَظَاهِرِهِمَا.

১৪৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'আ (মুনাজাত) করতে দেখেছি তাঁর উভয় হাতের তালু দ্বারা এবং এর পৃষ্ঠ দ্বারাও।

টীকা ঃ মহানবী (সা) হাতের পৃষ্ঠ দ্বারা কেবলমাত্র 'ইস্তিস্কা' অর্থাৎ বৃষ্টির প্রার্থনার জন্য দু'আ করেছেন এবং অন্যান্য সমস্ত দোয়া হাতের তালুর দ্বারাই করেছেন (অনু.)।

١٤٨٨- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا عِيْسَى يَعْنِي ابْنَ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْمُوْنٍ صَاحِبَ الْأَنْمَاطِ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.

১৪৮৮। সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক, মহাদানশীল, মহৎ ও উদার। বান্দা যখন তার দু'হাত তুলে তাঁর নিকট চায়, তখন তিনি তা শূন্যাবস্থায় ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।

١٤٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْأَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ اَوْ نَحْوَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ اَنْ تُشِيْرَ بِاِصْبَعٍ وَّاحِدَةٍ وَالْاِبْتِهَالُ اَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيْعًا.

১৪৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি তোমার কাঁধ বরাবর অথবা অনুরূপ উঁচুতে তোমার দুই হাত তুলে প্রার্থনা (দু'আ) করবে, তুমি এক আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তোমার দুই হাত প্রসারিত করে সকাতর প্রার্থনা করবে।

١٤٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ الْاِبْتِهَال هٰكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُوْرَهَا مِمَّا يَلِى وَجْهَهُ.

১৪৯০। আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মা'বাদ ইবনে আব্বাস (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, সকাতর প্রার্থনা এরূপ ঃ নিজের উভয় হাতের পৃষ্ঠকে মুখমণ্ডলের সন্নিকটে নিয়ে যাবে।

١٤٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ اَخِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১৪৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... রাবী এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.

১৪৯২। আস্-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দু'আ করতেন, তখন তাঁর উভয় হাত উপরে উঠাতেন এবং উভয় হাত স্বীয় মুখমণ্ডলে মুছে নিতেন।

١٤٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ اللّٰهَ بِالْاِسْمِ الَّذِىْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ.

১৪৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় তুমিই আল্লাহ, নেই কোনো ইলাহ্ তুমি ব্যতীত। তুমি একক, তুমি সেই সত্তা যে, তুমি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করোনি এবং কাউকে জন্মও দাওনি, আর নেই কেউ তোমার সমকক্ষ"। তিনি বললেন ঃ তুমি এমন নামে আল্লাহ্র কাছে সওয়াল করেছো যে, যখন এ নামে চাওয়া হয় তখন তিনি দেন এবং এ নামে যখন ডাকা হয় তখন তিনি সাড়া দেন (অর্থাৎ দু'আ কবুল করেন)।

١٤٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ لَقَدْ سَأَلْتَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ.

১৪৯৪। মালেক ইবনে মিগওয়াল (র) এ হাদীসে তার বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই লোককে বললেন ঃ তুমি অবশ্যই আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ নাম (ইস্‌মে আযম) দ্বারাই সওয়াল করেছো।

١٤٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَلَبِىُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ ابْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ حَفْصٍ يَعْنِى ابْنَ اَخِىْ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّىْ ثُمَّ دَعَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ

وَالْاَرْضِ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ دَعَا اللّٰهَ بِاِسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ اِذَا دُعِىَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى.

১৪৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসা ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি নামায পড়লো। অতঃপর সে তার দু'আয় বললো, "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে চাই। প্রকতৃপক্ষে তুমিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী, তুমি ব্যতীত নেই অন্য কোনো ইলাহ্। তুমি অনুগ্রহকারী। তুমিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা! হে মহান সম্রাট ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ অবশ্যই এ ব্যক্তি সর্ববৃহৎ নামে আল্লাহকে ডেকেছে. যে নামে তাঁকে ডাকা হলে তিনি জবাব দেন এবং যে নামে তাঁর কাছে চাওয়া হলে তিনি দান করেন।

١٤٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِىْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَفَاتِحَةُ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ الٓمّٓ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ.

১৪৯৬। আস্মা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইসমে আযম' অর্থাৎ আল্লাহ্র মহামহিমান্বিত নাম এ দুই আয়াতের মধ্যেই নিহিত। (এক) তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, তিনি অত্যধিক দয়ালু মেহেরবান (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৬৩)। (দুই) সূরা আলে ইমরানের প্রারম্ভিক আয়াত ঃ আলিফ-লাম-মীম, তিনিই সেই আল্লাহ, নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।

١٤٩٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لَهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلٰى مَنْ سَرَقَهَا فَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُسَبِّخِىْ عَنْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَا تُسَبِّخِىْ لَا تُخَفِّفِىْ عَنْهُ.

১৪৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার একখানা চাদর চুরি হয়ে গেলে তিনি চোরকে বদদু'আ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বলতে থাকলেন ঃ তার পাপকে তুমি হালকা করো না। আবু দাউদ (র) বলেন, "লা তুসাব্‌বিখী" অর্থ হালকা করো না।

টীকা ঃ যালেমের যুলুম, চোরের চুরি ইত্যাদির জন্য গালিগালাজ কিংবা বদদু'আ করলে, কিছু প্রতিশোধ নেয়া হলো। সুতরাং তার শাস্তি কিছুটা কমে হালকা হয়ে গেল। আর যদি ধৈর্য ধারণ করে সবর করা যায় তাহলে সে পূর্ণ শাস্তি পাবে। এখানেও তাই তিনি বদদু'আ করতে নিষেধ করেছেন (অনু.)।

١٤٩٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لِىْ وَقَالَ لاَ تَنْسَنَا يَا اُخَىَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ بِهَا الدُّنْيَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُ عَاصِمًا بَعْدُ بِالْمَدِيْنَةِ فَحَدَّثَنِيْهِ فَقَالَ اَشْرِكْنَا يَا اُخَىَّ فِىْ دُعَائِكَ.

১৪৯৮। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরাহ করতে যাবার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দান করলেন এবং বললেন ঃ হে আমার ছোট ভাই! তোমার দু'আর মধ্যে আমাদেরকে যেন ভুলো না। পরে উমার (রা) বলেন, তাঁর এ একটি শব্দ আমাকে যে আনন্দ দান করেছে, এর বিনিময়ে গোটা দুনিয়ার সম্পদও আমাকে অনুরূপ আনন্দিত করতে পারতো না। শো'বা (র) বলেন, পরে আমি এক সময় মদীনায় আসিমের সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি আমাকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি لاَ تَنْسَنَا -এর স্থলে اَشْرِكْنَا (আমাদেরকেও শরীক করো) বলেছেন।

١٤٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَدْعُوْ بِاِصْبَعَىَّ فَقَالَ اَحِّدْ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

১৪৯৯। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে গমন করলেন। তখন আমি আমার উভয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা গুনে গুনে দু'আ করছিলাম। তিনি বললেন ঃ এক আঙ্গুল দ্বারা দু'আ করো এবং তিনি তর্জনীর (শাহাদাত আঙ্গুল) দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।

بَابُ التَّسْبِيْحِ بِالْحَصٰى

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ কংকরের সাহায্যে তাসবীহ্ পড়া

١٥٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ هِلاَلٍ حَدَّثَهُ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوىً اَوْ حَصىً تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

১৫০০। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র কন্যা আয়েশা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক মহিলার নিকট প্রবেশ করলেন। তার সম্মুখে ছিলো খেজুর বিচি অথবা কংকর। এর দ্বারা সে তাসবীহ্ পড়ছিলো। নবী (সা) বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এর চেয়ে অনেক সহজ অথবা অধিক উত্তম পদ্ধতি অবহিত করবো না? "উর্ধ জগতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে সে সংখ্যা পরিমাণ সুবহানাল্লাহ। আর ভূপৃষ্ঠে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে সে সংখ্যা পরিমাণ সুবহানাল্লাহ। আর আসমান ও জমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে সে পরিমাণ সুবহানাল্লাহ। আর (কিয়ামত পর্যন্ত) তিনি যা কিছু সৃষ্টি করবেন সে সংখ্যা পরিমাণ সুবহানাল্লাহ। 'আল্লাহু আকবার'ও অনুরূপ সংখ্যক। 'আলহামদু লিল্লাহ'ও অনুরূপ সংখ্যক। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'ও সে পরিমাণ এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কওুয়াতা' ইল্লা বিল্লাহ্ও অনুরূপ (পরিমাণ)"।

١٥٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هَانِىءِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ يُسَيْرَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُنَّ اَنْ يُّرَاعِيْنَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّقْدِيْسِ وَالتَّهْلِيْلِ وَاَنْ يَّعْقِدْنَ بِالْاَنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْئُوْلاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

১৫০১। ইউসাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তোমরা 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার), 'তাকদীস' (সুবহানাল্লাহ), 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বাক্যগুলো খুব উত্তমভাবে হেফয করে রেখো এবং আঙ্গুল দ্বারা সেগুলোকে গুনে রাখো। কেননা আঙ্গুলগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর এগুলোও সেদিন কথা বলবে।

টীকা ঃ কুরআনে উল্লেখ্য আছে, মানুষের হাত, পা, জিহ্বা, কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে, সে দুনিয়াতে যা যা করেছে। সুতরাং আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ পড়লে, এটাও তার জন্য সাক্ষী ও প্রমাণ হবে (অনু.)।

١٥٠٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَثَّامٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ بِيَمِيْنِهِ.

১৫০২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঙ্গুলে গুনে গুনে তাসবীহ পড়তে দেখেছি। ইবনে কুদামা (র) বলেন, ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা।

١٥٠٣- حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْنُ اُمَيَّةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَّةَ وَكَانَ اِسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ اِسْمَهَا فَخَرَجَ وَهِيَ فِىْ مُصَلاَّهَا ثُمَّ رَجَعَ وَهِيَ فِىْ مُصَلاَّهَا فَقَالَ لَمْ تَزَالِىْ فِىْ مُصَلاَّكِ هٰذَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ قَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضٰى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

১৫০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুওয়াইরিয়া (রা)-র নিকট থেকে বের হয়ে আসলেন। তার প্রাক-ইসলামী নাম ছিলো 'বাররা'। তিনি তার এই নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। যখন তিনি তার নিকট থেকে বাইরে আসলেন তখন তিনি নামাযের মুসাল্লায় বসে বসে তাসবীহ পড়ছিলেন। পুনরায় দীর্ঘক্ষণ পর যখন তিনি তার নিকট গেলেন, তখনও তিনি সেই মুসাল্লায় বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তখন থেকে এই মুসাল্লায় একটানা বসে আছো? তিনি বললেন, হাঁ। তখন তিনি বললেন ঃ আমি তোমার নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর এ দীর্ঘ সময়ে এমন চারটি বাক্য তিনবার উচ্চারণ করেছি; আর

তুমি এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যা কিছু পড়েছো, যদি এ উভয়টিকে ওজন দেয়া হয়, তাহলে দেখবে, আমার সেই চারটি বাক্যই হবে ভারী ও ওজনী। তা হলো, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি... অর্থাৎ মহান আল্লাহর পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা সেই সংখ্যা পরিমাণ যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার সত্তার সন্তুষ্টি পরিমাণ আর তাঁর আরশ বা সিংহাসন পরিমাণ ভারী ও ওজন সম্পন্ন। আর সে পরিমাণ, যে পরিমাণ রয়েছে তাঁর কালাম ও গুণাবলী।

١٥٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَصْحَابُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فُضُوْلُ اَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُوْنَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ اِلاَّ مَنْ اَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ قَالَ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكَبِّرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتَحْمِدُهُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَتَخْتِمُهَا بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

১৫০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবান লোকেরা সওয়াব বেশী করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেমন নামায পড়ি তারাও তেমন নামায পড়ে, আমরা যেমন রোযা রাখি তারাও তেমন রোযা রাখে। কিন্তু তাদের নিকট পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ আছে যা তারা সাদাকা (দান-খয়রাত) করে। অথচ আমাদের নিকট সাদাকা করার মতো মাল-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু যার! আমি কি তোমাকে এমন ক'টি বাক্য শিক্ষা দিবো না যা পড়লে তুমি তাদেরকে ধরতে পারবে, যারা তোমার আগে চলে গেছে এবং যারা তোমার পিছনে রয়েছে তারা কখনো তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না? তবে হাঁ, যে তোমার মতো আমল বা কাজ করে, সে তোমাকে ধরতে পারবে। তিনি বললেন, হাঁ, নিশ্চয়। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার', 'আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার, 'সুবহানাল্লাহ' তেত্রিশবার এবং শেষে একবার "লা 'ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" বলো। তাহলে কারো সমুদ্রের ফেনারাশি পরিমাণ গুনাহ থাকলেও তা মাফ হয়ে যাবে।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا سَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ নামাযের সালাম ফিরানোর পর নামাযী কি পড়বে?

١٥٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَىُّ شَيْئٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَاَمْلَاهَا الْمُغِيْرَةُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

১৫০৫। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা ইবনে শো'বার নিকট পত্র লিখে জানতে চাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরানোর পর কি পড়তেন? অতঃপর মুগীরা (রা) নিজ সচিবকে বলতে লাগলেন আর সে মুয়াবিয়ার (রা) নিকট লিখলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "নেই কোনো ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া, নেই কোনো তাঁর অংশীদার, সাম্রাজ্য তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সমস্ত কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যাকে দাও, কারো সাধ্য নেই তা রুখে রাখতে এবং তুমি যাকে বঞ্চিত করো, কারো সাধ্য নেই তাকে দিতে পারে। তোমার শাস্তি থেকে ধনবানকে তার ধন রক্ষা করতে পারে না।

١٥٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْحَجَّاجِ ابْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

১৫০৬। আবুয-যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয নামায থেকে অবসর হতেন তখন বলতেন ঃ "নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, তিনি তাঁর সর্বময় ক্ষমতায় একক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তাঁরই। সমস্ত প্রশংসার তিনিই একমাত্র অধিকারী এবং তিনিই সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত, আমার সমস্ত ইবাদত কেবল তাঁর জন্যই নিবেদিত, যদিও তা কাফিরদের অপছন্দনীয়। তুমিই সমস্ত নিয়ামত, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসার অধিকারী। নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া। সমস্ত ইবাদত তোমার জন্যই নিবেদিত, যদিও তা কাফিরদের অপছন্দ ও অসহনীয়"।

١٥٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ فَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا الدُّعَاءِ زَادَ فِيْهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ.

১৫০৭। আবুয-যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তেন... রাবী পূর্বোক্ত দোয়ায় বলেছেন, তিনি আরো বলেছেন, যেমন– নেই কোনো দিকে ফেরার সাধ্য, আর নেই কোনো শক্তি আল্লাহ ছাড়া, নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত। তিনি ব্যতীত আমরা আর কারো ইবাদত করি না। সমস্ত নিয়ামতের একমাত্র তিনিই অধিকারী, এরপর পূর্ণ হাদীসটি পূর্বের বর্ণনানুযায়ী শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطُّفَاوِىَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُسْلِمٍ الْبَجَلِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اِجْعَلْنِىْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِىْ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ اِسْمَعْ

وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ.

১৫০৮। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলতেন ঃ "হে আমাদের এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই প্রভু এবং তুমি একক, নেই কেউ তোমার অংশীদার। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ তোমার বান্দাহ ও রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ও অন্যান্য সকলের প্রভু! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার সমস্ত বান্দাহ পরস্পর ভাই ভাই। হে আল্লাহ, হে আমাদের এবং সমস্ত কিছুর প্রভু! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি মুহূর্তে তোমার অকৃত্রিম ইবাদতকারী বানিয়ে দাও। হে মহান প্রতিপত্তিশালী ও সম্মানের অধিকারী! আমার ফরিয়াদ শুনো, আমার আরজি কবুল করো। আল্লাহ মহান, তুমি সবচেয়ে মহান। হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের দীপ্তি ও আলো। সুলায়মান ইবনে দাউদ বলেছেন, তুমিই আসমান ও যমীনের প্রতিপালক! হে আল্লাহ! তুমি মহান, অতি মহান। তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট, তুমিই আমার ভরসাস্থল। হে আল্লাহ! তুমি মহান! সবচেয়ে মহান"।

١٥٠٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

১৫০৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো আমি পূর্বে ও পরে যা কিছু করেছি, যা গোপনে ও যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা সীমালঙ্ঘন করেছি, আর যা আমার চেয়ে তুমি অধিক অবগত। তুমিই প্রিয় বান্দাহদেরকে অগ্রগামী এবং তোমার নাফরমানদেরকে দূরে নিক্ষেপকারী। নেই কোনো ইলাহ তুমি ব্যতীত"।

١٥١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طُلَيْقِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ رَبِّ اَعِنِّىْ وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْلِىْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِىْ وَيَسِّرْ هُدَاىَ اِلَىَّ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَىَّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا اِلَيْكَ مُخْبِتًا اَوْ مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِىْ وَاَجِبْ دَعْوَتِىْ وَثَبِّتْ حُجَّتِىْ وَاهْدِ قَلْبِىْ وَسَدِّدْ لِسَانِىْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِىْ.

১৫১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন ঃ "হে আমার প্রভু! (তোমার ইবাদত কারার জন্য) আমাকে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে (শয়তানকে) সাহায্য করো না। শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো, তোমার কোনো সৃষ্টিকে আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না। আমার শত্রুকে প্রতারিত করো, কিন্তু তাকে আমার উপর প্রতারক বানিও না। আমাকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দাও। আমার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার পথকে আমার জন্য সহজতর করো। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক আচরণ করেছে, তার বিরুদ্ধে আমাকে মদদ করো। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার কৃতজ্ঞ ও স্মরণকারী, ভীত ও আনুগত্যকারী, তোমার প্রতি আস্থাশীল এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানিয়ে দাও। হে প্রভু! আমার তওবা কবুল করো, আমার যাবতীয় গুনাহ ধুয়ে মুছে সাফ করে দাও। আমার আহ্বানে সাড়া দাও। আমার ঈমান ও আমলের প্রমাণে আমাকে কবরে ফেরেশতার প্রশ্নে স্থির রাখো। আমার অন্তরকে সরল সহজ পথের অনুসারী বানাও। আমার জিহ্বাকে সদা সত্য বলার তওফীক দাও। আমার অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ ও যাবতীয় কালিমা থেকে মুক্ত রাখো"।

١٥١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيَسِّرِ الْهُدٰى اِلَىَّ وَلَمْ يَقُلْ هُدَاىَ.

১৫১১। সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমর ইবনে মুররাকে উল্লেখিত সনদে ও অর্থে হাদীস বর্ণনা করতে শুনছি। তিনি 'ওয়া ইয়াস্‌সিরিল হুদা ইলাইয়্যা' বলেছেন, 'হুদায়া' বলেননি।

١٥١٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ

وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالُوْا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا.

১৫১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তোমার নামই শান্তি, আমি আমার ইহ-পরকালের সর্বময় কাজে তোমার কাছে শান্তিই প্রত্যাশা করি। তুমি প্রাচুর্য প্রদানকারী, বরকতওয়ালা। হে মহান প্রতিপত্তিশালী ও দয়ালু"। আবু দাউদ বলেন, সুফিয়ান (র) আমর ইবনে মুররা থেকে আঠারটি হাদীস শুনেছেন, তন্মধ্যে এটি একটি।

١٥١٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنْصَرِفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ عَائِشَةَ.

১৫১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে অবসর হয়ে তিনবার 'ইসতিগফার' (আস্তাগফিরুল্লাহা রব্বী মিন কুল্লি যামবিঁও ওয়া আতূবু ইলাইহি) পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি (সাওবান) 'আল্লাহুম্মা' থেকে আরম্ভ করে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত গোটা হাদীসের ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْاِسْتِغْفَارِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে

١٥١٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِىُّ عَنْ اَبِىْ نُصَيْرَةَ عَنْ مَوْلًى لِاَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَصَرَّ مَنْ اِسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.

১৫১৪। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ্ করার পর সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকে বারবার গুনাহ্ করেছে বলে আখ্যায়িত করা যাবে না, যদিও সে দৈনিক সত্তর বার উক্ত পাপে লিপ্ত হয়।

١٥١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ الاَغَرِّ الْمُزَنِىِّ قَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.

১৫১৫। আগার্‌র আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, ইনি (আগার্‌র) একজন সাহাবী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কখনো কখনো আমার হৃৎপিণ্ডের উপর দাগ বা আবরণ পড়ে। তাই আমি প্রত্যহ একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

١٥١٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

১৫১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অবশ্যই গুনতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসেই এক শতবার পড়তেন ঃ "প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো, আমার তওবা কবুল করো, নিশ্চয় তুমিই তওবা গ্রহণকারী অতিশয় দয়ালু"।

١٥١٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ الشَّنِّىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلاَلَ (بِلاَلَ) بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُنِيْهِ عَنْ جَدِّىْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ.

১৫১৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস হিলাল (বিলাল) ইবনে ইয়াসার ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, আমি আমার আব্বাকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি আমার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, "আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যিনি ব্যতীত নেই কোনো ইলাহ, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, আর তাঁর নিকট তওবা করি", যদি সে জিহাদের ময়দান থেকেও পলায়ন করে (অর্থাৎ কবীরা গুনাহও করে থাকে) তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে।

١٥١٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.

১৫১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি 'অনবরত ক্ষমা প্রার্থনা করলে' আল্লাহ তাকে প্রতিটি বিপদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন, যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দান করেন এবং তার কল্পনাতীত উৎস থেকে তাকে রিযিক দান করেন।

١٥١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلَ قَتَادَةُ اَنَسًا اَىُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دَعْوَةً يَدْعُوْ بِهَا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَزَادَ زِيَادٌ وَكَانَ اَنَسٌ اِذَا اَرَادَا اَنْ يَّدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيْهَا.

১৫১৯। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাতাদা (র) আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় কোন দু'আ পড়তেন? তিনি বললেন, তিনি অধিকাংশ সময় এ দু'আ পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো, আখেরাতে কল্যাণ দান করো এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখো"। বর্ণনাকারী যিয়াদ এটুকু কথা বর্ধিত করেছেন ঃ যদি আনাস (রা) কেবলমাত্র একটি দু'আর দ্বারা মুনাজাত করার

ইচ্ছা করতেন তবে এটাই পড়তেন, আর যদি একাধিক দু'আ পড়তেন তবে অন্যান্য দু'আর মধ্যে এটাকেও শামিল করতেন।

١٥٢٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ.

১৫২০। আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাঈফ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন, যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।

١٥٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْاَسَدِيِّ عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ كُنْتُ رَجُلاً اِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ اَنْ يَّنْفَعَنِىْ وَاِذَا حَدَّثَنِىْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَاِذَا حَلَفَ لِىْ صَدَّقْتُهُ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ... اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

১৫২১। আসমা ইবনুল হাকাম আল-ফাযারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি এমন এক ব্যক্তি, যখন আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো একটি হাদীস শুনি, তখন তা থেকে আল্লাহ তায়ালা যতটুকু চান কল্যাণ লাভ করি। কিন্তু যদি তাঁর কোনো সাহাবী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন, আমি তাকে শপথ করাই। যদি তিনি শপথ করেন, তবে আমি তাকে বিশ্বাস করি। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন, বস্তুত তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলতে শুনেছি ঃ যদি কোনো বান্দাহ কোনো প্রকারের গুনাহ করে, পরে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন (উযু) করে দাঁড়িয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়ে এবং আল্লাহর নিকট গুনাহর ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ এ আয়াত পড়লেন ঃ "এবং তারা যখন কোনো মন্দ কাজ করে কিংবা নিজেদের উপর অত্যাচার করে... আয়াতের শেষ নাগাদ (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫)।

١٥٢٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىُّ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَاَوْصٰى بِذٰلِكَ مُعَاذٌ اَلصُّنَابِحِىَّ اَوْصٰى بِهِ الصُّنَابِحِىُّ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

১৫২২। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে বললেন ঃ হে মুয়ায! আল্লাহ্‌র শপথ, নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালোবাসি, আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুতরাং তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি হে মুয়ায! তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আটি কখনো পরিহার করো না ঃ "হে আল্লাহ! তোমার স্মরণে, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এবং তোমার উত্তম ইবাদতে আমাকে সাহায্য করো"। এরপর মুয়ায (রা) আস-সুনাবিহী (র)-কে এবং আস-সুনাবিহী আবদুর রহমানকে এভাবে দু'আ করার ওসিয়াত করেছেন।

١٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ حُنَيْنَ بْنَ اَبِىْ حَكِيْمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَاَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ.

১৫২৩। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর 'কুল আউযু বি-রব্বিল ফালাক' ও কুল আউযু বি-রব্বিন্ নাস' সূরাদ্বয় পড়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

١٥٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّدُوْسِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ اَنْ يَّدْعُوَ ثَلاَثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلاَثًا.

১৫২৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার দু'আ পড়া ও তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করা খুবই পছন্দ করতেন।

١٥٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهُنَّ عِنْدَ الْكُرْبِ اَوْ فِي الْكُرْبِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لاَ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا هِلاَلٌ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَابْنُ جَعْفَرٍ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ.

১৫২৫। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন ক'টি বাক্য শিক্ষা দান করবো না যা তুমি বিপদের সময় পড়বে? তা হচ্ছে ঃ "আল্লাহ আল্লাহ আমার প্রভু, তাঁর সাথে আমি আর কাউকে অংশীদার করি না"। আবু দাউদ (র) বলেন, এই হিলাল হচ্ছেন উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-র মুক্তদাস। আর ইবনে জা'ফার হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার।

١٥٢٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَعَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ كَبَّرَ النَّاسُ وَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّ الَّذِيْ تَدْعُوْنَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اَعْنَاقِ رِقَابِكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَامُوْسٰى اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ.

১৫২৬। আবু উসমান আন-নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম তখন লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মানুষেরা! তোমরা কোনো বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না, যাঁকে তোমরা ডাকছো তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড়ের চেয়েও নিকটে অবস্থান করছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু মূসা! আমি কি তোমাকে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডারসমূহ থেকে একটি ভাণ্ডারের খোঁজ দিবো না? আমি বললাম, সেটা কি? তিনি বললেন ঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

١٥٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الاَشْعَرِيِّ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَتَصَعَّدُوْنَ فِيْ ثَنِيَّةٍ فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلاَ الثَّنِيَّةَ نَادٰى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ لاَ تُنَادُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

১৫২৭। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন এবং তারা পাহাড়ী পথে এক টিলায় আরোহণ করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তখন টিলার উপরে উঠতে উচ্চস্বরে বললো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় তোমরা কোনো বধিরকে ডাকছো না, আর না কোনো দূরের অনুপস্থিতকে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস!... এরপর অবশিষ্ট হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করলেন।

١٥٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ.

১৫২৮। আবু মূসা (রা) থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মানুষেরা! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও।

١٥٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْاِسْكَنْدَرَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ هَانِىءٍ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَلِىٍّ الْجَنْبِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

১৫২৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমি আল্লাহ্‌কে প্রভু হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি, তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত হয়ে গেছে।

١٥٣٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

১৫৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত (অনুগ্রহ) নাযিল করেন।

١٥٣١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ قَالَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرَمْتَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ.

১৫৩১। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের সর্বোত্তম দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আর দিনটি অন্যতম। অতএব এই দিন তোমরা আমার প্রতি খুব বেশী দরূদ পড়ো। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার নিকট উপস্থিত করা হবে? অথচ আপনি তো ক্ষয় হয়ে যাবেন? তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, লোকেরা বললো, আপনি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ নবীদের পবিত্র দেহ খাওয়া বা নষ্ট করাটা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

টীকা ঃ প্রতিটি মানুষের দেহ, হাড়-মাংস সবকিছুই মাটি খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে, কেবলমাত্র সে অংশটুকু অবশিষ্ট থাকে যা দ্বারা সে প্রথম সৃষ্টি হয়েছে। তা থেকেই সে কিয়ামতের দিন উত্থিত হবে। কিন্তু নবীদের গোটা দেহই অক্ষত ও অক্ষয়াবস্থায় বহাল থাকবে (অনু.)।

টীকা ঃ এ শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার হয়েছে। যেমন– اَرَمْتَ - اَرَمْتُ - اَرَمْتُ - رَمِتَ - اَرَمَتْ - অর্থের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই (অনু.)।

بَابُ النَّهْىِ اَنْ يَّدْعُوَ الْاِنْسَانُ عَلٰى اَهْلِهِ وَمَالِهِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ পরিবার-পরিজন ও সম্পদকে বদদু'আ করা নিষেধ

١٥٣٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَوْلاَدِكُمْ وَلاَ عَلٰى خَدَمِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةَ نَيْلٍ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُتَّصِلٌ عُبَادُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِىَ جَابِرًا.

১৫৩২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের নিজেদের বদদু'আ করো না, তোমাদের সন্তানদের বদদু'আ করো না, আর না তোমাদের খাদেমদের বদদু'আ করবে, আর না তোমাদের ধন-সম্পদের উপর। কেননা এমনও হতে পারে যে, সে সময়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুলের মুহূর্ত ছিল, ফলে তা বদদু'আ হিসেবে কবুল হয়ে যাবে। আবু দাউদ বলেন, এটি মুত্তাসিল হাদীস। 'উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ ইবনে উবাদা (র) জাবের (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন।

بَابُ الصَّلاَةُ عَلٰى غَيْرِ النَّبِىِّ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য লোকের উপর দরূদ পড়া

١٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ عَلَىَّ وَعَلٰى زَوْجِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى زَوْجِكَ.

১৫৩৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনি আমার ও আমার স্বামীর জন্য দু'আ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমার উপর ও তোমার স্বামীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন।

টীকা ঃ এখানে সালাতের অর্থ হচ্ছে রহমত, অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা নাযিল করুন (অনু.)।

بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা

١٥٣٤- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجّٰى حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ ثَرْوَانَ حَدَّثَنِىْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَرِيْزٍ حَدَّثَنِىْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِىْ سَيِّدِىْ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

১৫৩৪। উম্মে দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সায়্যিদ (স্বামী) আবুদ্ দারদা (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন কোন বক্তি তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে, তখন ফেরেশতারা বলেন, আমীন (কবুল করো) এবং তোমার জন্যও অনুরূপ।

টীকা ঃ অনুপস্থিতিতে দু'আ করলে তাতে কোনো প্রকারের লৌকিকতা থাকে না। ফলে তা হয় নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকতাপূর্ণ (অনু.)।

١٥٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَسْرَعَ الدُّعَاءِ اِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِّغَائِبٍ.

১৫৩৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অনুপস্থিত ব্যক্তিদের পরস্পরের জন্য দু'আ অতি দ্রুত কবুল হয়।

١٥٣٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ.

১৫৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দু'আ নিশ্চিত কবুল হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ঃ (এক) পিতার দু'আ, (দুই) মুসাফিরের দু'আ, (তিন) নির্যাতিতের দু'আ।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا خَافَ قَوْمًا

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায় কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করলে যা পড়বে

١٥٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

১৫৩৭। আবু বুরদা ইবনে আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সম্প্রদায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের মোকাবিলায় দাঁড় করালাম এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার নিকট পানাহ চাই"।

بَابُ الْاِسْتِخَارَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ 'ইস্‌তিখারা' (আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণ কামনা করা)

١٥٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُقَاتِلٍ خَالُ الْقَعْنَبِىِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِىْ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ لَنَا اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ فِى الْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ يُسَمِّيْهِ بِعَيْنِهِ الَّذِىْ يُرِيْدُ خَيْرًا لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَمَعَادِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِّىْ مِثْلَ الْاَوَّلِ فَاَصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاَصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاقْدُرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهِ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهِ. قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ عِيْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ.

১৫৩৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষাদান করতেন অনুরূপভাবে ইস্‌তিখারাও শিক্ষা দিতেন। তিনি আমাদেরকে বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন মহৎ কিংবা বিরাট কাজের মনস্থ করে, তখন সে যেন ফরয ছাড়া নফল দুই রাক্‌'আত নামায পড়ে এবং বলে, "হে আল্লাহ! আমি তোমার অবগতি দ্বারা তোমার কাছে পরামর্শ চাই। তোমার কুদ্‌রত দ্বারা আমি শক্তি কামনা করি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ কামনা করি। তুমিই ক্ষমতাবান, আমার কোনো ক্ষমতা নেই। তুমি সবকিছুই অবগত, আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর তুমিই অদৃশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। হে আল্লাহ! তুমি অবগত যে, আমার এ কাজ... (সে নির্দিষ্ট কাজের নাম নিবে) আমার দীন, পার্থিব জীবন,

পরকাল এবং সর্বোপরি আমার পরিণামে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হলে তা আমাকে হাসিল করার শক্তি দাও, আমার জন্য তা সহজতর করে দাও এবং আমার জন্য তাতে বরকত দান করো। আর যদি তুমি অবগত যে, সেটা আমার (প্রথম বারের মতো) যাবতীয় কাজে অকল্যাণকর ও অমঙ্গলজনক, তাহলে আমাকে তা থেকে দূরে রাখো এবং সেটিকেও আমা থেকে ফিরিয়ে নাও, আর যা আমার জন্য মঙ্গলজনক তাই আমাকে হাসিল করার তওফীক দাও, তা যেখানেই থাক না কেন। অতঃপর তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, কিংবা বলেছেন, সহসা অথবা দেরীতে। আবু দাউদ বলেন, ইবনে মাসলামা ও ইবনে ঈসা (র) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির থেকে, তিনি জাবের (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ فِى الْاِسْتِعَاذَةِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

١٥٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

১৫৩৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বস্তু থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ ভীরুতা, কৃপণতা, নিকৃষ্ট বয়স (বার্ধক্য), অন্তরের বিপর্যয় এবং কবরের শাস্তি থেকে।

١٥٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

১৫৪০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ দু'আ) পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা ও বার্ধক্য থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই এবং পানাহ চাই কবরের শাস্তি থেকে, আরো পানাহ চাই জীবন ও মরণের বিপদাপদ থেকে"।

١٥٤١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَعِيْدٌ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَذَكَرَ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ التَّيْمِىُّ.

১৫৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। বহুবার আমি তাঁকে (এ দু'আ) বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা, ঋণের বোঝা ও মানুষের নির্যাতন থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই"। অতঃপর বর্ণনাকারী আত-তাইমীর বর্ণনানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

١٥٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

১৫৪২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিম্নোক্ত দু'আটি এরূপভাবে শিক্ষা দিতেন, যেরূপভাবে তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই পানাহ, চাই কবরের আযাব থেকে, পানাহ চাই মসীহ দাজ্জালের ফেৎনা থেকে, আরো পানাহ চাই জীবন ও মরণের আপদ থেকে"।

١٥٤٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ.

১৫৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাক্যগুলো

দ্বারা দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের পরীক্ষা, অগ্নির শাস্তি এবং প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিহিত অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই"।

١٥٤٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ.

১৫৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি রিক্ততা, দরিদ্রতা ও হীনতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই এবং তোমার কাছে পানাহ চাই অত্যাচারী কিংবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে"।

١٥٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيْلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَائَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

১৫৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য দু'আর মধ্যে এটিও ছিলো ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিয়ামতের বিলুপ্তি, তোমার দেয়া অনুকম্পার পরিবর্তন, আকস্মিক শাস্তি এবং তোমার সর্বপ্রকারের ক্রোধ থেকে পানাহ চাই"।

١٥٤٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السُّلَيْكِ عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ.

১৫৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন এবং বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ, কপটতা (মুনাফেকী) এবং দুশ্চরিত্রতা থেকে পানাহ চাই"।

١٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

১৫৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা থেকে পানাহ চাই, কেননা তা হচ্ছে নিকৃষ্ট শয্যাসঙ্গী। আমি আরো পানাহ চাই তোমার কাছে খিয়ানত করা থেকে, কেননা তা হচ্ছে একান্ত নিকৃষ্ট বন্ধু"।

١٥٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ.

১৫৪৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চারটি বস্তু থেকে পানাহ চাই ঃ এমন জ্ঞান যা কোনো উপকারে আসে না, এমন হৃদয় যা ভীত হয় না, এমন আত্মা যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ যা কবুল হয় না"।

١٥٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَالَ اَبُو الْمُعْتَمِرِ اُرٰى اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ صَلاَةٍ لاَ تَنْفَعُ وَذَكَرَ دُعَاءً اٰخَرَ.

১৫৪৯। আবুল মু'তামির (র) বলেন, আমার ধারণা আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন নামায থেকে পানাহ চাই, যা কোন উপকার দেয় না", এছাড়া অন্য একটি দু'আও উল্লেখ করেছেন।

١٥٥٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اُمَّ

الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ بِهِ قَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ.

১৫৫০। ফারওয়া ইবনে নাওফল আল-আশজাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি দু'আ করতেন? তিনি বললেন, তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আমার কর্মের অনিষ্টতা থেকে পানাহ চাই, যা আমি করেছি এবং যা করি নাই"।

١٥٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وحَدَّثَنَا اَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ الْمَعْنٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بِلَالٍ الْعَبْسِىِّ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ اَحْمَدَ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ.

১৫৫১। আবূ আহমাদ শাকাল ইবনে হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি দু'আ শিক্ষা দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি বলো, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কানের অশ্লীল শ্রবণ, চোখের কুদৃষ্টি, জিহ্বার কুবাক্য, অন্তরের কপটতা ও কামনার অনিষ্টতা থেকে পানাহ চাই"।

١٥٥٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ صَيْفِىٍّ مَوْلٰى اَفْلَحَ مَوْلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْيَسَرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّىْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِىْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا.

১৫৫২। আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট (কোন কিছু) চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ থেকে পানাহ চাই। তোমার কাছে পানাহ চাই গহ্বরে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে।

আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই পানিতে ডুবে ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং অতি বার্ধক্য থেকে। আমি পানাহ চাই তোমার কাছে মৃত্যুর সময় আমার উপর শয়তানের প্রভাব থেকে, আমি পানাহ চাই তোমার রাস্তা (জিহাদ) থেকে পলায়নপর মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং আমি আরো পানাহ্ চাই তোমার কাছে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে"।

١٥٥٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ مَوْلًى لِاَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْيَسَرِ وَزَادَ فِيْهِ وَالْغَمِّ.

১৫৫৩। আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত।... তাতে আরো আছে, 'পানাহ চাই দুশ্চিন্তা থেকে'।

١٥٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِى الْاَسْقَامِ.

১৫৫৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই শ্বেত, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে"।

١٥٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغُدَانِىُّ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ عَوْفٍ اَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ اُمَامَةَ فَقَالَ يَا اَبَا اُمَامَةَ مَا لِىْ اَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فِىْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ قَالَ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِىْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلاَمًا اِذَا اَنْتَ قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّىْ وَقَضٰى عَنِّىْ دَيْنِىْ.

১৫৫৫। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে আবূ উমামা নামে এক আনসারী সাহাবীকে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ হে আবূ উমামা! কি ব্যাপার! আমি তোমাকে নামাযের ওয়াক্ত ছাড়া (অসময়ে) মসজিদে বসাবস্থায় কেন দেখতে পাচ্ছি? তিনি বললেন, নানাবিধ দুশ্চিন্তা ও ঋণের বোঝা হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষাদান করবো না, তুমি তা বললে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার ঋণও পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন ঃ তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলো, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে পানাহ চাই। আমি তোমার কাছে পানাহ চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, পানাহ চাই তোমার নিকট ভীরুতা ও কার্পণ্য থেকে, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই ঋণের ভারী বোঝা এবং মানুষের রোষানল থেকে"। আবূ উমামা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। ফলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করে দিলেন এবং আমার ঋণও পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিলেন।

অধ্যায় ঃ ১০

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

যাকাত

(وُجُوْبِهَا)

অনুচ্ছেদ-১ ঃ (যাকাত বাধ্যতামূলক)

١٥٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِاَبِيْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهٖ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ قَدْ رَاَيْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ قَالَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِهٖ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عِقَالاً وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ عَنَاقًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا. وَرَوٰى عَنْبَسَةُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَنَاقًا.

১৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বাক্‌র (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন এবং আরবের কোনো কোনো গোত্র কুফরী করলো। (আবু বাক্‌র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলে) উমার (রা) তাকে বললেন, আপনি কিভাবে এসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা বলে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। যে ব্যক্তি বললো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সে তার জান-মাল আমার থেকে রক্ষা করলো। অবশ্য আইনের দাবি আলাদা (অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী দণ্ড পাবার উপযোগী কোনো অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে) এবং তার প্রকৃত বিচার ভার মহামহিম আল্লাহ্‌র উপর"। তখন আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। অর্থ-সম্পদের প্রদেয় অংশ হলো যাকাত। আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে একটি রশি প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায় যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করতো, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। উমার (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, মহামহিম আল্লাহ আবু বাক্‌রের হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই সঠিক।

আবু দাউদ (র) বলেন, রাবাহ ইবনে যায়েদ মা'মার থেকে, তিনি যুহরী থেকে উল্লেখিত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন عِقَالاً অর্থাৎ রশি এবং ইবনে ওয়াহ্‌ব ইউনুস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, عَنَاقًا অর্থাৎ ছাগল ছানা। আবু দাউদ বলেন, শুয়াইব ইবনে আবু হামযা এবং মা'মার ও যুবাইদী যুহরী থেকে এ হাদীসের মধ্যে বলেছেন, 'যদি তারা একটি ছাগল ছানা প্রদান করতে অস্বীকার করে'। আর আন্‌বাসা ইউনুস থেকে, তিনি যুহরী থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ছাগল ছানা।

١٥٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (هٰذَا الْحَدِيْثِ) قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكٰوةِ وَقَالَ عِقَالاً.

১৫৫৭। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন, মালের প্রদেয় হচ্ছে যাকাত এবং তিনি عِقَالاً অর্থাৎ রশি বলেছেন।

بَابُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ যাকাত আরোপযোগ্য মাল

١٥٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ

يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

১৫৫৮। আমর ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া আল-মাযিনী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই, পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কমে (শস্যের মধ্যে) যাকাত নেই।

টীকা ঃ পাঁচ উকিয়া হলো তৎকালীন দুই শত দিরহাম, বর্তমানে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমান। ওয়াসাক আটাশ মণ। হানাফীদের মতে এর কমেও যাকাত দিতে হয়। যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে (অনু.)।

١٥٥٩- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اِدْرِيْسُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَوْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ زَكٰوةٌ وَالْوَسْقُ سِتُّوْنَ مَخْتُوْمًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْبَخْتَرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ.

১৫৫৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কমে (শস্যের ক্ষেত্রে) যাতাক নেই। এক ওয়াসাক হচ্ছে ষাট সা'। আবু দাউদ (র) বলেন, আবুল বাখতারী (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে হাদীস শুনেননি।

টীকা ঃ এক সা'র ওজন হচ্ছে তিন সের এগার ছটাক (অনু.)।

١٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَلْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا مَخْتُوْمًا بِالْحَجَّاجِيِّ.

১৫৬০। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক 'ওয়াসাক' হচ্ছে ষাট সা'। এটা আল-হাজ্জাজ কর্তৃক নির্ধারিত।

টীকা ঃ আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কূফার শাসনকর্তা থাকাকালীন উক্ত পরিমাণ নির্ধারণ করেন (অনু.)।

١٥٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا صُرَدُ بْنُ اَبِى الْمَنَازِلِ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيْبًا الْمَالِكِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَا اَبَا نُجَيْدٍ اِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُوْنَنَا بِاَحَادِيْثَ

مَانَجِدُ لَهَا اَصْلاً فِى الْقُرْاٰنِ فَغَضِبَ عِمْرَانُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ اَوَجَدْتُمْ فِى كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً شَاةٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيْرًا كَذَا وَكَذَا اَوَجَدْتُمْ هٰذَا فِى الْقُرْاٰنِ قَالَ لاَ قَالَ فَعَنْ مَنْ اَخَذْتُمْ هٰذَا اَخَذْتُمُوْهُ عَنَّا وَاَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ نَحْوَ هٰذَا.

১৫৬১। সুরাদ ইবনে আবুল মানাযিল (র) বলেন, আমি হাবীব আল-মালিকী (র)-কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে বললো, হে আবু নুজাইদ! আপনারা আমাদের নিকট এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, কুরআনের মধ্যে আদৌ আমরা যার কোনো বুনিয়াদ পাচ্ছি না। এতে ইমরান (রা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং লোকটিকে বললেন, তোমরা কি কুরআনের মধ্যে কোথাও পেয়েছো যে, প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে (যাকাত) এক দিরহাম, প্রত্যেক এতো এতো সংখ্যক ছাগলে একটি ছাগল এবং এতো এতো সংখ্যক উটে এতো এতো উট (যাকাত) প্রদান করতে হবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তাহলে এটা তোমরা কোথায় পেয়েছ? প্রকৃতপক্ষে এটা তোমরা জেনেছো আমাদের (সাহাবীদের) নিকট থেকে। আর আমরা জেনেছি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তিনি অনুরূপ আরো কিছু বস্তুর কথাও বর্ণনা করলেন।

بَابُ الْعُرُوْضِ اِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيْهَا زَكَاةٌ؟

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যের উপর যাকাত আরোপিত হবে কি?

١٥٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُنَا اَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِىْ نُعِدُّ لِبَيْعٍ.

১৫৬২। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত দানের নির্দেশ দিয়েছেন।

টীকা ঃ এ থেকে প্রমাণিত যে, স্থাবর-অস্থাবর যে কোন প্রকারের ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত দিতে হয় (অনু.)।

بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةُ الْحُلِيِّ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ সঞ্চিত সম্পদ কি এবং অলংকারের যাকাত

١٥٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنَى اَنَّ خَالِدَ ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِىْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا اَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هٰذَا قَالَتْ لاَ قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَّارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

১৫৬৩। আমর ইবনে শোয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তার সংগে ছিলো তার একটি কন্যা এবং তার হাতে ছিলো দু'খানা মোটা স্বর্ণের কঙ্কন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এটির যাকাত দিয়েছো? সে বললো, না। তিনি বললেন ঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তোমাকে দু'খানা অগ্নির কঙ্কন পরিয়ে দিবেন? বর্ণনাকারী বলেন, সে তৎক্ষণাত তা খুলে ফেললো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রেখে দিয়ে বললো, এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

١٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَعْنِى ابْنَ بَشِيْرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْبَسُ اَوْضَاحًا مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ اَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.

১৫৬৪। উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণের অলংকার পরিধান করতাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি কান্‌য (সঞ্চিত সম্পদ)? তিনি বললেন ঃ যে সম্পদ নেসাব পরিমাণ পৌছায় এবং তার যাকাত আদায় করা হয়, তা পরিমাণে যত বৃদ্ধি পাক তা আর 'কান্‌য' নয়।

টীকা ঃ 'কান্‌য' একটি পরিভাষা যার অর্থ– যুগ যুগ পূর্বে ভূগর্ভে পুতে রাখা সম্পদ, যা কারো হস্তগত হলে তার যাকাত দিতে হয়। কিন্তু এখানে শব্দটি 'সঞ্চিত সম্পদ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হাদীস এবং তার পূর্ববর্তী হাদীসে সূরা তাওবার ৩৫নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (সম্পাদক)।

١٥٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰى فِىْ يَدِىْ فَتَخَاتٌ مِّنْ وَّرِقٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ اَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ.

১৫৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন এবং আমার হাতে বৃহদাকার রূপার আংটি দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আয়েশা! এটা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা করার জন্য আমি তা তৈরি করিয়েছি। তিনি বললেন ঃ তুমি এগুলোর যাকাত প্রদান করেছ কি? আমি বললাম, না, অথবা আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা ছিলো। তিনি বললেন ঃ তোমার (জাহান্নামের) অগ্নির শাস্তি ভোগ করার জন্য এটাই যথেষ্ট।

١٥٦٦- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلٰى فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْخَاتَمِ. قِيْلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تُزَكِّيْهِ قَالَ تَضُمُّهُ اِلٰى غَيْرِهِ.

১৫৬৬। উমার ইবনে ই'য়ালা (র) থেকে এই সূত্রেও আংটি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কিভাবে এর যাকাত দিতে হবে? তিনি বলেন, যাকাতের অন্যান্য মালের সাথে যোগ করে।

টীকা ঃ সোনা-রূপার অলংকারের যাকাত প্রদান সম্পর্কে দু'টি মত লক্ষ্য করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র মতে উপরোক্ত গহনাপত্রের যাকাত দিতে হবে। এটিই হানাফী মাযহাবের অভিমত। অপরদিকে আনাস ইবনে মালেক, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে উমার, আসমা ও আয়েশা (রা)-এর মতে উপরোক্ত গহনাপত্রের উপর যাকাত ধার্য হবে না। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহ্‌মাদেরও এই মত। তবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রথমোক্ত মত অগ্রগণ্য মনে হয় (সম্পাদক)।

بَابُ فِىْ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ মাঠে উন্মুক্ত বিচরণশীল পশুর যাকাত

١٥٦٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِاَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَاذَا فِيْهِ هٰذِهٖ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِىْ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ الْغَنَمُ فِىْ كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَاذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَّثَلاَثِيْنَ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ فَاذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا اِبْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِأَةٍ فَاذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِأَةٍ فَفِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِىْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَاذَا تَبَايَنَ اَسْنَانُ الْاِبِلِ فِىْ فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَاَنْ يَّجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ. قَالَ

اَبُوْ دَاوُدَ مِنْ هٰهُنَا لَمْ اَضْبِطْهُ عَنْ مُوْسٰى كَمَا اُحِبُّ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِلٰى هٰهُنَا ثُمَّ اَتْقَنْتُهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ اشَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِنَّه يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْئٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلاَّ اَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْئٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِىْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى مِأَتَيْنِ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِىْ كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ. وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَاِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ اَرْبَعِيْنَ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْئٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنِ الْمَالُ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا.

১৫৬৭। হাম্মাদ (র) বলেন, সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আনাস (র) থেকে আমি একখানা লিখিত পত্র গ্রহণ করেছি। তার ধারণামতে এটি আনাস (রা)-এর নিকট লিখা আবু বাক্র (রা)-এর পত্র এবং এর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরাঙ্কিত ছিলো, যখন তাকে (আনাসকে) যাকাত উসূলকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তার বিষয়বস্তু হলো ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সাদাকা (যাকাত) সম্পর্কে মুসলমানদের উপর যা নির্ধারণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা আদেশ করেছেন। সুতরাং মুসলিমদের যার কাছেই বিধি অনুসারে এটা (যাকাত) চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। কিন্তু যার নিকট তার

অধিক দাবি করা হবে সে যেন (অতিরিক্ত) প্রদান না করে। পঁচিশটি উটের কম হলে বকরী দিতে হবে এবং প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী। উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাতে একটি বিনতে মাখাদ (দুই বছর বয়সে পদার্পণকারী) উষ্ট্রী দিতে হবে। যদি তার কাছে এমন উট না থাকে তাহলে একটি 'ইবনে লাবূন' (তিন বছর বয়সে পদার্পণকারী উট) দিতে হবে। আর যখন তার সংখ্যা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে পৌঁছবে তখন তাতে একটি 'বিনতে লাবূন' (তিন বছর বয়সের উষ্ট্রী) দিতে হবে। যখন তা ছেচল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত পৌঁছবে তখন তাতে একটি হিক্কা (গর্ভধারণের উপযোগী চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী) উষ্ট্রী দিতে হবে। আর যখন তা একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হবে তখন তাতে একটি জাযাআহ্ (পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী) উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা (উটের সংখ্যা) ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হবে তখন তাতে দু'টি 'বিনতে লাবূন' দিতে হবে। যখন তা একানব্বই থেকে এক শত বিশ হবে তখন তাতে দু'টি হিক্কাহ্ দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা এক শত বিশ-এর ঊর্ধে যাবে, তখন প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি করে বিনতে লাবূন এবং প্রতি পঞ্চাশটির জন্য একটি করে হিক্কাহ্ দিতে হবে।

আর যদি যাকাতযোগ্য উটের বয়সের তারতম্য ঘটে, যেমন কারো উপর জাযাআহ্ প্রদান ওয়াজিব হয়েছে, অথচ তার কাছে সেটা নেই, হিক্কাহ্ আছে, এমতাবস্থায় হিক্কাহ্ গ্রহণ করতে হবে এবং এর সঙ্গে যদি সহজলভ্য হয় তাহলে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহামও দিতে হবে। আর যার উপর হিক্কাহ্ প্রদান ওয়াজিব হয়েছে, অথচ তার নিকট তা নেই, তার কাছে জাযাআহ্ আছে। এমতাবস্থায় তার থেকে এটাই গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাত উসুলকারী (তহশীলদার) বিশ দিহ্রাম অথবা দু'টি বকরী যাকাত প্রদানকারীকে দিবে। আর যার উপর হিক্কাহ্ প্রদান ওয়াজিব হয়েছে, অথচ তার নিকট তা নেই, তার কাছে আছে বিনতে লাবূন। সুতরাং তার থেকে তাই গ্রহণ করতে হবে।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি এখানে আমার উস্তাদ মূসা ইবনে ইসমাঈল থেকে যেরূপ স্মৃতিশক্তিতে ধারণ করতে কামনা করেছিলাম অনুরূপ আয়ত্ত করতে সক্ষম হইনি। এখানেও যাকাতদাতা সহজলভ্য দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম (তহশীলদারকে) প্রদান করবে। আর যার উপর বিনতে লাবূন ওয়াজিব হয়েছে অথচ তা তার নিকট নেই, বরং তার নিকট হিক্কাহ্ আছে। সেটাই তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ পর্যন্ত প্রথমে আমার পূর্ণ আস্থা ছিলো না, পরে আমি পূর্ণ আস্থাশীল হয়েছি। অর্থাৎ তহশীলদার বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী যাকাত প্রদানকারীকে ফেরত দিবে। যদি কারো উপর বিনতে লাবূন ওয়াজিব হয়, আর তা তার নিকট না থাকে, বরং তার কাছে আছে বিনতে মাখাদ, তখন তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং এর সাথে প্রদান করতে হবে দুই বকরী অথবা বিশ দিরহাম। যদি কারো উপর বিনতে মাখাদ ওয়াজিব হয়, অথচ তা তার কাছে নেই, বরং তার নিকট আছে ইবনে লাবূন, তখন তা গ্রহণ করতে হবে কিন্তু সাথে আর কিছু দিতে হবে না। আর যদি

কারো নিকট চারটি উট থাকে, এমতাবস্থায় তাকে (যাকাত হিসাবে) কিছুই দিতে হবে না। তবে যদি উটের মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে সেটা আলাদা ব্যাপার।

আর যেসব মেষ-বকরী স্বাধীনভাবে চরে বেড়ায় এর সংখ্যা যখন চল্লিশ থেকে এক শত বিশ পর্যন্ত পৌছবে, তখন একটি বকরী (যাকাত) দিতে হবে। আর যখন এক শত বিশ অতিক্রম করে দুই শত পর্যন্ত পৌছবে তখন দু'টি বকরী। যখন বকরীর সংখ্যা দুই শত অতিক্রম করে তিন শত পর্যন্ত পৌছবে তখন তিনটি বকরী। আর যখন তিন শত-এর অধিক হবে তখন প্রতি এক শত-এর জন্য একটি বকরী প্রদান করতে হবে।

যাকাত বাবদ অতিবৃদ্ধ কিংবা অন্ধ বকরী গ্রহণ করা যাবে না, নর ছাগলও নয়। হাঁ, আদায়কারী যদি (প্রয়োজন বশত তা) নিতে চায় (তবে নিতে পারে)। যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে যেন একত্র না করা হয় এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন না করা হয়। দুই শরীকের নিকট থেকে যে যাকাত আদায় করা হয় তা তারা নিজ নিজ অংশ হিসাবে বহন করবে। আর যদি চরে বেড়ানো বকরীর সংখ্যা চল্লিশ না হয়, তাহলে (যাকাত) কিছুই দিতে হবে না। তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করলে করতে পারে। রূপার ক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (যাকাত) দিতে হয়। আর রৌপ্য মুদ্রা যদি এক শত নব্বই হয় তার জন্য কিছুই দিতে হবে না। হাঁ, যদি মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে তাতে কোনো আপত্তি নেই।

টীকা ঃ উটের বয়স ঃ আরবী ভাষায় বিভিন্ন বয়সের উটের বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম। (১) বিনতে মাখাদ– যে উষ্ট্রী শাবকের (মাদী) বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হয়েছে। (২) বিনতে লাবূন– যে উষ্ট্রী শাবকের (মাদী) বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বর্ষ শুরু হয়েছে। (৩) হিক্কাহ– যে উষ্ট্রী শাবকের বয়স তিন বছর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বছর শুরু হয়েছে এবং গর্ভধারণক্ষম হয়েছে। (৪) জাযাআহ্– যে উষ্ট্রী শাবকের বয়স চার বছর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বর্ষ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাদাকা (صدقة) শব্দটি ফরয যাকাত এবং ঐচ্ছিক (নফল) দান-খয়রাত উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় (সম্পাদক)।

টীকা ঃ বিচ্ছিন্নকে একত্র না করা কিংবা এর বিপরীত, কথাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যেমন দুই ব্যক্তির চল্লিশ চল্লিশটি ছাগল পৃথক পৃথকভাবে একই মাঠে বিচরণ করে, তহশীলদার আসার পর তারা ছাগলের উভয় দলকে একত্র করে ফেললো এবং যাকাতে একটি মাত্র ছাগল গেল। অথচ পৃথক থাকলে দু'টি ছাগলই দিতে হতো। ঠিক এরই বিপরীত একই সাথে যৌথ শেয়ারে দু'ব্যক্তির আশিটি বকরী বিচরণ করে। আর আদায়কারী দু'টি ছাগল নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের যৌথ বকরীকে পৃথক পৃথক করে দেখায়, অথচ ব্যাপারটি তা নয়, কেননা যখন তা শেয়ারে একত্র। সুতরাং একটি বকরীই সে পাবে। তাই বলা হয়েছে, একত্রকে ভিন্ন করো না, আর ভিন্নকে একত্র করো না (অনু.)।

টীকা ঃ সমান হারে শরীকদ্বয় ভাগ করে নেবে। যেমন এক ব্যক্তির বকরী চল্লিশটি আর অপর ব্যক্তির আশিটি। মোট এক শত বিশটির মধ্যে যাকাত বাবদ বকরী দেয়া হলো একটি। ধরুন যে বকরীটি দেয়া হয়েছে তার মূল্য ছিল বার টাকা। এতে একজনের চার টাকা। আর একজনের গেল আট টাকা। অথচ পৃথক পৃথকভাবে দু'জনকে একটি করে দু'টি বকরী দিতে হতো। এখন যৌথ শেয়ারে রয়েছে বিধায় মাত্র একটি বকরীই গেল। এমতাবস্থায় আশিটি বকরীর মালিক দিবে আট টাকা এবং চল্লিশটির মালিক দিবে চার টাকা (অনু.)।

١٥٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَتَبَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةَ فَلَمْ يُخْرِجْهُ اِلٰى عُمَّالِهِ حَتّٰى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتّٰى قُبِضَ فَكَانَ فِيْهِ فِيْ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِيْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِيْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اَبْنَةُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْاِبِلُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ. وَفِي الْغَنَمِ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةٍ شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَ مِائَةٍ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ اِلٰى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ الْمِائَةُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجِعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ اِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ اَثْلَاثًا ثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَاَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ.

১৫৬৮। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকা (যাকাত) বাবত যে ফরমান লিখেছেন তা তাঁর শাসকদের নিকট পৌছার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। ফলে তা তাঁর তরবারির খাপের মধ্যেই রয়ে গেলো। তাঁর পরে আবু বাক্‌র (রা) তাঁর ওফাত পর্যন্ত সে বিধান মোতাবেক কাজ করেছেন (অর্থাৎ যাকাত উসুল করেছেন)। তাঁর পরে উমার (রা) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেমত কাজ করেছেন। তার মধ্যে লিখা ছিল ঃ প্রত্যেক পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী, দশটির

জন্য দু'টি বকরী, পনেরটির জন্য তিনটি বকরী এবং বিশটির জন্য চারটি বকরী দিতে হবে। আর পঁচিশটির জন্য একটি বিনতে মাখাদ প্রদান করতে হবে এবং তা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। যখন এর থেকে একটিও বর্ধিত হবে, তখন পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত দিতে হবে একটি বিনতে লাবূন। আর যখন এর থেকে একটিও বর্ধিত হবে, তখন ষাট পর্যন্ত দিতে হবে একটি হিক্কাহ। যখন তা থেকে একটিও বর্ধিত হবে, তখন পঁচাত্তর পর্যন্ত দিতে হবে একটি জাযাআহ। যখন তা থেকে একটি বর্ধিত হবে, তখন নব্বই পর্যন্ত দিতে হবে দু'টি বিনতে লাবূন। আর যখন তা থেকে একটি বর্ধিত হবে, তখন প্রদান করতে হবে দু'টি হিক্কাহ এক শত বিশ পর্যন্ত। উটের সংখ্যা যদি এর (এক শত বিশের) অধিক হয়, তখন প্রত্যেক পঞ্চাশে একটি হিক্কাহ এবং প্রত্যেক চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন প্রদান করতে হবে।

ছাগলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক চল্লিশটি ছাগলের জন্য একটি বকরী এক শত বিশ পর্যন্ত। যদি এর থেকে একটিও বর্ধিত হয়, তাহলে দুই শত পর্যন্ত দু'টি বকরী। যদি দুই শতের অধিক হয়, তখন তিন শত পর্যন্ত তিনটি বকরী। আর যদি ছাগলের সংখ্যা এর (তিন শতের) অধিক হয়, তখন প্রত্যেক একশ'য়ে একটি বকরী দিতে হবে। সংখ্যায় শত পর্যন্ত না পৌছলে, কিছুই দিতে হবে না। (আর যাকাত কম অথবা অধিক দেয়ার ভয়ে) ভিন্নকে একত্র এবং একত্রকে ভিন্ন ভিন্ন করা যাবে না। যে মাল শেয়ারে দুই শরীকের থাকে তার যাকাত তারা উভয়ে সমান হারে (অংশমত) বহন করবে। আর যাকাতে অতিবৃদ্ধ কিংবা দোষযুক্ত (পশু) নেয়া যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, যুহরী (র) বলেছেন, যাকাত আদায়কারীর উচিত, যখন সে আসবে তখন সমস্ত বকরীগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে নিবে। এক ভাগ নিকৃষ্ট, আর এক ভাগ উৎকৃষ্ট এবং আর এক ভাগ মধ্যম। অতএব আদায়কারী 'মধ্যম' মানের পশুই নিবে। যুহরী তার বর্ণনায় গরুর যাকাত সম্বন্ধে কিছুই বর্ণনা করেননি।

١٥٦٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِىُّ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَسَيْنٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ الزُّهْرِىِّ.

১৫৬৯। সুফিয়ান ইবনে হুসাইন (র) থেকে উল্লেখিত সনদে এ হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, যদি বিনতে মাখাদ না থাকে তাহলে ইবনে (নর) লাবূন প্রদান করতে হবে এবং যুহরীর কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি (যা পিছনের হাদীসে রয়েছে)।

١٥٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هٰذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَّذِىْ كَتَبَهُ فِى الصَّدَقَةِ وَهِىَ عِنْدَ اٰلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَقْرَأَنِيْهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلٰى وَجْهِهَا وَهِىَ الَّتِىْ انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاِذَا كَانَتْ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَاِمَائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ وَحِقَّةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّاَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّخَمْسِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ سِتِّيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا اَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّسِتِّيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ سَبْعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَحِقَّةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّسَبْعِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ ثَمَانِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّثَمَانِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّتِسْتِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا اَرْبَعُ حِقَاقٍ اَوْخَمْسُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ اَىَّ السِّنِيْنَ وُجِدَتْ اُخِذَتْ. وَفِىْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيْهِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ.

১৫৭০। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদাকা (যাকাত) সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ফরমান লিখিয়েছেন এটি সেই পাণ্ডুলিপি যা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র পরিবারের লোকদের নিকট রয়েছে। ইবনে শিহাব (র) বলেন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তা আমাকে পড়িয়েছেন এবং আমিও তা হুবহু মুখস্ত করেছি। পরে সেটাকেই উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার এবং সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে (সংগ্রহ করে) কপি করেছেন। তিনি (ইবনে শিহাব যাকাতের হিসাব প্রথম থেকে এক শত বিশ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর) বলেছেন, যখন উটের সংখ্যা একশ' একুশ থেকে একশ' উনত্রিশ হবে তখন তিনটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। যখন একশ' ত্রিশ থেকে

একশ' উনচল্লিশ হবে তখন দু'টি বিনতে লাবূন ও একটি হিক্কাহ দিতে হবে। আর যখন একশ' চল্লিশ থেকে একশ' উনপঞ্চাশ হবে তখন দু'টি হিক্কাহ ও একটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। যখন একশ' পঞ্চাশ থেকে একশ' উনষাট হবে তখন তিনটি হিক্কাহ প্রদান করবে। আর যখন একশ' ষাট হবে তখন তা থেকে একশ' উনসত্তর পর্যন্ত চারটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। যখন একশ' সত্তর হবে তখন তা থেকে একশ' উনআশি পর্যন্ত তিনটি বিনতে লাবূন ও একটি হিক্কাহ দিতে হবে। যখন একশ' আশি হবে তখন তা থেকে একশ' উননব্বই পর্যন্ত দু'টি হিক্কাহ ও দু'টি বিনতে লাবূন দিতে হবে। যখন একশ' নব্বই হবে তখন তা থেকে একশ' নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি হিক্কাহ ও একটি বিনতে লাবূন। আর যখন সংখ্যা দু'শ' হবে তখন চারটি হিক্কাহ অথবা পাঁচটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। এ উভয় বয়সের মধ্যে যেটাই পাওয়া যাবে সেটাই নেয়া হবে। আর বিচরণ করে চরে বেড়ায় যেসব ছাগল, (তার যাকাত সম্বন্ধে) পেছনে সুফিয়ান ইবনে হুসাইনের হাদীসে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে (ইবনে শিহাব) এখানেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (যাকাত বাবত বর্ণনায় এটাও উল্লেখ আছে যে,) যাকাতে অতিবৃদ্ধ (পশু) নেয়া যাবে না, আর না কোনো প্রকারের খুঁত বা দোষযুক্ত বকরী, আর না পুরুষ জাতীয় (পাঁঠা) ছাগল। তবে হাঁ, যদি যাকাত আদায়কারী প্রয়োজন বশত তা নিতে চায় তাহলে নিতে পারে।

١٥٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ هُوَ اَنْ يَكُوْنَ لِكُلِّ رَجُلٍ اَرْبَعُوْنَ شَاةً فَاِذَا اَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوْهَا لِئَلاَّ يَكُوْنَ فِيْهَا اِلاَّ شَاةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ اَنَّ الْخَلِيْطَيْنِ اِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِمَا فِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَاِذَا اَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلاَّ شَاةٌ فَهٰذَا الَّذِيْ سَمِعْتُ فِيْ ذٰلِكَ.

১৫৭১। ইমাম মালেক (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র বাক্য, "একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, আর বিচ্ছিন্নকেও একত্র করা যাবে না"। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেমন দু'জনের প্রত্যেক ব্যক্তির চল্লিশটি করে ছাগল আছে। (যখন তারা দেখলো) যাকাত আদায়কারী তাদের নিকট এসে উপস্থিত, তখন তারা উভয়জনের পৃথক পৃথক ছাগলগুলোকে একত্র করলো (বললো, এগুলো আমাদের যৌথ)। যেন তাদের একটির অধিক বকরী না যায়। আর একত্রকে পৃথক করা যাবে না– যেমন দু'জন সমান অংশীদার, তাদের প্রত্যেকের আছে একশ' একটি করে ছাগল এবং তা যৌথ। (হিসাবমতে দু'শ' দু'টির মধ্যে) তাদের প্রদান করতে হতো তিনটি বকরী। কিন্তু যখন তাদের নিকট যাকাত আদায়কারী উপস্থিত হলো তখন তারা (একশ' একটি করে) পৃথক

করে নিলো। ফলে তাদের প্রত্যেকের একটি করে বকরী গেল (এতে যাকাত ফাঁকি দেয়া হয়)। ইমাম মালেক (র) বলেন, বিষয়টি আমি এরূপই শুনেছি।

١٥٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ اَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ هَاتُوْا رُبْعَ الْعُشُوْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْئٌ حَتّٰى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلٰى حِسَابِ ذٰلِكَ. وَفِي الْغَنَمِ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةٍ شَاةٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلاَّ تِسْعٌ وَّثَلاَثُوْنَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيْهَا شَيْئٌ وَسَاقَ صَدَقَةُ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ وَفِي الْبَقَرِ فِيْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعٌ وَفِي الْاَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْئٌ وَفِي الْاِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتُهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ. قَالَ وَفِيْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ خَمْسَةٌ مِّنَ الْغَنَمِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ اِلٰى خَمْسِيْنَ وَثَلاَثِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةَ الْجَمَلِ اِلٰى سِتِّيْنَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ يَعْنِيْ وَاحِدَةً وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْاِبِلُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْاَنْهَارُ اَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِيْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ الصَّدَقَةُ فِيْ كُلِّ عَامٍ. قَالَ زُهَيْرٌ اَحْسِبُهُ قَالَ مَرَّةً وَفِيْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْاِبِلِ اِبْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُوْنٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ اَوْ شَاتَانِ.

১৫৭২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। যুহাইর (র) বলেন, আমার ধারণামতে আবু ইসহাক তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আলী রা.) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সা) বলেছেন ঃ তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম (যাকাত) প্রদান করো এবং দু'শ' দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত (মাঝখানে) কোন যাকাত নেই। আর দু'শ' দিরহাম পূর্ণ হলে তাতে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। এরপর বর্ধিত হলে, উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী দিতে হবে। আর ছাগলের (যাকাত) প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি বকরী, যদি বকরীর সংখ্যা উনচল্লিশ হয়, তাতে তোমার উপর কিছুই ওয়াজিব নয়। এরপর বকরীর হিসাব ও যাকাত যুহরীর বর্ণনানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ গরুর (যাকাত) প্রতি ত্রিশের জন্য পূর্ণ এক বছর বয়সী একটি বাছুর এবং চল্লিশের জন্য পূর্ণ দুই বছরের একটি বাছুর দিতে হবে। তবে যেসব পশু কৃষিকাজে নিয়োজিত সেগুলোর যাকাত নেই।

উটের যাকাতের ব্যাপারেও যুহরী যেরূপ বর্ণনা করেছেন সেরূপই দিতে হবে। তিনি (সা) বলেছেন ঃ পঁচিশটি উটের জন্য পাঁচটি বকরী এবং একটিও বর্ধিত হলে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি বিনতে মাখাদ দিতে হবে। যদি বিনতে মাখাদ না থাকে, তবে একটি ইবনে (নর) লাবূন দিতে হবে। যদি এর থেকে একটি বর্ধিত হয় তখন পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি বিনতে লাবূন দিতে হবে। যদি এর থেকে একটিও বর্ধিত হয় তবে ষাট পর্যন্ত গর্ভধারণ করার উপযোগী একটি হিক্কাহ দিতে হবে। অতঃপর যুহরীর হাদীসের বর্ণনানুযায়ী বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি একটিও বর্ধিত হয় অর্থাৎ একানব্বই হয়, তা থেকে একশ' বিশ পর্যন্ত গর্ভধারণ করার উপযোগী দু'টি হিক্কাহ দিতে হবে। আর যদি উটের সংখ্যা এরও অধিক হয়, তখন প্রত্যক পঞ্চাশে একটি হিক্কাহ দিতে হবে। আর একত্রকে পৃথক করা এবং পৃথককে একত্র করা যাবে না, যাকাত দেয়ার আশংকায়। আর যাকাতে অতিবৃদ্ধ এবং খুঁত তথা দোষযুক্ত পশু গ্রহণ করা যাবে না এবং কোনো পাঁঠাও নেয়া যাবে না। তবে যদি আদায়কারী প্রয়োজনবোধে নিতে চায় তা নিতে পারে। শস্যের ক্ষেত্রে (যাকাত) যেসব ভূমি নদ-নদী অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর' (এক-দশমাংশ) দিতে হবে। আর যেসব ভূমিতে পানিসেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ (অর্ধ উশর)।

আসেম ও হারিসের হাদীসে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতি বছরই যাকাত দিতে হবে। যুহাইর বলেন, আমার ধারণা 'একবার' বলেছেন (অর্থাৎ প্রতি বছর একবার)। আসেমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি বিনতে মাখাদ ও ইবনে লাবূন না থাকে তখন দশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করতে হবে।

١٥٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمّٰى اٰخَرَ عَنْ أَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ اَوَّلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا

الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِىْ فِى الذَّهَبِ حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ اَعَلِىٌّ يَقُوْلُ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ اَوْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِىْ مَالٍ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ اِلاَّ اَنَّ جَرِيْرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيْدُ فِى الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِىْ مَالٍ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

১৫৭৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসের প্রারম্ভিক কিছু অংশ বর্ণনা করে পরে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমার নিকট দু'শ' দিরহাম হবে এবং এর উপর একটি পূর্ণ বছর অতিবাহিত হবে, তখন পাঁচ দিরহাম (যাকাত) দিতে হবে। স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশ দীনারের কমে যাকাত নেই। যখন বিশ দীনারে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হবে, তখন অর্ধ দীনার যাকাত দিতে হবে। এরপর যা বর্ধিত হবে তাতে উপরোক্ত হিসেবে যাকাত প্রদান করতে হবে। বর্ণনাকারী (আবু ইসহাক) বলেন, "তাতে উপরোক্ত হিসেবে যাকাত দিতে হবে" এটা কি আলী (রা)-এর কথা, নাকি তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন তা আমি অবগত নই। এবং পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সম্পদেই যাকাত দিতে হয় না। ইবনে ওয়াহব বলেন, তবে 'জারীর' তার হাদীসের বর্ণনায় বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক বছর অতিবাহিত না হলে কোনো সম্পদেই কোনো প্রকারের যাকাত নেই।

١٥٧٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِىْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ كَمَا قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى حَدِيْثَ النُّفَيْلِىِّ شُعْبَةُ

وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ لَمْ يَرْفَعُوْهُ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى عَلِىٍّ.

১৫৭৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ঘোড়া ও গোলামের (দাসের) যাকাত মাফ করেছি। অবশ্য রূপায় প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত প্রদান করতে হবে এবং একশ' নব্বই পর্যন্ত কিছুই নেই, যখন দু'শ' পূর্ণ হবে তখন পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। রাবীগণ নুফায়লী বর্ণিত হাদীসটি নবী (সা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেননি এবং আলী (রা)-র বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٥٧٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا بَهْزُ ابْنُ حَكِيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ كُلِّ سَائِمَةِ اِبِلٍ فِىْ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَلاَ يُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا. قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَاِنَّا اٰخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهٖ عَزْمَةٌ مِّنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لاٰلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

১৫৭৫। বাহ্য ইবনে হাকীম (রা) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল উটের চল্লিশটির জন্য একটি বিনতে লাবূন যাকাত দিতে হবে এবং একটি উটকেও (একত্র দল থেকে) বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। যে ব্যক্তি পুরস্কারের (সওয়াবের) উদ্দেশ্যে তা প্রদান করলো, ইবনুল 'আলা' বলেন, "যে সওয়াবের জন্য প্রদান করলো', সে (আল্লাহর নিকট) তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকৃতি জানালো, আমি তা উসূল করবোই এবং তার মালের অর্ধেক নেবো। কেননা এটাই আমাদের মহান পরাক্রমশালী প্রভুর হক বা অধিকার। মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিবার-পরিজনের জন্য এর থেকে সামান্য পরিমাণও নেই" (কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারভুক্ত সকলের জন্য যাকাত ইত্যাদি গ্রহণ হারাম)।

١٥٧٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ

مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِى مُحْتَلِمًا دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ.

১৫৭৬। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (দশম হিজরীতে) ইয়ামান দেশে (শাসক নিযুক্ত করে) পাঠান, তখন তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, গরুর (যাকাত) প্রতি ত্রিশটি থেকে একটি পূর্ণ এক বছর বয়সী এড়ে বাছুর অথবা বক্‌না বাছুর নিতে হবে এবং প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি পূর্ণ দুই বছর বয়সী বক্‌না বাছুর এবং প্রত্যেক (অমুসলিম) বালেগ যিম্মী থেকে এক দীনার অথবা এর সমমূল্যের 'মুয়া'ফির, কাপড়' যা ইয়ামান দেশে প্রস্তুত হয় আদায় করতে হবে।

١٥٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَالنُّفَيْلِىُّ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১৫৭৭। মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٧٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ وَلاَ ذَكَرَ يَعْنِى مُحْتَلِمًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَرِيْرٌ وَيَعْلَى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ. قَالَ يَعْلَى وَمَعْمَرٌ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ.

১৫৭৮। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইয়ামান দেশে পাঠান... এরপর পূর্বের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন, তবে 'কাপড়ের কথা' উল্লেখ করেননি 'যা ইয়ামান দেশে প্রস্তুত হতো'। আর প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

١٥٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سِرْتُ اَوْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ

سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ تَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلاَ تُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ تُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَكَانَ اِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِيْنَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُوْلُ اَدُّوْا صَدَقَاتِ اَمْوَالِكُمْ قَالَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اِلٰى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا صَالِحٍ مَا الْكُوْمَاءُ قَالَ عَظِيْمَةُ السَّنَامِ قَالَ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ اِبِلِيْ قَالَ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا قَالَ فَخَطَمَ لَهُ اُخْرٰى دُوْنَهَا فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا ثُمَّ خَطَمَ لَهُ اُخْرٰى دُوْنَهَا فَقَبِلَهَا وَقَالَ اِنِّيْ اٰخِذُهَا اَخَافُ اَنْ يَّجِدَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِيْ عَمَدْتَ اِلٰى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ اِبِلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ لاَ يُفَرَّقُ.

১৫৭৯। সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ভ্রমণ করেছি অথবা আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাকাত আদায়কারীর সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় (যাকাত সংক্রান্ত এ নির্দেশ ছিলো যে) দুগ্ধ প্রদানকারী পশু নেয়া যাবে না (কেননা হতে পারে ওটাই তার একমাত্র সম্বল)। বিচ্ছিন্নকে একত্র করা এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এরপর আদায়কারী পানির কূপের নিকট আসতেন, যখন তারা (লোকেরা) তাদের পশুপালকে পানি পান করানোর জন্য ওখানে নিয়ে আসতো। তিনি বলতেন, তোমরা তোমাদের মালের যাকাত আদায় করো'। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের এক ব্যক্তি একটি 'কূমাআবিশিষ্ট' উষ্ট্রী নিয়ে আসলো। আমি (হেলাল ইবনে খাব্বাব) বললাম, হে আবু সালেহ! কূমাআ কি? তিনি বললেন, উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট। বর্ণনাকারী বলেন, (আদায়কারী) তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। যাকাতদাতা বললো, আমি আকাঙ্ক্ষা করেছি যে, আপনি আমার সর্বোৎকৃষ্ট উটটি গ্রহণ করুন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি (আদায়কারী) তা গ্রহণ করলেন না এবং পরে সে ওটার চাইতে নিকৃষ্ট মানের একটি উটে লাগাম লাগিয়ে নিয়ে এলো কিন্তু তিনি এটাও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। পরে ওটার চাইতে আরো নিকৃষ্ট মানের একটি উট লাগাম ধরে আনলো এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, আমি তা গ্রহণ করতে এজন্য ভয় করছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে একথা না বলেন যে ঃ এ ব্যক্তি তার উটের উপর তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে, আর তুমি তার উত্তম মালটিই নিয়ে এসেছো! আবু দাউদ (র) বলেন, হুশাইম (র) হেলাল ইবনে খাব্বাব থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে لاَ تُفَرَّقُ-এর স্থলে لاَ يُفَرَّقُ বলেছেন।

١٥٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ (مُتَفَرِّقٍ) وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ رَاضِعَ لَبَنٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ لاَ تَجْمَعْ وَلاَ يُجْمَعْ حُكْمٌ.

১৫৮০। সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাকাত আদায়কারী আমাদের নিকট আসলে আমি তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করলাম। অতঃপর আমি তার নিকট যাকাত সম্পর্কিত যে নির্দেশনামা ছিলো তাতে এ বিষয়টি পড়েছি ঃ যাকাত আদায়ের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্র করা যাবে না এবং একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। অবশ্য 'দুগ্ধ দানকারী পশু' (যাকাত হিসাবে নেয়া যাবে না) একথা বর্ণনা করেননি।

١٥٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ الْحَسَنُ رَوْحٌ يَقُولُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ قَالَ فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ سِعْرُ بْنُ دَيْسَمَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ يَعْنِي لأُصَدِّقَكَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نُبَيِّنَ ضُرُوعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ إِنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ لِي إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقُلْتُ مَا عَلَيَّ فِيهَا فَقَالاَ شَاةٌ فَأَعْمَدْتُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ قَالاَ عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ فَأَعْمِدُ

اِلٰى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِىْ لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَجَعَلاَهَا مَعْهُمَا عَلٰى بَعِيْرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ اَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا قَالَ رَوْحٌ.

১৫৮১। মুসলিম ইবনে শো'বা (র) বলেন, নাফে' ইবনে আলকামা (র) আমার পিতাকে নিজ গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করেন এবং তাদের থেকে যাকাত উসূল করার নির্দেশ দেন। তিনি (মুসলিম) বলেন, আমার পিতা আমাকে তাদের এক গোষ্ঠীর নিকট পাঠালেন। অতঃপর আমি সি'র ইবনে দায়সাম নামীয় এক প্রবীণ বৃদ্ধের নিকট আসলাম। আমি বললাম, আমার পিতা আমাকে আপনার নিকট যাকাত উসূল করার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, হে ভাইপো! তুমি কিভাবে নিবে? আমি বললাম, আমরা বাছাই করবো, আমরা বকরীর বাঁট দেখে যাচাই করবো। তিনি বললেন, ভাইপো! আমি অবশ্যই তোমাকে একটি হাদীস (ঘটনা) বর্ণনা করবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আমি কোন এক উপত্যকায় আমার মেষপাল চরাচ্ছিলাম। এমন সময় একটি উটে (আরোহী) দু'জন লোক আমার নিকট আসলেন। তারা আমাকে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে আপনার মেষপালের যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট প্রেরিত হয়েছি। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমাকে কি দিতে হবে? তারা বলেন, বকরী। সুতরাং আমি এমন একটি বকরী দেয়ার মনস্থ করলাম, অন্যান্য বকরীর মধ্যে সেটার বিশেষ স্থান সম্পর্কে আমি অবগত। দুগ্ধে ওটার বাঁট ভরতি, খুব মোটাতাজা চর্বিওয়ালা। তা আমি বের করে তাদেরকে দিলাম। তারা বললেন, এটা তো জোড়াওয়ালা (বাচ্চাওয়ালা) বকরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জোড়াওয়ালা বকরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, তাহলে আপনারা কোন প্রকারের গ্রহণ করবেন? তারা বললেন, এক বছর অথবা দু'বছর বয়সী বকরী। তিনি বলেন, তখন আমি একটি 'মু'তাত্' বকরী প্রদান করবো স্থির করলাম। মু'তাত্ সে বকরীকে বলা হয়, যেটা এখনো কোনো বাচ্চা দেয়নি, তবে গর্ভধারণের উপযুক্ত হয়েছে। তা এনে তাদেরকে প্রদান করলাম। তারা বললেন, হাঁ, এটা আমরা গ্রহণ করতে পারি। অবশেষে তারা ওটাকে তাদের উটের পিঠে তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

١٥٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْنُسَ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ فِيْهِ الشَّافِعُ الَّتِىْ فِىْ بَطْنِهَا الْوَلَدُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَرَأْتُ فِىْ كِتَابِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ اٰلِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحِمْصِىِّ عَنْ

الزُّبَيْدِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ جَابِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ عَبَدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَاَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيْضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ وَلٰكِنْ مِّنْ وَسَطِ اَمْوَالِكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَسْئَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَاْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.

১৫৮২। যাকারিয়া ইবনে ইসহাক (র) থেকে তার সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'মুসলিম ইবনে শো'বা'। তাতে তিনি বলেন, 'শাফে' হলো, যে গবাদি পশুর জড়ায়ুতে বাচ্চা আছে।... গাদিরা কায়সের আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া আল-গাদিরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করেছে সে নিঃসন্দেহে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (এক) যে এক আল্লাহর বন্দেগী করেছ। (দুই) যে এ বিশ্বাস ও আকীদা রেখেছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। (তিন) যে স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ে, নিঃসঙ্কোচে প্রতি বছর তার মালের যাকাত প্রদান করেছে। বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট মাল যাকাত প্রদান করে না, বরং প্রদান করে মধ্যম মানের। কেননা আল্লাহ তোমাদের উৎকৃষ্ট মাল চান না এবং নিকৃষ্টটিও তোমাদেরকে দেয়ার আদেশ করেন না।

١٥٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِيْ مَالَهُ لَمْ اَجِدْ عَلَيْهِ فِيْهِ اِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ اَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا صَدَقَتُكَ فَقَالَ ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلٰكِنْ هٰذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيْمَةٌ سَمِيْنَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا اَنَا بِاٰخِذٍ مَالَمْ اُوْمَرْ بِهِ وَهٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيْبٌ فَاِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تَاْتِيَهُ فَتَعْرِضْ عَلَيْهِ مَا

عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ قَالَ فَإِنِّيْ فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِيْ عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَتَانِيْ رَسُوْلُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّيْ صَدَقَةَ مَالِيْ وَأَيْمُ اللّٰهِ مَا قَامَ فِيْ مَالِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ رَسُوْلُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِيْ فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذٰلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً عَظِيْمَةً فَتِيَّةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبٰى عَلَيَّ فَهَاهِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَخُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الَّذِيْ عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ أَجَرَكَ اللّٰهُ فِيْهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ قَالَ فَهَاهِيَ ذِهْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِيْ مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.

১৫৮৩। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। আমি এক ব্যক্তির নিকট গেলাম। তখন সে তার সমস্ত মাল (উট) একত্র করলো। তাতে আমি দেখলাম, তার উপর একটি বিনতে মাখাদ প্রযোজ্য। সুতরাং আমি তাকে বললাম, একটি বিনতে মাখাদ প্রদান করো। কেননা সেটাই তোমার দেয় যাকাত। সে বললো, এর মধ্যে দুগ্ধও নেই, আর এটা আরোহণ করার উপযোগীও নয় (এটা কোনো কাজের নয়), বরং এ উষ্ট্রী (অন্য আর একটি) যা যুবা বয়সী, বৃহৎকায়, মোটাতাজা, এটা গ্রহণ করুন। আমি বললাম, আমি এটা নিতে পারি না, এ প্রকারের জন্য আমি আদিষ্ট নই। আচ্ছা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার নিকটেই আছেন। যদি ভালো মনে করো তাঁর কাছে গিয়ে (কথাগুলো) অনুরূপভাবে পেশ করো যেরূপভাবে আমাকে বলেছো এবং তাই করো। যদি তিনি এটা গ্রহণ করেন আমিও নেবো, আর যদি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন, আমিও প্রত্যাখ্যান করবো। সে বললো, আমি তাই করবো। অতঃপর সে আমাকেসহ উক্ত উষ্ট্রীটি নিয়ে বের হলো যেটা আমাকে দিয়েছিল। শেষ নাগাদ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হলাম। লোকটি তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতিনিধি আমার নিকট এসেছে, আমার মালের (উটের) যাকাত নেয়ার উদ্দেশ্যে। আল্লাহর শপথ! এর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কিংবা তাঁর প্রতিনিধি কখনো আমার মালের যাকাত নিতে

আসেননি। (এখন) আমি আমার সমস্ত মাল (উট) তাঁর সম্মুখে একত্র করেছি। কিন্তু তিনি বলেন, আমার মালের উপর নাকি একটি বিনতে মাখাদ প্রযোজ্য। অথচ এর মধ্যে দুগ্ধও নেই বা তা আরোহণ করার উপযোগীও নয়। বরং আমি এমন একটি উষ্ট্রী পেশ করেছি, যা বৃহৎকায় এবং মোটাতাজা যুবা বয়সী। কিন্তু তিনি এটা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। আর সেটি এটাই, আমি আপনার নিকট নিয়ে এসেছি। হে আল্লাহর রাসূল! (অনুগ্রহপূর্বক) এটা গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ সে (আদায়কারী) যা বলেছে সেটাই তোমার দেয়। তবে যদি তুমি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত প্রদান করো, আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন এবং আমরাও তা তোমার থেকে গ্রহণ করলাম। সে বললো, এটাই সেটা, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট নিয়ে এসেছি, গ্রহণ করুন। তিনি (উবাই ইবনে কা'ব) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) তা গ্রহণ করার জন্য আদেশ দিলেন এবং তার ও তার মালের জন্য কল্যাণময় দু'আ করলেন।

١٥٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ الْمَكِّىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ.

১৫৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো যারা কিতাবধারী (ইয়াহূদী ও খৃষ্টান)। তুমি (সর্বপ্রথম) তাদেরকে এই সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রত্যহ দিন-রাতে পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর তাদের মালের যাকাত প্রদান ফরয করেছেন– যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে সংগৃহীত হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা

তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের ভালো ভালো সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থেকো। আর মযলুমের অভিশাপকে ভয় করো। কেননা তার দু'আ ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো আড়াল নেই।

١٥٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُعْتَدِىْ فِى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

১৫৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকাত সংগ্রহে সীমালংঘনকারী (আদায়কারী) সেই ব্যক্তির ন্যায় যে যাকাত দানে অস্বীকৃতি জানায়।

بَابُ رِضَاءِ الْمُصَدِّقِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ যাকাত আদায়কারীর সন্তুষ্টি অর্জন করা

١٥٨٦- حَدَّثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ حَفْصٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِىْ سَدُوْسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَمَا كَانَ اِسْمُهُ بَشِيْرًا وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ بَشِيْرًا قَالَ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا فَقَالَ لاَ.

১৫৮৬। বাশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে উবায়দ তার বর্ণনায় বলেন, মূলত তার নাম বাশীর ছিলো না, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তার নাম বাশীর রেখেছেন। তিনি বলেন, আমরা বললাম, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেন (যা ফরয তার অধিক নিয়ে যান)। সুতরাং তারা যে পরিমাণ আমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেন সে পরিমাণ মাল কি আমরা গোপন করতে পারি? তিনি বলেন ঃ না।

١٥٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ.

১৫৮৭। উল্লেখিত হাদীসটির ভাবার্থ একই সনদে আইউব (র) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে একথাটি আছে যে, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যাকাত আদায়কারীগণ সীমালঙ্ঘন করে। আবু দাউদ বলেন, আবদুর রায্‌যাক (র) মা'মার থেকে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِى الْغُصْنِ عَنْ صَخْرِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَاْتِيْكُمْ رُكَيْبٌ مُبَغَّضُوْنَ فَاِذَا جَاؤُكُمْ فَرَحِّبُوْا بِهِمْ وَخَلُّوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُوْنَ فَاِنْ عَدَلُوْا فَلِاَنْفُسِهِمْ وَاِنْ ظَلَمُوْا فَعَلَيْهَا وَاَرْضُوْهُمْ فَاِنَّ تَمَامَ زَكٰوتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوْا لَكُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ.

১৫৮৮। আবদুর রহমান ইবনে জাবের ইবনে আতীক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অচিরেই অপছন্দনীয় (যাকাত আদায়কারী) দল তোমাদের নিকট আসবে এবং যখন তারা আসবে তখন তোমরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাও এবং তারা যা (নিতে) চায়, তাদের মাঝে তা উন্মুক্ত করে দাও (বাধা সৃষ্টি করো না)। যদি তারা ন্যায়নীতি অনুসরণ করে তাহলে তা তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তারা যুলুম করে তবে সেটার পাপ বর্তাবে তাদেরই উপর। আর তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট করো, কেননা তোমাদের যাকাতের পরিপূর্ণতা তাদের সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত। আর তাদের উচিত তারা যেন তোমাদের জন্য দু'আ করে।

١٥٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهٰذَا حَدِيْثُ اَبِىْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِىُّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ يَعْنِىْ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اِنَّ نَاسًا مِّنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَاْتُوْنَا فَيَظْلِمُوْنَا قَالَ فَقَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ ظَلَمُوْنَا قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ زَادَ عُثْمَانُ وَاِنْ

ظُلِمْتُمْ. وَقَالَ أَبُوْ كَامِلٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ جَرِيْرٌ مَا صَدَرَ عَنِّيْ مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَاسَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ وَهُوَ عَنِّيْ رَاضٍ.

১৫৮৯। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক'জন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের নিকট আসে এবং আমাদের উপর যুল্‌ম করে। রাবী বলেন, তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের যাকাত আদায়কারীদেরকে তোমরা সন্তুষ্ট রাখো। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও তারা আমাদের উপর যুল্‌ম করে তবুও? তিনি বললেন ঃ তোমাদের যাকাত আদায়কারীদেরকে সন্তুষ্ট করো। উসমান (তার বর্ণনায়) বর্ধিত করেছেন, 'যদিও তোমাদের প্রতি যুল্‌ম করা হয় তবুও। আবু কামিল তার হাদীসে বর্ণনা করেন, জারীর (রা) বলেছেন, যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একথা শুনেছি, তখন থেকে কোনো যাকাত আদায়কারী আমার উপর সন্তুষ্ট না হয়ে প্রত্যাবর্তন করেননি।

بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ যাকাত প্রদানকারীর জন্য আদায়কারীর দু'আ করা

١٥٩٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ وَأَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى قَالَ كَانَ أَبِيْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلاَنٍ قَالَ فَأَتَاهُ أَبِيْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ أَبِيْ أَوْفٰى.

১৫৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা 'বৃক্ষতলায় বাইয়াতে' (রিদওয়ানে) অংশগ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন কোনো সম্প্রদায় তাদের সাদাকা (যাকাত) নিয়ে আসতো তখন তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ! অমুক পরিবারের উপর কল্যাণ বর্ষণ করো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমার পিতা তার সাদাকা নিয়ে তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবারের উপর রহমত বর্ষণ করো।

টীকা ঃ হিজরী ৬ষ্ঠ সালে হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত মুসলমানদের থেকে বৃক্ষতলায় একটি বাইয়াত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করেন, ইতিহাসে এই বাইয়াত গ্রহণকারীগণ "আসহাবুশ শাজারাহ" ও অন্যান্য নামে পরিচিত (অনু.)।

بَابُ تَفْسِيْرِ اَسْنَانِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ উটের বয়সের ব্যাখ্যা

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ وَاَبِيْ حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابِ اَبِيْ عُبَيْدٍ وَرُبَّمَا ذَكَرَ اَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوْا يُسَمَّى الْحُوَارُ ثُمَّ الْفَصِيْلُ اِذَا فَصَلَ ثُمَّ تَكُوْنُ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ اِلٰى تَمَامِ سَنَتَيْنِ فَاِذَا دَخَلَتْ فِى الثَّالِيَةِ فَهِيَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ فَاِذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلاَثُ سِنِيْنَ فَهُوَ حِقٌّ وَحِقَّةٌ اِلٰى تَمَامِ اَرْبَعِ سِنِيْنَ لِاَنَّهَا اِسْتَحَقَّتْ اَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهِيَ تَلْقَحُ وَلاَ يَلْقَحُ الذَّكَرُ حَتّٰى يُثْنِيْ وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ لِاَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا اِلٰى تَمَامِ اَرْبَعِ سِنِيْنَ فَاِذَا طَعَنَتْ فِى الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتّٰى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِيْنَ فَاِذَا دَخَلَتْ فِى السَّادِسَةِ وَاَلْقٰى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ ثَنِيٌّ حَتّٰى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا فَاِذَا طَعَنَ فِى السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا وَالْاُنْثٰى رَبَاعِيَةٌ اِلٰى تَمَامِ السَّابِعَةِ فَاِذَا دَخَلَ فِى الثَّامِنَةِ وَاَلْقَى السِّنَّ السَّدِيْسَ الَّذِيْ بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيْسٌ وَسَدِيْسٌ اِلٰى تَمَامِ الثَّامِنَةِ فَاِذَا دَخَلَ فِى التِّسْعِ طَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ اَيْ بَزَلَ نَابُهُ يَعْنِيْ طَلَعَ حَتّٰى يَدْخُلَ فِى الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اِسْمٌ وَلٰكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلاَثَةِ اَعْوَامٍ اِلٰى خَمْسِ سِنِيْنَ وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ. قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ وَالْجَذُوْعَةُ وَقْتٌ مِّنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ وَفُصُوْلُ الْاَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوْعِ سُهَيْلٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَنْشَدَنَا الرِّيَاشِيُّ شِعْرًا.

اِذَا سُهَيْلٌ اَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعْ + فَابْنُ اللَّبُوْنِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعْ

لَمْ يَبْقَ مِنْ اَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ.

وَالْهُبَعُ الَّذِيْ يُوْلَدُ فِيْ غَيْرِ حِيْنِهِ.

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আর-রিয়াশী ও আবু হাতিম প্রমুখের নিকট শুনেছি এবং নাদর ইবনে শুমাইলের গ্রন্থ ও আবু উবাইদের গ্রন্থের মধ্যে দেখেছি। তাদের একজন বা অপরজন কর্তৃক আলোচ্য বিবরণের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেছেন, গর্ভস্থ ভ্রূণের নাম 'আল-হুয়ার'। সদ্য প্রসূত বাচ্চার নাম 'আল-ফাছিল'। এক বছর থেকে দু'বছরে পদার্পণকারী 'বিনতে মাখাদ'। তৃতীয় বছরে প্রবেশ করলে 'ইবনাতু লাবূন'। তিন বছর থেকে চতুর্থ বছর পূর্ণ হলে 'হিক্কাহ'। কেননা তখন সেটা আরোহণ এবং প্রজননের উপযোগী হয়। বস্তুত পুরুষ উট ছয় বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বালেগ হয় না। 'হিক্কাহ'-কে এ কারণেই 'তরুকাতুল ফাহ্ল' বলা হয় যে, পুরুষ উট তাকে পাল দেয়। চতুর্থ বছর সমাপ্ত হলে পঞ্চম বছরে প্রবেশ করলে 'জাযায়াহ'। আর যখন ষষ্ঠ বছরে প্রবেশ করে এবং সম্মুখের দু'টি দাঁত পড়ে যায় তখন তাহা 'সানি' এবং এ নাম ষষ্ঠ বছর পূর্ণ হওয়া নাগাদ বহাল থাকে। আর যখন সপ্তম বছরে প্রবেশ করে, তখন উট 'রুবায়ী' এবং উষ্ট্রী 'রুবায়ীয়াহ', সপ্তম বছর শেষ হওয়া নাগাদ এ নাম থাকে। যখন অষ্টম বছরে প্রবেশ করে এবং রুবায়ীয়াহ দাঁতের পর ষষ্ঠ দাঁত পড়ে যায় তখন সেটা 'সাদীস' ও 'সাদাস্'। অষ্টম বছর সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ নাম থাকে। আর যখন নবম বছরে প্রবেশ করে এবং পাশের ধারালো দাঁত প্রকাশ হয় তখন 'বাযিল'। এ দাঁত প্রকাশ হয় বিধায় তাকে 'বাযিল' বলা হয়। অবশেষে যখন দশম বছরে প্রবেশ করে তখন 'মাখলাফ'। এরপর তার আর কোনো নাম নেই। তবে (এরপর) বলা হয় এক বর্ষীয়া 'বাযিল', দুই বর্ষীয়া 'বাযিল' এবং এক বর্ষীয়া 'মাখলাফ', দুই বর্ষীয়া মাখলাফ এবং তিন বর্ষীয়া 'মাখলাফ', অনুরূপভাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত। মূলত খুলফাহ হলো গর্ভধারী উষ্ট্রী। আবু হাতেম (র) বলেন, 'আল-জায়্'আহ' শব্দ একটি সময়-কালকে বুঝায়, এর অর্থ দাঁত নয়। উটের বয়সের মেয়াদের তারতম্য ঘটতে থাকে অগস্ত্য তারকার (সুহায়েল) উদয়ের সাথে সাথে। আবু দাউদ বলেন, কবি আর-রিয়াশী আমাদের কাছে কয়েক ছত্র কবিতার মাধ্যমে তা ব্যক্ত করেছেন ঃ "রাতের প্রথম প্রহরে যখন অগস্ত্য তারকা উদিত হয় তখন ইবনে লাবূন হয় হিক্কা এবং হিক্কা হয় জাযাআহ্। এরপর 'হুবা' ব্যতীত আর উটের বয়স গণনা করা হয় না। অগস্ত্য তারকার উদয়ের আগে জন্মগ্রহণকারী উটকে বলা হয় হুবা।

بَابُ اَيْنَ تَصَدَّقَ الْاَمْوَالَ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ যে স্থানে মালের যাকাত প্রদান করবে

١٥١٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلاَّ فِىْ دُوْرِهِمْ.

১৫৯১। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে

বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দূরে অবস্থান করে যাকাত আদায় করা যাবে না এবং যাকাতযোগ্য মালও দূরে সরিয়ে নেয়া যাবে না। যাকাতদাতাদের বসতি থেকেই তা আদায় করতে হবে।

١٥٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ فِيْ قَوْلِهِ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ قَالَ اَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِيْ مَوَاضِعِهَا وَلاَ تُجْلَبُ اِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِهِ هٰذِهِ الْفَرِيْضَةِ اَيْضًا لاَ يُجْنَبُ اَصْحَابُهَا يَقُوْلُ وَلاَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِاَقْصٰى مَوَاضِعِ اَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ تُؤْخَذُ فِيْ مَوْضِعِهِ.

১৫৯২। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, (যাকাতযোগ্য) চতুষ্পদ জন্তুর সাদাকা (যাকাত) তার (অবস্থান) স্থানেই নিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তা আদায়কারীর নিকট টেনে নিতে বাধ্য করা যাবে না এবং جَنَبَ-ও প্রায় অনুরূপ। (অর্থাৎ) মালের অধিকারী তা (আদায়কারীর নিকট) হাঁকিয়ে নিতে পারবে না। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক) বলেন, ব্যক্তি (আদায়কারী) মালের নিকট থেকে বহু দূরে এক প্রান্তে অবস্থান করো মালিকদেরকে সেখানে মাল নিয়ে যাবার জন্য বাধ্য করা যাবে না, বরং মালের স্থানেই (যাকাত) নেয়া হবে।

بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ কোন ব্যক্তির তার প্রদত্ত যাকাতের মাল পুনরায় খরীদ করা

١٥٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ تَبْتَاعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ.

১৫৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জিহাদের উদ্দেশ্যে জনৈক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া দান করেছিলেন। পরে তিনি দেখলেন, উক্ত ঘোড়াটি বিক্রি হচ্ছে। তাই তিনি সেটা খরীদ করার ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন ঃ তুমি তা খরীদ করো না এবং তোমার সাদাকা তুমি ফিরিয়ে নিও না।

টীকা ঃ কতক আলেমের মতে যাকাত প্রদানকারীর তার দেয়া যাকাত খরীদ করা হারাম। কিন্তু অধিক সংখ্যক আলেমের মতে এটা "মাকরূহ তানযীহ" (অনু.)।

بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيْقِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ দাস-দাসীর যাকাত

١٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِى الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ زَكٰوةٌ الاَّ زَكٰوةَ الْفِطْرِ فِى الرَّقِيْقِ.

১৫৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়া ও দাস-দাসীতে কোন যাকাত নেই। কিন্তু দাস-দাসীর পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর (ফিতরা) দিতে হবে।

١٥٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهِ وَلاَ فِىْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

১৫৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানদের উপর তার দাস-দাসী ও তার ঘোড়ার কোনো যাকাত নেই।

بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ ফসলের যাকাত

١٥٩٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْاَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِىِّ اَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

১৫৮৬। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা এমন ভূমি যা স্বাভাবিকভাবে তলদেশ থেকে আপনা

আপনিই পানি সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর' (উৎপাদনের এক-দশমাংশ) দেয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি উষ্ট্রী অথবা বালতি বা কোনরূপ সেচ যন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চন করা হয়, তাতে 'উশরের অর্ধেক' অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে (এটাই ফসলের যাকাত)।

١٥٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِيْ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

১৫৯৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ভূমি নদ-নদী ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে (ফসলের) এক-দশমাংশ দেয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি উষ্ট্রী দ্বারা (বা অন্যভাবে) সেচ করা হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ।

١٥٩٨- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ وَحُسَيْنُ بْنُ الْاَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ قَالاَ قَالَ وَكِيْعٌ الْبَعْلُ اَلْكَبُوْسُ الَّذِيْ يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ. قَالَ ابْنُ الْاَسْوَدِ وَقَالَ يَحْيٰى يَعْنِي ابْنَ اٰدَمَ سَاَلْتُ اَبَا اَيَاسٍ الْاَسَدِيَّ عَنِ الْبَعْلِ فَقَالَ الَّذِيْ يُسْقٰى بِمَاءِ السَّمَاءِ. وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْبَعْلُ مَاءُ الْمَطَرِ.

১৫৯৮। ওয়াকী' (র) বলেন, 'কাবূস'কেই 'বা'ল ভূমি' বলা হয়। বৃষ্টির পানির দ্বারা যে ভূমিতে ফসল জন্মায়, সেটাই 'কাবূস'। ইবনুল আসওয়াদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আদাম (র) বলেছেন, আমি আবু ইয়াস আল-আসাদীকে 'বা'ল' (ভূমি) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেছেন, যে ভূমি বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় (সেটাই)।

١٥٩٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي بْنَ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ شَبَّرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شِبْرًا وَرَاَيْتُ اُتْرُجَّةً عَلٰى بَعِيْرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلٰى مِثْلِ عِدْلَيْنِ.

১৫৯৯। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়ামানে (শাসক নিযুক্ত করে) পাঠালেন এবং বললেন ঃ (যাকাত বাবদ) ফসল থেকে ফস্‌ল, মেষপাল থেকে বকরী (ছাগী), উটপাল থেকে উষ্ট্রী, গরুর পাল থেকে গাভী গ্রহণ করো। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি মিসরের একটি শসা মেপে তের বিঘত লম্বা পেয়েছি এবং একটি তরমুজ অথবা লেবু একটি উষ্ট্রীর উপর দ্বিখণ্ডিতাবস্থায় দেখেছি, যা খণ্ড করার পর দু'দিকের দু'ভাগ বরাবর সমান ভারী হয়েছে। (যাকাত প্রদানের ফলেই আল্লাহ এ বরকত দান করেছেন)।

بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ মধুর যাকাত

١٦٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلاَلٌ اَحَدُ بَنِىْ مُتْعَانَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُوْرِ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ اَنْ يَّحْمِى لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمٰى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ الْوَادِىَ فَلَمَّا وُلِّىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ اِنْ اَدّٰى اِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّىْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُوْرِ نَحْلِهِ فَاَحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَاِلاَّ فَاِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَاْكُلُهُ مَنْ يَّشَاءُ.

১৬০০। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণিত। হেলাল নামে মুত্‌য়ান গোত্রীয় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার মধুর 'উশর' (এক-দশমাংশ) নিয়ে আসলেন এবং তার নিকট 'সালাবাহ্' নামক একটি সমতলভূমি বন্দোবস্ত চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উক্ত ভূমিটি বন্দোবস্ত দিলেন। পরে যখন উমার (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন, সুফিয়ান ইবনে ওয়াহব (তথাকার শাসক) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উক্ত ভূমি সম্পর্কে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন। জবাবে উমার (রা) তাকে লিখলেন যে, তিনি (হেলাল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার মধুর 'উশর' যা প্রদান করতেন, যদি তিনি তা তোমাকে প্রদান করেন তবে 'সালাবা' ওয়াদী (সমভূমি) তার বন্দোবস্তেই থাকতে দাও। অন্যথায় (যদি সে তা প্রদান না করে) প্রকৃতপক্ষে ওটা (মৌমাছি) হচ্ছে বৃষ্টির কীট (ওরা যা কিছু সংগৃহীত করে) যার ইচ্ছা সে খেতে পারে।

١٦٠١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ وَنَسَبَهُ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِّنْ فَهْمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىُّ قَالَ وَكَانَ يَحْمِى لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَاَدُّوْا اِلَيْهِ مَا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمٰى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ.

১৬০১। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। 'শাবাবাহ' হচ্ছে 'ফাহ্‌ম' নামক প্রকাণ্ড গোত্রের মাঝে একটি ক্ষুদ্র গোত্র। রাবী পূর্বের হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনুল হারিছ) বলেন, (মধুর যাকাত) দশ মশকে (পাত্রের) এক মশক ওয়াজিব (তায়েফের শাসক ছিলেন সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফী, সুফিয়ান ইবনে ওয়াহব নন, যা পেছনের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে)। তিনি (আবদুর রহমান) বলেন, তাদেরকে (শাবাবাহ গোত্রীয়দেরকে) দু'টি সমভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিল। (আবদুর রহমান) এ কথাটিও বলেছেন যে, (খলীফা উমার রা. তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,) তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মধুর যাকাত) যা প্রদান করতো, তার নিকটও যেন তা প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে দু'টি ওয়াদীই বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।

١٦٠٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ بَطْنًا مِّنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ وَادِيَيْنِ لَهُمْ.

১৬০২। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। (শাবাবাহ) ফাহ্‌ম গোত্রের মাঝে একটি ক্ষুদ্র গোত্র (এবং হাদীসের বর্ণনা) মুগীরার হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন, (মধুর যাকাত) দশ পাত্রে এক পাত্রই ওয়াজিব এবং তিনি এ কথাও বলেন যে, তাদেরকে দু'টি সমভূমি দেয়া হয়েছিল।

بَابُ فِىْ خَرْصِ الْعِنَبِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ অনুমানে আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ

١٦٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ السَّرِىِّ النَّاقِطُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ اَسِيْدٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَنْ يُّخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا.

১৬০৩। আত্তাব ইবনে আসীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন খেজুরের পরিমাণ যেভাবে অনুমান করে নির্ধারণ করা হয়, ঠিক সেভাবে আঙ্গুরের পরিমাণও অনুমান করে নির্ধারণ করা হবে এবং আঙ্গুরের যাকাত নেয়া হবে কিশমিশ দ্বারা, যেমন খেজুরের যাকাত নেয়া হয় খুরমা দ্বারা।

١٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَعِيْدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا.

১৬০৪। ইবনে শিহাব (র) থেকে পূর্বে বর্ণিত সনদে এ হাদীসটি অর্থ ও ভাব বর্ণিত হয়েছে (অবশ্য শাব্দিক পার্থক্য আছে)।

بَابٌ فِى الْخَرْصِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ অনুমান করার নিয়ম-পদ্ধতি

١٦٠٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ اَبِى حَثْمَةَ اِلٰى مَجْلِسِنَا قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَاِنْ لَّمْ تَدَعُوْا اَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ.

১৬০৫। আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে আবূ হাসমা (রা) আমাদের মজলিসে আসলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ যখন তোমরা অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করবে, তখন তা থেকে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দাও। যদি তোমরা এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিতে অসম্মত হও তাহলে এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দাও। আবূ দাউদ (র) বলেন, অনুমানকারী উৎপাদন খরচের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে দিবে।

টীকা ঃ একদল আলেমের মতে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বাদ দিবে ওশর থেকে এবং অপর দলের মতে মোট উৎপাদিত শস্য থেকে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে অনুমান করা ও বাদ দেয়ার প্রয়োজন নাই। (শস্য) সংগৃহীত হলে পর বাটখারায় ওজন দিয়ে ওশর ধার্য করা হবে। উপরোক্ত ব্যবস্থা ছিল সুদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার (সম্পাদক)।

بَابُ مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ কখন খেজুর অনুমান করা হবে?

١٦٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ اِلٰى يَهُوْدٍ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبْلَ اَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ.

১৬০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খায়বারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে (তথাকার) ইহূদীদের নিকট পাঠালেন। তিনি খেজুরের পরিমাণ অনুমানে নির্ধারণ করেছেন যখন তা পুষ্ট হয়েছে, তবে তখনও তা খাওয়ার উপযোগী হয়নি।

بَابُ مَا لاَ يَجُوْزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ কিরূপ ফল যাকাত বাবদ দেয়া জায়েয নেই

١٦٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُوْرِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ اَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَسْنَدَهُ اَيْضًا اَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

১৬০৭। আবু উমামা ইবনে সাহল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জু'রূর ও হুবাইক বর্ণের খেজুর যাকাত বাবদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) বলেন, এগুলো হচ্ছে মদীনার খেজুরের দু'টি বিশেষ বর্ণ।

টীকা ঃ জু'রূর সবচেয়ে নিকৃষ্ট খেজুরের বর্ণ। আর হুবাইক নামে জনৈক ব্যক্তির গায়ের বর্ণ ও নিকৃষ্ট এক প্রকারের খেজুরের বর্ণ একই ধরনের। সুতরাং এ বর্ণকে সেই ব্যক্তির দিকে সংযুক্ত করা হয়েছে (অনু.)।

١٦٠٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِي الْقَطَّانَ

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ بْنُ اَبِيْ عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهٖ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِّنَّا قَنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِيْ ذٰلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْهَا وَقَالَ اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৬০৮। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। আমাদের এক ব্যক্তি নিকৃষ্ট মানের এক ছড়া খেজুর মসজিদে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি লাঠির দ্বারা উক্ত ছড়াটিতে আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ যদি এ সাদাকার মালিক ইচ্ছা করতো, তাহলে এর চাইতে আরো উত্তমটি সাদাকা করতে পারতো। তিনি আরো বললেন ঃ এ সাদাকা প্রদানকারী কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট ফল খাবে।

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ যাকাতুল ফিতর (ফিতরা)

١٦٠٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَزِيْدَ الْخَوْلاَنِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِيْ عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَحْمُوْدٌ الصَّدَفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنَ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ.

১৬০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীল বাক্য ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে পবিত্র করতে এবং দুস্থদের কিছু খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে রোযার যাকাত প্রদান করাটা আবশ্যকীয় করেছেন। যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে তা আদায় করে সেটা গৃহীত সাদাকায় পরিগণিত হয়। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে প্রদান করে, তা অন্যান্য সাদাকাসমূহ থেকে একটি সাদকাই মাত্র।

টীকা ঃ হানাফীদের মতে সাদাকায়ে ফিতর ওয়াজিব, ফরয নয়। কেননা এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর ঈদের নামাযের পূর্বে 'সাদাকায়ে ফিতর' আদায় করা 'মুসতাহাব', তবে পরে দিলেও তা আদায় হবে (অনু.)।

بَابُ مَتَى تُؤَدَّى

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ (ফিতরা) কখন প্রদান করবে?

١٦١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ.

১৬১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'সাদাকায়ে ফিতর' লোকজনের নামাযে (ঈদগাহে) গমনের পূর্বেই প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন। নাফে' (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) ঈদের একদিন, দু'দিন পূর্বেই তা (ফিতরা) আদায় করে দিতেন।

بَابُ كَمْ تُؤَدَّى فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ সাদাকায়ে ফিতর কি পরিমাণ দিতে হয়?

١٦١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَرَأْهُ عَلَىَّ مَالِكٌ اَيْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيْهِ فِيْمَا قَرَأْهُ عَلَىَّ مَالِكٌ زَكٰوةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

১৬১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকায়ে ফিতর ফরয করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (র) তার বর্ণনায় বলেন, ইমাম মালেক (র) তাকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। তাতে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক স্বাধীন কিংবা গোলাম (দাস), পুরুষ কিংবা নারী, মুসলমানের উপর মাথাপিছু রমযানের ফিতরা এক সা' খেজুর বা যব ওয়াজিব।

١٦١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنٰى مَالِكٍ زَادَ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَاَمَرَهَا اَنْ تُؤَدَّى

قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ الْعُمَرِىُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. وَرَوَاهُ الْجُمَحِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَشْهُوْرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ لَيْسَ فِيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

১৬১২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতরা এক সা' ফরয করেছেন। অতঃপর মালেকের (পূর্ব বর্ণিত) হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন এবং এ কথাটি বর্ধিত করেছেন ঃ ছোট ও বড় (এদের পক্ষ থেকেও আদায় করতে হবে)। তিনি এটাও আদেশ করেছেন যে, লোকদের (ঈদের) নামাযে যাবার পূর্বেই যেন তা আদায় করা হয়। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি আবদুল্লাহ আল-উমারী (র) নাফে' (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর'। আল-জুমাহী উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন, সেখানে বলছেন, 'মুসলমানদের পক্ষ থেকে'। কিন্তু উবায়দুল্লাহ থেকে প্রসিদ্ধ (বর্ণনা) যে, তন্মধ্যে 'মুসলমানদের পক্ষ থেকে' এ কথাটির উল্লেখ নেই।

١٦١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ زَادَ مُوْسٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ فِيْهِ اَيُّوْبُ وَعَبْدُ اللّٰهِ الْعُمَرِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى اَيْضًا.

১৬১৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন ও গোলাম, বয়সে ছোট ও বড় (সকলের উপর) সাদাকায়ে ফিতর এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর প্রদান ফরয করেছেন। মূসা (বর্ণনাকারী), "পুরুষ ও নারী" এ কথাটি বর্ধিত করেছেন। আবু দাউদ বলেন, আইউব ও আবদুল্লাহ আল-উমারী তাদের হাদীসের মধ্যে নাফে' থেকে "পুরুষ এবং নারীও" বর্ণনা করেছেন।

١٦١٤- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ

اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُوْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ سُلْتٍ اَوْ زَبِيْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِّنْ تِلْكَ الْاَشْيَاءِ.

১৬১৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকেরা (মাথাপিছু) এক সা' যব অথবা খেজুর অথবা খোসাবিহীন গম অথবা কিসমিস সাদাকায়ে ফিতর আদায় করতো। নাফে' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, যখন উমার (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন এবং গমও পর্যাপ্ত পরিমাণে (উৎপাদিত) হলো, তখন উমার (রা) ঐ সমস্ত বস্তুর এক সা'-এর স্থলে গম অর্ধ সা' নির্ধারণ করে দিলেন।

١٦١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَاَعْوَزَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ التَّمْرَ عَامًا فَاَعْطَى الشَّعِيْرَ.

১৬১৫। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, (উমার রা.-এর নির্ধারণের) পরে লোকেরা (মাথাপিছু) অর্ধ সা' গম দিতে থাকে। নাফে' (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) নিজে খেজুর (দ্বারা ফিতরা) দিতেন। পরে একবার মদীনাবাসীর উপর খেজুরের আকাল দেখা দিলে, তিনি যব প্রদান করেন।

টীকা ঃ গম বা আটা ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ফিতরা হিসাবে মাথাপিছু এক সা' (তিন সের নয় ছটাক) প্রদান করতে হবে। গম বা আটার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুই ধরনের হাদীসই বিদ্যমান– মাথাপিছু এক সা' অথবা অর্ধ সা' (এক সের সাড়ে বারো ছটাক, ২০নং অনুচ্ছেদের হাদীসও দেখুন)। সুফিয়ান সাওরী (র) অর্ধ সা'-এর পক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। অর্ধ সা' গমের প্রচলন আমীর মুআবিয়া (রা) করেছেন বলে অপপ্রচার চালানো হয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে আবু বাক্র, উমার, উছমান ও আলী (রা)-র খেলাফতকালে অর্ধ সা' গম প্রদান জনপ্রিয়তা লাভ করে। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবমতে গমও এক সা' দিতে হবে (সম্পাদক)।

١٦١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ اِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ

شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتّٰى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ اَنْ قَالَ اِنِّىْ اَرٰى اَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ. فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَمَّا اَنَا فَلاَ اَزَالُ اُخْرِجُهُ اَبَدًا مَا عِشْتُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيْهِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ اَوْ صَاعًا مِّنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ.

১৬১৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যতদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ছিলেন, আমরা প্রত্যেক ছোট ও বড়, স্বাধীন কিংবা ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে (মাথাপিছু) এক সা' খাবার (গম) অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিসমিস ফিতরা বাবদ প্রদান করতাম এবং আমরা সবসময় এ নিয়মেই দিয়ে আসছিলাম। অবশেষে মুয়াবিয়া (রা) হজ্জ অথবা উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে আগমন করলেন। তিনি মিম্বারের উপর (উপবিষ্ট হয়ে) জনগণের সামনে বক্তৃতা দিলেন। তিনি তার আলোচনায় লোকদেরকে বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দুই মুদ্দ গম এক সা' খেজুরের সমান। ফলে লোকেরা এটাকেই গ্রহণ করলো। আবু সাঈদ (রা) বলেন, কিন্তু আমি যত দিন বেঁচে থাকি সর্বদা সেটাই (এক সা'-ই) প্রদান করবো। আবু দাউদ (র) বলেন... ইয়াদ, আবু সাঈদ (রা) থেকে এ হাদীসটির ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে জনৈক ব্যক্তি ইবনে উলাইয়্যা থেকে "অথবা এক সা' গম" এ বাক্যটি বর্ণনা করেছেন। এটা সংরক্ষিত নয়।

١٦١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الثَّوْرِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ وَهُوَ وَهْمٌ مِّنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ اَوْمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ.

১৬১৭। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মুসাদ্দাদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইসমাঈল থেকে। কিন্তু সে বর্ণনার মধ্যে গমের কথাটি উল্লেখ নেই।... এবং মুয়াবিয়া ইবনে হিশাম এ হাদীসে,.. আবু সাঈদ (রা) থেকে আধা সা' গমের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা মুয়াবিয়া ইবনে হিশাম অথবা তার থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন তার ভ্রম হয়েছে।

টীকা ঃ আমাদের দেশীয় ওজনে এক সা‘ সমান তিন সের নয় ছটাক। দুই মুদ্দ হলো এক সা'র অর্ধেক। অর্থাৎ এক সের সাড়ে বারো ছটাক (অনু.)।

١٦١٨- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ سَمِعَ عِيَاضًا قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ لاَ اُخْرِجُ اَبَدًا اِلاَّ صَاعًا اِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ اَقِطٍ اَوْ زَبِيْبٍ هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيٰى. زَادَ سُفْيَانُ اَوْ صَاعًا مِّنْ دَقِيْقٍ. قَالَ حَامِدٌ فَاَنْكَرُوْا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

১৬১৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সর্বদা এক সা'ই প্রদান করবো। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক সা' খেজুর অথবা এক সা‘ যব অথবা এক সা‘ পনির অথবা এক সা‘ কিসমিস প্রদান করতাম। এটি হচ্ছে ইয়াহইয়া বর্ণিত হাদীস। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বর্ধিত করেছেন, ‘অথবা এক সা‘ আটা।’ (ইমাম আবু দাউদের উসতাদ) হামেদ (র) বলেন, মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ বাক্যটি গ্রহণ করেননি। পরে সুফিয়ান এ কথাটি বর্জন করেছেন। আবু দাউদ বলেন, বস্তুত এ বর্ধিত কথাটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার ভ্রম।

بَابُ مَنْ رَوٰى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ যিনি বর্ণনা করেছেন, ফিতরা আধা সা‘ গম

١٦١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ اَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِّنْ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى اَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللّٰهُ وَاَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ فِيْ حَدِيْثِهِ غَنِيٍّ اَوْ فَقِيْرٍ.

১৬১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু সুয়াইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (ফিতরা) ছোট ও বড়, স্বাধীন কিংবা ক্রীতদাস, পুরুষ অথবা নারী প্রত্যেক দু'জনের উপর এক সা' গম ওয়াজিব। তা অবশ্য তোমাদের ধনবানেরা প্রদান করবে, ফলে আল্লাহ তাদের (আত্মা ও সম্পদ) পবিত্র করবেন। আর তোমাদের দরিদ্রদের (জন্য এটাই কামনা করি) তাকে (লোকে) যা প্রদান করেছে, আল্লাহ তায়ালা আরো অধিক দান করবেন। সুলায়মান তার বর্ণনায় বৃদ্ধি করেছেন 'ধনী ও দরিদ্র'।

١٦٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ بَكْرٍ الْكُوْفِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ اَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَاَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ اَوْ صَاعِ شَعِيْرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِيٌّ فِيْ حَدِيْثِهِ اَوْ صَاعِ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اِثْنَيْنِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ.

১৬২০। সা'লাবা ইবনে সুয়াইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ ফিতরা মাথাপিছু এক সা' যব। আলী ইবনুল হাসান তার বর্ণনায় বলেছেন, 'অথবা প্রতি দু'জনে এক সা' গম'। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা একই, 'প্রত্যেক ছোট ও বড় এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে' (প্রদান করতে হবে)।

١٦٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ اَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ الْعَدَوِيُّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَاِنَّمَا هُوَ الْعُذْرِيُّ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الْمُقْرِئِ.

১৬২১। আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা-ইবনে সালেহ-'আল-আদাবী ও তাদের সাথে আল্-উযরী বলেন, (আবু দাউদ বলেন, আমার উস্তাদ আহমাদ ইবনে সালেহ বলেছেন যে, তাঁর উস্তাদ আবদুর রায্যাক বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা আল-আদাবী, কিন্তু এটা ঠিক নয়, বরং 'আল-উযরী' এটাই ঠিক), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দু'দিন পূর্বে বক্তৃতা দিলেন... মুকরী' অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদের হাদীসের অনুরূপ।

١٦٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حُمَيْدٌ اَخْبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ اٰخِرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ اَخْرِجُوْا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَاَنَّ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوْا فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا اِلٰى اِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ. فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَاٰى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ قَدْ اَوْسَعَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوْهُ صَاعًا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرٰى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلٰى مَنْ صَامَ.

১৬২২। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) রমযানের শেষভাগে বসরার (মসজিদের) মিম্বারে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, তোমরা তোমাদের রোযার সাদাকা (ফিতরা) প্রদান করো। মনে হচ্ছিলো (ফিতরা সম্পর্কে) লোকেরা অবগত ছিল না। তিনি বললেন, মদীনার অধিবাসী এখানে কে আছো? তোমরা তোমাদের (বসরী) ভাইদের নিকট যাও এবং তাদেরকে (ফিতরার বিধান) শিক্ষা দাও। কেননা তারা (এ বিষয়ে) অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতরা (মাথাপিছু) এক সা' খেজুর অথবা যব অথবা অর্ধ সা' গম স্বাধীন অথবা ক্রীতদাস, পুরুষ অথবা নারী, ছোট কিংবা বড় প্রত্যেকের উপর ফরয (ওয়াজিব) করেছেন। অতঃপর যখন আলী (রা) (বসরায়) আগমন করলেন তখন দেখলেন, জিনিসপত্রের মূল্য অনেক সস্তা ও সুলভ। তিনি বললেন, অবশ্য আল্লাহ তোমাদের উপর (তাঁর অনুগ্রহকে) প্রশস্ত করেছেন। সুতরাং যদি তোমরা প্রত্যেক বস্তু থেকে এক সা' প্রদান করো (তা হবে প্রশংসনীয়)। হুমাইদ আত-তাবীল (র) বলেন, হাসান বসরীর মতে রমযানের ফিতরা কেবল রোযাদার ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

بَابُ فِىْ تَعْجِيْلِ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ অগ্রিম যাকাত প্রদান করা

١٦٢٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَاَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا فَقَدْ اِحْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِىَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْاَبِ اَوْ صِنْوُ اَبِيْهِ.

১৬২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ের জন্য উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে পাঠালেন। (তিনি এসে বললেন) ইবনে জামীল, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আব্বাস (যাকাত প্রদানে) অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ইবনে জামীলের আপত্তি করার তেমন কোন কারণ নেই। তবে সে নিঃস্ব ছিলো, এখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে বিত্তশালী করেছেন। আর খালিদের ব্যাপার হচ্ছে যে, (তোমরা যাকাত দাবি করে) তার উপর যুলুম করেছো। কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ্ করে দিয়েছে। আর আব্বাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, (তার উপর দাবিকৃত যাকাত) তা আমার উপর দেয় এবং (তৎসঙ্গে) অনুরূপ পরিমাণ। অতঃপর তিনি বললেন ঃ (হে উমার!) তুমি কি জানো না, কোন ব্যক্তির চাচা পিতৃতুল্য?

টীকা ঃ পূর্ণ হাদীসটির ব্যাখ্যায় আলেমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে অধিক সমর্থিত কথা হচ্ছে, ইবনে জামীল (রা) সদ্য সম্পদশালী হয়েছেন, যাকাত ফরয হবার জন্য এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত। তা এখনও হয়নি।

০ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-র নিকট যা সম্পদ আছে, সেগুলো তার নিজস্ব নয়, বরং বায়তুল মাল থেকে ধার নেয়া। নিজের যা ছিল তা ওয়াক্ফ্ করে দিয়েছেন।

০ আর আব্বাস (রা) সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা তিনি বিগত বছরের যাকাত তো প্রদান করেছেনই, সাথে সাথে (অগ্রিম) বর্তমান বছরের যাকাতও দিয়েছেন যা আমার (রাসূলের) নিকট রক্ষিত। অথবা তাঁর মর্যাদার খাতিরে তিনি কেবল ধার্যকৃত যাকাতই দিবেন না, বরং তার দ্বিগুণ দিবেন (অনু.)।

١٦٢٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَعْجِيْلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ.

১৬২৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। আল-আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগাম যাকাত প্রদানের আবেদন করলেন। তিনি এ ব্যাপারে তাকে অনুমতি দিয়েছেন।

بَابٌ فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করা

١٦٢٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا اَبِيْ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلٰى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ زِيَادًا اَوْ بَعْضَ الْاُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ اَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ اَرْسَلْتَنِيْ اَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৬২৫। ইবরাহীম ইবনে আতা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। যিয়াদ অথবা অন্য কোনো শাসক ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠালেন। যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন শাসক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাল কোথায়? তিনি বললেন, আপনি কি আমাকে মাল নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছেন? আমরা তা এমন স্থান থেকে আদায় করেছি, যেখান থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আদায় করতাম এবং তা এমন সব খাতে ব্যয় করেছি, যেসব খাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ব্যয় করতাম।

بَابُ مَنْ يُعْطٰى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحدُّ الْغِنٰى

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যাকাত কোন্ ব্যক্তিকে প্রদান করা যাবে এবং 'ধনী'-র সংজ্ঞা

١٦٢٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوْشٌ اَوْخُدُوْشٌ اَوْكُدُوْحٌ فِىْ وَجْهِهِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْغِنٰى قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ. قَالَ يَحْيٰى فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ حِفْظِىْ اَنَّ شُعْبَةَ لاَ يَرْوِىْ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ.

১৬২৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মানুষের নিকট) চেয়ে বেড়ায় (ভিক্ষা করে) অথচ তার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ আছে যা তাকে এ (ভিক্ষা) থেকে বিরত রাখতে পারে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমণ্ডল হবে অসংখ্য যখম, নখের আঁচড়যুক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। কেউ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সম্পদশালী হবার সীমা কতটুকু? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা এ মূল্যের স্বর্ণ।

١٦٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ اَنَّهُ قَالَ نَزَلْتُ اَنَا وَاَهْلِىْ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِىْ اَهْلِىْ اِذْهَبْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَاْكُلُهُ فَجَعَلُوْا يَذْكُرُوْنَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ اَجِدُ مَا اُعْطِيْكَ فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لَعَمْرِىْ اِنَّكَ لَتُعْطِىْ مَنْ شِئْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْضَبُ عَلَىَّ اَنْ لاَ اَجِدَ مَا اُعْطِيْهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ اُوْقِيَّةٌ اَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافًا قَالَ الْاَسَدِىُّ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَّةٍ وَالْاُوْقِيَّةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَعِيْرٌ وَزَبِيْبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ اَوْ كَمَا قَالَ حَتّٰى اَغْنَانَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

১৬২৭। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বনী আসাদের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। সেই ব্যক্তি বলেন, আমি ও আমার পরিবার-পরিজন মদীনার (কবরস্থান) 'বাকী' আল-গার্‌কাদে' যাত্রাবিরতি করলাম। আমার স্ত্রী বললো, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যান এবং আমাদের আহারের জন্য তাঁর কাছে কিছু (খাবার) জিনিস চান। পরিবারের সকলেই তাদের প্রয়োজন বর্ণনা করলো। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে এক ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় পেলাম, সে তাঁর নিকট কিছু চাচ্ছে (সওয়াল করছে)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ঃ তোমাকে দিতে পারি এমন কিছু আমি পাচ্ছি না (আমার কাছে নেই)। লোকটি অত্যন্ত ক্ষুব্ধাবস্থায় একথা বলতে বলতে চলে গেলো, আমার জীবনের শপথ! আপনি তাকেই দেন যাকে আপনার মনে চায়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ ব্যক্তি আমার উপর এজন্যই তো ক্ষুব্ধ হয়েছে যে, আমি তাকে দিতে পারলাম না। তোমাদের যে কেউ চেয়ে বেড়ায় (ভিক্ষা করে), অথচ তার নিকট এক 'উকিয়া' অথবা তার সমপরিমাণ (মূল্যের সম্পদ) আছে, সে নিশ্চয় নাছোড়বান্দার মত সওয়াল করার আওতায় পড়লো। আসাদ গোত্রীয় লোকটি বলেন, (আমি ভাবলাম) আমাদের নিকট একটি ধুদুধেল উষ্ট্রী আছে যা এক উকিয়ার চেয়ে উত্তম, এক উকিয়ায় চল্লিশ দিরহাম। এরপর আমি (সেখান থেকে) ফিরে এলাম এবং তাঁর নিকট কিছুই চাইলাম না। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু যব ও কিশমিশ আসলো এবং তিনি তা থেকে আমাদেরকেও একভাগ প্রদান করলেন অথবা বর্ণনাকারী যা বলেছেন সেরূপ। ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিত্তশালী করেছেন।

١٦٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ اُوْقِيَةٍ فَقَدْ اَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِى الْيَاقُوْتَةُ خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَةٍ قَالَ هِشَامُ خَيْرٌ مِنْ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ اَسْأَلْهُ زَادَ هِشَامُ فِىْ حَدِيْثِهِ فَكَانَتِ الْاُوْقِيَةُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا.

১৬২৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াল করে (ভিক্ষা চায়), অথচ তার কাছে এক উকিয়া মূল্য (পরিমাণ সম্পদ) আছে, সে নিশ্চিত নাছোড়বান্দা হয়ে চাইল। (আবু

সাঈদ বলেন) আমি (মনে মনে) ভাবলাম, ইয়াকুতা নামে আমার যে উষ্ট্রী আছে তা তো এক উকিয়ার চেয়ে অনেক উত্তম (সম্পদ)। হিশাম বলেন, চল্লিশ দিরহামের চাইতে উত্তম। অতঃপর আমি চলে এসেছি, তাঁর নিকট কিছুই চাইনি। হিশাম তার বর্ণনায় বর্ধিত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক উকিয়ার সমান ছিল চল্লিশ দিরহাম।

١٦٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِيُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَأَلَاهُ فَاَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَاهُ وَاَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا فَاَمَّا الْاَقْرَعُ فَاَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِيْ عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ وَاَمَّا عُيَيْنَةُ فَاَخَذَ كِتَابَهُ وَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَتَرَانِيْ حَامِلًا اِلٰى قَوْمِيْ كِتَابًا لَا اَدْرِيْ مَا فِيْهِ كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّسِ فَاَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَاِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِيْهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِيْ لَايَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةَ قَالَ قَدْرَ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا عَلٰى هٰذِهِ الْاَلْفَاظِ الَّتِيْ ذَكَرْتُ.

১৬২৯। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন ও আকরা' ইবনে হাবিস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে কিছু চাইলেন এবং তিনিও তাদেরকে তা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আর তারা যা চেয়েছেন তা লিখে দেয়ার জন্য তিনি মুয়াবিয়া (রা)-কে আদেশ দিলেন। অতঃপর আকরা' লিখা (কাগজখানা) নিলেন এবং নিজের শিরস্ত্রাণের ভেতর ঢুকিয়ে চলে গেলেন। উয়াইনাও তার পত্রখানা নিলেন কিন্তু (সরাসরি) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি ধারণা করেছেন যে, আমি 'মুতালাম্মিসের' মতো

এমন একখানা লিখা (চিঠি) নিয়ে আমার সম্প্রদায়ের নিকট যাবো, আমি নিজেও জানি না যে, এর মধ্যে কি (লিখা) আছে? মুয়াবিয়া (রা) তার এ কথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানালেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াল করে (ভিক্ষা করে), অথচ তার নিকট এ পরিমাণ (সম্পদ) আছে যা তাকে সওয়াল করা থেকে বিরত রাখতে পারে তার এ কাজের পরিণামে শুধু অগ্নিই বৃদ্ধি করলো। আন-নুফাইলী আর এক স্থানে বলেছেন, সে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের কয়লাই (বৃদ্ধি করেছে)। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সওয়াল করা থেকে বিরত রাখতে পারে তার পরিমাণ কি? নুফাইলী অন্য স্থানে বর্ণনা করেছেন, কি পরিমাণ সম্পদ থাকাবস্থায় সওয়াল করা উচিত নয়? তিনি বলেছেন ঃ সকাল এবং বিকাল খেতে পারে এ পরিমাণ সম্পদ। নুফাইলী অন্য স্থানে বর্ণনা করেছেন, একদিন ও একরাত অথবা বলেছেন, একরাত ও একদিন তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে (এ পরিমাণ সম্পদ)। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এ সমস্ত শব্দগুলোর দ্বারা, যা আমি বর্ণনা করেছি তিনি (নুফাইলী) আমাদেরকে সংক্ষেপে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ আরবের একটি প্রবাদ, কবি মুতালাম্মিস তার কবিতায় বাদশাহ আমর ইবনে হিন্দ-এর কুৎসা বর্ণনা করেছিলেন। তাই তিনি কবির এলাকার শাসকের নিকট লিখে পাঠালেন, যেন তাকে হত্যা করা হয় এবং চিঠিখানা কবির হাতেই দিলেন। তাকে বলা হয়েছিল, তোমাকে পুরস্কার দেয়ার কথা লিখা আছে। তিনি পথিমধ্যে পত্রখানা খুলে পড়লেন এবং তার পরিণামও বুঝতে পারলেন, ফলে তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন (অনু.)।

* সকাল-সন্ধ্যার আহারের সমান খাদ্যদ্রব্য থাকলে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এক সকাল ও এক সন্ধ্যার খাবার থাকলে সাহায্য প্রার্থনা জায়েয নয়। আবার কেউ বলেছেন, সবসময় দুই বেলা আহারের সংস্থান থাকলে সাহায্য চাওয়া জায়েয নয়। কেউ বলেন, এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে (সম্পা.)।

١٦٣٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ ابْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً قَالَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَعْطِنِى مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِىٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِى الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ فَجَزَّاَهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ.

১৬৩০। যিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সুদায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম... (এ প্রসঙ্গে) দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আসলো এবং বললো, আমাকে সাদাকা (যাকাত) দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যাকাত

বিতরণের মধ্যে কোনো নবীর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নন, আর না অন্য কারোর। বরং সেটাই একমাত্র সিদ্ধান্ত, যা তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি তা আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং যদি তুমি উক্ত বিভাগের কোনো একটির আওতায় পড়ো, তাহলে আমি তোমাকে তোমার (প্রাপ্য) দান করবো।

١٦٣١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْاُكْلَةُ وَالْاُكْلَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلاَ يَفْطُنُوْنَ بِهٖ فَيُعْطُوْنَهُ.

১৬৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি কিংবা দু'টি খেজুর বা দু'এক গ্রাসের (খাবার) জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যে লোকের কাছে গিয়ে চায় না, অথচ তারাও এর প্রকৃত অবস্থা অবগত নয় যে, তাকে কিছু দান করবে।

١٦٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْمَعْنٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ اَلْمُتَعَفِّفُ زَادَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهٖ لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنٰى بِهِ الَّذِىْ لاَ يَسْأَلُ وَلاَ يَعْلَمُ بِحَاجَتِهٖ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُوْمُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ اَلْمُتَعَفِّفَ الَّذِىْ لاَ يَسْأَلُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَجَعَلاَ الْمَحْرُوْمَ مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِىِّ وَهُوَ اَصَحُّ.

১৬২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... রাবী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত মিসকীন হচ্ছে সে, যে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। মুসাদ্দাদ তার বর্ণনায় বর্ধিত করেছেন, অথচ তার নিকট এ পরিমাণ (সম্পদ) নেই যা দ্বারা নিজেকে অভাবমুক্ত রাখতে পারে, তবুও সে কারো কাছে চায় না। আর (লোকেরাও) তার অভাব সম্পর্কে অবগত নয় যে, তাকে দান করবে। বস্তুত সেই নিঃস্ব ও বিপন্ন এবং "সে ব্যক্তিই 'মুতাআফ্‌ফিফ'

(অমুখাপেক্ষী) যে (লোকের কাছে) চায় না।" এ বাক্যটি মুসাদ্দাদ বর্ণনা করেননি। ইমাম আবু দাউদ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সাওর ও আবদুর রায্যাক, মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন এবং 'আল-মাহ্রূম', 'নিঃস্ব-বিপন্ন' এটি যুহরীর কথা এবং এটাই অধিক বিশুদ্ধ।

١٦٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

১৬৩৩। উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল খিয়ার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন, তখন তিনি সাদাকা (যাকাত) বিতরণ করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর কাছে তা (যাকাত) থেকে কিছু চাইলেন। তিনি আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং তা নীচু করলেন। তিনি দেখলেন, আমরা দু'জনই স্বাস্থ্যবান। তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা চাও, আমি তোমাদেরকে দিবো। তবে তাতে বিত্তশালীর এবং কোনো শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই।

টীকা ঃ হানাফীদের মতে কার্যক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল, যদি সে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, অর্থাৎ গরীব বা মিসকীন। এখানে হানাফীদের মতে প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ওদেরকে শাসানো কিংবা কায়িক শ্রমে উপার্জন করে জীবন ধারণ করতে উৎসাহিত করা এবং যাঞ্চা করা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা (অনু.)।

١٦٣٤- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْأَنْبَارِيُّ الْخُتَّلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَالْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَبَعْضُهَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

১৬৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিত্তবান ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয় এবং সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্যও নয়। শোবা (র) সা'দ থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ কর্মক্ষম শক্তিশালী।

بَابُ مَنْ يَّجُوْزُ لَهُ اَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِىٌّ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ ধনী হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ জায়েয

١٦٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ اِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِغَارِمٍ اَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِىِّ.

১৬৩৫। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিত্তশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ হালাল নয়। তবে পাঁচ শ্রেণীর ধনীর জন্য তা জায়েয ঃ আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি অথবা যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা যে ব্যক্তি যাকাতের মাল নিজ মালের বিনিময়ে ক্রয় করেছে অথবা মিসকীন প্রতিবেশী প্রাপ্ত যাকাত থেকে ধনী ব্যক্তিকে উপঢৌকন দিলো।

টীকা ঃ যুদ্ধরত সৈনিক ও যাকাত বিভাগের কর্মচারী ধনী হলেও তাদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ। সফররত ব্যক্তি ধনী হওয়া সত্ত্বেও সফর ব্যাপদেশে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়লে তার জন্যও যাকাত গ্রহণ বৈধ (সম্পাদক)।

١٦٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الثَّبْتُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৬৩৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ।

١٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِىِّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ اِلاَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ ابْنِ السَّبِيْلِ اَوْ جَارٍ فَقِيْرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِىْ لَكَ اَوْ يَدْعُوْكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ فِرَاسٌ وَابْنُ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১৬৩৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ধনবান ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। তবে (যদি সে) আল্লাহর পথে জিহাদে রত থাকে অথবা পথচারী (মুসাফির) হয় অথবা দরিদ্র প্রতিবেশী, যাকে যাকাত দেয়া হয়েছে সে তোমাকে উপঢৌকনস্বরূপ তা প্রদান করে অথবা তোমাকে দাওয়াত করে খাওয়ায়।

بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدِ مِنَ الزَّكَاةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ এক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ যাকাত দেয়া যায়?

١٦٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِىُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِّنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِىْ دِيَةَ الْاَنْصَارِ الَّذِىْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ.

১৬৩৮। বুশাইর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) নামীয় এক আনসারী তাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) বাবত যাকাতের এক শত উট দান করেছেন। অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়াত বাবত যাকে খায়বারে গুপ্তহত্যা করা হয়েছিলো।

টীকা ঃ এক ব্যক্তিকে এ পরিমাণ সাদকা দেয়া মুস্তাহাব, যা দিলে সে অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না। এখানে যাকাত দেয়া হয়নি, বরং সরকারের পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তির দিয়াতস্বরূপ যাকাতের খাত থেকে তা প্রদান করা হয়েছিল (অনু.)।

بَابُ مَا يَجُوْزُ فِيْهِ الْمَسْئَلَةُ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ যে পরিস্থিতিতে আর্থিক সাহায্য চাওয়া জায়েয

١٦٣٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِىِّ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسَائِلُ كُدُوْحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِيْ أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.

১৬৩৯। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সওয়াল (ভিক্ষাবৃত্তি) হচ্ছে ক্ষতস্বরূপ। এর দ্বারা মানুষ তার মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করে। সুতরাং যার ইচ্ছা হয় সে (ভিক্ষাবৃত্তি করে) তার মুখকে এ অবস্থায় রাখতে পারে। আর যে চায় তা পরিহারও করতে পারে। তবে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট অথবা এমন দুস্থ-অসহায় যার অন্যের নিকট চাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই, সে চাইতে পারে।

١٦٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِبَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقِمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيْصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْئَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلاَثَةٌ مِّنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

১৬৪০। কাবীসা ইবনে মুখারিক আল-হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অন্যের ঋণের জামিনদার হয়ে ভীষণভাবে ঋণের বোঝা মাথায় নিলাম। এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ হে কাবীসা! আমাদের কাছে যাকাতের মাল আসা নাগাদ অপেক্ষা করো। আমরা তা থেকে তোমার জন্য দেয়ার আদেশ দিবো। পরে তিনি বললেন, হে কাবীসা! সওয়াল করা বা চাওয়া কেবলমাত্র তিন ব্যক্তির জন্যই বৈধ। (১) যে ব্যক্তি কোন ঋণের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ঋণে জড়িয়ে পড়েছে তার জন্য সওয়াল করা হালাল এবং তা পরিশোধ করা পর্যন্ত চাইতে পারে, এরপর বিরত থাকতে হবে। (২) যে ব্যক্তি আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পতিত হওয়ায় তার সমস্ত

মাল-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, তার জীবন ধারণ করার পরিমাণ মাল পাওয়া পর্যন্ত তার জন্য সওয়াল করা হালাল। (৩) যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ কবলিত, এমনকি তার গোত্র-সমাজের তিনজন বিবেচক ও সুধী ব্যক্তি বলে যে, অমুক ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ পীড়িত। তখন জীবন ধারণ করা যায় এ পরিমাণ মাল পাওয়া পর্যন্ত তার জন্য সওয়াল করা জায়েয, পরে তা থেকে বিরত থাকবে। এ (তিন) প্রকারের লোক ব্যতীত সওয়াল করা বা চাওয়া, হে কাবীসা! সম্পূর্ণ হারাম এবং সে ভিক্ষা করে হারামই ভক্ষণ করে।

١٦٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الْحَنَفِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ اَمَا فِىْ بَيْتِكَ شَيْئٌ قَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ ائْتِنِىْ بِهِمَا قَالَ فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِىْ هٰذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ وَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِىَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُوْمًا فَأْتِنِىْ بِهِ فَاَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ اَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَجِيْئَ الْمَسْأَلَةَ نُكْتَةً فِىْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ اِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِىْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِىْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ لِذِىْ دَمٍ مُوْجِعٍ.

১৬৪১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সওয়াল করলো (ভিক্ষা চাইল)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার ঘরে কোনো বস্তু আছে কি? সে বললো, এমন একখানা কম্বল আছে, যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছাই। আর আছে একটি পাত্র,

যাতে আমরা পানি পান করি। তিনি বললেন ঃ সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো। সে তা নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে বললেন ঃ আমার থেকে এগুলো কে খরিদ করবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এগুলো এক দিরহামে নিতে পারি। তিনি দু'বার অথবা তিনবার বললেন ঃ এর অধিক মূল্য কে দিতে পারে? আর একজন বললো, আমি দুই দিরহামে নিতে পারি। তিনি জিনিসগুলো তাকে দিলেন এবং দিরহাম দু'টি গ্রহণ করলেন। এরপর আনসারী ব্যক্তিকে তা প্রদান করে তিনি বললেন ঃ এক দিরহাম দ্বারা খাবার খরিদ করে পরিবার-পরিজনকে দাও, আর অপরটি দ্বারা একখানা কুঠার খরিদ করে আমার নিকট নিয়ে এসো। লোকটি তাই করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে তাতে একটি কাঠ (হাতল) লাগিয়ে দিলেন, তারপর তাকে বললেন ঃ যাও, লাকড়ি কাটো এবং বিক্রি করো। পনের দিন যেন আমি আর তোমাকে না দেখি। সে (তাঁর কথানুযায়ী) চলে গেলো এবং লাকড়ি কেটে বিক্রি করতে লাগলো। পরে (একদিন) সে আসলো, তখন তার নিকট দশ দিরহাম ছিলো। সে এর থেকে কিছু দ্বারা কাপড় আর কিছু দ্বারা খাবার খরিদ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ কাজ তোমার জন্য অধিক উত্তম যে, তুমি (লোকের দুয়ারে) ভিক্ষা করে বেড়াতে, যদ্দরুন কিয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে থাকতো একটি বিশ্রী কালো দাগ। সওয়াল (ভিক্ষা) করা তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারোর জন্য সংগত নয়। (১) ধুলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য; (২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি; (৩) যার উপর রক্তপণ আছে যা সে পরিশোধ করতে অপারগ।

টীকা ঃ ইমাম তিরমিযী (র) একে হাসান বলেছেন, ১২১৮; ইবনে মাজা, ২১৯৮।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয়

١٦٤٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِيْ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيْبُ الْاَمِيْنُ اَمَّا هُوَ اِلَيَّ فَحَبِيْبٌ وَاَمَّا هُوَ عِنْدِيْ فَاَمِيْنٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ تِسْعَةً فَقَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ قُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلاَثًا وَبَسَطْنَا اَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَا فَقَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلٰى مَا نُبَايِعُكَ قَالَ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ

شَيْئًا وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوْا وَتُطِيْعُوْا وَاَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيْفَةً قَالَ وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ اُولٰئِكَ النَّفَرُ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْأَلُ اَحَدًا اَنْ يُّنَاوِلَهُ اِيَّاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ سَعِيْدٌ.

১৬৪২। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাত অথবা আট অথবা নয়জন (লোক) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াত হবে না? অথচ আমরা সদ্য বাইয়াত হয়েছি, আমরা বললাম, আমরা তো আপনার নিকট বাইয়াত হয়েছি। এমনকি তিনি একথাটি তিনবার বললেন। এরপর আমরা (বাইয়াতের জন্য) আমাদের হাত প্রসারিত করে বাইয়াত হলাম। একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো বাইয়াত করেছি, সুতরাং এখন আবার আপনার নিকট কিসের উপর বাইয়াত হবো? তিনি বললেন ঃ তোমরা (এক) আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায পড়বে এবং (নেতার) কথা শুনবে (মানবে) ও তার আনুগত্য করবে। তিনি সংক্ষেপে চুপি চুপি বললেন ঃ মানুষের কাছে কিছু সওয়াল করো না। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত লোকগুলোর কারো একটি ছড়ি নীচে পড়ে গেলেও তারা কাউকে তা তুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেননি।

١٦٤٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَفَّلَ لِىْ اَنْ لاَّ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ اَنَا فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ اَحَدًا شَيْئًا.

১৬৪৩। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে নিশ্চয়তা দিবে যে, সে মানুষের কাছে কিছু চাইবে না, তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হবো। সাওবান (রা) বলেন, আমি। এরপর তিনি আর কারো কাছে কিছু চাননি।

بَابٌ فِى الاِسْتِعْفَافِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে পবিত্র থাকা

١٦٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِّنَ الاَنْصَارِ

سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِيْهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

১৬৪৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাইলো। তিনি তাদেরকে কিছু দান করলেন। আবার তারা চাইলে তিনি তাদেরকে পুনরায় দান করলেন। এভাবে দিতে দিতে তাঁর নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেলো। তখন তিনি বললেন ঃ আমার নিকট মাল-সম্পদ থাকলে আমি তা কখনো তোমাদেরকে না দিয়ে মজুদ করে রাখি না। তবে যে ব্যক্তি সওয়াল থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যাবলম্বী হতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশালী করেন। (স্মরণ রাখো) কাউকে ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও ব্যাপক কিছু দান করা হয়নি।

١٦٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ اَبُوْ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنٰى اِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ اَوْ غِنًى عَاجِلٍ.

১৬৪৫। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার দুর্ভিক্ষ তথা দরিদ্রতা তাকে মানুষের দুয়ারে নামিয়েছে, তার ক্ষুধা কখনো বন্ধ হবে না। আর যে আল্লাহর দুয়ারে নেমেছে (স্মরণাপন্ন হয়েছে) অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন, হয়ত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর দ্বারা অথবা সহসা সম্পদশালী বানিয়ে।

টীকা ঃ এর অর্থ কেউ এটাও করেছেন যে, তার কোন ধনী নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হবে, আর সে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে (অনু.)।

١٦٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ اَنَّ

الْفِرَاسِيُّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْأَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَاِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَبُدَّ فَاسْئَلِ الصَّالِحِيْنَ.

১৬৪৬। ইবনুল ফিরাসী (র) থেকে বর্ণিত। ফিরাসী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকদের নিকট কিছু চাইতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, বরং যদি তোমার কিছু চাইতেই হয় তাহলে পুণ্যবানদের নিকট চাও।

١٦٤٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَ لِيْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ اِنَّمَا عَلِمْتُ لِلّٰهِ وَاَجْرِيْ عَلَى اللّٰهِ قَالَ خُذْ مَا اُعْطِيْتَ فَاِنِّيْ قَدْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِيْ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِّنْ غَيْرِ اَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

১৬৪৭। ইবনুস সাঈদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত করলেন। আমি যখন তা থেকে অবসর হলাম এবং তার নিকট সেগুলো পৌছিয়ে দিলাম, তিনি আমার কাজের পারিশ্রমিক প্রদানের আদেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি এ কাজ আল্লাহ্র ওয়াস্তে করেছি এবং এর বিনিময় আল্লাহ্র নিকটই কামনা করি। তিনি বললেন, তোমাকে যা প্রদান করা হয় তা গ্রহণ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় (এ জাতীয়) কাজ করেছিলাম। তিনি আমাকে পারিশ্রমিক প্রদান করলে আমিও তোমার মত বলেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ না চাইতে তোমাকে যা প্রদান করা হয় তা ভোগ করো এবং দান-খয়রাত করো।

١٦٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا وَالْمَسْئَلَةَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا اَلْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلٰى السَّائِلَةُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ

أُخْتُلِفَ عَلٰى اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا اَلْمُتَعَفِّفَةُ وَقَالَ اَكْثَرُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا اَلْمُنْفِقَةُ وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ اَلْمُتَعَفِّفَةُ.

১৬৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মিম্বারের উপর (দাঁড়িয়ে) যাকাত গ্রহণ, তা থেকে বিরত থাকা এবং সওয়াল করা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। দাতার হাতই হচ্ছে উপরের হাত এবং ভিক্ষার হাত হচ্ছে নীচের হাত।... আবদুল ওয়ারিস বলেন, ভিক্ষা থেকে বিরত থাকে এমন হাতই উপরের হাত এবং অনেকেই হাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি আইউব থেকে বলেছেন, দানকারীর হাতই উপরের হাত। আর একজন বলেছেন, ভিক্ষা থেকে বিরত হাতই (উপরের হাত)।

١٦٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاَيْدِىْ ثَلاَثَةٌ فَيَدُ اللّٰهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِىْ تَلِيْهَا وَيَدُ السَّائِلِ اَلسُّفْلٰى فَاَعْطِ الْفَضْلَ وَلاَ تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ.

১৬৪৯। মালেক ইবনে নাদলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (দানের) হাত তিন প্রকার। আল্লাহর হাত সবার উপরে, দাতার (দানকারীর) হাত তার নীচে এবং ভিক্ষার হাত সর্বনিম্নে। সুতরাং তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা তা দান করো এবং নফসের (প্রবৃত্তির) কাছে অক্ষম হয়ো না।

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ বনী হাশিমকে যাকাত দেয়া

١٦٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَقَالَ لِاَبِىْ رَافِعٍ اَصْحِبْنِىْ فَاِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا قَالَ حَتّٰى اٰتِىَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْاَلَهُ فَاَتَاهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

১৬৫০। আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাখযূম গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠালেন। তিনি আবু রাফে' (রা)-কে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চলো, তুমিও তা থেকে কিছু পাবে। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করবো (যদি তিনি অনুমতি দেন তবে যাবো)। অতঃপর তিনি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা) বললেন ঃ মুক্তদাস যে বংশ থেকে মুক্তিলাভ করেছে সে তাদেরই একজন। আর আমরা (বনু হাশিম), আমাদের জন্য যাকাত হালাল নয়।

١٦٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ اَخْذِهَا اِلاَّ مَخَافَةُ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً.

১৬৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় পতিত একটি খেজুরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তা শুধু এ কারণেই তুলে নেননি যে, হতে পারে ওটা যাকাতের (খেজুর)।

١٦٥٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا اَبِيْ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلاَ اَنِّيْ اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لاَكَلْتُهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ هٰكَذَا.

১৬৫২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাস্তায়) একটি খেজুর পেলেন। তিনি বললেন ঃ যদি আমি আশংকা না করতাম যে, এটি যাকাতের খেজুর হতে পারে, তাহলে আমি তা খেতাম।

টীকা ঃ যদি পতিত বস্তু খাদ্য হয়, আর এ ধারণাও জন্মে যে, এটা এতো সামান্য, এর মালিক তা অনুসন্ধান করবে না, এমতাবস্থায় তা তুলে নেয়া জায়েয (অনু.)।

١٦٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِيْ اَبِيْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِبِلٍ اَعْطَاهَا اِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ.

১৬৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি উটের জন্য পাঠালেন, যা তিনি তাকে যাকাতের মাল থেকে দান করেছিলেন।

টীকা ঃ মুহাদ্দিসগণ উপরোক্ত হাদীসের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করেছেন। (এক) এটি বনূ হাশিমের জন্য যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার আগেকার ঘটনা। (দুই) রাসূলুল্লাহ (সা) তার নিকট থেকে উট ধার নিয়েছিলেন অভাবীদের দান করার জন্য। পরে যাকাতের উট এলে তিনি তা দ্বারা আব্বাস (রা)-র ধার শোধ করেন (সম্পাদক)।

١٦٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ. زَادَ اَبِيْ يُبَدِّلُهَا لَهُ.

১৬৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত। তবে রাবী বলেন, আমার পিতা তা (উট) পরিবর্তন করে নিয়েছেন, একথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ নবী (সা) আমার পিতাকে যে উট প্রদান করেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে সাদাকার উট ছিলো না। যদি তাই হতো তাহলে পরিবর্তন করার প্রশ্নই উঠতো না (অনু.)।

بَابُ الْفَقِيْرِ يُهْدِى لِلْغَنِىِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ দরিদ্র ব্যক্তি প্রাপ্ত যাকাত থেকে ধনশালীকে উপঢৌকন দিলে

١٦٥٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِىَ بِلَحْمٍ قَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

১৬৫৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত পেশ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোথা থেকে? লোকেরা বললো, বারীরাকে সাদাকা দেয়া হয়েছিলো। তিনি বললেন ঃ সেটা তার জন্য ছিলো সাদকা, কিন্তু আমাদের জন্য উপঢৌকন।

بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ কোন ব্যক্তি নিজের সাদাকাকৃত বস্তুর ওয়ারিস হলে

١٦٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّىْ بِوَلِيْدَةٍ وَاَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَجَعَتْ اِلَيْكِ فِى الْمِيْرَاثِ.

১৬৫৬। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমি আমার মা'কে একটি দাসী দান করেছিলাম। আমার মা উক্ত দাসীটি রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার দানের সওয়াব পেয়ে গেছো এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার নিকট ফিরে এসেছে।

بَابٌ فِىْ حُقُوْقِ الْمَالِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মালের (হক্ক) দাবিসমূহ

١٦٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النُّجُوْدِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ.

১৬৫৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ছোট-খাটো জিনিস (যেমন) বালতি, হাঁড়ি-পাতিল (আগুন, পানি, লবণ) ইত্যাদি ধারে আদান-প্রদানকে 'মাউন' (প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিস) গণ্য করতাম।

١٦٥٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهُ اِلاَّ جَعَلَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَأُهُ بِاَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ

اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَاُهُ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ.

১৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন সম্পদশালী ব্যক্তি, যদি সে তার হক্ক (যাকাত) আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন তা (সোনা ও রূপা) জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং ত দ্বারা তার ললাটে, তার পার্শ্বদেশে ও তার পৃষ্ঠদেশে সেঁক দেয়া হবে। এমনিভাবে শাস্তিদান চলতে থাকবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার দিন পর্যন্ত, যে দিন হবে তোমাদের হিসাবমতে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরপর সে চাক্ষুস দেখে নেবে তার গন্তব্যস্থান হয়তো জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আর যারই মেষপাল আছে, যদি সে তার হক (দেয়) আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন ওটাকে পূর্বের চাইতেও সংখ্যায় অধিক ও মোটা-তাজা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে এবং তাকে (মালিককে) এক বিশাল সমভূমিতে উপুড় করে শায়িত করা হবে। আর ঐ জানোয়ারগুলো তাদের শিং দ্বারা তাকে গুঁতাতে থাকবে এবং খুর দ্বারা তাকে দলন করতে হবে। তাদের কোনোটিই ভেতরের দিকে বক্র শিংবিশিষ্ট অথবা শিংবিহীন থাকবে না। যখন সর্বশেষ জানোয়ারটি তাকে (দলন করতে করতে) অতিক্রম করে যাবে, তখন প্রথমটিকে আবার তার কাছে আনয়ন করা হবে। এমনিভাবে চলতে থাকবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করার দিন পর্যন্ত, যে দিনটি হবে তোমাদের হিসাবানুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। পরে সে প্রত্যক্ষ করবে তার গন্তব্যস্থান হয়তো জান্নাত অথবা জাহান্নাম। এবং উটের যা হক (দেয়) রয়েছে, যদি মালিক তা আদায় না করে, কিয়ামতের দিন ঐ উট পূর্বের চাইতেও সংখ্যায় অধিক ও মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে। আর তাকে এক বিশাল প্রশস্ত সমভূমিতে উপুড় করে শায়িত করা হবে এবং পশুগুলো তাকে নিজেদের খুর দ্বারা তাকে দলন করতে থাকবে। যখন সর্বশেষ পশুটি তাকে অতিক্রম করে যাবে, তখন প্রথমটি আবার তার কাছে ফিরে আসবে। এমনিভাবে চলতে থাকবে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করার দিন পর্যন্ত, যেদিন হবে তোমাদের হিসাবানুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর সে প্রত্যক্ষ করবে তার গন্তব্যস্থল হয়তো তা হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

١٦٥٩- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ فِىْ قِصَّةِ الْاِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا.

১৬৫৯। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উটের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে 'যে ব্যক্তি তার হক (দেয়) আদায় করে না, একথা বলার পর তিনি বলেছেন ঃ আর তার দেয় হচ্ছে– পানি পান করার দিন তার দুধ দোহন করা (এবং গরীব-মিসকীনদের তা থেকে দান করা)।

١٦٦٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ الْغُدَانِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ يَعْنِىْ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ فَمَا حَقُّ الْاِبِلِ قَالَ تُعْطِى الْكَرِيْمَةَ وَتَمْنَحُ الْغَزِيْرَةَ وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ وَتَسْقِى اللَّبَنَ.

১৬৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের কথাই বলতে শুনেছি। (আব্বাস রা.) আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, উটের হক (দেয়) কি? তিনি বললেন, উত্তমটি সাদাকা করা, অধিক দুগ্ধ প্রদানকারী উট দান করা, তার পৃষ্ঠে আরোহণ করতে দেয়া, পুরুষ উট দ্বারা প্রজনন করতে দেয়া এবং (গরীব-মিসকীনদেরকে) দুগ্ধ পান করতে দেয়া।

١٦٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْاِبِلِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ وَاِعَارَةُ دَلْوِهَا.

১৬৬১। উবাইদ ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উটের হক কি? রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং (এ বাক্যটি) বর্ধিত করেছেন, তার স্তন (দুধ) ধার দেয়া।

١٦٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ مِّنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِيْنِ.

১৬৬২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 'দশ ওয়াসাক' কাটা-খেজুরের মধ্যে এক কাঁদি খেজুর দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, (যা) মিসকীনদের জন্য মসজিদের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

١٦٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِىُّ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْهَبِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يُصَرِّفُهَا يَمِيْنًا وَّشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ لاَ حَقَّ لِاَحَدٍ مِّنَّا فِى الْفَضْلِ.

১৬৬৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার উটে আরোহণ করে সেটিকে ডানে-বামে হাঁকাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী আছে সে যেন তা কোন ব্যক্তিকে দান করে যার কোনো সওয়ারী নেই এবং যার কাছে অতিরিক্ত পাথেয় আছে, সেও যেন তা এমন ব্যক্তিকে দান করে যার পাথেয় নেই। (বর্ণনাকারী বলেন) এমনকি আমাদের ধারণা হলো, আমাদের অতিরিক্ত সম্পদে আমাদের কোন অধিকার নেই।

١٦٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِىُّ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ كَبُرَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّهُ كَبُرَ عَلٰى اَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَا بَقِىَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ

اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِذَا اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.

১৬৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নিম্নোক্ত আয়াত "যারা সোনা-রূপা সঞ্চিত করে..." (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৪) নাযিল হলো, এটা মুসলমানদের উপর ভারী কষ্টদায়ক অনুভূত হলো। তখন উমার (রা) বললেন, আমিই তোমাদের তরফ থেকে এর একটি সুষ্ঠু সমাধান নিয়ে আসবো। অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট) গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! এ আয়াতটি আপনার সঙ্গীদের উপর কষ্টকর অনুভূত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এজন্যই যাকাত ফরয করেছেন, যেন তোমাদের অবশিষ্ট মাল-সম্পদ পবিত্র হয়ে যায়। আর তিনি উত্তরাধিকার ব্যবস্থা এ কারণেই ফরয করেছেন, যেন তা তোমাদের পরবর্তীদের জন্য থাকে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর উমার (রা) (আনন্দে আপ্লুত হয়ে) আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। পরে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে সংবাদ দিবো না যে, মানুষের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ কি? তা হচ্ছে নারী (স্ত্রী), 'পুণ্যবতী নারী (স্ত্রী)। যখন সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন সে তাকে আনন্দ দান করে এবং তাকে যা নির্দেশ দেয় সে তা মেনে নেয়, আর যখন সে তার থেকে (দূরে) অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার (স্বামীর) ধন-সম্পদ যথাযথভাবে হেফাযত করে।

بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ যাঞ্চাকারীর অধিকার

١٦٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى ابْنُ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَاِنْ جَاءَ عَلٰى فَرَسٍ.

১৬৬৫। হুসাইন ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (তোমাদের সম্পদের মধ্যে) যাঞ্চাকারীর অধিকার রয়েছে, যদি সে ঘোড়ায় চড়েও আসে।

١٦٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ شَيْخٍ قَالَ رَاَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهَا عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

১৬৬৬। আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٦٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ اِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلَى بَابِىْ فَمَا اَجِدُ لَهُ شَيْئًا اُعْطِيْهِ اِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ لَمْ تَجِدِىْ لَهُ شَيْئًا تُعْطِيْنَهُ اِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيْهِ اِلَيْهِ فِىْ يَدِهِ.

১৬৬৭। উম্মু বুজাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াতকারিণীদের একজন। তিনি তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। মিসকীন আমার দুয়ারে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু তাকে দেয়ার মতো কিছুই আমি পাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যদি তুমি তাকে দেয়ার মতো কিছু না পাও, তাহলে অন্তত পশুর একখানা রন্ধনকৃত খুর হলেও তার হাতে তুলে দাও।

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى اَهْلِ الذِّمَّةِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ অমুসলিম নাগরিককে আর্থিক সাহায্য দান

١٦٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ رَاغِبَةً فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ فَصِلِىْ اُمَّكِ.

১৬৬৮। আসমা (বিনতে আবু বাক্‌র রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) আমার মা আমার থেকে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার পাবার প্রত্যাশায় আমার নিকট আসলেন, অথচ তিনি ইসলাম বিদেষী, পূর্ববৎ পৈত্রিক ধর্মাবলম্বী মুশরিকা। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার নিকট এসেছেন, অথচ তিনি ইসলাম বিদ্বেষী, মুশরিকা। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করবো? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করো।

بَابُ مَا لاَ يَجُوْزُ مَنْعُهُ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ কোন্ বস্তু চাইলে বাধাদান নিষেধ?

١٦٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُوْرٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ اَبِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيْصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الشَّيْئُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْئُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّيْئُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اِنْ تَفْعَلِ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ.

১৬৬৯। বুহাইসা (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (দেহে চুমু দেয়ার জন্য) অনুমতি চাইলেন। অতঃপর আমার পিতা তাঁর জামার ভেতরে প্রবেশ করে চুমা দিতে লাগলেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ জিনিস (কেউ চাইলে) নিষেধ করা জায়েয নেই? তিনি বললেন ঃ পানি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ বস্তু নিষেধ করা হালাল নয়? তিনি বললেন ঃ লবণ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ বস্তুতে বাধাদান জায়েয নেই? তিনি বললেন ঃ তুমি কল্যাণজনক যে কোনো কাজ করো, সেটা হবে তোমার জন্য উত্তম।

بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ মসজিদের মধ্যে যাঞ্চা করা

١٦٧٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُّ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ فِيْكُمْ اَحَدٌ اَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا اَنَا بِسَائِلٍ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِىْ يَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاَخَذْتُهَا مِنْهُ فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهِ.

১৬৭০। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আজ মিসকীনকে আহার করিয়েছে? আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করতেই এক ভিক্ষুকের সাক্ষাত পেলাম। আমি আবদুর রহমানের হাতে এক টুকরা রুটি পেলাম এবং তার থেকে সেটা নিয়ে তাকে দিলাম।

بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ আল্লাহর দোহাই দিয়ে যাঞ্চা করা বাঞ্ছনীয় নয়

١٦٧١- حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْقِلَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ التَّمِيْمِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ اِلاَّ الْجَنَّةَ.

১৬৭১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র মর্যাদার দোহাই দিয়ে জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া উচিৎ নয়।

টীকা ঃ আল্লাহ মহান, সুতরাং তাঁর দোহাই দিয়ে ভিক্ষা চাওয়া তাঁর মর্যাদারই অবমাননা, তবে জান্নাত প্রার্থনা অবশ্যই করা যেতে পারে (অনু.)

بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ যে মহামহিম আল্লাহর ওয়াস্তে চাইবে তাকে দান করা

١٦٧٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاَجِيْبُوْهُ وَمَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْا بِهِ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا اَنَّكُمْ قَدْ كَافَئْتُمُوْهُ.

১৬৭২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিরাপত্তা চায়, তাকে নিরাপত্তা দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে সওয়াল করে (চায়) তাকে দান করো। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে দাওয়াত করে তার দাওয়াত কবুল করো। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে

সদ্ব্যবহার করে তোমরা তার উত্তম প্রতিদান প্রদান করো। আর যদি প্রতিদান দেয়ার মতো কিছুই না পাও তাহলে তার জন্য দু'আ করতে থাকো, যাবত তোমরা বুঝতে পারো যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।

بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ যে ব্যক্তি তার সমস্ত মাল-সম্পদ দান করে

١٦٧٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَصَبْتُ هٰذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا اَمْلِكُ غَيْرَهَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْاَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْاَيْسَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَاَخَذَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ اَصَابَتْهُ لَاَوْجَعَتْهُ اَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِي اَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هٰذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ. خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

১৬৭৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি একটি ডিম পরিমাণ স্বর্ণ নিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমি খনি থেকে পেয়েছি, এটা গ্রহণ করুন, এটা দান করা হলো। আর এটা ব্যতীত আমি অন্য কিছুর মালিকও নই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন সে তাঁর ডান পাশে এসে পূর্বের মতই বললো। আর তিনিও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর সে তাঁর বাম পাশে এসেও (অনুরূপ) বললো। আর তিনিও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে সে তাঁর পিছনে এসে (অনুরূপ) বললো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা নিলেন এবং এমন জোরে তার দিকে ছুড়ে মারলেন যে, যদি তার শরীরে লাগতো তাহলে তা তাকে জখম করে ছাড়তো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে আমার কাছে এসে বলে, এটা সাদাকা। অতঃপর সে (নিঃস্ব হয়ে) লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। বস্তুত অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম দান।

١٦٧٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ خُذْ عَنَّا مَا لَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ.

১৬৭৪। ইবনে ইসহাক (র) থেকে উল্লেখিত সনদ সূত্রে একই অর্থের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে ঃ 'তুমি তোমার মাল নিয়ে যাও, এটার আমাদের আদৌ প্রয়োজন নেই'।

١٦٧٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَّطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ وَقَالَ خُذْ ثَوْبَكَ.

১৬৭৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সুলাইক ইবনে আমর আল-গাতাফানী) মসজিদে প্রবেশ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করার আদেশ দিলেন। লোকেরা পরিধেয় বস্ত্র দান করলো। তিনি উক্ত ব্যক্তিকে তা থেকে দু'খানা কাপড় দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি পুনরায় দান-খয়রাত করার জন্য উৎসাহিত করলেন। ঐ ব্যক্তি তার দু'খানা থেকে একখানা কাপড় দান করলে তিনি তাকে চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ তুমি তোমার কাপড় নিয়ে যাও।

١٦٧٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

১৬৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম। আর নিজ পোষ্যদের (আত্মীয়দের) থেকে (দান-খয়রাত) আরম্ভ করো।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ সমস্ত মাল দান করার অনুমতি

١٦٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

১৬৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ধরনের দান অধিক উত্তম? তিনি বললেন ঃ স্বল্প সম্পদের মালিক, তার সামর্থ্যানুযায়ী যা দান করে এবং নিজের পোষ্যদের (আত্মীয়) থেকে (দান-খয়রাত) শুরু করে।

١٦٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا اَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذٰلِكَ مَالاً عِنْدِىْ فَقُلْتُ الْيَوْمَ اَسْبِقُ اَبَا بَكْرٍ اِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِىْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَبْقَيْتَ لاَهْلِكَ قُلْتُ مِثْلَهُ قَالَ وَاَتٰى اَبُوْ بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَبْقَيْتَ لاَهْلِكَ قَالَ اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قُلْتُ لاَ اُسَابِقُكَ اِلٰى شَيْئٍ اَبَدًا.

১৬৭৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান-খয়রাত করার আদেশ দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন আমার নিকট মালও মজুদ ছিলো। সুতরাং আমি বললাম, আজ আমি আবু বাক্র (রা)-কে অতিক্রম করবো, যদিও কোন দিন আমি তাকে অতিক্রম করতে পারিনি। সুতরাং আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছো? আমি বললাম, এর সমপরিমাণ। উমার (রা) বলেন, আর আবু বাক্র (রা) তার নিকট যা ছিলো সবটুকু নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট রেখে এসেছো? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে তাদের জন্য অবশিষ্ট রেখে এসেছি। (উমার রা. বলেন) তখন আমি বললাম, কখনো কোনো ব্যাপারেই আমি আপনাকে অতিক্রম করতে পারবো না।

بَابٌ فِىْ فَضْلِ سَقْىِ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ পানি পান করানোর ফযীলাত

١٦٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدٍ اَنَّ

سَعْدًا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْجَبُ اِلَيْكَ قَالَ الْمَاءُ.

১৬৭৯। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আপনার নিকট কোন্ ধরনের দান অধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেন ঃ পানি (পানি পান করানো বা এর ব্যবস্থা করা)।

١٦٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

১৬৮০। সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

١٦٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَاَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هٰذِهِ لاُمِّ سَعْدٍ.

১৬৮১। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উম্মু সা'দ মৃত্যুবরণ করেছেন (আমি তার জন্য কিছু দান করতে চাই)। কোন প্রকারের দান সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন ঃ পানি। রাবী বলেন, তিনি (সা'দ) একটি কূপ খনন করে দিলেন এবং বললেন, এটা উম্মু সা'দের কল্যাণে ওয়াকফ্।

١٦٨٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِشْكَابٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الَّذِىْ كَانَ يَنْزِلُ فِىْ بَنِىْ دَالاَنَ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْىٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ.

১৬৮২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোনো মুসলমান বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে কোনো মুসলমান অভুক্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল-ফলাদি খেতে দিবেন। আর যে কোনো

মুসলমান পিপাসু মুসলমানকে পানি পান করাবে, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে জান্নাতের 'সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয়' পান করাবেন।

টীকা ঃ আর-রাহীক আল-মাখতূম (সীলমোহরকৃত বিশুদ্ধ পানীয়)-এর জন্য সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন, ২৫নং আয়াত দ্র. (সম্পা.)।

بَابٌ فِى الْمَنِيْحَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ দুগ্ধবতী পশু ধার দেয়া

١٦٨٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ اَتَمُّ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلاَهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءُ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِى حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُوْنَ مَنِيْحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِمَاطَةِ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً.

১৬৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চল্লিশটি কাজ এমন, যার মাঝে সর্বোত্তম হচ্ছে দুগ্ধবতী বকরী কাউকে (দুগ্ধ পান করার জন্য) দান করা। যে কোনো ব্যক্তি সওয়াবের প্রত্যাশায় এবং (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) অঙ্গীকারের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে (এ চল্লিশটি কাজের) যে কোনো একটি কাজ করবে, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাসসান (র) বলেন, দুগ্ধবতী বকরী ছাড়া সালামের জবাব দেয়া, হাঁচি দানকারীর জন্য দু'আ করা এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া ইত্যাদিও আমরা (ঐ চল্লিশটি) এর মধ্যে হিসাব করেছি। শেষ নাগাদ পনেরটি কাজ পর্যন্ত পৌঁছাতেও আমরা সক্ষম হইনি।

بَابُ اَجْرِ الْخَازِنِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ কোষাধ্যক্ষের সওয়াব

١٦٨٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْخَازِنَ الْاَمِيْنَ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتّٰى يَدْفَعَهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ.

১৬৮৪। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টচিত্তে কাজে পরিণত করে, এমনকি (যা দান করতে বলা হয়েছে তা) দান করে এবং যাকে যা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে তাকে তা দেয় সেও দানকারীদ্বয়ের একজন (অপরজন স্বয়ং দাতা বা মালিক)।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে দান করলে

١٦٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُ مَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلَ ذٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ.

১৬৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোনো নারী নষ্ট না করে স্বামীর ঘর (সম্পদ) থেকে কিছু দান-খয়রাত করে তবে সে পুণ্য লাভ করবে দান করার কারণে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পুণ্যের অধিকারী হবে উপার্জন করার কারণে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ পুণ্য পাবে। কিন্তু এতে কারোর জন্য কারোর সওয়াবে বা পুণ্যে ঘাটতি হবে না।

١٦٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتْ امْرَأَةٌ جَلِيْلَةٌ كَاَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّا كَلٌّ عَلٰى اٰبَائِنَا وَاَبْنَائِنَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاُرِىَ فِيْهِ وَاَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ

اَمْوَالِهِمْ. قَالَ الرَّطَبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الرَّطَبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يُوْنُسَ.

১৬৮৬। সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াত হলো তখন সম্ভবত মুদার গোত্রীয় বয়স্কা বা স্থূলদেহী এক মহিলা, মনে হচ্ছে সে মুদার গোত্রীয়ই হবে, দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের পিতা, পুত্র, আবু দাউদ বলেন, আমাদের ধারণা হাদীসের মধ্যে এ শব্দও আছে, ও আমাদের স্বামীদের উপর বোঝাস্বরূপ। এমতাবস্থায় তাদের ধন-সম্পদ থেকে আমাদের জন্য কি পরিমাণ (ভোগ করার) অধিকার আছে? তিনি বললেন ঃ স্বাভাবিকভাবে যা তোমরা খাবে এবং দান-খায়রাত করবে। আবু দাউদ বলেন, 'আর-রাতাব' হচ্ছে রুটি ও তরি-তরকারি এবং খুরমা।

١٦٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِهِ.

১৬৮৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি স্ত্রী তার স্বামীর উপার্জিত মাল-সম্পদ থেকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে দান-খয়রাত করে তবে সেও অর্ধেক পুণ্যের অধিকারিণী হবে।

١٦٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ قُوْتِهَا وَالْاَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا اَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا اِلاَّ بِاِذْنِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يُضَعِّفُ حَدِيْثَ هَمَّامٍ.

১৬৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এমন নারী সম্বন্ধে বর্ণিত, যে তার স্বামীর ঘর থেকে দান-খয়রাত করে। তিনি বলেছেন, (দান-খায়রাত করা) জায়েয নেই, তবে হাঁ তাকে যে খাদ্য-খোরাক (স্বামী) প্রদান করেছে, তা থেকে করতে পারে এবং সওয়াব তাদের উভয়েরই হবে। মূলত স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর জন্য তার (স্বামীর) ধন-সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করা হালাল নয়। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস হাম্মামের হাদীসকে দুর্বল করে দেয়।

টীকা ঃ প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে অথবা কথা-বার্তা ও আচার-ব্যবহারে স্বামীর অনুমতি আছে বা দান করার পর স্বামীকে জানালে তাতে অসন্তুষ্ট না হলে স্ত্রীর দান করা জায়েয (অনু.)।

بَابٌ فِيْ صِلَةِ الرَّحِمِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা

١٦٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُرٰى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ اَمْوَالِنَا فَانِّىْ اُشْهِدُكَ اَنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ اَرْضِىْ بِاَرِيْحَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا فِىْ قَرَابَتِكَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِىْ عَنِ الْاَنْصَارِىِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِىِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ اِلٰى حَرَامٍ وَهُوَ الْاَبُ الثَّالِثُ. وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيْكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَيًّا. قَالَ الْاَنْصَارِىُّ بَيْنَ اُبَىٍّ وَاَبِىْ طَلْحَةَ سِتَّةُ اٰبَاءٍ.

১৬৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো : "তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করতে পারবে না" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২), তখন আবু তালহা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখছি যে, আমাদের রব আমাদের মাল-সম্পদের একটা অংশ চান। সুতরাং আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি আরীহা-তে অবস্থিত আমার ভূমি নির্দ্বিধায় তাঁর উদ্দেশ্যে দান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এটা তুমি তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকেই দাও। অতঃপর তিনি তা হাসসান ইবনে সাবিত (রা) এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা)-র মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী থেকে আমার নিকট এ বর্ণনা পৌছেছে যে, (আবু তালহার বংশতালিকা এরূপ) ঃ আবু তালহা যায়েদ ইবনে সাহল ইবনুল আসওয়াদ ইবনে হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়েদ মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার। আর হাসসান ইবনে সাবিত ইবনুল মুনযির ইবনে হারাম। 'হারামের' মধ্যে এসে তারা উভয়ে একত্র হয়েছেন এবং সে (হারাম) হচ্ছে তাদের উর্ধতন তৃতীয় পিতা। আর উবাই ইবনে কা'ব ইবনে কায়েস ইবনে আতীক

ইবনে যায়েদ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার। সুতরাং হাসসান, আবু তালহা ও উবাই আমরের মধ্যে একত্র হয়েছেন। আনসারী বলেন, উবাই ও আবু তালহার মধ্যে ছয় পুরুষের ব্যবধান।

টীকা ঃ বুখারীর হাদীসে 'বীরে হাআ' বর্ণিত হয়েছে। এটা হচ্ছে খেজুরের বাগানস্থ একটি মিষ্টি ও ঠাণ্ডা পানির কূপ (অনু.)।

١٦٩٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتْ لِىْ جَارِيَةٌ فَاَعْتَقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اٰجَرَكِ اللّٰهُ اَمَا اِنَّكِ لَوْ كُنْتِ اَعْطَيْتِيْهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ.

১৬৯০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি দাসী ছিলো, তাকে আমি দাসত্বমুক্ত করে দিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আগমন করলে আমি তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে এর সওয়াব দান করুন। তবে (জেনে নাও) যদি তুমি তোমার মাতুলদেরকে তা দান করতে তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ সওয়াব লাভ করতে।

١٦٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِىْ دِيْنَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى زَوْجَتِكَ اَوْ زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِىْ اٰخَرُ قَالَ اَنْتَ اَبْصَرُ.

১৬৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করার নির্দেশ দিলেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ তুমি তা নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার নিকট আরো একটি আছে। তিনি বললেন ঃ তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার নিকট আরো একটি আছে। তিনি বললেন ঃ তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার নিকট আরো একটি আছে। তিনি বললেন ঃ তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার নিকট আরো একটি আছে। তিনি বললেন ঃ তুমিই ভালো জানো কিসে তা ব্যয় করবে।

١٦٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ.

১৬৯২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তির পাপ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, যারা তার উপর নির্ভরশীল সে তাদের রিযিক নষ্ট করে।

١٦٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّبْسَطَ عَلَيْهِ فِىْ رِزْقِهِ وَيُنْسَاَ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

১৬৯৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রসারিত হোক এবং সে দীর্ঘজীবী হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।

١٦٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا الرَّحْمٰنُ وَهِىَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِّنْ اِسْمِىْ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ.

১৬৯৪। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমিই রহমান (দয়ালু), আমি আমার নাম (রহমান) থেকেই 'রাহেম' (আত্মীয়তার বন্ধন, জরায়ু) নিসৃত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি (নিকট) আত্মীয়দেরকে সংযুক্ত রাখে আমিও তাকে সংযুক্ত রাখবো। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে আমিও তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করি।

١٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ الرَّدَّادَ اللَّيْثِىَّ

اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

১৬৯৫। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

١٦٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

১৬৯৬। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

١٦٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَالْحَسَنِ ابْنِ عَمْرٍو وَفِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ فِطْرٌ وَالْحَسَنُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِّعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

১৬৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয় সে আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়। বরং কোন ব্যক্তির আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সে (উদ্যোগী হয়ে) তা পুনঃস্থাপন করে, সে-ই হলো প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী।

بَابٌ فِي الشُّحِّ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ অর্থলিপ্সা সম্পর্কে

١٦٩٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ اَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا.

১৬৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ সাবধান! তোমরা অর্থলিপ্সা বা অর্থলোভ থেকে নিজেদের রক্ষা করো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী (উম্মাত) যারা ছিলো তারা অর্থলিপ্সার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। (অর্থলোভ) তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, তাদেরকে আত্মীয়তা ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে, আর তারা তাই করেছে এবং তাদেরকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হবার আদেশ দিয়েছে, তারা সেসব মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে (পরিণতিতে ধ্বংসই ডেকে এনেছে)।

١٦٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِىْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لِىْ شَيْئٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ اَفَاُعْطِىْ مِنْهُ قَالَ اَعْطِىْ وَلاَ تُوْكِىْ فَيُوْكٰى عَلَيْكِ.

১৬৯৯। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আমার স্বামী) যুবাইর (রা) যা কিছু উপার্জন করে আমার নিকট বাসায় নিয়ে আসেন তা ছাড়া অন্য কোনো মাল আমার নেই। সুতরাং আমি কি তা থেকে দান-খয়রাত করবো? তিনি বললেন ঃ দান-সাদাকা করো এবং মওজুত করে রেখো না, তা হলে তোমাকেও (না দিয়ে) মওজুত করে রাখা হবে।

١٧٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِّنْ مَسَاكِيْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ اَوْ عِدَّةً مِّنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصٰى عَلَيْكِ.

১৭০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট) কয়েকজন মিসকীন সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, অন্য একজনের বর্ণনায় আছে, অথবা ক'জন মিসকীনকে দান-খয়রাত করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ দান-খায়রাত করো এবং হিসাব করে সঞ্চয় করে রেখো না। তাহলে তোমাকেও না দিয়ে রেখে দেয়া হবে।

টীকা ঃ অর্থাৎ তুমি দান-খয়রাত না করে কৃপণতার বশবর্তী হয়ে মওজুত করে রাখলে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে তোমার প্রাপ্য রিযিক না দিয়ে মওজুত করে রাখবেন (সম্পা.)।

অধ্যায় ঃ ১১

كِتَابُ اللُّقْطَةِ

হারানো জিনিস প্রাপ্তি

بَابُ التَّعْرِيْفِ بِاللُّقْطَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ লুকতা (হারানো জিনিস প্রাপ্তি)-র সংজ্ঞা

١٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالاَ لِىْ اطْرَحْهُ فَقُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ اِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَاِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَسَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَمْ اَجِدْ مَنْ يَّعْرِفُهَا فَقَالَ احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا وَقَالَ وَلاَ اَدْرِىْ اَثَلاَثًا قَالَ عَرِّفْهَا اَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.

১৭০১। সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবনে সূহান এবং সালমান ইবনে রাবীয়া (রা)-র সাথে এক যুদ্ধাভিযানে ছিলাম। এ সময় আমি একটি (পতিত) চাবুক পেলাম। তারা উভয়ে তা ফেলে দেয়ার জন্য আমাকে বললেন। আমি বললাম, না, বরং যদি তার মালিককে পেয়ে যাই (তবে তাকে ফেরত দিবো), অন্যথায় আমি তা ব্যবহার করবো। তিনি (সুয়াইদ) বলেন, অতঃপর আমি হজ্জ করলাম এবং মদীনায় গেলাম এবং (এ ব্যাপারে) উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি একটি থলি পেয়েছিলাম, এর মধ্যে ছিলো এক শত দীনার। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি বললেন ঃ এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করো। আমি তাই করলাম। আমি পুনরায় তাঁর কাছে আসলাম।

তিনি বললেন ঃ আরো এক বছর ঘোষণা করো। আমি তাই করলাম। আবার আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন ঃ আরো এক বছর ঘোষণা করো। আমি তাই করলাম। অতঃপর আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, সনাক্ত করার মতো কোনো লোক পেলাম না। তিনি বললেন ঃ মুদ্রার সংখ্যা, থলি ও থলির বাঁধন চিনে রাখো। যদি এর মালিক আসে (তবে তাকে দিবে), অন্যথায় তুমি তা ভোগ করবে। সালামা ইবনে কুহাইল (র) বলেন, আমার স্মরণ নেই যে, সুয়াইদ (রা) তিন বছর ঘোষণা করার কথা বলেছেন না কি এক বছর।

টীকা ঃ নগদ অর্থ বা অর্থের সাথে বিনিময়যোগ্য হালাল বস্তুকে ইসলামী আইনে 'মাল' বলা হয়। অসাবধানতাবশত কোন ব্যক্তির মাল কোথাও পড়ে গেলে এবং অপর ব্যক্তি তা পেলে ঐ মালকে ইসলামী আইনে 'লুকতা' বলে। আমরা এর বাংলা পরিভাষা নিয়েছি 'হারানো জিনিস প্রাপ্তি'। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের হাদীসসমূহে উপরোক্ত মাল সম্পর্কিত বিধান বিবৃত হয়েছে (সম্পাদক)।

١٧٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً قَالَ ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ قَالَ لَهُ ذٰلِكَ فِىْ سَنَةٍ اَوْ فِىْ ثَلاَثِ سِنِيْنَ.

১৭০২। শো'বা (র) উক্ত হাদীসটির অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালামা) তার বর্ণনায় বলেছেন, 'এক বছর ঘোষণা করো'। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন। আবার তিনি বলেন, আমি জানি না যে, তিনি এক বছর বলেছেন, নাকি তিন বছর।

١٧٠٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِى التَّعْرِيْفِ قَالَ فِىْ عَامَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ وَقَالَ اَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا. زَادَ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ يَقُوْلُ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ اِلاَّ حَمَّادٌ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَعْنِى فَعَرَفَ عَدَدَهَا.

১৭০৩। সালামা ইবনে কুহাইল (র) থেকে উক্ত সনদে (পূর্ব বর্ণিত হাদীসের) সমার্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (হাম্মাদ) ঘোষণা প্রসঙ্গ সালামা থেকে (বর্ণনা করে) বলেন যে, তিনি (সালামা) 'দুই বছর অথবা তিন বছর বলেছেন।' আর তিনি (সা.) বলেছেন ঃ এর (মুদ্রার) সংখ্যা, থলি এবং বাঁধন চিনে রাখো। যদি তার মালিক আসে এবং সেটার কোনো চিহ্ন বা নিদর্শন বলতে পারে তাহলে তা তাকে ফেরত দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, 'যদি সে চিনতে পারে' কথাটি এই হাদীসে হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কেউ বলেননি।

١٧٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقْطَةِ

فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْلِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى احْمَرَّتْ وَاجْنَتَاهُ اَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَائُهَا وَسِقَاءُهَا حَتّٰى يَاْتِيَهَا رَبُّهَا.

১৭০৪। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি লুকতা (অপরের হারানো জিনিস প্রাপ্তি) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এক বছর নাগাদ জিনিসটির ঘোষণা করতে থাকো। এরপর জিনিসটির পাত্র ও তার মুখবন্ধ (রশি) স্মরণ রেখে তা খরচ করো। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তা তাকে ফেরত দিও। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! পথহারা বকরী হলে কি করতে হবে? তিনি বললেন, ওটা ধরে রাখো। কেননা সেটা হয় তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ের জন্য। সে আবার বললো, হে আল্লাহর রাসূল! পথহারা উট হলে? এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর গণ্ডদেশ লালবর্ণ অথবা মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেলো এবং তিনি বললেন ঃ তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? তার সাথে তো তার জুতা (খুর) ও পানির পাত্র রয়েছে, যতক্ষণ না তার মালিক তার সাক্ষাৎ পায় (অর্থাৎ এক দিন তার মালিক তাকে পেয়েই যাবে)।

١٧٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ سِقَاءُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَةَ وَلَمْ يَقُلْ خُذْهَا فِيْ ضَالَّةِ الشَّاءِ وَقَالَ فِي اللُّقْطَةِ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَشَاْنَكَ بِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ اِسْتَنْفِقْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ رَبِيْعَةَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُوْلُوْا خُذْهَا.

১৭০৫। মালেক (র) থেকে (পূর্বে বর্ণিত) সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আরো আছে, 'তার সাথে তার পানির মশক রয়েছে, সে পানি পানের স্থানে যাবে এবং ঘাস ও গাছ-গাছড়া খেয়ে নেবে'। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া বকরী সম্পর্কে 'ধরে রাখার' কথা এ হাদীসে উল্লেখ নেই এবং তিনি (মালেক) পড়ে থাকা জিনিস সম্বন্ধে তার

রিওয়ায়াতে বলেছেন, এক বছর নাগাদ তা ঘোষণা করতে থাকো। যদি তার মালিক আসে তা তাকে দিয়ে দাও। অন্যথায় যা করার ইচ্ছা তুমি তা করতে পারো, কিন্তু "তুমি নিজে খরচ করো" এ শব্দটি উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ বলেন, সাওরী, সুলায়মান ইবনে বিলাল এবং হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) রাবীয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তারা (পথহারা বকরী সম্পর্কে) সেটা 'ধরে রাখো' কথাটি উল্লেখ করেননি।

١٧٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَعْنٰى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ وَاِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَاِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ.

১৭০৬। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। পথে পড়ে থাকা জিনিস সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এক বছর নাগাদ ঘোষণা করো, যদি তার অন্বেষণকারী (মালিক) এসে যায় তবে তা তাকে দিয়ে দাও, নতুবা তার থলি ও মুখবন্ধ (রশি) ইত্যাদি ভালোভাবে চিনে রাখো, অতঃপর তুমি তা ভোগ করো। কিন্তু পরে (কখনো) যদি তার অন্বেষণকারী (মালিক) আসে তবে তা তাকে ফেরত দাও।

١٧٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ رَبِيْعَةَ. قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا اِلَيْهِ وَاِلاَّ عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اقْبِضْهَا فِىْ مَالِكَ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ.

১৭০৭। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো... অতঃপর রবীয়ার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (খালিদ) বলেন, পড়ে থাকা জিনিস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তুমি এক বছর ধরে তা ঘোষণা করো। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তাকে তা দিয়ে দাও, নতুবা তুমি এর থলি ও রশি ইত্যাদি ভালোভাবে স্মরণ রাখো

এবং তোমার নিজের মালের সাথে একত্রে রেখে দাও। তার মালিক আসলে ওটা তাকে ফেরত দাও।

١٧٠٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بِإِسْنَادِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ. وَزَادَ فِيهِ فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ. وَقَالَ حَمَّادٌ اَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَرَبِيعَةَ اِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْضًا قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً. وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً.

১৭০৮। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ও রবীয়া (র) কুতাইবার সনদে তার হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণনা করেছেন এবং তন্মধ্যে বর্ধিত করেছেন, 'যদি তার অন্বেষণকারী (মালিক) আসে এবং সে যদি চিনতে পারে এটি তার থলি এবং সংখ্যা বলতে পারে তবে তাকে তা দিয়ে দাও। হাম্মাদ (র)-ও তার সনদ পরম্পরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ বলেন, এ যে বর্ধিত বাক্য, যা হাম্মাদ ইবনে সালামার বর্ণনায় আছে, সালামা ইবনে কুহাইল, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার ও রবীয়ার হাদীসের মধ্যে "যদি তার মালিক আসে আর সে তার থলি ও রশি (দেখে) বুঝতে পেরেছে যে, এটা তার, তখন তুমি তাকে তা দিয়ে দাও" উক্ত বাক্যের মধ্যে 'সে তার বাঁধন ও থলে চিনতে পারে' কথাটুকু সংরক্ষিত নয়। উকবা ইবনে সুয়াইদ তার পিতা থেকেও (অনুরূপ) হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, 'এক বছর নাগাদ ঘোষণা করো।' আর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করো।

١٧٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ

حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيَشْهَدْ ذَا عَدْلٍ اَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ فَانْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدُّهَا عَلَيْهِ وَالاَّ فَهُوَ مَالُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ.

১৭০৯। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পথে পড়ে থাকা (পতিত) জিনিস পায়, সে যেন অবশ্যই একজন অথবা দু'জন ন্যায়-নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখে। সে যেন তা গোপন বা গায়েব না করে। সে যদি তার মালিককে পেয়ে যায় তবে অবশ্যই তাকে তা ফেরত দিবে, অন্যথায় সেটা আল্লাহর সম্পদ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

টীকা ঃ সাক্ষী বানিয়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, লোকদের জানিয়ে দেয়া, কিন্তু তার কোনো চিহ্ন বা নিদর্শন প্রকাশ করা যাবে না। প্রকৃত মালিককে তা প্রমাণ করে নিতে হবে (অনু.)।

١٧١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ اَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْئَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. وَذَكَرَ فِىْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ وَالْاِبِلِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ. قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهَا فِىْ طَرِيْقِ الْمِيْتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَانْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا الَيْهِ وَانْ لَمْ يَاْتِ فَهِىَ لَكَ وَمَا كَانَ فِى الْخَرَابِ يَعْنِىْ فَفِيْهَا وَفِى الرِّكَازِ اَلْخُمُسُ.

১৭১০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন ফল-ফলাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো যা এখনো গাছে ঝুলছে (কাটা হয়নি)। তিনি বললেন ঃ তাতে কোনো অসুবিধা নেই সেই ব্যক্তির জন্য যে এমন অবস্থায় পৌছেছে যে, এছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। তার জন্য জায়েয, তবে গোপনে আঁচলে বেঁধে নিতে পারবে না। যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম করে, তাকে দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর ফল কেটে যে নির্দিষ্ট চত্বরে বা আঙ্গিনায় শুকানোর জন্য স্তূপিকৃত করা হয়েছে, যদি সেখান থেকে কেউ চুরি করে এবং

সে চোরাই জিনিসের মূল্য যুদ্ধের একটি ঢালের মূল্য পরিমাণ হয় তাহলে তার হাত কর্তিত হবে। রাবী পথহারা বকরী এবং উটের কথাও বর্ণনা করেছেন যেমন অন্যরা করেছেন। তিনি বলেন, পড়ে থাকা (পতিত) বস্তু সম্বন্ধেও তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেছেন ঃ সে জিনিস রাজপথে কিংবা জনবসতি মহল্লায় পাওয়া গেলে তা এক বছর ঘোষণা করো। যদি এর মধ্যে তার অনুসন্ধানকারী এসে যায় তবে তাকে তা ফেরত দাও। আর যদি না আসে, তবে সেটা তোমার। আর যদি সে (পতিত) জিনিস অনাবাদী এলাকায় পাওয়া যায় তাতে এবং ভূ-গর্ভস্থ ধনের এক-পঞ্চমাংশ (সরকারকে) দিতে হবে।

١٧١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ فِىْ ضَالَّةِ الشَّاءِ قَالَ فَاجْمَعْهَا.

১৭১১। আমর ইবনে শুয়াইব (র) এ সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। পথহারা বকরী সম্পর্কে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ তা একত্র করো (নিজের হেফাযতে রাখো)।

١٧١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهٰذَا بِاِسْنَادِهِ وَقَالَ فِىْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا قَطُّ وَكَذَا قَالَ فِيْهِ اَيُّوْبُ وَيَعْقُوْبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخُذْهَا.

১৭১২। উবায়দুল্লাহ ইবনুল আখনাস (র) ‘আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে উক্ত হাদীসটি এ সনদে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথহারা বকরী সম্পর্কে বলেছেন ঃ সেটা তোমার জন্য অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য কিংবা নেকড়ে বাঘের জন্য। সুতরাং তা ধরে রাখো। আইউবও এ ব্যাপারে অনুরূপ বলেছেন। আর ইয়াকূব ইবনে ‘আতা থেকে বর্ণিত, ‘আমর ইবনে শুয়াইব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ তবে তা ধরে রাখো।

١٧١٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا قَالَ فِىْ ضَالَّةِ الشَّاءِ فَاجْمَعْهَا حَتّٰى يَاْتِيَهَا بَاغِيْهَا.

১৭১৩। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি পথহারা বকরী সম্বন্ধে বলেছেন ঃ তার অনুসন্ধানকারী (মালিক) আসা পর্যন্ত ওটাকে নিজের হেফাযতে রেখে দাও।

١٧١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَجَدَ دِيْنَارًا فَاَتٰى بِهٖ فَاطِمَةَ فَسَأَلَتْ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ رِزْقُ اللّٰهِ فَاَكَلَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَكَلَ عَلِىٌّ وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَتَتْهُ امْرَاَةٌ تَنْشُدُ الدِّيْنَارَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِىُّ اَدِّ الدِّيْنَارَ.

১৭১৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) পথে পড়ে থাকা একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেলেন এবং তা নিয়ে ফাতিমা (রা)-র কাছে এলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এটা আল্লাহ্‌র দান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী ও ফাতিমা সবাই তা (দ্বারা ক্রয়কৃত আহার্য) খেলেন। এরপর এক মহিলা এসে দীনার খোঁজাখুঁজি করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আলী! দীনারটি পরিশোধ করো।

١٧١٥- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعْدِ ابْنِ اَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِىِّ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ الْتَقَطَ دِيْنَارًا فَاشْتَرٰى بِهٖ دَقِيْقًا فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيْقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّيْنَارَ فَاَخَذَهُ عَلِىٌّ فَقَطَعَ مِنْهُ قِيْرَاطَيْنِ فَاشْتَرٰى بِهٖ لَحْمًا.

১৭১৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পথে পড়ে থাকা একটি দীনার পেলেন এবং তা দিয়ে কিছু আটা খরিদ করলেন। আটার মালিক (বিক্রেতা) তাকে চিনতে পেরে দীনারটি তাকে ফেরত দিলো। অতঃপর আলী (রা) দীনারটি ভাঙ্গিয়ে দুই কীরাত দ্বারা গোশত খরিদ করলেন।

١٧١٦- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِىُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

اَخْبَرَه اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ دَخَلَ عَلٰى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ فَقَالَ مَا يُبْكِيْهِمَا قَالَتِ الْجُوْعُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِيْنَارًا بِالسُّوْقِ فَجَاءَ بِه اِلٰى فَاطِمَةَ وَاَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اِذْهَبْ اِلٰى فُلاَنِ الْيَهُوْدِيِّ فَخُذْ لَنَا دَقِيْقًا فَجَاءَ الْيَهُوْدِيَّ فَاشْتَرٰى بِه دَقِيْقًا فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ اَنْتَ خَتَنُ هٰذَا الَّذِيْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ دِيْنَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيْقُ فَخَرَجَ عَلِيٌّ حَتّٰى جَاءَ بِه فَاطِمَةَ فَاَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اِذْهَبْ اِلٰى فُلاَنِ الْجَزَّارِ فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّيْنَارَ بِدِرْهَمِ لَحْمٍ فَجَاءَ بِه فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ وَاَرْسَلَتْ اِلٰى اَبِيْهَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَذْكُرُ لَكَ فَاِنْ رَاَيْتَهُ لَنَا حَلاَلاً اَكَلْنَاهُ وَاَكَلْتَ مَعَنَاهُ مِنْ شَاْنِه كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كُلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ فَاَكَلُوْا فَبَيْنَاهُمْ مَكَانَهُمْ اِذْ غُلاَمٌ يَنْشُدُ اللّٰهَ وَالْاِسْلاَمَ الدِّيْنَارَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُعِيَ لَهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ سَقَطَ مِنِّيْ فِي السُّوْقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ اِذْهَبْ اِلَى الْجَزَّارِ فَقُلْ لَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَكَ اَرْسِلْ اِلَيَّ بِالدِّيْنَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ فَاَرْسَلَ بِه فَدَفَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ.

১৭১৬। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ফাতিমা (রা)-এর নিকট এলেন; (দেখলেন) হাসান ও হুসাইন উভয়ে কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কাঁদছে কেন? ফাতিমা (রা) বললেন, ক্ষুধার তাড়নায়। অতঃপর আলী (রা) বের হলেন এবং বাজারে পতিত একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেলেন। তিনি তা নিয়ে ফাতিমা (রা)-এর নিকট আসলেন এবং তাকে বিষয়টি জানালেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আপনি অমুক ইয়াহূদীর নিকট গিয়ে আমাদের জন্য আটা নিয়ে আসুন। তিনি ইয়াহূদীর নিকট গিয়ে তা দিয়ে আটা খরিদ করলেন। ইয়াহূদী তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি ঐ ব্যক্তির জামাতা, যিনি দাবি করেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, হাঁ। সে বললো, আপনি আপনার দীনার নিয়ে যান এবং আটাও। অতঃপর আলী (রা) ওখান থেকে এসে ফাতিমাকে সংবাদটি জানালেন। এবার ফাতিমা (রা) তাকে বললেন, অমুক কসাইয়ের নিকট গিয়ে আমাদের জন্য এক দিরহামের গোশত নিয়ে

আসুন। অতঃপর আলী (রা) দীনারটি গচ্ছিত রেখে এক দিরহামের গোশত নিয়ে আসলেন। এবার ফাতিমা (রা) আটা খামির করলেন। গোশত পাকালেন ও রুটি তৈরী করলেন এবং তাঁর আব্বা (সা)-এর নিকট সংবাদ পাঠালেন, তিনিও তাদের নিকট আসলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে ঘটনাটি জানাচ্ছি। যদি আপনি মনে করেন যে, ওটা আমাদের জন্য হালাল (বৈধ) তবে আমরা তা খাবো এবং আপনিও আমাদের সাথে খাবেন। ঘটনা এই। তিনি (ঘটনা শুনে) বললেন ঃ তোমরা বিসমিল্লাহ পড়ে খাও। তাঁরা সবাই খেলেন। তাঁরা এখনো সেখানে অবস্থান করছিলেন, হঠাৎ এক যুবক আল্লাহ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে দীনারটি খোঁজাখুঁজি করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে তাকে ডাকা হলো এবং জিজ্ঞেস করলে সে বললো, দীনারটি বাজারে আমার থেকে পড়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আলী! কসাইয়ের কাছে যাও এবং তাকে বলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (গচ্ছিত) দীনারটি আমাকে (ফেরত) দিয়ে দিতে, আর তোমার (গোশতের মূল্য) এক দিরহাম আমার যিম্মায় বাকী রইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দীনারটি ফেরত দিলেন।

টীকা ঃ পথে পড়ে থাকা জিনিস তুলে নিলে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করার পর প্রকৃত মালিক এসে চাইলে তা তাকে ফেরত দিতে হবে। কেননা এটা তার কাছে গচ্ছিত বা আমানতস্বরূপ রয়েছে (অনু.)।

١٧١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَالسَّوْطِ وَاَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَبِيْ سَلَمَةَ بِاِسْنَادِهِ. وَرَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوْا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭১৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন ঃ ছড়ি, রশি, চাবুক এবং পথে পড়ে থাকা এ জাতীয় জিনিস কেউ (তুলে নিলে) তা ব্যবহার করতে পারে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবুয যুবাইর (র) জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাবী বলেন যে, বর্ণনাকারীগণ এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ করেননি।

١٧١٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَحْسَبُهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَالَّةُ الْاِبِلِ الْمَكْتُوْمَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

১৭১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পথহারা উট (ধরে নিয়ে) গোপন করলে তার শাস্তি হলো দ্বিগুণ জরিমানা।

١٧١٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ. قَالَ اَحْمَدُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِىْ فِىْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتّٰى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا. قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرٍو.

১৭১৯। আবদুর রহমান ইবনে উসমান আত্-তাইমী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজীদের পথে পড়ে থাকা জিনিস তুলে নিতে নিষেধ করেছেন। আহমাদ (র) বলেন, ইবনে ওয়াহব হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস সম্বন্ধে বলেছেন, তা স্বঅবস্থায় রেখে দাও– যাতে তার মালিক তা পেয়ে যায়।

١٧٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا خَالِدُ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىُّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعْ جَرِيْرٍ بِالْبَوَازِيْجِ فَجَاءَ الرَّاعِىْ بِالْبَقَرِ وَفِيْهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيْرٌ مَا هٰذِهِ قَالَ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لاَ نَدْرِىْ لِمَنْ هِىَ فَقَالَ جَرِيْرٌ اَخْرِجُوْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَأْوِى الضَّالَّةَ الاَّ ضَالٌّ.

১৭২০। আল-মুনযির ইবনে জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর (রা)-র সঙ্গে 'বাওয়াযীজ্'-এ ছিলাম। তার রাখাল গরুর পাল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। গরুর পালের মধ্যে এমন একটি গাভী ছিল যেটা সেই পালের নয়। জারীর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোথা থেকে এলো? সে বললো, এটা (আমাদের) গরুর পালে ঢুকে পড়েছে। আমিও জানি না এটা কার? জারীর (রা) বললেন, এটিকে পাল থেকে বের করে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই পথহারা পশুকে আশ্রয় দেয়।

টীকা ঃ আল-বাওয়াযীজ হলো জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) কর্তৃক বিজিত একটি রাজপ্রাসাদ, (ইরাকের) তিকরীত ও ইরবিল-এর মধ্যবর্তী আল-বাওয়াযীজ নামক এলাকা নয় (সম্পা.)।

[দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

পরিশিষ্ট-১

সুনান আবু দাউদ ১ম ও ২য় খণ্ডের

প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

প্রথম খণ্ড

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা

১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ২০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩১।

২। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৩৫।

৪। বুখারী, উযু, দাওয়াত; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৫; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯।

৫। পূর্বোক্ত বরাত (৪ নং হাদীস)।

৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৬।

৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪১।

৮। মুসলিম তাহারাত, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪০।

৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২০, ২১ ও ২২।

১০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩১৯।

১২। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২২; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১১।

১৩। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৫।

১৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪।

১৫। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪২।

১৬। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭০; তিরমিযী, নং ৯০; ইবনে মাজা, নং ৩৫৩; নাসাঈ, নং ৩৭।

১৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩৮; ইবনে মাজা, নং ৩৫০।

১৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৩ ও ফাদাইল; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮১; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩০৩।

১৯। তিরমিযীত, লিবাস, নং ১৭৪৬; তাঁর শামাইল, নং ৮৮; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩০৩; নাসাঈ।

২০। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯২; নাসাঈ, নং ৩১; তিরমিযী, নং ৭০; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪৭।

২১। পূর্বোক্ত বরাত।

২২। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯।

২৩। বুখারী, তাহারাত ও মাজালিম; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৩; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩; ইবনে মাজা, নং ৩৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮, ২৬, ২৭ ও ২৮।

২৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২।

২৫। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৯।

২৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩২৮।

২৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২১; ইবনে মাজা, নং ৩০৪।

২৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৩৯।

২৯। নাসাঈ, নং ৩৪।

৩০। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৭; ইবনে মাজা, নং ৩০০; মুসনাদ আহ্মাদ।

৩১। বুখারী, উযু; মুসলিম, নং ২৬৭; তিরমিযী, নং ১৫; ইবনে মাজা, নং ৩১০; নাসাঈ, নং ২৪ ও ২৫।

৩৩। বুখারী, উযু, সালাত, লিবাস, আতইমা; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৮; নাসাঈ, তাহারাত, নং ১১২; লিবাস ওয়াল-যীনাত, নং ৫০৬২; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০১।

৩৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৫। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৯৮।

৩৬। নাসাঈ, কিতাবুল লিবাস ওয়াল-যীনাত, নং ৫০৭০।

৩৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৩।

৪০। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৪৪; মুসনাদ আহ্মাদ, দারা কুতনী, নং ৪।

৪১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩১৫।

৪২। ইবনে মাজা, নং ৩২৭।

৪৪। তিরমিযী, তাহারাত, তাফসীর, নং ৩০৯৯; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৫৭।

৪৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭; মুসলিম, ঐ, নং ২৫২; ইবনে মাজা; নং ২৭৮; বুখারী, জুমুআ।

৪৭। তিরমিযী, তাহারাত, নং ২৩; মুসনাদ আহ্মাদ।

৪৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৩।

৫০। বুখারী (তা'লীকান); মুসলিম (সমার্থবোধক)।

৫২। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬১; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৮; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৩; নাসাঈ, কিতাবুয যীনাত, নং ৫০৪৩; মুসনাদ আহ্মাদ।

৫৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৪।

৫৪। বুখারী; মুসলিম, নং ২৫৫; ইবনে মাজা, নং ২৮৬; নাসাঈ, নং ২।

৫৭। বুখারী, তাফসীর, আদাব, তাওহীদ, তাহারাত, দা'ওয়াত, বিতর, ইল্ম ও লিবাস; মুসলিম, সালাত ও তাহারাত; তিরমিযী, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ঐ; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৪৪৩, সালাত।

৫৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৫৩; নাসাঈ, নং ৮; ইবনে মাজা, নং ২৯।

৫৯। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৩৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১; মুসলিম (ইবনে উমার), নং ২৩৪; তিরমিযী (ইবনে উমার), নং ১।

৬০। বুখারী; মুসলিম, নং ২২৫।

৬১। তিরমিযী, নং ৩; ইবনে মাজা, নং ২৭৫; মুসনাদ আহ্মাদ।

৬২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৫৯; ইবনে মাজা।

৬৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৬। নাসাঈ, নং ৩২৭ ও ৩২৮; তিরমিযী, নং ৬৬।

৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২৬; তিরমিযী, নং ৬৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৭০ ও ৩৭১।

৬৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮১; তিরমিযী, নং ৬৮; ইবনে মাজা, নং ৩৪৩; নাসাঈ, নং ৫৮, ২২১ ও ২২২।

৭০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪৩।

৭১। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৭৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬৩; নাসাঈ, নং ৬৩-৬৬, ৩৩৬, ৩৩৯ ও ৩৪০।

৭২। পূর্বোক্ত বরাত।

৭৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৭৪। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২০০ ও ৩২০১; তাহারাত, নং ৩৬৫; নাসাঈ, ৬৭ ও ৩৩৮।

৭৫। নাসাঈ, তাহারাত, ৬৭ ও ২৪১; ইবনে মাজা, নং ৩৬৭; তিরমিযী, নং ৯৬।

৭৭। নাসাঈ, আহারাত, নং ৭২; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৯।

৭৮। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৮২।

৭৯। নাসাঈ, নং ৭১ ও ৩৪৩; ইবনে মাজা, নং ৩৮১; বুখারী।

৮০। পূর্বোক্ত বরাত।

৮১। নাসাঈ, নং ২৩৯।

৮২। ইবনে মাজা, নং ৩৭৪ ও ৩৮৩; তিরমিযী, নং ৬৪।

৮৩। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৫৯, ৩৩৩, সায়দ, নং ৪৩৫৫; ইবনে মাজা, নং ৩৮৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৬৯।

৮৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৪।

৮৫। মুসলিম, সালাত, নং ৪৫০; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল-আহ্কাফ।

৮৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪২; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৬১৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত, নং ৪৯; নাসাঈ, ইমামা, নং ৮৫৩।

৮৯। মুসলিম, সালাত, নং ৫৬০।

৯০। তিরমিযী, সালাত, নং ৩৫৭; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৯২৩।

৯১। তিরমিযী, সালাত, ৩৫৭ নং হাদীসের পরে উদ্ধৃত।

৯২। নাসাঈ, কিতাবুল মিয়াহ, নং ৩৪৭; ইবনে মাজা; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩২৫ (আনাস), ৩২৬ (সাফীনা); তিরমিযী (সাফীনা), নং ৫৬; ইবনে মাজা, (সাফীনা), তাহারাত।

৯৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৬৯।

৯৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭৪।

৯৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭৩ ও ৩৪৬; বুখারী ও মুসলিম, নং ৩২৫ ও ৩২৬ (সাফীনা)।

৯৬। ইবনে মাজা, কিতাবুদ দু'আ, নং ৩৮৬৪।

৯৭। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৫০।

৯৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১০০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৭১।

১০১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৯৯; আহ্মাদ; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬ (সাঈদ ইবনে যায়েদ)।

১০২। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৩। আহ্মাদ, বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১।

১০৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৫। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৬। বুখারী, তাহারাত, রিকাক, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ২২৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৪।

১০৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১১০। পূর্বোক্ত বরাত।

১১১। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৯৩, ৯৪ ও ৯৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৮।

১১২। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৫। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৬। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৮। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৩৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮; নাসাঈ, ঐ, ৯৭, ৯৮, ৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৩৪।

১১৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১২০। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৫।

১২১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪২।

১২২। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪০; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৩।

১২৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪১।

১৩৩। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১০১; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৬; ইবনে মাজা, নং ৪৩৯।

১৩৪। তিরমিযী, নং ৩৭; ইবনে মাজা, নং ৪৪৪।

১৩৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪২২।

১৩৬। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৪৩

১৩৭। বুখারী, তাহারাত (উযু অধ্যায়); তিরমিযী, ঐ, নং ৪২; নাসাঈ, নং ৮০; ইবনে মাজা নং ৪১১।

১৩৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪০। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৮।

১৪১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০৮।

১৪২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৩৮ (সাওম); নাসাঈ, ঐ, নং ১১৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৭।

১৪৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৪৬।

১৪৯। বুখারী, তাহারাত, লিবাস, মাগাযী, সালাত; মুসলিম, সালাত, নং ২৭৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১২৩, ১২৪ ও ১২৫; ইবনে মাজা, নং ৫৪৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭।

১৫০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫১। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫৪। বুখারী, সালাত; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭২; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৪২।

১৫৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২১; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৪৯, লিবাস, নং ৩৬২০; তিরমিযী, শামাইল, নং ৬৯।

১৫৭। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৫৩।

১৫৮। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৫৭।

১৫৯। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৫৯।

১৬১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৮।

১৬২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৫। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭।

১৬৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৩৪, ১৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৬১; তিরমিযী, নং ৫০ (আবু হুরায়রা)।

১৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৯। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৫।

১৭০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৭১। বুখারী, তাহারাত; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩১, তিরমিযী, ঐ, নং ৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫০৯।

১৭২। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৬১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৩।

১৭৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬৬৫ (উমার); মুসলিম, তাহারাত, নং ২৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৬৬।

১৭৬। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬১; নাসাঈ, ঐ, নং ১৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১৩।

১৭৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১৬।

১৭৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২; ইবনে মাজা, নং ৫০২।

১৭৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১৮১। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৬৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২; ইবনে মাজা, নং ৪৭৯।

১৮২। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৬৫; তিরমিযী, নং ৮৫; ইবনে মাজা, নং ৪৮৩।

১৮৪। তিরমিযী, নং ৫৮; ইবনে মাজা, নং ৪৯৪।

১৮৫। ইবনে মাজা, যবাইহ্, নং ৩১৭৯।

১৮৬। মুসলিম, যুহ্দ, নং ২৯৫৭।

১৮৭। বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৪।

১৮৮। তিরমিযী, শামাইল, নং ১৬৭।

১৮৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৮৮।

১৯০। বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৩; নাসাঈ, নং ১৮৩ (ইবনে আব্বাস)।

১৯১। বুখারী, আতইমা; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৮০; নাসাঈ (জাবের), নং ১৮৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৮৯।

১৯২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৯৪। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫২; তিরমিযী, নং ৭৯; ইবনে মাজা, নং ৪৮৫; নাসাঈ, নং ১৭১, ১৭২, ১৭৩ ও ১৭৪।

১৯৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৮০।

১৯৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৮৭; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৯৮।

১৯৯। বুখারী ও মুসলিম।

২০০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৮।

২০১। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭০; বুখারী।

২০২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৭৭।

২০৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৭৭।

২০৪। ইবনে মাজা; তিরমিযী, নং ১৪৩।

২০৫। তিরমিযী, রিদা' (দুধপান), নং ১১৬৪; (আলী ইবনে তালক), নং ১১৬৬।

২০৬। বুখারী, ইলম, তাহারাত; মুসলিম, তাহারাত; তিরমিযী, নং ১৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৫২ থেকে ১৫৭, এবং ৪৩৬ থেকে ৪৪১ (গোসল)।

২০৭। নাসাঈ, নং ১৫৬; ইবনে মাজা, নং ৫০৫।

২০৮। পূর্বোক্ত বরাত।

২০৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২১০। ইবনে মাজা, নং ৫০৬; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৫।

২১২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৩।

২১৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১০; নাসাঈ, নং ২৬৪ ও ২৬৫; বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩০৯; তিরমিযী, নং ১৪০; ইবনে মাজা।

২১৫। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৪৬; তিরমিযী, নং ১১০; ইবনে মাজা, নং ৬০৯।

২১৬। বুখারী, গোসল; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৪৮; ইবনে মাজা, নং ৬১০; নাসাঈ, নং ১৯১।

২১৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৪১।

২১৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৯৪; বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩০৯; ইবনে মাজা; তিরমিযী, নং ১৪০।

২১৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৯০।

২২০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩০৮; তিরমিযী, নং ১৪১; ইবনে মাজা, নং ৫৮৭; নাসাঈ, নং ২৬৩।

২২১। বুখারী, তাহারাত, নং ৩০৬; তিরমিযী, নং ১২০; ইবনে মাজা, নং ৫৮৫; নাসাঈ নং ২৬১।

২২২। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩০৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৮৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৭, ২৫৮ ও ২৫৯।

২২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৪। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৫। তিরমিযী, সালাত, নং ৬১৩; মুসনাদ আহ্মাদ, আবু দাউদ তায়ালিসী।

২২৬। নাসাঈ, নং ২২৩ ও ২২৪ (সংক্ষিপ্ত); ইবনে মাজা।

২২৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৬২; ইবনে মাজা, লিবাস।

২২৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৮১, ৫৮২ ও ৫৮৩; নাসাঈ।

২২৯। তিরমিযী, নং ১৪৬; নাসাঈ, নং ২৬৬ ও ২৬৭; ইবনে মাজা, নং ৫৯৪।

২৩০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭২; নাসাঈ, নং ২৬৮; ইবনে মাজা, নং ৫৩৫।

২৩১। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৭১; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২; ইবনে মাজা, নং ৫৩৪।

২৩২। ইবনে মাজা, তাহারাত (উম্মে সালামা)।

২৩৪। পূর্বোক্ত বরাত।

২৩৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ (কিছু শব্দের পার্থক্য সহকারে)।

২৩৬। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬১২।

২৩৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৩১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৩।

২৩৮। বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩২১; নাসাঈ, নং ২২৯।

২৩৯। বুখারী, তাহারা, মুসলিম, ঐ, নং ৩২৭; নাসাঈ, নং ২৫১; ইবনে মাজা, নং ৫৭৫।

২৪০। বুখারী, গোসল; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৮; নাসাঈ, নং ৪২৪।

২৪১। নাসাঈ, তাহারাত, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৭৪।

২৪২। বুখারী, মুসলিম, তাহারাত, নং ৩২১, তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং, ৫৭৪।

২৪৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৪৫। বুখারী ও মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৭; তিরমিযী, নং ১০৩; নাসাঈ, নং ২৫৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৭৩।

২৪৮। তিরমিযী, নং ১০৬; ইবনে মাজা, নং ৫৯৭।

২৪৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৯৯।

২৫০। তিরমিযী, নং ১০৭; নাসাঈ, নং ২৫৩; ইবনে মাজা, নং ৫৭৯।

২৫১। মুসলিম, নং ৩৩০; নাসাঈ, নং ৩৪২; তিরমিযী, নং ১০৫; ইবনে মাজা।

২৫২। পূর্বোক্ত বরাত।

২৫৩। বুখারী (অনুরূপ)।

২৫৮। মুসলিম, নং ৩০২; তিরমিযী, নং ২৯৮১; ইবনে মাজা ও নাসাঈ, নং ২৮৯।

২৫৯। মুসলিম, নং ৩০০; ইবনে মাজা, নং ৬৪৩; নাসাঈ, নং ২৮০।

২৬০। বুখারী ও মুসলিম, নং ৩০১; ইবনে মাজা, নং ৬৩৪; নাসাঈ, নং ২৭৫।

২৬১। মুসলিম, নং ২৯৮; তিরমিযী, নং ১৩৪; নাসাঈ, নং ২৭২; ইবনে মাজা, নং ৬৩২।

২৬২। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩৫; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৩১; নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৮২।

২৬৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৪। তিরমিযী (ইবনে আব্বাস), নং ১৩৬ ও ১৩৭; নাসাঈ, নং ২৯০ ও ৩৭০; ইবনে মাজা, নং ৬৪০।

২৬৫। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৬। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৭। বুখারী, তাহারাত, নং ২৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৮।

২৬৮। বুখারী ও মুসলিম, নং ২৯৩; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩২; নাসাঈ, নং ২৮৬; ইবনে মাজা, নং ৬৩২।

২৬৯। নাসাঈ, নং ২৮৫।

২৭৩। বুখারী, মুবাশারাতুল হায়েয; মুসলিম, নং ২৯৩; তিরমিযী, নং ১৩২; ইবনে মাজা, নং ৬৩৬; নাসাঈ, নং ২৮৬ ও ২৮৭।

২৭৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৯; হায়েয, নং ৩৫৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬২৩।

২৭৫। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৬। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৭। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৯। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৩৪; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৭।

২৮০। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০১; তালাক।

২৮১। পূর্বোক্ত বরাত।

২৮২। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩৩; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০১ ও ৩৬৫; তিরমিযী, নং ১২৫; ইবনে মাজা, নং ৬২৬।

২৮৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৮৫। বুখারী ও মুসলিম, নং ৩৩৪; নাসাঈ, নং ২০৫; ইবনে মাজা।

২৮৬। নাসাঈ, নং ২০১।

২৮৭। তিরমিযী, নং ১২৮; ইবনে মাজা, নং ৬২২ ও ৬২৭; ইমাম আহ্‌মাদ (র) মুসনাদের ২য় খণ্ডে, নং ৪৩৯; ইমাম শাফিঈ (র), কিতাবুল উম্ম, ১ম খণ্ড, নং ৫১; বায়হাকী, হাকেম।

২৮৮। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৩৪; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৭।

২৮৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২৯০। পূর্বোক্ত বরাত।

২৯১। নাসাঈ, নং ৩৫৭।

২৯৩। ইবনে মাজা (উম্মে বাক্‌র থেকে)।

২৯৪। নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৬০।

২৯৭। তিরমিযী, নং ১২৬; ইবনে মাজা, নং ৬২৫।

২৯৮। নাসাঈ, নং ৩৬৩।

৩০৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৩০৪। নাসাঈ, নং ২০১।

৩০৫। নাসাঈ (অনুরূপ), নং ৩৫২।

৩০৭। বুখারী, হায়েয; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৮; ইবনে মাজা, নং ৬৪৭।

৩১০। শরহে মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, নং ১৭ (ইমাম নববী)।

৩১১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৯; ইবনে মাজা, নং ৬৪৮।

৩১২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৪। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩২; ইবনে মাজা, নং ৬৪২; নাসাঈ, নং ২৫২।

৩১৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৭। বুখারী, তায়াম্মুম; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১১; ইবনে মাজা, নং ৬৫৮।

৩১৮। ইবনে মাজা, তায়াম্মুম, নং ৫৬৫; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩১৫।

৩১৯। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২০। নাসাঈ, নং ৩১৫; বুখারী ও মুসলিম, নং ৩৬৭; নাসাঈ।

৩২১। বুখারী, মুসলিম, হায়েয, ৩৬৮, নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২১।

৩২২। বুখারী, তায়াম্মুম; মুসলিম, ঐ, নং ৩৬৮; তিরমিযী, নং ১৪৪; নাসাই, নং ৩১৩; ইবনে মাজা, নং ৫৬৯।

৩২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৯। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৬৯; নাসাঈ, নং ৩২২।

৩৩২। নাসাঈ, নং ৩২৩; তিরমিযী, নং ১২৪; মুসনাদ আহমাদ, সুনান আদ-দারা কুতনী।

৩৩৩। ইমাম আহমাদ, মুসনাদ।

৩৩৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৩৭। ইবনে মাজা, নং ৫৭২।

৩৩৮। বুখারী, তাহারাত; নাসাঈ, নং ৪৩৩।

৩৪০। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৪৫ (উমার রা.); তিরমিযী, ঐ, নং ৪৯৪; নাসাঈ (উমার রা.)।

৩৪১। বুখারী, সালাত, শাহাদাত; মুসলিম, সালাত, নং ৮৪৬, তাহারাত; নাসাঈ, সালাত, নং ১৩৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ঐ।

৩৪২। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৭৩।

৩৪৩। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৫৮।

৩৪৪। মুসলিম, নং ৮৪৬; নাসাঈ, নং ১৩৭৬; বুখারী (অনুরূপ)।

৩৪৫। নাসাঈ, নং ১৩৮২; ইবনে মাজা, নং ১০৮৭; তিরমিযী, নং ৪৯৬।

৩৪৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৫১। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৮৬; ইবনে মাজা, নং ১০৯২; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৯৯।

৩৫২। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৪৭।

৩৫৪। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৮১; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৯৭।

৩৫৫। নাসাঈ, তাহারাত, ১২৬, (অধ্যায় নং) নং ১৮৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৫; আহমাদ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মা।

৩৫৮। বুখারী, হায়েয।

৩৬১। বুখারী, তাহারাত, সালাত, বু-য়ু' (ক্রয়বিক্রয়) মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৮; ইবনে মাজা; ঐ, মালেক, ঐ; নাসাঈ, নং ২৯৪ ও ৩৯৪।

৩৬২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৬৩। নাসাঈ, নং ২৯৩ ও ২৯৫; ইবনে মাজা, নং ৬২৮।

৩৬৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৯৫; ইবনে মাজা, ঐ।

৩৬৭। নাসাঈ, তিরমিযী।

৩৬৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৬৯। ইবনে মাজা, তায়াম্মুম, নং ৬৫৩; বুখারী, মুসলিম।

৩৭০। নাসাঈ, নং ২৮৫, ৩৭২ ও ৭৬৯; ইবনে মাজা, নং ৬৫২; মুসলিম।

৩৭১। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮৮; নাসাঈ, নং ২৯৭ থেকে ৩০২; ইবনে মাজা, নং ৫৩৭ থেকে ৫৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৬।

৩৭২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৭৩। বুখারী ও মুসলিম, নং ২৮৯; তিরমিযী, নং ১১৭; নাসাঈ, নং ২৯৬; ইবনে মাজা, নং ৫৩৬।

৩৭৪। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৮৭; নাসাঈ, নং ৩০৩; তিরমিযী, নং ৭১; ইবনে মাজা, নং ৫২৪।

৩৭৫। ইবনে মাজা, নং ৫২২।

৩৭৬। নাসাঈ, নং ৩০৫; ইবনে মাজা, নং ৫২৬।

৩৭৭। ইবনে মাজা, নং ৫২৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৬১০।

৩৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৮০। নাসাঈ, নং ৫৬; তিরমিযী, নং ১৪৭; ইবনে মাজা, নং ৫২৯; বুখারী, উযু, আদাব; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮৪, ২৭৫; নাসাঈ, আনাস (রা) থেকে, নং ৫৩, ৫৪ ও ৫৫; তিরমিযী, নং ১৪৮; ইবনে মাজা, নং ৫২৮; বুখারী ও মুসলিম।

৩৮২। বুখারী, তাহারাত।

৩৮৩। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪৩; ইবনে মাজ, নং ৫৩১; দারিমী, মালেক।

৩৮৪। ইবনে মাজা, নং ৫৩৩।

৩৯০। বুখারী, সালাত; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৪৯; নাসাঈ, তিরমিযী।

كتاب الصلوة

(নামায)

৩৯১। বুখারী, ঈমান, শাহাদাত, সাওম; মুসলিম, ঈমান, নং ১১; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক; সালাত; নাসাঈ, নং ৪৫৯; সাওম, ঈমান।

৩৯৩। তিরমিযী, সালাত, নং ১৪৯; আহমাদ, শাফিঈ, ইবনে খুযায়মা, দারা কুতনী।

৩৯৪। বুখারী, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৬৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৯৫।

৩৯৫। মুসলিম, সালাত, নং ৬১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫২; ইবনে মাজা, নং ৬৬৭; নাসাঈ, ৫২০।

৩৯৬। মুসলিম, সালাত, নং ৬১২; নাসাঈ, নং ৫২৩; ইমাম আহমাদ।

৩৯৭। বুখারী, মাওয়াকিত; মুসলিম, সালাত, নং ৬৪৬; নাসাঈ, নং ৫২৮।

৩৯৮। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬৪৭; নাসাঈ, নং ৪৯৬; ইবনে মাজা, তিরমিযী।

৩৯৯। নাসাঈ।

৪০০। নাসাঈ, মাওয়াকিত, নং ৫০৪।

৪০১। বুখারী ও মুসলিম, নং ৬১৬; তিরমিযী, সালাত, নং ১৫৮।

৪০২। বুখারী, মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, নং ৬১৫; নাসাঈ, নং ৫০১; ইবনে মাজা, নং ৬৭৭; মালেক, সালাত, তিরমিযী, নং ১৫৭।

৪০৩। মুসলিম, নং ৬১৮; ইবনে মাজা, নং ৬৭৩।

৪০৪। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৬২১; নাসাঈ, নং ৫০৭ ও ৫০৮; ইবনে মাজা, নং ৬৮২।

৪০৭। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬১২; নাসাঈ, নং ৫০৬; ইবনে মাজা, মালেক, ঐ, নং ৬৮৩; তিরমিযী, নং ১৫৯।

৪০৯। বুখারী, জিহাদ, মাগাযী, দাওয়াত, তাফসীর; মুসলিম, সালাত, নং ৬২৭; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮৭; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৬৮৪; নাসাঈ, নং ৪৭৪।

৪১০। মুসলিম, নং ৬২৯; মালেক, সালাত; নাসাঈ, নং ৪৭৩; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮৬।

৪১১। বুখারী, তারীখ, মুসনাদ আহমাদ।

৪১২। বুখারী, মুসলিম, নং ৬০৭; ইবনে মাজা, নং ১১২২; নাসাঈ, নং ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬ ও ৫৫১; তিরমিযী, নং ৫২৪।

৪১৩। মুসলিম, সালাত, নং ৬২২; মালেক, নাসাঈ, নং ৫১২; তিরমিযী, নং ১৬০।

৪১৪। বুখারী, মুসলিম, নং ৬২৬; নাসাঈ, নং ৪৭৯; তিরমিযী, সালাত, নং ১৭৫; ইবনে মাজা, নং ৬৮৫।

৪১৬। বুখারী, মুসলিম (রাফে ইবনে খাদীজ থেকে), নং, ৬৩৭; ইবনে মাজা, নং ৬৮৭; নাসাঈ, নং ৫২১।

৪১৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৩৬; ইবনে মাজা, নং ৬৮৮; তিরমিযী, নং ১৬৪।

৪১৯। তিরমিযী, নং ১৬৫; নাসাঈ, নং ৫২৯; দারিমী।

৪২০। মুসলিম, নং ৬৩৯; নাসাঈ, নং ৫৩৮।

৪২২। নাসাঈ, নং ৫৩৯; ইবনে মাজা, নং ৬৯৩।

৪২৩। বুখারী, সালাত, নং ৬৪৫; ইবনে মাজা, নং ৬৬৯; নাসাঈ, নং ৫৪৭; তিরমিযী, নং ১৫৩।

৪২৪। নাসাঈ, নং ৫৪৯; ইবনে মাজা, নং ৬৭২; তিরমিযী, নং ১৫৪।

৪২৫। আহমাদ, নাসাঈ, নং ৪৬২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস-সালাত, নং ১৪০১; মালেক, সালাত।

৪২৬। তিরমিযী, সালাত, নং ১৭০।

৪২৮। নাসাঈ, নং ৪৭২; মুসলিম, নং ৬৩৪।

৪২৯। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৪০৩।

৪৩১। মুসলিম, নং ৬৪৮, তিরমিযী, নং ১৭৬; ইবনে মাজা, নং ১২৫৬; নাসাঈ।

৪৩২। ইবনে মাজা, নং ১২৫৫।

৪৩৩। মুসনাদ আহমাদ।

৪৩৫। মুসলিম, নং ৬৮০; ইবনে মাজা, নং ৬৯৭; নাসাঈ, নং ৬২০; তিরমিযী।

৪৩৭। মুসলিম, নং ৬৮১; নাসাঈ, নং ৬১৮; ইবনে মাজা, নং ৬৯৮; তিরমিযী, নং ১৭৭।

৪৩৯। বুখারী, নাসাঈ।

৪৪০। বুখারী, নাসাঈ।

৪৪১। মুসলিম, নং ৬৮১; তিরমিযী, নং ১৭৭; নাসাঈ, নং ৬১৭।

৪৪২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬৪৮; নাসাঈ, নং ৬১৪; ইবনে মাজা, নং ৬৯৬; তিরমিযী, নং ১৭৮।

৪৪৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৮২।

৪৪৭। নাসাঈ, নং ৬২৫।

৪৪৯। নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৬৯০; ইবনে মাজা, নং ৭৩৯।

৪৫০। ইবনে মাজা, মাসাজিদ, ৭৪৩।

৪৫১। বুখারী।

৪৫৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৫২৪; নাসাঈ, নং ৭০৩; ইবনে মাজা।

৪৫৫। ইবনে মাজা, নং ৭৫৮; তিরমিযী, নং ৫৯৪; ইবনে হিব্বান।

৪৫৭। ইবনে মাজা।

৪৬১। তিরমিযী, ফাদাইলুল-কুরআন, নং ২৯১৭।

৪৬৫। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭১৩; নাসাঈ, নং ৭৩২; ইবনে মাজা (আবু হুমাইদ), নং ৭৭২; তিরমিযী, নং ৩১৪।

৪৬৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৭১৪; নাসাঈ, নং ৭৩১; তিরমিযী, নং ৩১৬; ইবনে মাজা, নং ১০১৩।

৪৬৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৪৯; নাসাঈ, নং ৭৩৪; তিরমিযী, নং ৩৩০; ইবনে মাজা, নং ৭৯৯।

৪৭০। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ২৭৪।

৪৭১। পূর্বোক্ত বরাত।

৪৭৩। মুসলিম, নং ৬৫৮; ইবনে মাজা, নং ৭৬৭।

৪৭৪। মুসলিম, নং ৫৫২।

৪৭৫। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, নং ৭২৪; মুসলিম, নং ৫৫২।

৪৭৮। নাসাঈ, নং ৭২৭; তিরমিযী, নং ৫৭১; ইবনে মাজা, নং ১০২১।

৪৭৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৪৭।

৪৮০। মুসলিম, নং ৫৮৪।

৪৮৩। মুসলিম, নং ৫৫৪।

৪৮৬। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৪৮৯। মুসলিম, নং ৫২৩।

৪৯২। ইবনে মাজা, নং ৭৪৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৩১৭।

৪৯৩। তিরমিযী, নং ৫৮; ইবনে মাজা, নং ৪৯৪।

৪৯৪। তিরমিযী, সালাত, নং ৪০৭; মুসনাদ আহমাদ।

৪৯৯। ইবনে মাজা, নং ৭০৬; তিরমিযী, নং ১৮৯; মুসলিম, নং ৩৭৯।

৫০০। তিরমিযী, নং ১৯১; ইবনে মাজা, নং ৭০৯।

৫০১। মুসলিম, নং ৩৭৯; তিরমিযী, নং ২৯১; ইবনে মাজা, নং ৭০৯; নাসাঈ, নং ৬৩০।

৫০২। নাসাঈ, নং ৬৩১, ৬৩২ ও ৬৩৩; মুসলিম, নং ৭০৯।

৫০৩। তিরমিযী, নং ১৯১।

৫০৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৩৭৮; তিরমিযী, নং ১৯৮; নাসাঈ, আযান, নং ৬২৮; ইবনে মাজা, নং ৭৩০।

৫১৩। নাসাঈ, নং ৬২৯।

৫১৪। তিরমিযী, নং ১৯৯; ইবনে মাজা, নং ৭১৭।

৫১৫। নাসাঈ, নং ৬৪২; ইবনে মাজা, নং ৭২৪; মুসলিম, নং ৩৮৭।

৫১৬। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৩৮৯।

৫১৭। তিরমিযী, নং ২০৭।

৫২০। বুখারী, তাহারাত, সালাত, লিবাস, সিফাতুন-নাবিয়্যি (সা); মুসলিম, নং ৫০৩; তিরমিযী, নং ১৯৭; নাসাঈ, আযান, যীনাত, তাহারাত, নং ৬৪৪; ইবনে মাজা, নং ৭১১।

৫২১। তিরমিযী, নং ২১২, নাসাঈ (আমালুল ইয়াওম ওয়াল-লাইলাহ)।

৫২২। বুখারী, মুসলিম, নং ৩৮৩; তিরমিযী, নং ২০৮; নাসাঈ, নং ৬৭৪; ইবনে মাজা, নং ৭২০।

৫২৩। মুসলিম, নং ৩৪৮; নাসাঈ, নং ৬৭৯; তিরমিযী, নং ৩৬১৯।

৫২৫। মুসলিম, নং ৩৮৬; নাসাঈ, নং ৬৮০; তিরমিযী, নং ২১০; ইবনে মাজা, নং ৬২১।

৫২৭। মুসলিম, নং ৩৮৫।

৫২৯। বুখারী, তিরমিযী, নং ২১১; নাসাঈ, নং ৬৮১; ইবনে মাজা, নং ৭২২।

৫৩০। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৫৮৩।

৫৩১। নাসাঈ, নং ৬৭৩; তিরমিযী, নং ২০৯; মুসলিম, সালাত, নং ৪৬৮; ইবনে মাজা, নং ৭১৪; ইমাকাতুস-সালাত, নং ৯৮৭।

৫৩২। তিরমিযী, ২০৩ নং হাদীসের পরে; বুখারী, মুসলিম।

৫৩৫। মুসলিম, নং ৩৮১।

৫৩৬। মুসলিম, নং ৬৫৫; তিরমিযী, নং ২০৪; নাসাঈ, নং ৬৮৫; ইবনে মাজা, নং ৭৩৩।

৫৩৭। মুসলিম, নং ৬০৬; তিরমিযী, নং ২০২; ইবনে মাজা।

৫৩৮। তিরমিযী (১৯৮ নং হাদীসের পরে কিছু বৃদ্ধির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন); মুসনাদ আহমাদ, ইবনে খুযায়মা, দারা কুতনী, বায়হাকী।

৫৩৯। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬০৪; তিরমিযী, নং ৫১৭; নাসাঈ, নং ৬৮৮।

৫৪১। বুখারী, সালাত, তাহারাত; মুসলিম, সালাত, নং ৬০৫; নাসাঈ, নং ৮১০।

৫৪২। বুখারী, নাসাঈ, নং ৭৯২।

৫৪৩। নাসাঈ, নং ৮১২।

৫৪৪। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৯২।

৫৪৭। নাসাঈ, নং ৮৪৮।

৫৪৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৫১; ইবনে মাজা, নং ৭৯১; তিরমিযী, নং ২১৭; নাসাঈ, নং ৮৪৯।

৫৪৯। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ২৫৩; তিরমিযী, নং ২১৭।

৫৫০। মুসলিম, নং ৬৫৪; নাসাঈ, নং ৮৫০; ইবনে মাজা।

৫৫১। ইবনে মাজা।

৫৫২। ইবনে মাজা (আবু হুরায়রা রা.); মুসলিম, নং ৬৫৩; নাসাঈ, নং ৮৫১।

৫৫৩। নাসাঈ, নং ৮৫২; ইবনে মাজা, নং ৭৯২।

৫৫৪। নাসাঈ, নং ৮৪৪; ইবনে মাজা।

৫৫৫। মুসলিম, নং ৬৫৬; তিরমিযী, নং ২২১।

৫৫৬। ইবনে মাজা, নং ৭৮২।

৫৫৭। মুসলিম, নং ৬৬৩; ইবনে মাজা, নং ৭৮৩।

৫৫৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩০; ইবনে মাজা।

৫৬০। ইবনে মাজা।

৫৬১। তিরমিযী, নং ২২৩; ইবনে মাজা, নং ৭৮১ (আনাস রা.)।

৫৬২। তিরমিযী, নং ৩৮৬; ইবনে মাজা।

৫৬৪। নাসাঈ, নং ৮৫৬।

৫৬৬। বুখারী, মুসলিম।

৫৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৫৬৮। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫৭০।

৫৬৯। বুখারী, মুসলিম।

৫৭২। বুখারী, সালাত, কাসতাল্লানী, ২য় খণ্ড, নং ২২; মুসলিম, নং ৬০২; ইবনে মাজা, নং ৭৭৫; নাসাঈ, নং ৫৭২; তিরমিযী, নং ৩২৭।

৫৭৪। তিরমিযী (অনুরূপ)।

৫৭৫। নাসাঈ, নং ৮৫৯; তিরমিযী, নং ২১৯।

৫৭৯। নাসাঈ।

৫৮০। ইবনে মাজা, নং ৯৮৩।

৫৮১। ইবনে মাজা।

৫৮২। মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, নং ৭৮২।

৫৮৪। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৩৫; ইবনে মাজা, নং ৯৮০; নাসাঈ, নং ৭৮১।

৫৮৫। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, নং ৭৯০।

৫৮৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৫৮৯। বুখারী, সালাত, আদাব, জিহাদ; মুসলিম, সালাত; তিরমিযী, ইবনে মাজা, নং ৯৭৯; নং ৭৮২।

৫৯০। ইবনে মাজা।

৫৯৩। ইবনে মাজা, নং ৯৭০।

৫৯৬। তিরমিযী, নং ৩৫৬; নাসাঈ, নং ৭৮৮।

৬০০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৬০১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮৩৩; তিরমিযী, নং ৩৬১।

৬০২। ইবনে মাজা, নং ১২৪০।

৬০৪। নাসাঈ, ইবনে মাজা, ৮৪৬।

৬০৫। বুখারী, মুসলিম।

৬০৬। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৬০৯। মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮০৪; ইবনে মাজা, নং ৯৭৫।

৬১০। মুসলিম, সালাত, তাহারাত; বুখারী, তাফসীর, আদাব, তাহারাত, সালাত; তিরমিযী, ইবনে মাজা, সালাত, তাহারাত; নাসাঈ, সালাত, নং ৮০৭; তাহারাত।

৬১২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৩৪; নাসাঈ, নং ৮০২।

৬১৩। নাসাঈ, সালাত, ইমামাত, নং ৮০০।

৬১৪। নাসাঈ, তিরমিযী।

৬১৫। নাসাঈ, নং ৮৩৩; ইবনে মাজা, নং ১০০৬।

৬১৬। ইবনে মাজা।

৬১৭। তিরমিযী, নং ৪০৮; মাজমু' ৩য় খণ্ড, নং ৪৮১; মাআলিমুস সুনান, ১ম খণ্ড, নং ১৭৫।

৬১৮। ইবনে মাজা, নং ২৭৫; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৩।

৬১৯। ইবনে মাজা।

৬২০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, নং ২৮১।

৬২১। মুসলিম, নং ৪৭৪; নাসাঈ, নং ৮৩০।

৬২২। মুসলিম, নং ৪৭৪; নাসাঈ, নং ৮৩০।

৬২৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৪২৭; তিরমিযী, নং ৫৮২; নাসাঈ, নং ৮২৯; ইবনে মাজা, নং ৯৬১।

৬২৫। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৫; নাসাঈ, নং ৭৬৪; ইবনে মাজা।

৬২৬। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৬; নাসাঈ, নং ৭৭০।

৬২৭। বুখারী।

৬২৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৬৩; তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৩০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৬৭।

৬৩১। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৪; নাসাঈ, নং ৭৬৯।

৬৩২। নাসাঈ, নং ৭৬৬।

৬৩৩। মুসলিম, নং ৫১৮।

৬৩৪। মুসলিম (বিস্তারিতভাবে)।

৬৩৭। নাসাঈ।

৬৪১। তিরমিযী, নং ৩৭৭; ইবনে মাজা, মালেক, মুসতাদরাক হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১।

৬৪৩। তিরমিযী, নং ৩৭৮; ইবনে মাজা (النهى عن تغطية الفم)।

৬৪৫। নাসাঈ, তিরমিযী।

৬৪৬। ইবনে মাজা, নং ১০৪২; তিরমিযী, নং ৩৮৪।

৬৪৭। নাসাঈ।

৬৪৮। নাসাঈ, নং ৭৭৭।

৬৪৯। মুসলিম, সালাত, নং ৪৫৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ; বুখারী, ঐ।

৬৫৩। ইবনে মাজা।

৬৫৬। বুখারী, সালাত, মুসলিম, নং ৫১৩; নাসাঈ, নং ৭৩৯; ইবনে মাজা, নং ১০২৮; তিরমিযী (ইবনে আব্বাস রা.), নং ৩৩১।

৬৫৭। বুখারী।

৬৫৮। নাসাঈ, নং ৭৩৮; বুখারী, সালাত।

৬৬০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৬১। মুসলিম, নং ৪৩০; নাসাঈ, নং ৮১৬; ইবনে মাজা, নং ৯৯২।

৬৬২। নাসাঈ, নং ৮১১; বুখারী, মুসলিম, নং ৪৩৬; তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৬৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৬৪। নাসাঈ, নং ৮১২।

৬৬৬। নাসাঈ, নং ৮২০।

৬৬৭। নাসাঈ, নং ৮১২।

৬৬৮। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা।

৬৭১। নাসাঈ, নং ৮১৯।

৬৭২। বায়হাকী (র)-র সুনান।

৬৭৩। নাসাঈ, নং ৮২২; তিরমিযী, নং ২২৯।

৬৭৪। মুসলিম, নং ৪৩২; নাসাঈ, নং ৮১৩; ইবনে মাজা।

৬৭৫। মুসলিম, সালাত, নং ১২৩; তিরমিযী, নং ২২৮; নাসাঈ, নং ৮১৩।

৬৭৬। ইবনে মাজা, নং ১০০৫।

৬৭৮। মুসলিম, নং ৪৪০; তিরমিযী, নং ২২৪; নাসাঈ, নং ৮২১; ইবনে মাজা, নং ১০০০।

৬৮০। মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, নং ৭৯৬; ইবনে মাজা, নং ৯৭৮।

৬৮২। ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৩০।

৬৮৩। বুখারী, নাসাঈ, নং ৮৭২।

৬৮৪। বুখারী, সালাত, নাসাঈ, নং ৮৭২।

৬৮৫। মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩৫; ইবনে মাজা।

৬৮৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৬৮৮। বুখারী, মুসলিম।

৬৮৯। ইবনে মাজা।

৬৯২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৫২।

৬৯৪। ইবনে মাজা।

৬৯৫। নাসাঈ, নং ৭৪৯।

৬৯৬। বুখারী, মুসলিম।

৬৯৭। বুখারী, সালাত, সিফাতে ইবলিস; মুসলিম, সালাত, নং ৫০৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৯৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৭৫৮।

৭০০। বুখারী, মুসলিম।

৭০১। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৫০৭; নাসাঈ, নং ৭৫৭, ইবনে মাজা, নং ৯৪৫; তিরমিযী, নং ৩৩২।

৭০২। মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩৮, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭০৩। নাসাঈ, নং ৭৫২।

৭১১। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১২; নাসাঈ, নং ৭৬০; ইবনে মাজা, নং ৯৫৬।

৭১২। বুখারী, নাসাঈ।

৭১৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৭১৫। বুখারী, মুসলিম, নং ৫০৪; তিরমিযী, নং ৩৩৭; নাসাঈ, নং ৭৫৩; ইবনে মাজা, নং ৯৪৭।

৭১৬। নাসাঈ, নং ৭৫৩।

৭১৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৭১৮। নাসাঈ, নং ৭৫৪।

পরিশিষ্ট

সুনান আবু দাউদ ২য় খণ্ডের
প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ দ্বিতীয় খণ্ডের হাদীসসমূহেরই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

৭২২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৫৫; নাসাঈ, নং ৮৭৭, ৮৭৮ ও ৮৭৯; ইবনে মাজা।

৭২৬। নাসাঈ, নং ৮৯০; ইবনে মাজা।

৭২৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৭২৮। নাসাঈ।

৭৩০। বুখারী, তিরমিযী, নং ২৬০, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭৩৮। নাসাঈ, নং ৮৮৩।

৭৩৯। মুসনাদ আহ্মাদ, নং ২৩০৮।

৭৪০। নাসাঈ।

৭৪১। বুখারী।

৭৪৪। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী।

৭৪৫। মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮৮২, ইবনে মাজা, বুখারী।

৭৪৬। নাসাঈ।

৭৪৭। নাসাঈ।

৭৪৮। তিরমিযী, নং ২৫৭, নাসাঈ।

৭৫৩। তিরমিযী, নং ২৩৯; নাসাঈ, নং ৮৮৪।

৭৫৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭৬০। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৬৬; নাসাঈ, নং ৮৯৮; ইবনে মাজা, আহমাদ, নং ৭২৯।

৭৬৩। মুসলিম, নাসাঈ।

৭৬৫। ইবনে মাজা।

৭৬৬। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭৬৭। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭৭০। বুখারী, নাসাঈ।

৭৭১। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, বুখারী।

৭৭৩। তিরমিযী, নাসাঈ।

৭৭৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৪২।

৭৭৬। তিরমিযী, নং ২৪৩; ইবনে মাজা।

৭৭৭। ইবনে মাজা।

৭৮০। ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৫১।

৭৮১। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, নাসাঈ, নং ৮৯৬।

৭৮২। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৭৮৩। মুসলিম, ইবনে মাজা।

৭৮৪। মুসলিম, ইবনে মাজা, বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ।

৭৮৬। তিরমিযী, তাফসীর, নং ৩০৮৬।

৭৮৯। বুখারী, নাসাঈ, নং ৮২৬; ইবনে মাজা, বুখারী, মুসলিম, নং ৪৭০।

৭৯২। ইবনে মাজা (আবু হুরায়রা রা.)।

৭৯৪। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

৭৯৬। নাসাঈ।

৭৯৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৭৯৮। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, নাসাঈ।

৮০১। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮০৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৮০৪। মুসলিম, নাসাঈ।

৮০৫। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩০৭।

৮০৬। মুসলিম, নাসাঈ।

৮০৮। নাসাঈ, তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৭০১, আহমাদ, নং ২৩৮, ১৮৮৭, ১৯৭৭।

৮০৯। মুসনাদ আহমাদ, নং ২২৪৬, ২৩৩২।

৮১০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩০৮; নাসাঈ, নং ৯৮৬; ইবনে মাজা।

৮১১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৯৮৮; ইবনে মাজা।

৮১২। বুখারী, নাসাঈ, নং ৯৯২।

৮১৭। ইবনে মাজা, মুসলিম।

৮২১। মুসলিম, নং ৩৯৫; তিরমিযী, নং ২৯৫৪; নাসাঈ, নং ৯১০; ইবনে মাজা, নং ৮৩৮।

৮২২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮২৩। তিরমিযী, নং ২৪৭; নাসাঈ, নং ৯১১ ও ৯১২; বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা।

৮২৪। নাসাঈ, ৯১২।

৮২৬। তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮২৯। মুসলিম, নাসাঈ।

৮৩২। নাসাঈ, নং ৯২৫।

৮৩৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৮৩৬। বুখারী, নাসাঈ।

৮৩৭। বুখারী, তারীখুল কাবীর।

৮৩৮। তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮৪১। তিরমিযী, নাসাঈ।

৮৪২। বুখারী, নাসাঈ।

৮৪৪। বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী, নং ২৮৭।

৮৪৫। মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, নং ৩৮৫৫; তিরমিযী, নং ২৮৩।

৮৪৬। মুসলিম, ইবনে মাজা।

৮৪৭। মুসলিম, নং ৪৭৭; নাসাঈ।

৮৪৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী নং ২৬৭।

৮৫০। ইবনে মাজা, নং ৮৯৮; তিরমিযী, নং ২৮৪।

৮৫২। বুখারী, নং ৪৭১; নাসাঈ, তিরমিযী, নং ২৭৯।

৮৫৪। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

৮৫৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৬৫।

৮৫৬। বুখারী, সালাত, মুসলিম, নং ৩৯৭; নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩০৩।

৮৫৭। তিরমিযী, নং ৩০২।

৮৫৮। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩০২; হাকেম, বায়হাকী, তয়ালিসী, তাহাবী।

৮৬২। নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ১৪২৯।

৮৬৩। নাসাঈ।

৮৬৪। ইবনে মাজা, নং ১৪২৫।

৮৬৬। ইবনে মাজা, নং ১৪২৬।

৮৬৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, ২৫৯।

৮৬৮। মুসলিম, নাসাঈ।

৮৬৯। ইবনে মাজা, নং ৮৮৭।

৮৭০। ইবনে মাজা, নং ৮৮৭।

৮৭১। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৬২।

৮৭২। মুসলিম, নং ৪৮৭, নাসাঈ।

৮৭৩। নাসাঈ, তিরমিযী।

৮৭৪। তিরমিযী, নাসাঈ।

৮৭৫। মুসলিম, নং ৪৮২; নাসাঈ।

৮৭৬। মুসলিম, নং ৪৭৯; নাসাঈ, ইবনে মাজা. মুসনাদ আহমাদ, নং ১৯০০।

৮৭৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৪৮৪; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮৭৮। মুসলিম, নং ৪৮২।

৮৭৯। মুসলিম, নং ৪৮৬; ইবনে মাজা।

৮৮১। ইবনে মাজা।

৮৮২। বুখারী, নাসাঈ।

৮৮৬। ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৬১।

৮৮৭। নাসাঈ, তিরমিযী।

৮৮৮। নাসাঈ।

৮৮৯। তিরমিযী, নং ২৭৩।

৮৯০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৭৩; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮৯১। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৭২; নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমাদ, নং ১৭৬৪ ও ১৭৬৫।

৮৯২। নাসাঈ।

৮৯৪। বুখারী, মুসলিম।

৮৯৬। নাসাঈ।

৮৯৭। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮৯৮। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৮৯৯। মুসনাদ আহমাদ, নং ২৪০৫।

৯০০। ইবনে মাজা।

৯০২। তিরমিযী, নং ২৮৬; বায়হাকী (বুখারীর মতে হাদীসটি মুরসাল হওয়াই অগ্রিকতর সহীহ মুত্তাসিল হওয়ার তুলনায়)।

৯০৩। নাসাঈ।

৯০৪। নাসাঈ, তিরমিযী।

৯০৬। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৫।

৯০৯। নাসাঈ।

৯১০। বুখারী, নাসাঈ।

৯১১। বুখারী, মুসলিম।

৯১২। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯১৩। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯১৪। বুখারী, সালাত, লিবাস; মুসলিম, নাসাঈ, সালাত, নং৭৭২; ইবনে মাজা, লিবাস, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, লিবাস, সালাত।

৯১৭। বুখারী, সালাত, আদাব; মুসলিম, নং ৫৪৩; নাসাঈ, নং ৮২৮ ও ৭১২।

৯২১। নাসাঈ, সালাত, নং ১২০৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১২৪৫; তিরমিযী, নং ৩৯০।

৯২২। নাসাঈ, সালাত, নং ১২০৭; তিরমিযী।

৯২৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৯২৪। নাসাঈ, নং ১২২২।

৯২৫। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩২৭।

৯২৬। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী।

৯২৭। তিরমিযী, নং ৩৬৮।

৯৩০। মুসলিম, নাসাঈ।

৯৩২। তিরমিযী, নং ২৪৮; ইবনে মাজা, নং ৮৫৫।

৯৩৪। ইবনে মাজা, নং ৮৫৩।

৯৩৫। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ৮৫১।

৯৩৬। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৫০; নাসাঈ, নং ৯২৬; ইবনে মাজা, নং ৮৫১।

৯৩৮। ইবনে মাজা, সালাত।

৯৩৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৪২২; নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩৬৯; ইবনে মাজা, নং ১০৩৪।

৯৪০। বুখারী, সালাত, সিজদা সাহু, সুলহি; মুসলিম, নাসাঈ।

৯৪৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ৩৭৯।

৯৪৬। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ৩৮০।

৯৪৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮৯১; ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ৩৮৩।

৯৪৯। বুখারী, সালাত, তাফসীর; মুসলিম, নাসাঈ, নং ১২২০; তিরমিযী, সালাত, নং ৪০৫; তাফসীর, নং ২৯৮৯।

৯৫০। বুখারী, তিরমিযী, নং ৩৭১; নাসাঈ, নং ১৬৬১; ইবনে মাজা, নং ১২৩১।

৯৫২। বুখারী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩৭২।

৯৫৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৫৪। বুখারী, মুসলিম, নং ৭৩১; নাসাঈ, নং ১৬৪৯।

৯৫৫। মুসলিম, নং ৭৩০; নাসাঈ, নং ১৬৪৮; ইবনে মাজা, নং ১২২৮।

৯৫৭। নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ৮৬৭।

৯৬৩। বুখারী, তিরমিযী, নং ৩০৪; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৬৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ১২৭০, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৮৯।

৯৬৯। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, মুসতাদরাক হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫।

৯৭০। নাসাঈ।

৯৭৩। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৭৪। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৯০; নাসাঈ, নং ১১৭৫; ইবনে মাজা।

৯৭৬। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৯৭৯। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৮০। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

৯৮৩। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৯৮৫। নাসাঈ।

৯৮৬। তিরমিযী, নং ২৯১; মুসতাদরাক হাকেম।

৯৮৭। মুসলিম, নাসাঈ, নং ১২৬২।

৯৮৮। মুসলিম।

৯৯০। নাসাঈ, নং ১২৭১।

৯৯১। ইবনে মাজা, নাসাঈ, নং ১২৭২।

৯৯৫। তিরমিযী, নং ৩৬৬; নাসাঈ।

৯৯৬। তিরমিযী, নং ২৯৫; নাসাঈ, নং ১৩২৩; ইবনে মাজা, নং ৯১৪।

৯৯৮। মুসলিম, নাসাঈ, নং ১৩১৯।

১০০০। মুসলিম, নাসাঈ।

১০০১। ইবনে মাজা, নং ৯২২।

১০০২। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৮৩; নাসাঈ, নং ১০০২ আহমাদ, নং ১৯৩৩।

১০০৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৮৩।

১০০৪। তিরমিযী, সালাত, নং ২৯৭।

১০০৫। তিরমিযী, রিদা (দুধপান), নং ১১৬৪; ইবনে মাজা।

১০০৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৮৩; তিরমিযী, নং ৩৯৯; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০১৩। নাসাঈ।

১০১৪। বুখারী, নাসাঈ।

১০১৫। মুসলিম, নাসাঈ।

১০১৬। নাসাঈ।

১০১৭। ইবনে মাজা।

১০১৮। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০১৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৯২; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০২২। মুসলিম।

১০২৩। নাসাঈ।

১০২৪। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০২৮। নাসাঈ।

১০২৯। ইবনে মাজা, তিরমিযী।

১০৩০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৩৩। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৭৪৭, ১৭৫২, ১৭৫৩ ও ১৭৬১।

১০৩৪। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৩৬। ইবনে মাজা।

১০৩৭। তিরমিযী।

১০৩৮। ইবনে মাজা।

১০৩৯। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৩৯৫।

১০৪০। ইবনে মাজা, বুখারী, নাসাঈ।

১০৪১। ইবনে মাজা, তিরমিযী।

১০৪২। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৪৩। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৪৫১; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৪৪। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৪৫০।

১০৪৫। মুসলিম, নং ৫২৬; নাাসাঈ।

১০৪৬। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৪৮৮; মুসলিম, জুমুআ।

১০৪৭। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৪৮। নাসাঈ।

১০৪৯। মুসলিম।

১০৫০। মুসলিম, নং ৮৫৭; তিরমিযী, নং ৪৮৯; ইবনে মাজা।

১০৫১। মুসনাদ আহমাদ, নং ৯১৭।

১০৫২। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী।

১০৫৩। নাসাঈ।

১০৫৪। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৫৭। নাসাঈ।

১০৫৯। ইবনে মাজা।

১০৬১। ইবনে মাজা।

১০৬৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

১০৬৫। মুসলিম, তিরমিযী।

১০৬৬। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমাদ, নং ২৫০৩।

১০৬৮। বুখারী, জুমুআ (বাবুল জুমুআ ফিল-কুরা)।

১০৬৯। ইবনে মাজা।

১০৭০। নাসাঈ, ঈদাইন, নং ১৫৯২; ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৩১।

১০৭১। নাসাঈ, ঈদাইন, নং ১৫৯৩।

১০৭৩। ইবনে মাজা, নং ১৩১১।

১০৭৫। মুসলিম, জুমুআ', নং ৮৭৯; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪২২, তিরমিযী, ঐ, নং ৫২০; ইবনে মাজা।

১০৭৬। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৮৩।

১০৭৮। ইবনে মাজা (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.)।

১০৭৯। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী।

১০৮০। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১০৮২। মুসলিম।

১০৮৪। বুখারী, জুমুআ; তিরমিযী, ঐ, নং ৫০৩।

১০৮৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা, সালাত, নং ১১০০।

১০৮৬। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৫৯; ইবনে মাজা, নং ১০৯৯।

১০৮৭। বুখারী, জুমুআ; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৫১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১১৩৫।

১০৯৩। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৬২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১১০৫।

১০৯৪। মুসলিম, নং ৮৬২; নাসাঈ, নং ১৪১৯; ইবনে মাজা, নং ১১০৬।

১০৯৯। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৭০; নাসাঈ।

১১০০। মুসলিম, নং ৮৭৩; নাসাঈ, নং ১৪১২।

১১০১। মুসলিম, নং ৮৬৬; তিরমিযী, নং ৫০৭।

১১০২। মুসলিম, নং ৮৭৩; নাসাঈ, নং ১৪১২।

১১০৪। মুসলিম, নং ৮৭৪; তিরমিযী, নং ৫১৫; নাসাঈ।

১১০৯। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৭৭৬; নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৪১৪।

১১১০। তিরমিযী, নং ৫১৪।

১১১২। মুসলিম, নং ৮৫১; নাসাঈ, নং ১৪০৩; ইবনে মাজা, নং ১১১০।

১১১৪। ইবনে মাজা।

১১১৫। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫১০; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১১৬। মুসলিম, নং ৮৭৫; ইবনে মাজা, নং ১১১৪।

১১১৭। নাসাঈ, নং ১৪০১; মুসলিম।

১১১৯। তিরমিযী, নং ৫২৬।

১১২০। তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১২১। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৬৮৭; তিরমিযী, জুমুআ, নং ৫২৪; নাসাঈ, ইবনে মাজা, সালাত, নং ১১২২।

১১২২। বুখারী, মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৭৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৩৩; নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৪২৫; ইবনে মাজা।

১১২৩। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৭৮ নাসাঈ, ঐ, নং ১৪২৪; ইবনে মাজা।

১১২৪। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১২৫। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৪২৩।

১১২৬। বুখারী।

১১২৮। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৪৩০; মুসলিম, ঐ, নং ৮৮২; তিরমিযী, ঐ, নং ৫১১ ও ৫২২।

১১২৯। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৮৩; তিরমিযী, নং ৫২৩; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৩১। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৮১।

১১৩২। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ৫২১।

১১৩৪। তিরমিযী, নাসাঈ, ঈদ, নং ১৫৫৭।

১১৩৫। ইবনে মাজা।

১১৩৮। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৩০৭।

১৪০০। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৪১। নাসাঈ।

১১৪২। মুসনাদ আহমাদ, নং ১৯০২ ও ১৯৮৩।

১১৪৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৪৬। বুখারী, নাসাঈ, মুসনাদ আহমাদ, নং ২০৬২।

১১৪৭। ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমাদ, নং ২০০৪।

১১৪৮। মুসলিম, তিরমিযী।

১১৪৯। ইবনে মাজা, সালাত, ১২৮০।

১১৫০। ইবনে মাজা, ইকামাতুস-সালাত, নং ১২৮০।

১১৫২। ইবনে মাজা, নং ১২৭৮; মুসলিম।

১১৫৪। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৯১; তিরমিযী, নং ৫৩৪; নাসাঈ, নং ১৫৬৮; ইবনে মাজা, নং ১২৮২।

১১৫৫। নাসাঈ, ঈদাইন, নং ১৫৭৩; ইবনে মাজা, নং ১২৯০।

১১৫৬। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১২৯৯।

১১৫৭। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৫৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫৩৮; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৬০। ইবনে মাজা।

১১৬২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫৫৬; নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৬৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ৫৫৮।

১১৬৮। নাসাঈ, তিরমিযী, নং ৫৫৭।

১১৭০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৭১। মুসলিম।

১১৭৪। বুখারী।

১১৭৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

১১৭৭। মুসলিম, নাসাঈ।

১১৭৮। মুসলিম।

১১৭৯। মুসলিম, নাসাঈ।

১১৮০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

১১৮১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

১১৮২। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

১১৮৩। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

১১৮৪। নাসাঈ।

১১৮৫। নাসাঈ।

১১৮৯। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

১১৯০। মুসলিম।

১১৯১। মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

১১৯২। বুখারী।

১১৯৩। নাসাঈ, ইবনে মাজা।

১১৯৪। তিরমিযী, নাসাঈ।

১১৯৫। মুসলিম, নাসাঈ।

১১৯৬। বুখারী, তারীখ।

১১৯৭। তিরমিযী।

১১৯৮। বুখারী, তাকসীর সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৬৮৫; নাসাঈ, সালাত, নং ৪৫৪, ৪৫৫ ও ৪৫৬; তাকসীর সালাত, নং ১৪৩৫।

১১৯৯। মুসলিম, তিরমিযী, তাফসীর সূরা আন-নিসা, নং ৩০৩৭; ইবনে মাজা, সালাত।

১২০১। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন।

১২০২। বুখারী, সালাত, হজ্জ, জিহাদ, মাগাযী; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৭০ ও ৫৪৬।

১২০৩। নাসাঈ, আযান, নং ৬৬৭।

১২০৫। নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৪৯৯।

১২০৬। মুসলিম, সালাত, নং ৭০৬; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৭৭; তিরমিযী, মাওয়াকীত, নং ৫৫৩; ইবনে মাজা, মাওয়াকীত, নং ১০৭০।

১২০৭। তিরমিযী, সালাত নং ৫৫৫; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৯৮, ৫৮৯, ৫৯২; মুসলিম, সালাত ও হজ্জ, ইবনে মাজা, সালাত।

১২১০। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭০৫; তিরমিযী, সালাত, নং ১৮৭; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৬০২।

১২১১। মুসলিম, নং ৭০৫; নাসাঈ, নং ৬০২; তিরমিযী, সালাত, নং ১৮৭।

১২১৪। বুখারী, সালাত; মুসলিম, ঐ, নং ৭০৫; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৯০ ও ৫৯১।

১২১৫। নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৯৪।

১২১৮। বুখারী, তাকসীর সালাত; মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, মাওয়াকীত, নং ৫৮৭।

১২১৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১২২০। তিরমিযী, সালাত, নং ৫৫৩।

১২২১। বুখারী, সালাত, তাফসীর, তাওহীদ; মুসলিম, সালাত, নং ৪৬৪; তিরমিযী, সালাত, নং ৩১০; নাসাঈ, ঐ, নং ১০০১ ও ১০০২; ইবনে মাজা, নং ৮৩৪; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত।

১২২২। তিরমিযী, সালাত, নং ৫৫০।

১২২৩। বুখারী, তাকসীর সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন; নাসাঈ, তাকসীর সালাত, নং ১৪৫২ ও ১৪৫৩; ইবনে মাজা, সালাত।

১২২৪। বুখারী, তাকসীর সালাত; মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল।

১২২৬। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭০০; নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৭৪১।

১২২৭। বুখারী (জাবির), সালাত; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৫১; মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

১২২৯। তিরমিযী, সালাত, নং ৫৪৫।

১২৩০। বুখারী, তাকসীর সালাত; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৪৯; ইবনে মাজা।

১২৩১। ইবনে মাজা, সালাত; নাসাঈ, তাকসীর সালাত, নং ১৪৫৪।

১২৩২। বরাত ১২৩০ নং হাদীস।

১২৩৩। বুখারী, তাকসীর সালাত; মুসলিম, কাসরুস সালাত; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৪৮; নাসাঈ, তাকসীর সালাত, নং ১৪৫৩; ইবনে মাজা, সালাত।

১২৩৬। নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৫০ ও ১৫৫১।

১২৩৭। বুখারী, মাগাযী, গাযওয়া যাতির রিকা'; মুসলিম, সালাতুল খাওফ; নাসাঈ, ঐ, নং ১৫৫৪; তিরমিযী, ঐ; নং ৫৬৪; ইবনে মাজা, ঐ; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ঐ।

১২৩৮। বুখারী, পূর্বোক্ত; মুসলিম, পূর্বোক্ত; নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৩৮।

১২৩৯। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ১২৩৮।

১২৪০। নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৪৩।

১২৪৩। বুখারী, গাযওয়া যাতির-রিকা'; মুসলিম, সালাতুল খাওফ, তিরমিযী, ঐ, নং ১৫৬৪; নাসাঈ ঐ, নং ১৫৪৪।

১২৪৪। মুসনাদ আহমাদ, নং ৩৫৬১।

১২৪৬। নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৩০ ও ১৫৫১; আহমাদ, নং ২০৬৩; নাসাঈ, ঐ, নং ১৫৩৪।

১২৪৭। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন; নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৩৩; ইবনে মাজা, আহমাদ, নং ২১২৪, ২১৭৭, ২২৯৩ ও ২২৬২।

১২৪৮। নাসাঈ, সালাতুল খাওফ, নং ১৫৫২।

১২৫০। মুসলিম, সালাত; তিরমিযী, সালাত, নং ৪১৫; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭৯৫।

১২৫১। মুসলিম ও তিরমিযী, সালাত, নং ৪৩৯; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭৯৫; ইবনে মাজা, নং ১২৫২; বুখারী, সালাত; মুসলিম, ঐ; নাসাঈ, ইমামাত, নং ৮৭৪।

১২৫২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, ঐ, নাসাঈ, ইমামাত, নং ৮৭৪।

১২৫৩। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭৫৮।

১২৫৪। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, ঐ।

১২৫৫। বুখারী, সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৯৪৭।

১২৫৬। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন; ইবনে মাজা, সালাত; নাসাঈ, আল-ইফতিতাহ, নং ৯৪৬।

১২৫৭। ইবনে মাজা, সালাত।

১২৫৮। আহ্‌মাদ, নং ৯২৪২ ও ৯৩৪৭; মুসলিম ও বুখারী।

১২৫৯। মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, আল-ইফতিতাহ্‌, নং ৯৪৫; আহ্‌মাদ, নং ২০২৮ ও ২০৮৬।

১২৬১। তিরমিযী, সালাত, নং ৪২০।

১২৬২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, ঐ; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৪০।

১২৬৪। মুসলিম, সালাতুল লাইল।

১২৬৫। মুসলিম, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ; নাসাঈ, ইমামাত, নং ৮৬৯।

১২৬৬। মুসলিম, সালাত, নং ৭১০; তিরমিযী, ঐ, নং ৪২১; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৬৬ (কিতাবুল ইমামাত); ইবনে মাজা, সালাত, নং ১১৫১।

১২৬৭। ইবনে মাজা, সালাত; তিরমিযী, ঐ, নং ৪২২।

১২৬৯। তিরমিযী, সালাত, নং ৪২৭; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ।

১২৭০। ইবনে মাজা, সালাত।

১২৭১। তিরমিযী, সালাত, নং ৪৩০।

১২৭৩। বুখারী, সালাত, মুসলিম, ঐ।

১২৭৪। নাসাঈ, আল-মাওয়াকীত, নং ৫৭৪; আহ্‌মাদ, নং ৬১০।

১২৭৬। বুখারী, সালাত, মুসলিম, ঐ, নং ১২৬; তিরমিযী, নং ৮২৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৫৬৩; ইবনে মাজা, নং ১২৫০; আহ্‌মাদ, নং ১১০।

১২৭৭। তিরমিযী, আদ-দাওয়াত (সংক্ষিপ্ত), নং ৩৫৭৪; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮৩২; ইবনে মাজা, নং ১৩৬৪।

১২৭৮। তিরমিযী, সালাত, নং ৪১৯; ইবনে মাজা, ঐ (সংক্ষিপ্ত)।

১২৭৯। বুখারী, সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮৩৫; নাসাঈ, আল-মাওয়াকীত, নং ৫৭৬ ও ৫৭৫।

১২৮১। বুখারী, সালাত।

১২৮২। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮৩৫।

১২৮৩। বুখারী, আযান, মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮৩৮; তিরমিযী, সালাত, নং ১৮৫; নাসাঈ, আযান; নং ৬৮২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৬২।

১২৮৬। মুসলিম, সালাতুস মুসাফিরীন, নং ৭১৭।

১২৮৯। তিরমিযী, সালাতুদ দুহা (আবু যার ও আবু দারদা), নং ৪৮৫।

১২৯০। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১২২৩ (সালাতুল লাইল ওয়ান-নাহার); বুখারী (উম্মু হানী), সালাতুল লাইল, মাগাযী, তাহারাত, আদাব, জিয্‌য়া, নং ৩৩৬; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৭৪; মুসলিম, হায়েদ, নং ৩৩৬; সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮০; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২২৬ ও ৪১৫।

১২৯১। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৯২। মুসলিম, সালাত, নং ৭১৭; তিরমিযী ও নাসাঈ।

১২৯৩। বুখারী, সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭১৮।

১২৯৪। মুসলিম ও নাসাঈ।

১২৯৫। তিরমিযী, জুমুআ, নং ৫৯৭; নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩২২।

১২৯৬। নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইমামাতুস সালাত, নং ১৩২৫।

১২৯৭। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৩৮৬ ও ১৩৮৭।

১২৯৮। তিরমিযী, সালাত, নং ৪৮১ (আনাস ইবনে মালেক), নং ৪৮৩ (আবু রাফে মাওলা রাসূলিল্লাহ সা.)।

১৩০০। তিরমিযী ও ইবনে মাজা।

১৩০৬। বুখারী, তাহাজ্জুদ; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৭৪; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬০৮।

১৩০৮। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬১১; ইবনে মাজা, ইমামাতুস সালাত, নং ১৩৩৬।

১৩০৯। নাসাঈ (মুসনাদান); ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৩৫।

১৩১০। বুখারী, সালাত; নাসাঈ ও মুসলিম, সালাত, নং ৭৮৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২৫৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৩৭০।

১৩১১। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৮৭; তিরমিযী, ঐ।

১৩১২। বুখারী, সালাতুত তাতাব্বু'; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৮৪ ও নাসাঈ।

১৩১৩। মুসলিম, সালাত, নং ৭৪৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৮১; নাসাঈ, ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৩৪০ ও ১৩১৪; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭৮৫।

১৩১৫। বুখারী, সালাত; মুসলিম, ঐ, নং ৭৫৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৩৬৬।

১৩১৭। বুখারী, কিয়ামুল লাইল; মুস্লিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৪১; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬১৭।

১৩১৮। বুখারী, কিয়ামুল লাইল; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৪২; ইবনে মাজা।

১৩২০। মুসলিম, সালাত, নং ৪৮৯; নাসাঈ, কিতাবুল ইফতিতাহ্, নং ১১৩৯; তিরমিযী, দাওয়াত; ইবনে মাজা, দু'আ (অংশবিশেষ)।

১৩২৩। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৬৮।

১৩২৪। মুসলিম (আয়েশা), নং ৭৬৯।

১৩২৫। নাসাঈ, মুসলিম (জাবের), সালাত, নং ৭৫৬।

১৩২৬। বুখারী, বেতের; মুসলিম, সালাত, নং ৭৪৯; নাসাঈ, ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৩২০।

১৩২৭। মুসনাদ আহ্মাদ, নং ২২৪৬।

১৩২৯। তিরমিযী, সালাত, নং ৪৪৭।

১৩৩১। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৭৮৮, নাসাঈ।

১৩৩৩। নাসাঈ, তিরমিযী, ফাদাইলুল কুরআন, নং ২৯২০।

১৩৩৫। বুখারী, কিয়ামুল লাইল; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৩৬; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৩৫৮।

১৩৩৬। বুখারী, কিয়ামুল লাইল; মুসলিম, সালাত, নং ৭৩৬; নাসাঈ ও ইবনে মাজা (অনুরূপ), সালাত, নং ১৩৫৮।

১৩৩৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩৩৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৭৩৮; তিরমিযী, নং ৪৫৯; নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

১৩৩৯। এটি পূর্বোক্ত হাদীসের অংশবিশেষ।

১৩৪০। মুসলিম, সালাতুল লাইল, নং ৭৩৮ ও নাসাঈ।

১৩৪১। বুখারী, বেতের; মুসলিম, সালাতুল লাইল, নং ৭৩৮; তিরমিযী, নং ৪৩৯; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল।

১৩৪২। মুসলিম, সালাত, নং ৭৪৬; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬৫২ ও ১৬০২।

১৩৪৬। ১৩৪২ ও ১৩৪৩ নং হাদীসের অনুরূপ।

১৩৫১। মুসলিম (অংশবিশেষ), নং ৭৩৮।

১৩৫২। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬৫২।

১৩৫৩। মুসনাদ আহ্মাদ, নং ৩৫৪১; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৬৩; নাসাঈ।

১৩৫৭। বুখারী, বেতের; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬২১; মুসলিম, নং ৭৬২।

১৩৬০। মুসলিম, সালাতুল লাইল, নং ৭৩৮।

১৩৬১। বুখারী, সালাতুল লাইল।

১৩৬৩। তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম (অংশবিশেষ)।

১৩৬৪। বুখারী (সংক্ষেপ ও বিস্তারিত) বেতের; মুসলিম, সালাত, নং ৭৬৩; নাসাঈ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী।

১৩৬৫। নাসাঈ।

১৩৬৬। মুসলিম, সালাত, নং ৭৬৫; ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৩৬২।

১৩৬৭। দ্র. ১৩৬৪ নং হাদীস।

১৩৬৮। বুখারী, মুসলিম, সালাত নং ৭৮৩; নাসাঈ, ইবনে মাজা (আবু হুরায়রা), নং ৪২৪০ (জাবির), ৪২৪১; আবু দাউদ-এর ৭৮২ নং হাদীসও দ্রষ্টব্য।

১৩৭০। বুখারী, মুসলিম, নং ৭৮৩; তিরমিযী।

১৩৭১। মুসলিম, সালাত (কিয়ামু রামাদান), নং ৭৫৯; তিরমিযী, রোযা (কিয়ামু রামাদান), নং ৮০৮; নাসাঈ, রোযা, নং ২২০০; বুখারী, ৩খ, পৃ. ৫৮, রোযা।

১৩৭২। বুখারী, রোযা; মুসলিম, ঐ; নাসাঈ, ঐ, নং ২২০৪; ইবনে মাজা (সংক্ষেপে), রোযা, নং ১৩২৬।

১৩৭৩। বুখারী, রোযা; মুসলিম, সালাত, নং ৭৬১; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬০৫।

১৩৭৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩৭৫। তিরমিযী, রোযা, নং ৮০৬; নাসাঈ, সাহু সিজদা, নং ১৩৬৫; কিয়ামুল লাইল, নং ১৬০৬; ইবনে মাজা, ইকামাতুল সালাত, নং ১৩২৭।

১৩৭৬। বুখারী, রোযা; মুসলিম, ই'তিকাফ, নং ১১৭৪; নাসাঈ, ইবনে মাজা, রোযা, নং ১৭৫৯।

১৩৭৮। মুসলিম, রোযা, তিরমিযী, ঐ, নং ৭৯৩; নাসাঈ।

১৩৮১। বুখারী, রোযা।

১৩৮২। বুখারী (পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ); মুসলিম, রোযা, নং ১১৬৫; নাসাঈ, সালাত, ইবনে মাজা (সংক্ষেপে), নং ১৭৬৬।

১৩৮৩। নাসাঈ, সালাত; মুসলিম, রোযা, নং ১১৬৭।

১৩৮৫। মুসলিম, রোযা, নং ১১৬৫; নাসাঈ।

১৩৮৮। বুখারী, মুসলিম, রোযা (বিস্তারিত), নং ১১৫৯।

১৩৯০। তিরমিযী, আল-কিরাআত, নং ২৯৪৭ (অনুরূপ)।

১৩৯৩। ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৪৫।

১৩৯৪। তিরমিযী, আল-কিরাআত, নং ২৯৫০; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৪৭; নাসাঈ।

১৩৯৫। তিরমিযী, আল-কিরাআত, নং ২৯৪৮; নাসাঈ।

১৩৯৬। মুসলিম (আংশিক), সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭২২; মুসনাদ আহ্‌মাদ (বিস্তারিত), নং ৩৬০৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০০৬।

১৩৯৭। বুখারী, মাগাযী ও ফাদাইলুল কুরআন; তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৮৮৪; মুসলিম, সালাত, নং ৭০৮; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৬৯।

১৩৯৯। নাসাঈ।

১৪০০। তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ১৪০০; নাসাঈ, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৮৬।

১৪০১। ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, ১০৫৭; তিরমিযী (আবু দারদা), সালাত, নং ৫৬৮; ইবনে মাজা, সালাত, নং ১০৫৫।

১৪০২। তিরমিযী, সালাত, নং ৫৭৮।

১৪০৪। বুখারী, সালাত ও কুরআনের সিজদা; মুসলিম, সালাত, নং ৫৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৭৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৯৬১।

১৪০৬। বুখারী, কুরআনের সিজদা; মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, নং ৫৭৬; নাসাঈ, (সংক্ষেপে), কিতাবুল ইফতিতাহ, নং ৯৬০।

১৪০৭। মুসলিম, সালাত, নং ৫৭৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৭৩ ও ৫৭৪; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ৯৬৪; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১০৫৮ ও ১০৫৯।

১৪০৮। বুখারী, কুরআনের সিজদা; মুসলিম, নং ৫৭৮; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ৯৬২।

১৪০৯। বুখারী, কুরআনের সিজদা; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৭৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ৯৫৮।

১৪১২। বুখারী, কুরআনের সিজদা; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৭৫।

১৪১৪। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১১৩০; তিরমিযী, সালাত, নং ৫৮০।

১৪১৬। তিরমিযী, বেতের, নং ৪৫৩; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬৭৬; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৬৯।

১৪১৭। ইবনে মাজা, নং ১১৭০।

১৪১৮। ইবনে মাজা, নং ১১৬৮; তিরমিযী, বেতের, নং ৪৫২।

১৪২০। নাসাঈ, সালাত, নং ৪৬২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৪০১।

১৪২১। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৪৯; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬৯৩।

১৪২২। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭১১; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৯০।

১৪২৩। ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৭১; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৭৩০।

১৪২৪। তিরমিযী, বেতের, নং ৪৬৩; ইবনে মাজা, বেতের, নং ১১৭৩।

১৪২৫। নাসাঈ, বেতের, নং ১৭৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১১৭৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৬৪।

১৪২৭। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৫৬১; নাসাঈ, বেতের, নং ১৭৪৮; ইবনে মাজা, নং ১১৭৯।

১৪৩০। নাসাঈ, বেতের, নং ১৭৩৩।

১৪৩১। ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৮৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৬৫।

১৪৩২। বুখারী, সালাতুদ দুহা; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭২১।

১৪৩৫। বুখারী, মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৪৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৫৭; নাসাঈ, বেতের, নং ১৬৮২।

১৪৩৬। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৫০; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৬৭।

১৪৩৭। মুসলিম, তিরমিযী, সালাত, নং ৪৪৯; সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯২৫; নাসাঈ (অংশবিশেষ), তাহারাত, নং ২২৩ ও ২২৪।

১৪৩৮। বুখারী, বেতের; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৫১।

১৪৩৯। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬৮০; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৭০ (সংক্ষেপে)।

১৪৪০। বুখারী, কুনূত, নং ৬৭৬; মুসলিম, মাসাজিদ; নাসাঈ, ইফতিতাহ্‌, নং ১০৭৬।

১৪৪১। মুসলিম, তিরমিযী, সালাত, নং ৪০১; নাসাঈ, ইফতিতাহ্‌, নং ১০৭৭।

১৪৪২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৬৭৫; নাসাঈ, ইফতিতাহ্‌, নং ১০৭৪।

১৪৪৩। মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ২৭৪৬।

১৪৪৪। বুখারী (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৬৭৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ্‌, নং ১০৭২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১১৮৩ ও ১১৮৪।

১৪৪৫। মুসলিম (বিস্তারিত), কিতাবুল মাসাজিদ, নং ৩০৪।

১৪৪৬। নাসাঈ, বেতের, নং ১০৭৩।

১৪৪৭। বুখারী (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৮১; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৫০; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬০০।

১৪৪৮। বুখারী, তাহাজ্জুদ; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৭৭; তিরমিযী, নং ৪৫১; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল; নং ১৫৯৯; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৭৭।

১৪৫০। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৬১১; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৩৬; আবু দাউদের ১৩০৮ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে।

১৪৫১। নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৩৫; আবু দাউদ, ১৩০৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে।

১৪৫২। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; তিরমিযী, ঐ, নং ২৯০৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিনা, নং ২১১।

১৪৫৪। বুখারী, মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৯৮; তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯০৬; নাসাঈ, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৭৯।

১৪৫৫। তিরমিযী (বিস্তারিত), সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯৪৬; মুসলিম, কিতাবুয যিকর্, নং ২৬৯৯; ইবনে মাজা, নং ২২৫।

১৪৫৬। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮০২।

১৪৫৭। বুখারী, তিরমিযী, তাফসীর, সূরা আল-হিজর, নং ৩১২৩।

১৪৫৮। বুখারী, তাফসীর ও ফাদাইলুল কুরআন; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ৯১৪; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৭৮৫।

১৪৫৯। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ৯১৬ ও ৯১৭।

১৪৬০।। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮১০; তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, ২৮৮৩, নং হাদীসের পরে।

১৪৬১। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; নাসাঈ, আল-ইসতিআযা, নং ৫৪৩৮।

১৪৬২। নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, নং ১৩৩৭।

১৪৬৪। তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯১৫; ইবনে মাজা (আবু সাঈদ), আদাব, নং ৩৭৮০।

১৪৬৫। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; তিরমিযী, শামাইল, নং ৩০৮; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০১৫।

১৪৬৬। তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯২৪; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০২৩; হাদীসটি আবু দাউদে ৪০০১ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে।

১৪৬৭। বুখারী, মাগাযী, তাফসীর, ফাদাইলুল কুরআন, তাওহীদ; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭৯৪; তিরমিযী, শামাইল, নং ৩১২।

১৪৬৮। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০১৬; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৪২।

১৪৬৯। মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৪৭৬।

১৪৭৩। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন নং ৭৯২; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১০১৮।

১৪৭৫। বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন, তাওহীদ, ইসতিতাবাতুল মুরতাদ্দীন, সালাত; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮১৮; তিরমিযী, কিরাআত নং ২৯৮৮; নাসাঈ, ইফতিতাহ, নং ৯৩৭-৯৩৯; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৫৮, ২৭৭, ২৭৮, ২৯৬ ও ২৯৭।

১৪৭৮। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৮২১; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ৯৪০।

১৪৭৯। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৩৬৯; তাফসীর সূরা আল-মুমিন (গাফির), নং ৩২৪৪; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৩২৮।

১৪৮১। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৪৭৫; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১২৮৫।

১৪৮৩। বুখারী, দাওয়াত; মুসলিম, দু'আ, নং ২৬৭৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৪৯২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৫৪; নাসাঈ।

১৪৮৪। বুখারী, দু'আ; মুসলিম, দু'আ, নং ২৭৩৫; তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৩৮৪; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৫৩।

১৪৮৫। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৬৬ (সংক্ষেপে)।

১৪৮৮। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৭১; নাসাঈ, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৬৫।

১৪৯৩। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৫১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৫৭।

১৪৯৫। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, ১৩০১ নং হাদীসের পরে।

১৪৯৬। ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৫৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৪৭২।

১৪৯৮। ইবনে মাজা, হজ্জ, নং ২৮৯২; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৫৭।

১৪৯৯। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১২৭৪ ও ১২৭৩ (আবু হুরায়রা); তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৫২ (আবু হুরায়রা)।

১৫০০। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৬৩।

১৫০১। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৭৭ ও ৩৪৮২।

১৫০২। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৫৬; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৮২।

১৫০৩। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৫৩; মুসলিম, আদাব, নং ২১৪০; দু'আ, নং ২৭২৬; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮০৮; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ২৩৩৪, ৩৩০৮ (বিস্তারিত), ২৯০২, ৩০০৭ (সংক্ষেপে)।

১৫০৫। বুখারী, সালাত, ই'তিসাম, রিকাক, কদর, দাওয়াত; মুসলিম, সালাত, নং ৫৯৩; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৪২।

১৫০৬। মুসলিম, সালাত, নং ৫৯৪; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৪০।

১৫০৭। মুসলিম, ৫৯৩ নং হাদীসের পরে; নাসাঈ, নং ১৩৪১।

১৫০৯। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪১৯ (বিস্তারিত)।

১৫১০। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৩০; নাসাঈ, মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৯৯৭।

১৫১২। মুসলিম, সালাত, নং ৫৯২; তিরমিযী, ঐ, নং ২৯৭; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৩৯; ইবনে মাজা, নং ৯২৪।

১৫১৩। মুসলিম, সালাত, নং ১৩৫; নাসাঈ, নং ১৩৩৮; তিরমিযী, নং ৩০০; ইবনে মাজা, নং ৯২৮।

১৫১৪। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৫৪।

১৫১৫। মুসলিম, যিক্র, দু'আ, তাওবা, ইসতিগফার, নং ২৭০২।

১৫১৬। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৩০; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৮১৪।

১৫১৭। তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৫৭২।

১৫১৮। নাসাঈ, ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৮১৯; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ২২৩৪।

১৫১৯। বুখারী, দু'আ; মুসলিম, যিক্র, নং ২৬৯০; নাসাঈ (অনুরূপ)।

১৫২০। মুসলিম, ইমারাত, নং ১৯০৯; তিরমিযী, জিহাদ, নং ১৬৫৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১৬৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭৯৭।

১৫২১। তিরমিযী, তাফসীর, সূরা আল ইমরান, নং ৩০০৯; ইবনে মাজা, ইকামাত, নং ১৩৯৫; নাসাঈ।

১৫২২। নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩০৪।

১৫২৩। তিরমিযী, সাওয়াবুল কুরআন, নং ২৯০৫; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১৩৩৭।

১৫২৪। নাসাঈ।

১৫২৫। নাসাঈ, ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৮২।

১৫২৮। বুখারী, দাওয়াত, তাফসীর, কদর, মাগাযী; মুসলিম, যিক্র, নং ২৭০৪; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৩৭১; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৮২৪।

১৫২৯। নাসাঈ ও মুসলিম।

১৫৩০। মুসলিম, সালাত, নং ৪০৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৮৫; নাসাঈ, ইফতিতাহ্, নং ১২৯৭।

১৫৩১। নাসাঈ, জুমুআ', নং ১৩৭৫; ইবনে মাজা, সালাত, নং ১০৮৫। হাদীসটি আবু দাউদে ১০৪৭ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে।

১৫৩২। মুসলিম (জাবির)।

১৫৩৩। তিরমিযী (সংক্ষেপে), নাসাঈ।

১৫৩৪। মুসলিম, যিক্র, নং ২৭৩২।

১৫৩৫। তিরমিযী, বির, নং ১৯৮১।

১৫৩৬। তিরমিযী, বির, নং ১৯০৬; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৬২।

১৫৩৮। বুখারী, সালাত, তাওহীদ; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৮০; নাসাঈ, নিকাহ, নং ৩২৫৫; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, নং ১৩৮৩; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ৪১৭৬।

১৫৩৯। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৪৫; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৪৪।

১৫৪০। বুখারী, মুসলিম, যিক্র, নং ২৭০৬; নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৫০।

১৫৪১। বুখারী, জিহাদ, দাওয়াত, তাফসীর; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৪৮০; মুসলিম, ঐ; নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৫১।

১৫৪২। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৯০; নাসাঈ, জানাইয, নং ২০৬৫; ইসতিআযা; ইবনে মাজা, দু'আ; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৮৮; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক।

১৫৪৩। বুখারী, মুসলিম, যিক্র, নং ৫৮৯ (বিস্তারিত); তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৮৯ (বিস্তারিত); নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৬৮।

১৫৪৪। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৬৬; ইবনে মাজা।

১৫৪৫। মুসলিম।

১৫৪৬। নাসাই, ইসতিআযা, নং ৫৪৭৩।

১৫৪৭। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৭১।

১৫৪৮। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৬৯; ইবনে মাজা, দু'আ, নং ৩৮৩৭; তিরমিযী (আবদুল্লাহ ইবনে আমর), দু'আ, নং ৩৪৭৮; মুসলিম, ঐ (যায়েদ ইবনে আরকাম), নং ২৭২২।

১৫৫০। মুসলিম, দু'আ, নং ২৭১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৩৯; নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৫২৫।

৭২—

১৫৫১। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৮৬; তিরমিযী, দু'আ, নং ৩৪৮৭।

১৫৫২। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৫৩৩।

১৫৫৪। নাসাঈ, ইসতিআযা, নং ৫৪৯৫।

১৫৫৮। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৭৯, তিরমিযী, ঐ, নং ৬২৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৪৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৯৩।

১৫৫৯। নাসাঈ ও ইবনে মাজা (সংক্ষেপে), যাকাত, নং ১৮৩২।

১৫৬৩। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৩৭; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৮১।

১৫৬৭। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৪৯; বুখারী, ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮০০।

১৫৬৮। ইবনে মাজা, যাকাত, নং ১৭৯৮, তিরমিযী, ঐ, নং ৬২১।

১৫৭৩। ইবনে মাজা (আংশিক); মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ৬৮২।

১৫৭৪। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬২০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৯০; নাসাঈ, নং ২৪৭৯।

১৫৭৫। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৪৬।

১৫৭৬। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৫৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮০৩।

১৫৭৯। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৫৯; ইবনে মাজা, নং ১৮০১।

১৫৮১। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৬৪।

১৫৮৪। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঈমান, নং ১৯; তিরমিযী, যাকাত, নং ৬২৫; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৩৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৮৩।

১৫৮৫। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৪৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮০৮।

১৫৮৯। মুসলিম, যাকাত, নং ৯৮৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৬২।

১৫৯০। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ১০৭৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৬২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৯৬।

১৫৯২। তিরমিযী (ইমরান ইবনে হুসাইন), নিকাহ নং ১১২৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৩৩৭।

১৫৯৩। বুখারী, হেবা; মুসলিম, ঐ, নং ১৬২০; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬১৮।

১৫৯৫। বুখারী, মুসলিম, যাকাত, নং ৯৮২; তিরমিযী, ঐ, নং ৬২৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৬৯ ও ২৪৭০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮১২।

১৫৯৬। বুখারী, যাকাত; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৪০; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৯০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮১৭।

১৫৯৭। মুসলিম, যাকাত, নং ৯৮১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৯১।

১৫৯৯। ইবনে মাজা, যাকাত, নং ১৮১৪।

১৬০১। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫০১; ইবনে মাজা (আংশিক), ঐ, নং ১৮২৩।

১৬০৩। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৪৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮১৯।

১৬০৫। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৪৩; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৯৩।

১৬০৮। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৪৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮২১।

১৬০৯। ইবনে মাজা, যাকাত, নং ১৮২৭।

১৬১০। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৭৭; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫২২।

১৬১১। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৭৬; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫০৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮২৬।

১৬১২। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫০৫।

১৬১৩। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৪।

১৬১৪। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫১৮।

১৬১৫। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৭৫; নাসাঈ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত), ঐ, নং ২৫০২।

১৬১৬। বুখারী, যাকাত (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত); মুসলিম, ঐ, নং ৯৮৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৭৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮২৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫১৫।

১৬২২। মুসনাদ আহ্‌মাদ (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত), নং ২০১৮ ও ৩২৯১; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫১০।

১৬২৩। বুখারী, জিহাদ, বাব ৮৯, যাকাত, বাব ৩৩-৪৯; মুসলিম, যাকাত, বাব ১১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৪৬৬; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ৩২২।

১৬২৪। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৭৯৫।

১৬২৫। ইবনে মাজা, যাকাত, নং ১৮১১।

১৬২৬। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৫০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ১৮৪০; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৯৩; মুসনাদ আহ্‌মাদ, নং ৩৬৭৫।

১৬২৭। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৯৭।

১৬২৮। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৯৬।

১৬৩১। বুখারী, যাকাত; মুসলিম, ঐ, নং ১০৩৯; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৭৩।

১৬৩২। নাসাঈ, নং ২৫৭৪ (অনুরূপ)।

১৬৩৩। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬৯৯।

১৬৩৪। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৫২।

১৬৩৫। ইবনে মাজা, যাকাত, নং ১৮৪১ (আবু সাঈদ আল-খুদরী)।

১৬৩৮। বুখারী (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত), সুলহ, জিযয়া, আহ্‌কাম, দিয়াত; মুসলিম, হুদূদ; নাসাঈ কাসামা; তিরমিযী, দিয়াত, নং ১৪২২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৬৭৭; মালেক, কাসামা, নং ১।

১৬৩৯। তিরমিযী, যাকাত, নং ৬৮১; নাসাঈ, ঐ, নং ২৬০০।

১৬৪০। মুসলিম, যাকাত, নং ১০৪৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৮০।

১৬৪১। তিরমিযী (সংক্ষেপে), বুয়ূ, নং ১২১৮; ইবনে মাজা, তিজারা, নং ২১৯৮; নাসাঈ, বুয়ূ, বাব ফী মান ইয়াযীদু।

১৬৪২। মুসলিম, যাকাত, নং ১০৪৩; নাসাঈ, সালাত; ইবনে মাজা, জিহাদ।

১৬৪৪। বুখারী, যাকাত, রিকাক; মুসলিম, যাকাত, নং ১০৫৩; তিরমিযী, বির, নং ২০২৫; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৮৯।

১৬৪৫। তিরমিযী, যুহ্দ, নং ২৩২৭; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ৩৬৯৬।

১৬৪৬। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৮৮।

১৬৪৭। বুখারী, মুসলিম, যাকাত, নং ১০৪৫ (অনুরূপ); নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬০৫।

১৬৪৮। বুখারী, মুসলিম, যাকাত, নং ১০৩৩; নাসাঈ।

১৬৫০। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৬১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৫৭।

১৬৫২। মুসলিম, যাকাত, নং ১০৭১।

১৬৫৩। নাসাঈ।

১৬৫৫। বুখারী, মুসলিম, নং ১০৭৪; নাসাঈ।

১৬৫৬। মুসলিম, রোযা, নং ১১৪৯; তিরমিযী, যাকাত ও হজ্জ; ইবনে মাজা, আহ্কাম ও রোযা।

১৬৫৮। মুসলিম, যাকাত, নং ৯৮৭; বুখারী, নাসাঈ (অনুরূপ), নং ২৪৪৪।

১৬৬০। নাসাঈ (বিস্তারিত), নং ২৪৫০।

১৬৬৩। মুসলিম, লুকতা, নং ১৭২৮।

১৬৬৫। মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৭৩০।

১৬৬৭। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৬৬, তিরমিযী, ঐ, নং ১৬৬৫।

১৬৬৮। বুখারী, হেবা, জিযয়া, আদাব; মুসলিম, যাকাত, নং ১০০৩।

১৬৬৯। নাসাঈ।

১৬৭০। মুসলিম, ফাদাইলুস সাহাবা, বাব ১২, যাকাত, বাব ৮৭; নাসাঈ (আবু হুরায়রা, অনুরূপ ও পূর্ণাঙ্গ)।

১৬৭২। নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৬৮।

১৬৭৫। নাসাঈ, সালাত, নং ৪০৯; যাকাত, নং ২৫৩৭; তিরমিযী, সালাত, নং ৫১১।

১৬৭৬। বুখারী, নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৪৫; মুসলিম ও নাসাঈ হাদীসটি হাকীম ইবনে হিযাম (রা)-রাসূলুল্লাহ (সা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

১৬৭৮। তিরমিযী, মানাকিব, নং ৩৬৭৬।

১৬৮১। নাসাঈ, ওয়াসায়া; ইবনে মাজা, আদাব, নং ৩৬৮৪।

১৬৮৪। বুখারী, ইজারা, বাব ১, ওয়াকালা, বাব ১৬; মুসলিম, যাকাত, বাব ৭৯, নাসাঈ, ঐ, বাব ৫৭ ও ৬৭।

১৬৮৫। বুখারী, যাকাত, বাব ১৭, ২৫, ২৬, জানাইয, বাব ৯৫, বুয়ূ, বাব ১২; মুসলিম, যাকাত হাদীস নং ৮০ ও ৮১; তিরমিযী, ঐ, নং ৬৭১; ইবনে মাজা, তিজারা, নং ২২৯৪; মুসনাদ আহ্মাদ, ৬খ. পৃ. ৪৪, ৯৯, ২৭৮; নাসাঈ, বাব ৪, ৭, ৫৭।

১৬৮৭। বুখারী, নাফাকাত, বাব ৫, বুয়ূ, বাব ১২; মুসলিম, যাকাত, নং ২৩৭০/৮৪, মুসনাদ আহ্মাদ, ২খ., পৃ. ৩১৬।

১৬৮৯। নাসাঈ, মুসলিম, যাকাত, নং ৯৯৮; বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

১৬৯০। নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম।

১৬৯১। নাসাঈ, যাকাত।

১৬৯২। নাসাঈ, মুসলিম, যাকাত, নং ২৩১২/৪০।

১৬৯৩। বুখারী, আদাব, বাব ১২, বুয়ূ, বাব ১৬; মুসলিম, বির, বাব ৬৫২৩/২০ ও ৬৫২৪/২১; নাসাঈ।

১৬৯৪। তিরমিযী, বির, নং ১৯০৮; মুসনাদ আহ্মাদ, নং ১৬৭ ও ১৬৮৬।

১৬৯৬। বুখারী, মুসলিম, বির, নং ২৫৫৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৯১০।

১৬৯৭। বুখারী, তিরমিযী, বির, নং ১৯০৯।

১৬৯৮। মুসনাদ আহ্মাদ, ২খ. পৃ. ১৬০ ও ১৯৫।

১৬৯৯। তিরমিযী, বির, নং ১৯৬১; নাসাঈ, যাকাত, নং ২৫৫২; বুখারী, ও মুসলিম হাদীসটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৭০০। মুসলিম, নাসাঈ।

১৭০১। বুখারী, লুকতা, নং ১১৯৬; মুসলিম, ঐ, নং ৪৫০৬/৯; নাসাঈ, যাকাত, বাব ২৮; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৭৪।

১৭০৪। বুখারী, লুকতা; মুসলিম, ঐ, নং ৪৫০৪/৭; তিরমিযী, আহ্কাম, নং ১৩৭৩; নাসাঈ ও ইবনে মাজা (অনুরূপ)।

১৭০৯। নাসাঈ, ইবনে মাজা, লুকতা, নং ২৫০৫।

১৭১০। তিরমিযী, বুয়ূ, নং ১২৮৯; নাসাঈ ও ইবনে মাজা (সংক্ষেপে ও বিস্তারিত)।

১৭১৯। মুসলিম ও নাসাঈ।

১৭২০। নাসাঈ, ইবনে মাজা, নং ২৫০৩; মুসলিম, লুকতা, নং ৪৫১০/১২ (যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী)।

উপরোক্ত বরাতসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে সুনান আবু দাউদ-এর সর্বপ্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থ "মাআলিমুস সুনান", হিমস থেকে ১৩৮৯ হি./১৯৬৯-৭০ খৃ. প্রকাশিত এবং ইয্যাত উবায়েদ কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ থেকে। হাদীসের সংশ্লিষ্ট ক্রমিক সংখ্যাসমূহও উক্ত সংস্করণে। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংস্করণের সাথে উক্ত সংখ্যার মিল নাও থাকতে পারে। তবে দারুস সালাম, রিয়াদ থেকে (সিহাহ সিত্তা এক ভলিউমে) প্রকাশিত সংস্করণের নম্বরের সাথে মিল আছে। প্রথম খণ্ডের ৩৩ নং পৃষ্ঠায় অসাবধানতাবশত মুআলিমুস সুনান ছাপা হয়েছে। শুদ্ধ হলো মাআলিমুস সুনান (হাদীসসমূহের প্রাপ্তিস্থল)।

পরিশিষ্ট-২
সুনান আবী দাউদ
ছয় খণ্ডের বিষয়বস্তু

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ৭২০ নং হাদীস)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ (পবিত্রতা)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (নামায)

দ্বিতীয় খণ্ড

(৭২১ নং হাদীস থেকে ১৭২০ নং হাদীস)

২. كِتَابُ الصَّلٰوةِ (অবশিষ্টাংশ)

৩. كِتَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)

৪. كِتَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ (সফরের নামায)

৫. كِتَابُ التَّطَوُّعِ (নফল নামায)

৬. كِتَابُ الصَّوْمِ (রোযা)

৭. كِتَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ (কুরআনের সিজদাসমূহ)

৮. كِتَابُ الْوِتْرِ (বিতর নামায)

৯. كِتَابُ الزَّكٰوةِ (যাকাত)

১০. كِتَابُ اللُّقْطَةِ (হারানো প্রাপ্তি)

তৃতীয় খণ্ড

(১৭২১ নং হাদীস থেকে ২৪৭৬ নং হাদীস)

১১. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)

১২. كِتَابُ النِّكَاحِ (বিবাহ)

১৩. كِتَابُ الطَّلَاقِ (বিবাহ বিচ্ছেদ)

১৪. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)

চতুর্থ খণ্ড

(২৪৭৭ নং হাদীস থেকে ৩৩২২ নং হাদীস)

পঞ্চম খণ্ড

(৩৩২৩ নং হাদীস থেকে ৪২৩৯ নং হাদীস)

ষষ্ঠ খণ্ড

(৪২৪০ নং হাদীস থেকে ৫২৭৪ নং হাদীস)